লালঝাণ্ডা

লালঝাণ্ডা

পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি-র মতাদর্শগত তত্ত্বগত মুখপত্র

তৃতীয় প্রকাশ। সংখ্যা নং-১। আগস্ট, ২০০০।

★ লালঝাণ্ডা-র পুন:প্রকাশ– নিজেই একটি দুই লাইনের সংগ্রাম

★ আমরা এখন কি করছি এবং কি করতে চাই

লালঝাণ্ডা সম্পাদনা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত এবং পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি-র মাওবাদী বলশেভিক পুনর্গঠন আন্দোলন কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।

বিনিময় মূল্য: ত্রিশ টাকা। শুভেচ্ছা মূল্য: যথাসাধ্য।

লালঝাণ্ডা

সূচি

১। লালঝাণ্ডা সম্পাদনা বোর্ডের ঘোষণা/ ৫

২। সম্পাদকীয় নিবন্ধ
লালঝাণ্ডার পুন:প্রকাশ– নিজেই একটি দুই লাইনের সংগ্রাম/ ৬

৩। সংশোধনবাদ ও মধ্যপন্থার সাথে রাপচার করুন/ ৯১

৪। RIM কমিটির প্রতিনিধির সাথে কমরেড "ক"-র এপ্রিল '৯৯ আলোচনার অংশ বিশেষ/ ১২

৫। সহিংস বিপ্লব হচ্ছে সর্বহারা বিপ্লবের একটি সার্বজনীন নিয়ম/ ১৩

৬। কমরেড আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্যদের প্রতি কমরেড "ক"-র খোলা চিঠি। প্রথমার্ধ, মার্চ '৯৯/ ১৫

৭। ৪৪ নং শাখার কর্মী-সহানুভূতিশীল-সমর্থক জনগণের প্রতি কমরেড "ক"-র খোলা চিঠি। প্রথমার্ধ, এপ্রিল '৯৯/ ২৯

৮। বিশেষ অবস্থার বিশেষ বিশ্লেষণ ও বিশেষ সমস্যার বিশেষ সমাধান সম্পর্কে সংশোধনবাদী আনোয়ার কবীরপন্থীদের বিতর্কের জবাবে/ ৪৩

৯। গোঁড়ামিবাদের তথাকথিত বিরোধিতার বিপক্ষে মাওবাদের ওপর জোরালো শিক্ষা আন্দোলনের প্রস্তাব সম্পর্কে/ ৪৬

১০। "আমাদের তত্ত্ব অন্ধ ধারণা নয়, কাজের পথ প্রদর্শক"/ ৪৯

১১। নিজের দেশে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যের সংগে বিপ্লবের বাস্তব কর্মধারার সমন্বয় সাধন/ ৫২

১২। নীতি ও নমনীয়তা/ ৫৫

১৩। রণনীতির ক্ষেত্রে শত্রুকে ঘৃণা করুন, রণকৌশলের ক্ষেত্রে গুরুত্ব সহকারে দেখুন/ ৫৮
- ইতিহাসের বিশ্লেষণ/
- বিপ্লবী ও সংস্কারবাদীদের মধ্যকার পার্থক্য/
- চমৎকার নিদর্শনসমূহ/
- চীনের কমিউনিস্টদের রণনীতিগত ও রণকৌশলগত চিন্তাধারা/
- দর্পণ/

১৪। আমরা এখন কি করছি এবং কি করতে চাই/ ৬৭

১৫। জেলবন্দি কুন্দাসন যুদ্ধের বীর কমরেডদের প্রতি/ ৭৩

১৬। ১৯৯৯ সালে প্রচারিত আমাদের লিফলেটসমূহ/ ৭৬
- রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করুন, নিজেদের ভাগ্যকে পরিবর্তন করুন/
- মাওবাদী গণযুদ্ধের রাজনীতিকে আঁকড়ে ধরুন : অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্পন্ন করুন/
- পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির আহ্বান/
- মনোযোগ দেবার আটটি ধারা মেনে চলুন/
- সভাপতি মাওসেতুঙ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন : বিপ্লবের কেন্দ্রিয় কর্তব্য ও সর্বোচ্চ রূপকে আঁকড়ে ধরুন/

১৭। সিরাজ সিকদারের ২৫ তম শহীদবার্ষিকী উপলক্ষে বিবৃতি/ ৮৪

১৮। গণযুদ্ধের এক শতাব্দির জন্য সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের বিজয়ের দিকে এগিয়ে চলুন/ ৮৬

১৯। পিসিআইএম-এর প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এমবিআরএম এবং মাপুকে-এর যৌথ বাণী/ ৯০

২০। আমাদের গত প্রায় এক বছরের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক-সামরিক কাজের সংক্ষিপ্ত চিত্র/ ৯৯
- লাইনগত দলিল ও প্রচারপত্র প্রণয়ন ও প্রচার/
- অন্যদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা-বৈঠকসমূহ এবং তার মূল ফলাফল/
- চলমান শ্রেণীসংগ্রামে অংশ গ্রহণের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক
- প্রচার-তৎপরতা, প্রচার অভিযান ও প্রচার এ্যাকশনের ক্ষেত্রে অনুসৃত আমাদের পলিসি এবং তার বাস্তবায়নের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক/
- বর্তমান সময়ে সামরিক এ্যাকশনের ক্ষেত্রে অনুসৃত আমাদের নীতি, দৃষ্টিভঙ্গি ও গুরুত্বপূর্ণ সামরিক এ্যাকশনগুলোর সংক্ষিপ্ত চিত্র/

২১। শহীদ কমরেড আয়নাল ও শহীদুল– লাল সালাম/ ৯৮

"শ্রেণীসংগ্রামকে চাবিকাঠি হিসেবে আঁকড়ে ধরুন।"

—মাও সেতুঙ

"সত্যিকারভাবে মাও সেতুঙ চিন্তাধারার সাথে যা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা আঁকড়ে ধরবো এবং মাও সেতুঙ চিন্তাধারার যা পরিপন্থী তা ধিকৃত ও বর্জন করবো।"

—সিরাজ সিকদার।

[নোট: মাওবাদকে অতীতে মাও সেতুঙ চিন্তাধারা বলা হতো, যাকে এখন মাওবাদ হিসেবে সূত্রায়িত করা হয়েছে। —সম্পাদনা বোর্ড, লালঝাণ্ডা।]

লালঝাণ্ডা সম্পাদনা বোর্ডের ঘোষণা

পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির মাওবাদী বলশেভিক পুনর্গঠন আন্দোলন-এর সর্বোচ্চ নেতৃত্বগ্রুপের আহ্বানে প্রয়োজনীয় ও সংশ্লিষ্ট কমরেডদের একটি বৈঠকে লালঝাণ্ডা সম্পাদনা বোর্ড গঠিত হয়েছে।

লালঝাণ্ডা সম্পাদনা বোর্ডের সকল সদস্যই পেশাদার মাওবাদী কমিউনিস্ট বিপ্লবী এবং লালঝাণ্ডার মতো মতাদর্শগত তত্ত্বগত পত্রিকা পরিচালনার জন্য আমাদের আজকের সামর্থে সর্বোচ্চ মানসম্পন্ন।

লালঝাণ্ডা সম্পাদনা বোর্ড পার্টির মধ্য থেকে উদ্ভূত দুই লাইনের সংগ্রামে শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদার প্রদর্শিত মাওবাদী বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতিকে পুন:প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত করার লাইনের পক্ষে— যে লাইনকে প্রধানত: নেতৃত্ব দিচ্ছেন কমরেড "ক"।

লালঝাণ্ডা সম্পাদনা বোর্ড পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির মাওবাদী বলশেভিক পুনর্গঠন আন্দোলন-এর সর্বোচ্চ নেতৃত্বগ্রুপের অধীনস্থ: একটি অর্গান হিসেবে কাজ করবে এবং সরাসরি সর্বোচ্চ নেতৃত্বগ্রুপের নিকট তার কাজের জন্য দায়ী থাকবে।

লালঝাণ্ডা পুন:প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা এই অবস্থান নিয়েছি যে, '৬৮ থেকে '৭৪ পর্যন্ত শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদারের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে লালঝাণ্ডা-র যে সকল সংখ্যা বেড়িয়েছিল তার সবটাই লালঝাণ্ডা প্রথম প্রকাশের বিবিধ সংখ্যা হিসেবে বিবেচিত হবে। পরবর্তী সময়কালে আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বে '৭৯ সাল থেকে '৯২ সাল পর্যন্ত যে সকল সংখ্যা বেড়িয়েছিল তার সবটাই লালঝাণ্ডা-র দ্বিতীয় প্রকাশের বিবিধ সংখ্যা বলে বিবেচিত হবে। এবং একুশ শতকের সূচনা থেকে কমরেড "ক"-র নেতৃত্বাধীন লাইনের অধীনে বর্তমান লালঝাণ্ডা-র যে সকল সংখ্যা প্রকাশিত হবে তার সবটাই লালঝাণ্ডা-র তৃতীয় প্রকাশের বিবিধ সংখ্যা বলে গণ্য হবে।

সম্পাদনা বোর্ড লালঝাণ্ডা সম্পাদনা করবে এবং তা পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির মাওবাদী বলশেভিক পুনর্গঠন আন্দোলন কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত হবে। —সম্পাদনা বোর্ড, লালঝাণ্ডা। ■

সম্পাদকীয়

লালঝাণ্ডা'র পুন:প্রকাশ– নিজেই একটি দুই লাইনের সংগ্রাম

লালঝাণ্ডা-র পুন:প্রকাশ, নিজেই একটি দুই লাইনের সংগ্রাম। এ হচ্ছে বর্তমান সময়কালে পার্টির মধ্য থেকে সৃষ্ট ও বিকশিত দুই লাইনের সংগ্রামেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

লালঝাণ্ডা-র পুন:প্রকাশটা হচ্ছে পার্টির মধ্য থেকে উত্থিত আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বাধীন তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের নামে যুদ্ধকে বর্জনের মধ্য দিয়ে বিপ্লবকে বর্জনের সংশোধনবাদী দলত্যাগী লাইনের বিরুদ্ধে শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদার প্রদর্শিত মাওবাদী বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতিকে পুন:প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত করার লাইনের পক্ষে পার্টির মধ্যকার মাওবাদী সর্বহারা বিপ্লবীদের লাইনগত সংগ্রামেরই একটি অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং নির্ধারক ধরনের বিজয়।

লালঝাণ্ডা-র পুন:প্রকাশনাকে অব্যাহত রাখা ও তাকে নিয়মিতকরণের সংগ্রামটা হচেছ আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বাধীন তথাকথিত "সম্পাদকের সঠিক লাইন" নামক ডান সুবিধাবাদী সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে পার্টির মধ্যকার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের জীবন-মরণপণ লাইনগত সংগ্রামকে অব্যাহত রাখা এবং তাকে কবরস্থ করার লাইনগত সংগ্রামেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক অংশ।

শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে বিপ্লবীযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল ও বিকশিত হয়েছিল আমাদের প্রাণপ্রিয় সংগঠন পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি। যা এদেশের বিভিন্নরূপের অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-সুবিধাবাদী-সংশোধনবাদী পার্টিগুলোর রাজনীতি ও অনুশীলন থেকে আমাদের পার্টি-সংগঠনকে পৃথক করেছিল এবং পূর্ববাংলার বিপ্লবীযুদ্ধের নেতৃত্বকারী হিসেবে আমাদের পার্টিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। হাজারো শহীদের রক্তে গড়ে ওঠা এই পার্টিকে তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের নামে বিপ্লবীযুদ্ধকে বর্জনের পার্টিতে পরিণত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছেন আনোয়ার কবীর। যা হচ্ছে একটি গুরুতর রাজনৈতিক অপরাধ। এ হচ্ছে পার্টির সর্বহারা বিপ্লবী রঙ-কে পরিবর্তন করে তাকে অর্থনীতিবাদ-সংস্কারবাদ-সুবিধাবাদের বুর্জোয়া পার্টিতে অধ:পতিত করার চেষ্টার অপরাধ। এ হচ্ছে বিপ্লবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা, শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকসহ ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণের সাথে বেঈমানি, পক্ষ পরিবর্তন ও দলত্যাগ। একে উন্মোচন, বিরোধিতা ও বর্জনের সংগ্রামে অন্যতম নেতৃত্বকারীর ভূমিকা পালনের দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েই পুনরায় আত্মপ্রকাশ করছে লালঝাণ্ডা, যাকে ইতোপূর্বে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বে ও তার প্রস্তাবের ভিত্তিতেই।

আমাদের প্রাণপ্রিয় পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি হচ্ছে একটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। আমাদের পার্টির মতাদর্শগত তত্ত্বগত ভিত্তি হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ। আমাদের পার্টির মতাদর্শগত তত্ত্বগত কেন্দ্রিয় মুখপত্র হচ্ছে লালঝাণ্ডা। পার্টির প্রস্তুতি সংগঠন পূর্ববাংলার শ্রমিক আন্দোলন-এর সময়কাল থেকেই দেশী-বিদেশী বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদ বিরোধী লড়াইয়ে এবং পার্টির ভেতরকার বিভিন্ন ধরনের ভুল চিন্তাধারা সংশোধনের সংগ্রামে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী অস্ত্র হিসেবে কাজ করেছে লালঝাণ্ডা। একে পরিত্যাগ করার অর্থ হচ্ছে পার্টির মাওবাদী সর্বহারা বিপ্লবী রঙ-কে বজায় রাখার একটি নির্ধারক হাতিয়ারকেই পরিত্যাগ করা। দু:খজনকভাবে আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বে আমাদের পার্টির অতীত ইতিহাসে ঠিক তাই হয়েছিল। পার্টির মধ্যে কোন পূর্বালোচনা ছাড়াই তিনি ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় কেন্দ্রিয় কমিটির ২য় অধিবেশনে লালঝাণ্ডা-র প্রকাশনাকে বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। এর পক্ষে তিনি কিছু প্রয়োগবাদী যুক্তিও উত্থাপন করেছিলেন। যা সেই সময়ে তার নেতৃত্বে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের পথ থেকে ক্রমবর্ধিতভাবে দূরে সরে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় থাকা অর্থনীতিবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে গুরুতরভাবে আচ্ছন্ন তৎকালিন কেন্দ্রিয় কমিটি গ্রহণ ও অনুমোদন করেছিল। ফলে পূর্ব কোন সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকেই দীর্ঘদিন যাবত অনিয়মিত থেকে আরো অনিয়মিত হয়ে আসা লালঝাণ্ডা-র প্রকাশনা শেষ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই পরিপূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যা ভুল ছিল। লালঝাণ্ডা প্রকাশনা বন্ধের ঘোষণা সর্বস্তরে প্রচারিত হয়েছিল সার্কুলার নং-৩য় সি সি/৭, তারিখ: ০৬/০১/৯৩-এর মাধ্যমে। এরপর থেকেই প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল বিপ্লবীযুদ্ধকে প্রকাশ্যে বর্জনের ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য রচিত "সম্পাদকের" তথা আ.ক-র নোট সমূহ। যার ধারাবাহিকতায় এসেছিল তার অক্টোবর '৯৩ দলিল তথা যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের লাইন। এবং পরবর্তীকালে '৯৫ সালের সারসংকলন দলিল। যা সম্পর্কে কমরেড "ক" বলেছিলেন, "আ.ক-র '৯৫ সালের সারসংকলন দলিল হচ্ছে, তার অক্টোবর '৯৩ দলিলের তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের নামে যুদ্ধকে বর্জনের মধ্য দিয়ে বিপ্লবকে বর্জনের অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-সংশোধনবাদী লাইনের আলোকে ও ভিত্তিতে, পার্টির বিপ্লবীযুদ্ধের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে লেপে-মুছে দেয়া এবং অসত্যভাবে

পুন:র্লিখনের সংশোধনবাদী অপপ্রয়াস।" "যা হচ্ছে নিজের শিকড় ও মূল থেকে, নিজের বিপ্লবী ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে, পার্টিকে বিচ্ছিন্ন করার লাইন। এ হচ্ছে একটি নয়া অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-সংশোধনবাদী পার্টি গঠন এবং তার অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-সংশোধনবাদী ইতিহাস ও ঐতিহ্য গড়ে তোলার লাইন।"[১]

এভাবে লালঝাণ্ডা-র প্রকাশনা বন্ধ করে দেবার পরবর্তী ঘটনাবলীর প্রক্রিয়ায় এখন এটা পরিস্কার যে, লালঝাণ্ডা প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া সম্পর্কিত আনোয়ার কবীরের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব ও তার পক্ষে দেয়া যুক্তিগুলো ছিল সংশোধনবাদের অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। সংশোধনবাদের পঙ্কে নিজের আকণ্ঠ নিমজ্জিত হবার প্রক্রিয়াকে এবং পার্টি-সংগঠনের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী সর্বহারা বিপ্লবী চরিত্রকে সমগ্রভাবে পরিবর্তন করার প্রক্রিয়াকে বাধামুক্ত করাটাই ছিল তার উদ্দেশ্য। সংশোধনবাদকে মতাদর্শগত তত্ত্বগত ভিত্তি হিসেবে পার্টির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই আনোয়ার কবীর মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের স্বপক্ষে লড়াইয়ে পার্টির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক অস্ত্র লালঝাণ্ডা-র প্রকাশনাকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এর বিরুদ্ধে প্রলেতারীয় সাহসী প্রতিবাদ ও সংগ্রাম হিসেবেই পুন:প্রকাশিত হচ্ছে লালঝাণ্ডা।

বিপ্লবের অর্থ হলো আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে অন্য উপায়ের রাজনীতি। যুদ্ধই হচ্ছে অন্য উপায়ের রাজনীতি। যুদ্ধের নিজস্ব কোন শ্রেণীপ্রকৃতি নেই, যে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য যুদ্ধ চালিত হয় তার দ্বারাই যুদ্ধের শ্রেণীপ্রকৃতি নির্ধারিত হয়। আমাদের মতো দেশে নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার কর্মসূচির ভিত্তিতে চালিত যুদ্ধ হচ্ছে বিপ্লবীযুদ্ধ। বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থায় বিপ্লবীযুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে পারে কেবলমাত্র সর্বহারাশ্রেণী। তাই বর্তমান বিশ্বে বিপ্লবীযুদ্ধের শ্রেণীপ্রকৃতি হচ্ছে সর্বহারা। সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতিই হচ্ছে সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের রাজনীতি, এরই মতাদর্শগত-তত্ত্বগত হাতিয়ার হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ। তাই অন্য উপায়ের রাজনীতি তথা যুদ্ধ, বিপ্লবের কর্মসূচি, সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্ব এবং এর মতাদর্শগত তত্ত্বগত হাতিয়ার– বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতির এই চারটি মূল ভিত্তি বা স্তম্ভ পরস্পরের সাথে আন্ত:সম্পর্কিত এবং একই তারে বাধা। এর যে কোনো একটি স্তম্ভকে ত্যাগ করার অর্থ হচ্ছে বাস্তবে বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতির সমগ্রতাকেই অর্থাৎ বিপ্লবকে ত্যাগ করা। বিপ্লবীযুদ্ধে নিয়োজিত ও বিপ্লবীযুদ্ধের নেতৃত্বকারী একটি পার্টির মধ্য থেকে বিপ্লবকে বর্জনের প্রক্রিয়ার উদ্ভব ও বিকাশ হয় প্রধানত: যুদ্ধের প্রশ্নকে ঘিরেই, যুদ্ধকে বর্জনের মধ্য দিয়ে। এটাই হচ্ছে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাধারণ অভিজ্ঞতা। যাকে বারংবার সারসংকলন করেছিলেন আন্তর্জাতিক সর্বহারাশ্রেণীর মহান শিক্ষকগণ। মাও সেতুঙ-এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি "লেনিনবাদ দীর্ঘজীবী হোক" থিসিসে এই প্রসঙ্গে বলেছিল, "সর্বহারাশ্রেণীকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্যে বৈপ্লবিক পন্থার আশ্রয় নিতে হবে, বুর্জোয়া সামরিক-আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রকে ভেঙ্গে চুরমার করতে হবে এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কত্বকে প্রতিস্থাপনের জন্যে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সর্বহারা সংগ্রামের ইতিহাসের সাথে যারা পরিচিত তারাই জানেন যে, যথার্থভাবে এই মৌলিক প্রশ্নই একদিকে মার্কসবাদী আর অন্যদিকে সুবিধাবাদী ও সংশোধনবাদীদের মধ্যেকার পার্থক্যসূচক সীমারেখাটি নির্ধারণ করে।" এ কারণে একই থিসিসে এই বক্তব্যকে খুব জোরের সাথে উর্ধে তুলে ধরা হয়েছিল যে, "বিপ্লবের অর্থ হলো নিপীড়িত শ্রেণী কর্তৃক বৈপ্লবিক বলপ্রয়োগের ব্যবহার, এর অর্থ হলো বৈপ্লবিক যুদ্ধ।"

রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর্যায়ে বিপ্লবীযুদ্ধকে বর্জনের অর্থই হচ্ছে বিপ্লবকে বর্জন। এবং বিপ্লব বর্জনের অর্থ হচ্ছে সংশোধনবাদ। এ কারণে মাওবাদীদের "বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলন" সংক্ষেপে RIM-এর ঘোষণায় সঠিকভাবেই বলা হয়েছিল যে, "সংক্ষেপে, কমিউনিস্টরা হচ্ছে বিপ্লবীযুদ্ধের প্রবক্তা।"

যে কোনো অজুহাতে বিপ্লবীযুদ্ধ চালাতে অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে বিপ্লব করতে অস্বীকার করা এবং বিপ্লব করতে যারা অস্বীকার করে তারা হচ্ছে সংশোধনবাদী। এ সম্পর্কে "সি.পি.এস.ইউ নেতৃবৃন্দই আমাদের সময়কার সবচেয়ে বড়ো বিভেদপন্থী" দলিলে মাও সেতুঙ-এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি খুব সঠিকভাবেই বলেছিল যে, "কমিউনিস্টরা হচ্ছে বিপ্লবের হোতা। যদি তারা বিপ্লব করতে অস্বীকার করে তবে তারা আর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী থাকে না, সংশোধনবাদী বা ঐ রকম কিছুতে পরিণত হয়। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হিসাবে কমিউনিস্টদের প্রকৃতিগতভাবেই বিপ্লবী অবস্থানে অবিচল থাকা উচিত এবং সংশোধনবাদের বিরোধিতা করা উচিত। একইভাবে তার কার্যক্রম হিসেবেই যে কোনো মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির দৃঢ় সমর্থন জানানো উচিত সংশোধনবাদ বিরোধী বিপ্লবীদেরকে ও কমিউনিস্টদেরকে।"

বিপ্লবীযুদ্ধকে বর্জনের মধ্য দিয়ে বিপ্লবকে বর্জনের আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতিবাচক সাধারণ অভিজ্ঞতার সাথে আমাদের পার্টির অতীত ইতিহাসের নেতিবাচক অভিজ্ঞতাগুলোও সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতীতে পার্টির মধ্য থেকে উদ্ভূত সংশোধনবাদী গ্রুপগুলোর সকলেই যুদ্ধকে বর্জনের মধ্য দিয়ে বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতির সমগ্রতাকেই অর্থাৎ বিপ্লবকেই বর্জন করেছিল। ফজলু-

সুলতান চক্র, খলিল-ইকরাম-আতিক চক্র, জিয়া-রানা-আরিফের নেতৃত্বাধীন অস্থায়ী পরিচালনা কমিটি বা অ.প.ক এবং কামাল হায়দারের নেতৃত্বাধীন সর্বোচ্চ বিপ্লবী পরিষদ বা স.বি.প– সকলের ক্ষেত্রেই একই কথা প্রযোজ্য। সকলেই যুদ্ধকে বর্জনের মধ্য দিয়ে বিপ্লবকে বর্জন করেছিল এবং অর্থনীতিবাদ-সংস্কারবাদ-সুবিধাবাদের শ্রেণীসমন্বয়বাদী-সংশোধনবাদী রাজনীতিকে গ্রহণ ও অনুশীলন করেছিল। যা শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বার্থরক্ষার মধ্য দিয়ে তার সেবা করেছিল এবং পার্টি ও বিপ্লবের বিপুল ক্ষতি করেছিল। ফলে শেষ পর্যন্ত এসব গ্রুপগুলোর অপরিবর্তিত শীর্ষ নেতারা শাসকশ্রেণী ও রাষ্ট্রযন্ত্র কর্তৃক পুরস্কৃতও হয়েছিল। এটা ফজলু, খলিল, জিয়া ও কামাল হায়দার– সকলের ক্ষেত্রেই প্রমাণিত সত্য।

আনোয়ার কবীরও যাত্রা শুরু করেছিলেন একই পথে– বিপ্লবীযুদ্ধের বদলে তিনস্তর বিশিষ্ট যুদ্ধে উত্তরণের সমন্বয়বাদী লাইনের মধ্য দিয়ে যুদ্ধকে বর্জনের প্রক্রিয়ায়। যা পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতায় এবং ছোট-বড় উল্লম্ফনের মধ্য দিয়ে আজকে একটি পূর্ণাবয়বের সংশোধনবাদী রাজনৈতিক-মতাদর্শিক অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিণত হয়েছে। যাকে তিনি নিজেই সূত্রায়ন করেছেন "যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রাম" নামে। তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রাম নামক এই সংশোধনবাদের রাজনৈতিক মর্মবস্তু হচ্ছে অর্থনীতিবাদ-সংস্কারবাদ-সুবিধাবাদ, যার শ্রেণী প্রকৃতি হচ্ছে বুর্জোয়া। এই সংশোধনবাদের দার্শনিক প্রকৃতি হচ্ছে যান্ত্রিক বস্তুবাদ, যা হচ্ছে অধিবিদ্যা এবং তা হচ্ছে ঐতিহাসিক ভাববাদেরই একটি রূপ। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এই সংশোধনবাদ আধাসামন্ততান্ত্রিক-নয়া উপনিবেশিক ব্যবস্থাকে আড়াল করে এবং যুদ্ধকে বর্জনের মধ্য দিয়ে তাকে অর্থাৎ আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদকে টিকিয়ে রাখে এবং এভাবে বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বার্থরক্ষার মাধ্যমে তার সেবা করে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই সংশোধনবাদ আধাসামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতিকে তথা আমলাতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতিকে ধারণ, বহন ও প্রতিনিধিত্ব করে। অনুশীলনের ক্ষেত্রে এই সংশোধনবাদ রাজনৈতিক-মতাদর্শিকভাবে এবং সংগ্রামিক-সাংগঠনিকভাবে বিপ্লবীযুদ্ধের লাইন ও অনুশীলনের বিপক্ষে বৈরি বেরিকেড গড়ে তোলে। তাই সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের লক্ষ্যে পূর্ববাংলার নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবকে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করার জন্য আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বাধীন তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রাম নামক সংশোধনবাদের বিপক্ষে সংগ্রামকে অব্যাহত রাখা ও তাকে কবরস্থ করতে পারাটা প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য। সর্বহারা বিশ্ববিপ্লবের দিকে এগিয়ে চলার এই সংগ্রামে শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদার প্রতিষ্ঠিত লালঝাণ্ডা হবে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হাতিয়ার।

আজকে যে লাইনটির নেতৃত্ব করছেন আনোয়ার কবীর, আমাদের পার্টিতে যুদ্ধকে বর্জনের মধ্য দিয়ে বিপ্লবকে বর্জনের সেই তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রাম নামক সংশোধনবাদী লাইনটির প্রথম উদ্ভব, বাঁক পরিবর্তন, ভ্রূণ ভিত্তি আকারে তার পুনরুদ্ভব, বিকাশ ও আজকের পরিণতি অর্জনের একটি দীর্ঘ ও আঁকাবাঁকা ইতিহাস রয়েছে, '৭৫ সালের শেষার্ধে ও '৭৬ সালে যার শুরু। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমাদের পার্টিতে এই লাইনটির প্রথম উদ্ভব হয়েছিল ৬০-৭০'র দশকে আমাদের দেশসহ বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী সংগ্রামের উত্থানের পর ৭০-৮০'র দশকে তার পরাজয় ও সংকট থেকে। এবং আমাদের পার্টিতে এই লাইনটির ভ্রূণভিত্তি আকারে পুনরুদ্ভব ও বিকাশ হয়েছিল আমাদের দেশসহ বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী সংগ্রামের এই পরাজয় ও সংকট দীর্ঘস্থায়ী হবার মধ্য দিয়ে। ফলে ৭০-৮০-র দশকে বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী সংগ্রামের পরাজয়, সংকট ও তা দীর্ঘস্থায়ী হবার মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী কাতারের মধ্যে নতুন করে সৃষ্ট বিভিন্ন ধরনের ভুল চেতনা ও প্রবণতা, সংশোধনবাদী বিচ্যুতি ও সংশোধনবাদী অবস্থানের বিরুদ্ধে দুনিয়াজোড়া মাওবাদী বিপ্লবীদের জীবন-মরণপণ সংগ্রামেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে আমাদের দেশে আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বাধীন তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রাম নামক সংশোধনবাদের বিপক্ষে আমাদের সংগ্রামটা। এ হচ্ছে সারবস্তুতে পরাজয় ও সংকট থেকে সৃষ্ট ক্রমান্বয়বাদ, সুবিধাবাদ, আত্মসমর্পণবাদ ও বিলোপবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এ হচ্ছে ব্যর্থতা, পরাজয় ও সংকটকে অজুহাত করে সর্বহারা বিপ্লবের লাল পতাকাকে অবনত করা ও পরিত্যাগ করার সংশোধনবাদী বিচ্যুতি ও সংশোধনবাদী অবস্থানের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী মাওবাদী কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সংগ্রামেরই অংশ। এ হচ্ছে বর্তমান সময়কালে কমিউনিজমের সর্বহারা বিশ্ববিপ্লবের পতাকাকে বিশ্বব্যাপী দৃঢ়ভাবে সমুন্নত রাখার জন্য সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের রাজনীতিকে তথা বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতিকে পরিত্যাগকারী প্রধানত: মেকি মাওপন্থীদের বিরুদ্ধে প্রকৃত মাওবাদী সর্বহারা বিপ্লবীদের দুনিয়াজোড়া সাধারণ সংগ্রামেরই অংশ। এই ধরনের মহাগুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামেরই একটি অন্যতম নির্ধারক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী অস্ত্র হিসেবে অতীতে কাজ করেছিল এবং আগামীতেও কাজ করবে লালঝাণ্ডা।

আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বাধীন তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের লাইনটি হচ্ছে অর্থনীতিবাদ-সংস্কারবাদ-শ্রেণীসমন্বয়বাদ-সুবিধাবাদের রাজনৈতিক লাইন। এ হচ্ছে বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য উপায়ের রাজনীতি তথা যুদ্ধকে বর্জনের লাইন। যুদ্ধকে বর্জনের মধ্য দিয়ে বিপ্লবকে বর্জনের এই রাজনৈতিক লাইনের মতাদর্শগত তত্ত্বগত ভিত্তি হচ্ছে তথাকথিত "সম্পাদকের সঠিক লাইন" নামক আনোয়ার কবীরের চিন্তাধারা। যা হচ্ছে

একটি সমগ্র রাজনৈতিক-মতাদর্শিক অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি। যার রয়েছে দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে নিজস্ব অর্থনীতিবাদী অবস্থান এবং তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনীতিবাদী কর্মনীতি ও কর্মপদ্ধতি। এসব গড়ে উঠেছে, বিকশিত হয়েছে এবং বিপ্লব বর্জনের চূড়ান্ত পরিণতিতে উপনিত হয়েছে দীর্ঘদিনের আঁকাবাঁকা প্রক্রিয়া এবং ছোট-বড় উল্লম্ফনের মধ্য দিয়ে। যার ফলশ্রুতিতে আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বে আমাদের পার্টি-সংগঠনের সর্বস্তরে বিভিন্ন ধরনের অর্থনীতিবাদী-সংশোধনবাদী আবর্জনা ঢুকে পড়েছে ও গেড়ে বসেছে। যা পার্টি-সংগঠনের সর্বহারা বিপ্লবের নেতৃত্বকারীর ভূমিকা ও তার জন্য প্রয়োজনীয় বিপ্লবী বৈশিষ্ট্যগুলোকে বিপুল পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এসবকে খুঁজে বের করা ও সংশোধন করা প্রয়োজন। এ হচ্ছে নিজেদের ক্ষেত্রে এক নিজেকে দু'য়ে বিভক্ত করার সংগ্রাম। এ হচ্ছে নিজেদের ভুল চিন্তা, ভুল কর্মনীতি ও ভুল কর্মপদ্ধতিকে সংশোধন করার সংগ্রাম। যার মধ্য দিয়ে বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় পার্টি-সংগঠনের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী পুনর্গঠন সম্ভব। তাই এক্ষেত্রেও অন্যতম নেতৃত্বকারীর ভূমিকা পালন করবে লালঝাণ্ডা।✓

আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বাধীন তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রাম নামক সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় পার্টি-সংগঠনের সর্বস্তরে দীর্ঘদিন যাবত গড়ে ওঠা অর্থনীতিবাদের বিচ্যুতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির অনিবার্য ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন ধরনের মধ্যপন্থা এবং রাজনৈতিক আনাড়িপনা ও শিশুসুলভ বিশৃংখলার উদ্ভব ঘটেছে। যাকে বিবিধভাবে উস্কে দিয়েছে ও বিকশিত হতে সহায়তা করেছে আনোয়ার কবীর ও তাকে সমর্থনকারী নেতারা। যার ফলশ্রুতিতে পার্টি-সংগঠন আজকে দু:খজনকভাবে বহুধা খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, বহু ভ্রূণকেন্দ্র ও উপদলের উদ্ভব ঘটেছে– যার মধ্যে প্রধান ধারাই তিনটি। আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বাধীন সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় একইসাথে বিভিন্ন ধরনের মধ্যপন্থা, বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক আনাড়িপনা ও শিশুসুলভ বিশৃংখলা এবং নিজেদের ভুলগুলোর বিরুদ্ধেও সংগ্রামকে অব্যাহত রেখে ও বিকশিত করেই কেবলমাত্র এই নেতিবাচক পরিস্থিতিকে অতিক্রম করা সম্ভব। এবং তার মধ্য দিয়েই পার্টি-সংগঠনের বিপ্লবী ঐক্যকে পুন:প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত করা যাবে। যার মধ্য দিয়ে সংকুচিত হয়ে পড়া পার্টি-সংগঠনের বলশেভিকীকরণও সম্ভব হবে। তাই এক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে লালঝাণ্ডা।✓

শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদার প্রদর্শিত মাওবাদী বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতিকে পুন:প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত করার লাইনের অনুশীলনগত সমস্যাবলীর মতাদর্শগত তত্ত্বগত সমাধানের ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখবে এবং এভাবে বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতিকে সংগ্রামিক-সাংগঠনিকভাবে পুন:প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত করার ক্ষেত্রেও সহায়তা করবে লালঝাণ্ডা।

আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বাধীন তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রাম নামক সংশোধনবাদের মূল সারবস্তু হচ্ছে অর্থনীতিবাদ। যা একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে গড়ে তুলেছে ও সামনে নিয়ে এসেছে। তাই আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বাধীন সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামটা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিপক্ষে সংগ্রাম। অর্থনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গি সমগ্র থেকে অংশকে পৃথক করে ফেলে এবং অংশকে প্রাধান্য দেয়। আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বাধীন এই অর্থনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পার্টি ও জনগণের সম্পর্কের ক্ষেত্রে পার্টিবাদ নামক বুর্জোয়া আমলাতান্ত্রিকতাকে, পার্টি-সংগঠনের মধ্যকার মত বৈপরীত্যের একত্বের ক্ষেত্রে উপদলবাদ নামক সামন্ততান্ত্রিক গোষ্ঠীবাদীতাকে এবং পার্টি ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতাবাদ নামক বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিচ্যুতিকে সামনে নিয়ে এসেছে ও প্রতিনিধিত্ব করছে। যা পার্টি ও জনগণের সম্পর্ক, পার্টি-সংগঠনের ভেতরকার বিভিন্ন স্তরের মধ্যকার সম্পর্ক এবং পার্টি ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন বিশেষত: বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলন তথা RIM-এর সম্পর্ককে বিভিন্ন মাত্রায় ও বিভিন্নরূপে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এবং এসবের ওপর বিভিন্ন ধরনের নেতিবাচক ক্ষয়কারী প্রভাব ফেলেছে। অর্থনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিপক্ষে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এসবকেও অতিক্রম করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে লালঝাণ্ডা।

এককথায় বিপ্লবের জন্য যা প্রয়োজন এবং বিপ্লবের সাথে যা সম্পর্কিত তার সবক্ষেত্রেই ভূমিকা রাখতে চায় ও রাখবে লালঝাণ্ডা। কেবলমাত্র লালঝাণ্ডা-র মতো মতাদর্শগত তত্ত্বগত পত্রিকাই পারে পার্টি-সংগঠনের মধ্যকার বর্তমান নৈরাজ্যিক পরিস্থিতি ও বৃহত বিশৃংখলাকে বিপ্লবে নেতৃত্বকারী পার্টির জন্য প্রয়োজনীয় লৌহ-কঠিন শৃংখলায় রূপান্তরিত ও তাকে বিকশিত করতে। এবং লালঝাণ্ডা-ই পারে বর্তমানে পার্টি-সংগঠনের মধ্যে সৃষ্ট ও বিকাশমান বিপ্লব পরিত্যাগের বিভিন্নরূপের প্রবণতাকে কাটিয়ে তুলে নেতা-কর্মী-সহানুভূতিশীল-সমর্থক জনগণকে পুনরায় মরণপণ শপথে বিপ্লবকে এগিয়ে নেয়ার সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে। তাই লালঝাণ্ডা-র পুন:প্রকাশনাকে অব্যাহত রাখা ও তার নিয়মিতকরণটা হচ্ছে খুবই প্রয়োজনীয় ও জরুরি। যদিও আজকের সামর্থে তা করাটা আমাদের জন্য খুব সহজসাধ্য কোন কাজ নয়। তবে তা আমাদেরকে করতে হবে, এজন্য মরিয়া প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এক্ষেত্রে সহযোগিতা করার

জন্য বিপ্লব আকাংখী সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, এবং সহযোগিতা করতে আগ্রহী সকলের সহযোগিতা গ্রহণ করতে ও কেন্দ্রিভূত করতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

লালঝাণ্ডা-র প্রকাশনাকে বন্ধ করে দেয়ার জন্য আনোয়ার কবীর যে সব অর্থনীতিবাদী যুক্তিতর্ক উত্থাপন করেছিলেন তার মূল কিছু যুক্তি ছিল এই যে, এর তেমন প্রয়োজনীয়তা নেই, স্ফুলিঙ্গ ও বুলেটিন (গণযুদ্ধ) দ্বারাই এর প্রয়োজন পূরণ করা যায় ও যাবে, আমাদের লোকবল ও সামর্থ কম তাই বিভিন্ন নামে বিভিন্ন পত্রিকা প্রকাশ করাটা আমাদের সামর্থ ও পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তাই লালঝাণ্ডা প্রকাশ বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার। তিনি বাস্তবত: বুলেটিন তথা গণযুদ্ধকে লালঝাণ্ডা-র প্রতিস্থাপন করার মতো যুক্তি-তর্ক উত্থাপন করে বলেছিলেন যে, গণবোধ্য সংবাদ বুলেটিন প্রয়োজন। ফলে গণবোধ্য সংবাদ বুলেটিন প্রয়োজন কি প্রয়োজন নয় এই ডিলেমা আকারে বিতর্ক উত্থাপিত হওয়াতে তা সহজেই পাস হয়ে গিয়েছিল এবং উপেক্ষিত ও বাতিল হয়ে গিয়েছিল লালঝাণ্ডা। অথচ দুটো পত্রিকার প্রকৃতি ছিল দু'ধরনের। গণযুদ্ধ হচ্ছে সংবাদ বুলেটিন ধরনের পত্রিকা। এবং লালঝাণ্ডা হচ্ছে পার্টির মতাদর্শগত তত্ত্বগত পত্রিকা। পার্টি-সংগঠনের মতাদর্শগত তত্ত্বগত বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য যে কোনো মূল্যেই তার প্রকাশনা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাটা ছিল প্রয়োজনীয় ও জরুরি। কিন্তু তা হয়নি। আরো অনেক বিষয়ের মতো এক্ষেত্রেও শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদার থেকে শিক্ষা গ্রহণের কোন চেষ্টাও করা হয়নি। পার্টির প্রস্তুতি সংগঠনের সময়কালে ('৬৮ থেকে '৭১) এবং পরবর্তীকালেও ('৭২ থেকে '৭৪) যদি একটি মাত্রও পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছিল তবে সেটা করা হয়েছিল লালঝাণ্ডা-কেই, এমনকি হাতে লেখা সাইক্লোস্টাইল কপি করে হলেও। এ থেকে আমাদেরকে অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং লালঝাণ্ডা-র প্রকাশনাকে অব্যাহত রাখা ও তাকে নিয়মিতকরণের জন্য আমাদেরকে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

"সামর্থ নেই তাই সম্ভব নয়"– সর্বক্ষেত্রেই সর্বদাই আনোয়ার কবীরের এই গদবাঁধা অর্থনীতিবাদী সংশোধনবাদী বুলি আমরা সকলেই এতো বেশি শুনেছি যে, এ নিয়ে নতুন করে আর কিছু বলার প্রয়োজন পড়ে না। শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদার প্রদর্শিত মাওবাদী বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতিকে পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রেও আনোয়ার কবীরের মূল যুক্তি হচ্ছে এই একটাই। "সামর্থ নেই তাই সম্ভব নয়"– এই অজুহাতে তিনি তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের নামে অর্থনীতিবাদ-সংস্কারবাদ-সুবিধাবাদের প্রচার সর্বস্ব রাজনীতির অনুশীলন চালিয়ে কর্মী, গেরিলা, নিগেদ, অস্ত্র, গণভিত্তি, এলাকা, লাগাতার এলাকার সাত ধরনের বিশাল সব সামর্থ অর্জনের মধ্যে দিয়ে তাকে যুদ্ধে উত্তরণ ঘটাবেন বলে দাবি করে থাকেন। যা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। এসব হচ্ছে সর্বহারা বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতিকে আঁকড়ে না ধরা বা বর্জন করার জন্য সংশোধনবাদীদের চিরায়ত অবস্থান ও প্রচারণা মাত্র। "সামর্থ নেই তাই সম্ভব নয়"– আনোয়ার কবীরের এই অর্থনীতিবাদী-সংশোধনবাদী কুযুক্তিকে বর্তমানের দুই লাইনের সংগ্রামের প্রক্রিয়াতে আমরা সকলেই সংগ্রাম করেছি এবং এখনো করছি। যা খুবই ঘনীভূত ও সূত্রায়িতভাবে উত্থাপিত হয়েছিল RIM কমিটির প্রতিনিধির সাথে কমরেড "ক"-র গত এপ্রিল '৯৯-এর আলোচনাতে। এই আলোচনায় কমরেড "ক" বলেছিলেন, "যখন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ তার বিকাশের গতির প্রক্রিয়ায় সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গির পর্যায়ে উপনীত হয় তখন সর্বত্রই তার প্রভাব ও ছাপ পড়ে। আমরা মনে করি যে, অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য পথ ও উপায় খুঁজে বের করাটাই হচ্ছে বিপ্লবী দৃষ্টিকোণ, অর্পিত দায়িত্ব পালন না করার জন্য যুক্তি বা অজুহাত খুঁজে বের করাটা বিপ্লবী দৃষ্টিকোণ নয়। এটা হচ্ছে মাওবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং অর্থনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যকার পার্থক্য। কমরেড সিরাজ সিকদার বলেছিলেন যে, যখন তুমি কোন কিছুকে আঁকড়ে ধরবে তখন তাকে শক্তভাবেই আঁকড়ে ধরবে, কোন কিছুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে না ধরার অর্থ হচ্ছে সেই জিনিসকে মোটেই আঁকড়ে না ধরা।"

তাই আনোয়ার কবীরপন্থী কুযুক্তি ও অজুহাত প্রদর্শনের অর্থনীতিবাদী-সংশোধনবাদী রাজনৈতিক-মতাদর্শিক প্রভাব থেকে নিজেদেরকে পরিপূর্ণ মুক্ত করতে হবে। শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদার থেকে শিক্ষা নিয়ে লালঝাণ্ডা-র পুন:প্রকাশনাকে অব্যাহত রাখা ও তাকে নিয়মিতকরণের উদ্যোগ-প্রচেষ্টাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। এবং বিরাজমান কঠিন সব প্রতিকূলতাকে কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অনুকূলতায় রূপান্তরিত করতে হবে। এক্ষেত্রেও আমাদেরকে "সংগ্রাম করতে সাহসী হও, বিজয় অর্জন করতে সাহসী হও"– এই মাওবাদী নির্দেশনাকে মেনে চলতে হবে। কেবলমাত্র তাহলেই আমরা প্রমাণ করতে পারবো যে, লালঝাণ্ডা পুন:প্রকাশিত হয়েছে টিকে থাকার জন্যই, বিলুপ্ত হবার জন্য নয়।

আমরা নিশ্চিতভাবেই জানি যে, বর্তমানের দিনগুলো কঠিন কিন্তু সামনের দিনগুলো আমাদের। সকলের প্রতিই আমাদের উদাত্ত আহ্বান হচ্ছে, আসুন লালঝাণ্ডা-কে সাথী করে কমিউনিজমের আলোকোজ্জ্বল পথ ধরে এগিয়ে চলি এবং তার জন্য শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদার প্রদর্শিত মাওবাদী বিপ্লবীযুদ্ধের লাইনকে পুন:প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত করার সংগ্রামে শরীক হই। ■

[নোট: ১) উদ্ধৃতি দুটো নেয়া হয়েছে "আ.ক-র নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রিয় কমিটির নিকট লেখা কমরেড "ক"-র খোলা চিঠি থেকে।]

সংশোধনবাদ ও মধ্যপন্থার সাথে রাপচার করুন। বিপ্লবের কেন্দ্রিয় কর্তব্য ও সর্বোচ্চ রূপকে আঁকড়ে ধরুন।

আমরা "সাত সাগর তের নদী পাড় হয়ে" পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির পতাকাতলে একত্রিত হয়েছি বিপ্লব করার জন্য।

কেননা, সর্বহারাশ্রেণী ও কৃষকসহ ব্যাপক সংখ্যক শ্রমজীবী জনগণের মুক্তি অর্জিত হতে পারে কেবল বিপ্লবের মাধ্যমে, নিশ্চিতভাবেই সংস্কারবাদের মাধ্যমে নয়।

বিপ্লব করার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে বিপ্লবের কেন্দ্রিয় কর্তব্য ও সর্বোচ্চ রূপকে আঁকড়ে ধরা।

কেননা, বিপ্লবের কেন্দ্রিয় কর্তব্য ও সর্বোচ্চ রূপকে আঁকড়ে ধরার অর্থ হচ্ছে বিপ্লবকে আঁকড়ে ধরা এবং তাকে আঁকড়ে না ধরা বা বর্জন করার অর্থ হচ্ছে বিপ্লবকেই আঁকড়ে না ধরা বা বর্জন করা।

বিপ্লবকে বর্জন করার অর্থ হচ্ছে সংশোধনবাদ এবং বিপ্লবকে আঁকড়ে না ধরাটা হচ্ছে মধ্যপন্থী সুবিধাবাদ।

তাই সংশোধনবাদ ও মধ্যপন্থার সাথে রাপচার করার অর্থ হচ্ছে বিপ্লবকে আঁকড়ে ধরা এবং বিপ্লবকে আঁকড়ে ধরার অর্থ হচ্ছে বিপ্লবের কেন্দ্রিয় কর্তব্য ও সর্বোচ্চ রূপকে আঁকড়ে ধরা।

বিপ্লবের কেন্দ্রিয় কর্তব্য ও সর্বোচ্চ রূপ সম্পর্কে সভাপতি মাও সেতুঙ বলেছেন, "বিপ্লবের কেন্দ্রিয় কর্তব্য ও সর্বোচ্চ রূপ হচ্ছে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ক্ষমতাদখল এবং যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সমস্যার সমাধান।"

আর শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদার আমাদেরকে শিখিয়েছেন, "মাও সেতুঙ চিন্তাধারার সাথে যা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা আঁকড়ে ধরবো এবং মাও সেতুঙ চিন্তাধারার যা পরিপন্থী তা ধিকৃত ও বর্জন করবো।"

তাই শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদার থেকে শিক্ষা গ্রহণের অর্থ হচ্ছে সভাপতি মাও সেতুঙ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং তাঁর প্রদর্শিত বিপ্লবের কেন্দ্রিয় কর্তব্য ও সর্বোচ্চ রূপকে আঁকড়ে ধরা।

আসুন আমরা সকলে তাই করি। ■

"যিনি ভাবেন যে, সব কিছুই সহজে হয়ে গেলে এবং ক্ষয়ক্ষতি ও ব্যর্থতা আসবে না বলে আগাম নিশ্চিতি পেলেই কেবল বিপ্লব করা যেতে পারে, তিনি অবশ্যই বিপ্লবী নন।

পরিস্থিতি যতই দুরুহ হোক না কেন, বিপ্লবের পথে যতোই ক্ষয়ক্ষতি এবং বিপর্যয় আসুক না কেন, সর্বহারা বিপ্লবীদের অবশ্যই জনগণকে বিপ্লবী মানসিকতায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে, বিপ্লবের পতাকাকে উর্ধে তুলে ধরতে হবে এবং কোন অবস্থায়ই তা পরিত্যাগ করলে চলবে না।

বাস্তব অবস্থা পরিপক্ক হবার আগেই যদি সর্বহারাশ্রেণীর পার্টি তাড়াহুড়ো করে বিপ্লব শুরু করে দেয়, তাহলে তা হবে 'বামপন্থী' হঠকারিতা। আর বাস্তব অবস্থা পরিপক্ক হওয়া সত্ত্বেও সর্বহারাশ্রেণী যদি বিপ্লব পরিচালনা করতে এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে সাহসী না হয়, তাহলে সেটা হবে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ।"

"যদি কোনো পার্টির নেতৃত্ব অবিপ্লবী নীতি গ্রহণ করে পার্টিকে সংস্কারবাদী পার্টিতে পরিণত করে ফেলেন, তাহলে পার্টির ভিতরের ও বাইরের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা তাদের সরিয়ে দিয়ে জনগণকে বিপ্লবের পথে পরিচালিত করবেন।"

"যদি কমিউনিস্টরা সুবিধাবাদের পিচ্ছিল পথে অগ্রসর হতে থাকে, তাহলে তারা ক্রমশ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদে অধ:পতিত হবে, এবং সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াদের তাঁবেদার হয়ে দাঁড়াবে।"

["আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাধারণ লাইন সম্পর্কে একটি প্রস্তাব"। মাও সেতুঙ-এর নেতৃত্বাধীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি। জুন ১৪, ১৯৬৩। পিপলস বুক সোসাইটি, কলকাতা কর্তৃক বাংলায় প্রকাশিত আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্কের রচনা সংকলন, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট, ১৯৯০। পৃষ্ঠা-২৬, ২৭]

RIM কমিটির প্রতিনিধির সাথে কমরেড "ক"-র এপ্রিল '৯৯ আলোচনার অংশ বিশেষ

[নোট: আলোচনার ইংরেজি ধারাবিবরণীর সংশ্লিষ্ট অংশের বাংলা অনুবাদ আমাদের। –সম্পাদনা বোর্ড, লালঝাণ্ডা]

"সংগ্রাম করাটাকেই আমরা সংগ্রামের ব্যর্থতার জন্য দায়ী মনে করি না। এবং পূর্ববর্তী সংগ্রামগুলোর ব্যর্থতাকে অজুহাত করে কারোরই সংগ্রাম পরিত্যাগ করা উচিত বলেও আমরা মনে করি না।"

"বিপ্লবের কাজ হচ্ছে সংগ্রামকে আঁকড়ে ধরা এবং সঠিক সারসংকলনের মধ্য দিয়ে তাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। জয় ও পরাজয় উভয়বিধ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সংগ্রাম আগায়। একারণে তা আগু-পিছুর আঁকাবাঁকা পথে অগ্রসর হয়। কেহই নিশ্চিত বিজয়লাভের গ্যারান্টি নিয়ে সংগ্রাম শুরু করতে পারে না। আমরা কেবলমাত্র আপেক্ষিক সফলতার সম্ভাবনার ভিত্তিতেই সংগ্রাম শুরু করতে পারি এবং আমাদের কাজ হচ্ছে অভিজ্ঞতার বারংবার সারসংকলনের মধ্য দিয়ে সংগ্রামকে এগিয়ে নেয়া। বিজয়ের নিশ্চিত গ্যারান্টি দাবি করার অর্থ হচ্ছে সংগ্রামকে আঁকড়ে না ধরা। এ হচ্ছে একটি সংশোধনবাদী অবস্থান, যার কাজ হচ্ছে সংগ্রাম না করার অজুহাত খোঁজা।"

"আমাদের মতো দেশে, যুদ্ধের মধ্য দিয়েই সব কিছু অর্জন করতে হয়, 'বন্দুকের নল থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে' বলতে আমরা তাই বুঝি। আমাদের এই অবস্থান বর্তমান দুই লাইনের সংগ্রামে বিরোধী লাইনের প্রবক্তাদের কর্তৃক, বিশেষত: আনোয়ার কবীর কর্তৃক নিন্দিত ও সমালোচিত হয়েছে বাম হঠকারিতা, সমরবাদ ও চেবাদ হিসেবে। মাওবাদী বিপ্লবীদের ওপর এ ধরনের আক্রমণ নতুন কিছু নয়। এসব হচ্ছে নতুন মোড়কে পুরনো মাল। উদাহরণ স্বরূপ, মাও-কে বিদ্রুপ করা হয়েছিল যুদ্ধের সর্বশক্তিময়তার প্রবক্তা বলে, সিরাজ সিকদারকে অভিহিত করা হয়েছিল রোমান্টিক বিপ্লবী তথা সমরবাদী বলে, এবং চারু মজুমদারকে আখ্যায়িত করা হয়েছিল চেবাদী হিসেবে। এসব আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের মহান শিক্ষাগুরুরা সমৃদ্ধ জবাব দিয়েছিলেন। ঐ সকল জবাবের সাথে আমরা একমত এবং একই ধরনের আক্রমণগুলোর বিরুদ্ধে সেগুলোই হচ্ছে আমাদেরও জবাব। চেবাদের লেবেল এঁটে দেয়ার বিপক্ষে কমরেড চারু মজুমদারের জবাব প্রকাশিত হয়েছিল "পরিমল বাবুর রাজনীতি" শীর্ষক দলিলে। যা বেশ সমৃদ্ধ দলিল। এবং আমরা মনে করি না যে, কমরেড চারু মজুমদারের চেয়েও সমৃদ্ধ জবাব দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব। তাই মাও, চারু মজুমদার এবং সিরাজ সিকদারের পুরনো কাজ বা জবাবগুলোই আমরা পুন:ব্যবহার করবো এসব আক্রমণের বিরুদ্ধে। ■

"সংগ্রাম করা, ব্যর্থ হওয়া, আবার সংগ্রাম করা, আবার ব্যর্থ হওয়া, আবার সংগ্রাম করা, বিজয় অবধি– এটাই হচ্ছে জনগণের যুক্তি, তাঁরাও কখনো এই যুক্তি লংঘন করবেন না। এটা আর একটা মার্কসবাদী নিয়ম। রাশিয়ার জনগণের বিপ্লব এই নিয়ম অনুসরণ করেছিল, চীনা জনগণের বিপ্লবও তাই করছে।"

[মাও সেতুঙ। "ভ্রম ত্যাগ করো, সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও"। ১৪ আগস্ট, ১৯৪৯। "সভাপতি মাও সেতুঙ-এর উদ্ধৃতি" বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়, পিকিং, ১৯৬৮, বাংলা, প্রথম প্রকাশ। পৃষ্ঠা-৭৭]

"সংশোধনবাদের সঙ্গে বিপ্লবের প্রধান ভেদরেখাটা হচ্ছে এখানে যে, সংশোধনবাদীরা সংগ্রাম করার পূর্বশর্ত হিসাবে জয়লাভের গ্যারান্টি দাবি করে থাকে, আর বিপ্লবীরা লড়াই করতে সাহসী হয়, বিজয় অর্জনে সাহসী হয়। বিপ্লবীরা পরাজয়কে ভয় পায় না। চেয়ারম্যান আমাদের শিখিয়েছেন, লড়ো, ব্যর্থ হলে আবার লড়ো, আবার ব্যর্থ হলে আবার লড়ো– যতক্ষণ না জয়লাভ করতে পারো।"

[চারু মজুমদার। "পার্টি লাইনের ওপর সংশোধনবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে"। (সত্য নারায়ণ সিংহের দলিলের জবাবে)। অক্টোবর, ১৯৭০। ঘাস ফুল নদী, ঢাকা কর্তৃক বাংলায় প্রকাশিত "চারু মজুমদার সমগ্র"। পৃষ্ঠা- ১৬৩]

"ব্যর্থতাই সফলতার জননী"

–মাও সেতুঙ

সহিংস বিপ্লব হচ্ছে সর্বহারা বিপ্লবের একটি সার্বজনীন নিয়ম

[নোট: এই নিবন্ধটি হচ্ছে "সর্বহারা বিপ্লব ও সংশোধনবাদী ক্রুশ্চভ" শীর্ষক দলিলের অংশ। যা প্রকাশিত হয়েছিল মাও সেতুঙ-এর নেতৃত্বাধীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক মার্চ ৩১, ১৯৬৪ সালে। এর বাংলা অনুবাদটি আমরা নিয়েছি "পিপলস বুক সোসাইটি" কলকাতা কর্তৃক বাংলায় প্রকাশিত আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্কের দলিল সংকলন, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১ থেকে। –সম্পাদনা বোর্ড, লালঝাণ্ডা]

শ্রমিকশ্রেণীর সমগ্র আন্দোলনের ইতিহাস এই কথাই দেখিয়ে দেয় যে, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের সার্বজনীন নিয়ম হিসাবে সহিংস বিপ্লবের স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি, পূর্বতন রাষ্ট্রযন্ত্রের ধ্বংস সাধনের এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কত্বের জায়গায় সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতিই মার্কসবাদ এবং অন্যান্য সর্বপ্রকার সুবিধাবাদ ও সংশোধনবাদের মধ্যে এবং সর্বহারা বিপ্লবীগণ এবং সর্বহারাশ্রেণী থেকে দলত্যাগীদের মধ্যে সর্বকালেই মূল পার্থক্য হিসাবে বিবেচিত হয়ে এসেছে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক শিক্ষা অনুসারে, প্রত্যেক বিপ্লবের মূল প্রশ্নই হলো রাষ্ট্রক্ষমতার প্রশ্ন এবং প্রতিটি সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবের মূল প্রশ্নই হলো রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার, সহিংসভাবে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে দেবার, সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর রাষ্ট্রের জায়গায় সর্বহারাশ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন।

মার্কসবাদ সর্বদাই সহিংস বিপ্লবের অনিবার্যতার কথা ঘোষণা ক'রে এসেছে। তার মতে, সহিংস বিপ্লবই হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক সমাজের ধাত্রী, বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কত্বের জায়গায় সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ এবং সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবেরই সার্বজনীন নিয়ম।

মার্কসবাদ শিক্ষা দেয় যে রাষ্ট্র নিজেই হচ্ছে হিংসার অন্যতম রূপ। রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রধান উপাদানই হলো সৈন্য ও পুলিশবাহিনী। ইতিহাসই একথা প্রমাণ করেছে যে, সকল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই তাদের শাসন বজায় রাখার জন্য হিংসার ওপর নির্ভরশীল।

শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতালাভ করাকে সর্বহারাশ্রেণী অবশ্যই বেশি পছন্দ করবে। কিন্তু অজস্র ঐতিহাসিক প্রমাণ থেকে এটাই দেখা যায় যে, প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলি কখনই স্বেচ্ছায় ক্ষমতা পরিত্যাগ করে না, তারাই সর্বপ্রথম বিপ্লবী গণআন্দোলন দমনের জন্য এবং গৃহযুদ্ধ শুরু করার জন্য হিংসার আশ্রয় নেয় এবং এভাবে সশস্ত্র সংগ্রামকে কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করে।

লেনিন গৃহযুদ্ধের কথা প্রসঙ্গে বলেছেন, "গৃহযুদ্ধ ছাড়া ইতিহাসের একটি মহান বিপ্লবও এগিয়ে যেতে পারে নাই এবং তা বাদ দিয়ে একজন দায়িত্বশীল মার্কসবাদীও পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কথা চিন্তা করতে পারেন না।"[১]

ইতিহাসের যে সব মহান বিপ্লবের কথা লেনিন উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে তিনি বুর্জোয়া বিপ্লবকেও ধরেছেন। বুর্জোয়া বিপ্লব হলো একটি শোষকশ্রেণী কর্তৃক অন্য একটি শোষকশ্রেণীকে উচ্ছেদ করারই বিপ্লব। তবুও কিন্তু গৃহযুদ্ধ ছাড়া তা সম্ভব হয়নি। সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবের ক্ষেত্রে কথাটা অনেক বেশী খাটে, কারণ তা হচ্ছে সমস্ত শোষকশ্রেণী এবং শোষণমূলক ব্যবস্থারই উচ্ছেদের সংগ্রাম।

সহিংস বিপ্লব যে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের একটি সার্বজনীন নিয়ম, এই প্রসঙ্গে লেনিন বারবার দেখিয়ে দিয়েছেন যে, "পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্রের 'জন্মযন্ত্রণার' এক দীর্ঘ পর্যায় রয়েছে"– এবং সর্বক্ষেত্রেই "হিংসাই হচ্ছে প্রাচীন সমাজব্যবস্থার ধাত্রী",[২] "বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে সর্বহারা রাষ্ট্রের দ্বারা (সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের দ্বারা) রূপান্তরিত করা 'উবে যাওয়ার' প্রক্রিয়ায় যে সম্ভব নয়, বরং একটা সাধারণ নিয়ম হিসাবে, কেবলমাত্র হিংসাত্মক বিপ্লবের মাধ্যমেই তা সম্ভব"[৩] এবং "হিংসাত্মক বিপ্লবের এই, এবং বিশেষত: এই আদর্শেই জনগণকে সুব্যবস্থিতভাবে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলার প্রয়োজনীয়তাই রয়েছে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর সমস্ত শিক্ষার মূলে।"[৪]

স্তালিনও বলেছেন, সর্বহারাশ্রেণীর হিংসাত্মক বিপ্লব, সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব হচ্ছে পুঁজি শাসিত সমস্ত দেশেই "সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রগতির অনিবার্য ও অপরিহার্য শর্ত।"[৫]

হিংসাত্মক বিপ্লব এবং সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব ছাড়া বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন কি সম্ভব? স্তালিন তার উত্তরে বলেছেন: "অবশ্যই না। বুর্জোয়া শাসনের স্বার্থে পরিচালিত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আওতাতেই শান্তিপূর্ণভাবে এ'রকম বিপ্লব সাধিত হতে পারে– একথা চিন্তা করার অর্থ হচ্ছে, হয় তাদের মাথা বিগড়ে গেছে এবং সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে, আর না হয় তো সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবকেই তারা সরাসরি এবং প্রকাশ্যে বরবাদ ক'রে দিয়েছে।"[৬]

হিংসাত্মক বিপ্লব সংক্রান্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব এবং সর্বহারা বিপ্লব এবং সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের নোতুন অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি ক'রেই কমরেড মাও সেতুং এই বিখ্যাত সূত্রটি উত্থাপন করেন যে, "বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক শক্তি উৎসারিত হয়।"

কমরেড মাও সেতুং বলেছেন: "... শ্রেণী বিভক্ত সমাজে বিপ্লব এবং বিপ্লবী যুদ্ধ অনিবার্য, তা বাদ দিয়ে সমাজের অগ্রগতির কোন উল্লম্ফন বা

প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণী সমূহকে উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়, অর্থাৎ জনগণের পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতাদখল করা সম্ভব নয়।"[৭]

তিনি বলেছিলেন: "সশস্ত্র শক্তির মাধ্যমে ক্ষমতাদখল, যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে প্রশ্নের মীমাংসা করা হচ্ছে বিপ্লবের কেন্দ্রীয় কর্তব্য এবং সর্বোচ্চ রূপ। চীন এবং অন্যান্য সমস্ত দেশের পক্ষেই বিপ্লবের এই মূল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতি সার্বজনীনভাবে প্রযোজ্য।"[৮]

তিনি আরো বলেছিলেন, "সাম্রাজ্যবাদী যুগের শ্রেণী সংগ্রামের অভিজ্ঞতা এই শিক্ষাই দেয় যে, একমাত্র বন্দুকের জোরেই সর্বহারাশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণ সশস্ত্র বুর্জোয়াশ্রেণী ও জমিদারদের পরাজিত করতে পারে। এই অর্থেই আমরা একথা বলতে পারি যে, একমাত্র বন্দুকের সাহায্যেই সমগ্র দুনিয়া রূপান্তরিত হবে।"[৯]

সংক্ষেপে বলা যায়, হিংসাত্মক বিপ্লব হচ্ছে সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবের একটি সার্বজনীন নিয়ম। এ হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের একটি মূল সূত্র। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নেই ক্রুশ্চভ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। ■

নোট: ১) লেনিন: "রচনা সংকলন"/রুশ, মস্কো, ১৯৫০/খণ্ড-২৭, পৃষ্ঠা-৪৫৭।
২) ঐ/খণ্ড-২৬, পৃষ্ঠা- ৩৬২।
৩) লেনিন: "নির্বাচিত রচনাবলী"/ ইংরাজী, মস্কো, ১৯৫২/খণ্ড-২, অংশ-১, পৃষ্ঠা-২১৯।
৪) ঐ / পৃষ্ঠা-২২০।
৫) স্তালিন: "রচনাবলী"/ ইংরাজী, মস্কো, ১৯৫২/খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩২৩।
৬) ঐ/ পৃষ্ঠা-২৫।
৭) মাও সেতুং: 'দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে'।
৮) মাও সেতুং: যুদ্ধ ও রণনীতির সমস্যা।
৯) ঐ: ঐ।

"এক কথায় বলতে গেলে, দুনিয়ার জনগণের স্বার্থে, আমাদেরকে অবশ্যই আধুনিক সংশোধনবাদের মিথ্যাচারের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে হবে এবং বলপ্রয়োগ, যুদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্পর্কিত প্রশ্নাবলীতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতামতগুলি উর্দ্ধে তুলে ধরতে হবে।"

[মাও সেতুঙ-এর নেতৃত্বাধীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি। "লেনিনবাদ দীর্ঘজীবী হোক"। ১৬ এপ্রিল, ১৯৬০। ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশিত ও বাংলায় অনূদিত পুস্তক, এপ্রিল, ১৯৯২। পৃষ্ঠা- ৩২।]

"বন্দুকের নল থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে"।

— মাও সেতুঙ

"গণ-ফৌজ না থাকলে জনগণের কিছুই থাকবে না।"

— মাও সেতুঙ

কমরেড আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্যদের প্রতি কমরেড "ক"-র খোলা চিঠি

প্রথমার্ধ, মার্চ '৯৯।

[নোট: এই দলিলটি প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল হাতে লেখা কপির ফটোস্ট্যাট করে। পরে তা প্রকাশিত হয়েছিল কম্পিউটার কম্পোজের ফটোকপি করে। কম্পিউটার কম্পোজ করার সময়ে সে কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমরেডগণ কমরেড "ক"-র এবং তাকে সমর্থনকারী সর্বোচ্চ নেতৃত্বদের কারো কোনো অনুমোদন না নিয়েই তাতে দাঁড়ি-কমাগত কিছু সংশোধন করেছিলেন এবং ব্যাকরণগত কিছু সংশোধন করা হয়েছে এই নোট দিয়ে দলিলটি প্রচার করেছিলেন। যা ভুল ছিল। এভাবে হওয়া উচিত নয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদেরকে তখনই কম. "ক" এবং তাকে সমর্থনকারী অন্যান্য নেতৃত্বরা সমালোচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে MBRM গঠিত হবার পরে তার সর্বোচ্চ নেতৃত্বগ্রুপের সিদ্ধান্ত ছিল, কমরেড "ক"-র হাতে লেখা মূল দলিলকেই পুন:প্রচার করার। সেই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এখানে আমরা কমরেড "ক"-র হাতে লেখা মূল দলিলকে পুন:প্রকাশ করছি।

এই দলিলটি পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির মাওবাদী বলশেভিক পুনর্গঠন আন্দোলন-এর সূচনার অন্যতম প্রধান লাইনগত ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিল। তাই দলিলটির অপরিসীম গুরুত্ব এবং এর প্রয়োজনীয়তা এখনো রয়েছে এবং আগামীতেও থাকবে। তাই একে বারংবার অধ্যয়ন করা প্রয়োজন এবং তার সুবিধার্থেই দলিলটির পুন:প্রকাশ করা হচ্ছে।

দলিলটিতে সেই সময়কালের প্রেক্ষিতে বলা হয়েছিল যে, "কম. আ.ক-র নেতৃত্বাধীন অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-সংশোধনবাদী কেন্দ্রটির নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব যদিও এখনো পার্টি-সংগঠনের প্রধান অংশের ওপর রয়েছে, তা সত্ত্বেও তা আর পার্টির বৈধ কেন্দ্র নয়।"

এখানে শুধুমাত্র এই কথাটিই এখন বলা প্রয়োজন যে, গত প্রায় এক বছরের দ্রুত ঘটমান সব পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বর্তমানে আর আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বাধীন সংশোধনবাদী কেন্দ্রটি আগের মতো পার্টি-সংগঠনের প্রধান অংশের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব করে না, তা ক্রমবর্ধিতভাবে ছোট-বড় উল্লম্ফনের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়েছে ও হচ্ছে পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির মাওবাদী বলশেভিক পুনর্গঠন আন্দোলন-এর অনুকূলে। —সম্পাদনা বোর্ড, লালঝাণ্ডা]

কমরেডগণ,

লাল সালাম।

কম. আ.ক-র অক্টোবর '৯৩ দলিল এবং তার '৯৫ সালের পার্টি ইতিহাসের সামগ্রিক সারসংকলন দলিলকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট পার্টির মধ্যকার সর্বাত্মক দুই লাইনের সংগ্রামের প্রক্রিয়াতে পার্টি-সংগঠন আজকে প্রধানত: তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

অক্টোবর '৯৩ দলিল এবং '৯৫ সালের সারসংকলন দলিল দু'টোকে প্রত্যাহার করে নিতে কম. আ.ক-র অনড় ও একগুয়ে অবস্থান, এই বিভক্তিকে ক্রমবর্ধিতভাবে অনিবার্য করে তুলেছিল।

এবং এই দলিল দু'টোর পূর্ণ সমর্থনকারীদের নিয়ে সম্প্রতি (খুব সম্ভবত: অক্টোবর '৯৮-এ) একটি নতুন কেন্দ্রিয় কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে কম. আ.ক, পার্টি-বিভক্তিকে এড়ানোর সকল সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন।

সর্বশেষে, গত জানুয়ারি মাসের ১৭ তারিখেও, কম. আ.ক-র সাথে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে, পার্টির বিপ্লবী ঐক্যের স্বার্থে, অক্টোবর '৯৩ দলিল এবং '৯৫ সালের সারসংকলন দলিল দু'টো এবং তার পূর্ণ সমর্থনকারীদের নিয়ে গঠিত নতুন কেন্দ্রিয় কমিটিকে প্রত্যাহার করে নিতে, কম. আ.ক-র নিকট আহ্বান জানিয়েছিলাম।

কম. আ.ক এখনো এই আহ্বানকে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেননি। বরং উল্টো কম. আ.ক-র নেতৃত্বে গঠিত আপনাদের নতুন কেন্দ্রিয় কমিটিকে তিনি পার্টি-কেন্দ্র হিসেবে প্রচার করছেন। এবং সেক্ষেত্রে কর্মী-জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য, কম. আ.ক-র নেতৃত্বে গঠিত আপনাদের নতুন কেন্দ্রিয় কমিটিকে, তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেসে নির্বাচিত তৃতীয় কেন্দ্রিয় কমিটি হিসেবে প্রচার করছেন। এবং তার মধ্য দিয়ে সমগ্র পার্টি-সংগঠন এবং পার্টির নেতৃত্বাধীন অন্যান্য গণ ও অঙ্গ সংগঠনগুলোর ক্ষমতাদখল এবং সেগুলোর রঙ পরিবর্তনের চেষ্টা করছেন।

এসব পার্টিবিভক্তিকে এড়ানোর ক্ষেত্রে কম. আ.ক-র অব্যাহত অনীহাকেই পুনরায় প্রকাশিত ও প্রমাণিত করছে।

এসব হচ্ছে কম. আ.ক-র দ্বারা অনুসৃত রাজনৈতিক-মতাদর্শিক লাইনের স্বাভাবিক ও অনিবার্য প্রকাশ মাত্র।

কমরেডগণ,

কম. আ.ক-র অক্টোবর '৯৩ দলিলের লাইন হচ্ছে, সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গেরিলাযুদ্ধে উত্তরণের লাইন। যা হচ্ছে, '৭৯ থেকে '৮৯ পর্যন্ত এই দশ বছরে প্রধানভাবে অনুশীলিত কম. আ.ক-র তিন ও দু'স্তর বিশিষ্ট যুদ্ধে উত্তরণের সমন্বয়বাদী, মধ্যপন্থী ভুল লাইনের আরো অধ:পতিত, পরিণত, সুসংহত ও সামগ্রিক রূপ।

এই লাইন, সশস্ত্র সংগ্রামকে এবং বিপ্লবীযুদ্ধকে, সে হিসেবে বিপ্লবীযুদ্ধের আজকের পর্যায়ে আমাদের দ্বারা অনুশীলনযোগ্য রূপ গেরিলাযুদ্ধকে দু' পৃথক বস্তু হিসেবে উত্থাপন করে। এবং সে কারণে একটি বস্তুর তথা সশস্ত্র সংগ্রামের বিকাশের মধ্য দিয়ে অন্যবস্তুতে তথা গেরিলাযুদ্ধে উত্তরণের অবস্থানকে সামনে আনে।

একটি বস্তুর বিকাশের শীর্ষ পর্যায়ে গিয়েই তার অন্যবস্তুতে উত্তরণ ঘটতে পারে। তাই এই লাইন অনুযায়ী, যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের বিকাশের শীর্ষ পর্যায়ে গিয়েই তা গেরিলাযুদ্ধের লাইনে উত্তরণ ঘটবে।

যেহেতু কম. আ.ক এই যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়েই কর্মী, গেরিলা, নিগেদ (বাহিনী), এলাকা, লাগাতার এলাকা, গণভিত্তি ও অস্ত্র অর্জনের কথা বলেন; সেহেতু তার লাইনের অর্থ হচ্ছে, যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কর্মী, গেরিলা, নিগেদ, এলাকা, লাগাতার এলাকা, গণভিত্তি ও অস্ত্র অর্জনের শীর্ষে গিয়েই তিনি যুদ্ধের লাইন ও অনুশীলনে প্রবেশ করবেন।

যাকে কম. আ.ক বলেন, ভাল প্রস্তুতি নিয়ে ভালমতো যুদ্ধ শুরু করার লাইন।

যদি যুদ্ধের লাইন ও অনুশীলন ছাড়াই কর্মী, গেরিলা, নিগেদ, এলাকা, লাগাতার এলাকা, গণভিত্তি ও অস্ত্র অর্জনের শীর্ষে পৌঁছানো সম্ভব হয়, তবে আর যুদ্ধের লাইন ও অনুশীলনের প্রয়োজন কী?

আসলে যুদ্ধের মধ্য দিয়েই যুদ্ধ শেখা যায়। যুদ্ধের মধ্য দিয়েই যুদ্ধের প্রস্তুতি অর্জিত হয়। যুদ্ধবিহীন কোন লাইন ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে যুদ্ধের সামর্থ বাড়ে না। তাই যুদ্ধহীন যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের লাইনে ও অনুশীলনে, কোনোদিনই যুদ্ধের ভাল প্রস্তুতি অর্জিত হবে না। এবং তাই কোনোদিনই এই লাইনে ভালমতো যুদ্ধের শুরু করাও যাবে না।

তাই ভালমতো প্রস্তুতি নিয়ে ভালমতো যুদ্ধ শুরু করার লাইন হচ্ছে, বিপ্লবীযুদ্ধের লাইনকে গ্রহণ না করার লাইন। বিপ্লবীযুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার জন্য সময়, শ্রম, মনোযোগ ও সামর্থের প্রধান অংশকে বিনিয়োগ না করার লাইন।

এ হচ্ছে, বিপ্লবীযুদ্ধ ও বিপ্লবী বাহিনীকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার কাজকে প্রধান কাজ হিসেবে আঁকড়ে না ধরার লাইন।

এ হচ্ছে, নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে বিপ্লবীযুদ্ধ ও বিপ্লবী বাহিনীকে প্রধান ধরনের সংগ্রাম ও প্রধান ধরনের সংগঠন মনে না করার লাইন।

এ হচ্ছে, এখন যুদ্ধ করা সম্ভব নয়, জনগণ প্রস্তুত নয়, আমাদের সামর্থ কম, আমাদের দেশে পাহাড়-জঙ্গল নেই প্রভৃতি অজুহাতে বিপ্লবীযুদ্ধ ও বিপ্লবী বাহিনীকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার প্রচেষ্টাকে পরিত্যাগ করার লাইন।

এ হচ্ছে, নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে কৃষক-প্রধান গ্রামনির্ভর দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের মাওবাদী পথ এবং গেরিলাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে কৃষক ও গ্রামীণ জনগণকে জাগ্রত, সংগঠিত ও সংগ্রামী করে তুলবার সাধারণ লাইনকে বর্জনের লাইন।

এ হচ্ছে, কমরেড সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে বিপ্লবীযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা এবং এদেশের বিপ্লবীযুদ্ধের নেতৃত্বকারী পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টিকে, অযুদ্ধের তথা অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী পার্টিতে পরিণত করার দলত্যাগী কামাল হায়দারের লাইনের নয়া ও সূত্রায়িত রূপ।

এ হচ্ছে, পেরুর গণযুদ্ধকে বর্জনকারী তথাকথিত শান্তিচুক্তির পক্ষের লাইনের সারবস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও অভিন্ন একটি বিপ্লব বিরোধী লাইন।

এ হচ্ছে, চিরায়ত নিরস্ত্র সংশোধনবাদীদের ভালমতো প্রস্তুতি নিয়ে ভালমতো যুদ্ধ শুরু করার অর্থাৎ কখনো যুদ্ধ শুরু না করার লাইনের নয়া ও সশস্ত্র রূপ।

এ হচ্ছে, একটি নয়া রূপের সশস্ত্র অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-সংশোধনবাদী লাইন।

এ হচ্ছে, যুদ্ধকে বর্জনের মধ্য দিয়ে আসা বিপ্লবকে বর্জনের লাইন।

যার কাজ হচ্ছে বিপ্লবী যুদ্ধের লাইন, অনুশীলন এবং তার নেতৃত্বকারী ও সমর্থনকারীদের বিরোধিতা করা এবং তার বিপক্ষে বৈরি বেরিকেড সৃষ্টি করা।

যা বিপ্লবী যুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার মধ্য দিয়ে বিপ্লবকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার কাজকে বাধাগ্রস্ত করে এবং তার মধ্য দিয়ে তা শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর স্বার্থকে সেবা করে।

একারণে, এই লাইনের অধীনে তথা অক্টোবর '৯৩ দলিলের ভিত্তিতে, মাওবাদী কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের এককেন্দ্রিক ঐক্য গড়ে উঠতে পারে না।✓

বরং উল্টো, এই দলিলকে বর্জনটাই হচ্ছে, মাওবাদী কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের এককেন্দ্রিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার ন্যূনতম এবং অপরিহার্য পূর্বশর্ত।

কমরেডগণ,

কম. আ.ক-র অক্টোবর '৯৩ দলিলকে কেন্দ্র করে পার্টির মধ্যে যে দুই লাইনের সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল, তাকে কম. আ.ক একটি সর্বাত্মক 2LS-এ পরিণত করেছিলেন, '৯৫ সালে উত্থাপিত তার পার্টি ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত সামগ্রিক সারসংকলন দলিলের মধ্য দিয়ে।

এই সারসংকলনমূলক দলিলের মধ্য দিয়ে কম. আ.ক বিপ্লবীযুদ্ধের লাইন ও অনুশীলনের প্রশ্নে, প্রধানত: কম. "ক"-কে বিরোধিতা করে করে ২২ বছরে গড়ে ওঠা তার কামাল হায়দারপন্থী, অর্থনীতিবাদী, সংস্কারবাদী, শ্রেণীসমন্বয়বাদী, অবিপ্লবী, অমাওবাদী রাজনৈতিক-মতাদর্শিক-সংগ্রামিক-সাংগঠনিক লাইনের বিকশিত, পরিণত, সুসংহত, পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত রূপকে পূর্ণাবয়বে সামনে নিয়ে এসেছিলেন। এবং তার ভিত্তিতে পার্টির বিপ্লবীযুদ্ধের লাইন ও অনুশীলনের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে লেপে-মুছে দিতে চেষ্টা করেছিলেন। এবং পার্টির ইতিহাসকে ভুলভাবে, এবং অসত্যভাবে পুনর্লিখনের রাজনৈতিক-মতাদর্শিক অবস্থানকে সামনে নিয়ে এসেছিলেন।

কম. আ.ক-র '৯৫ সালের সারসংকলন দলিলের মূল কথা ছিল, শ্রেণী সংগ্রামের উচ্চতম রূপ যুদ্ধের প্রশ্নে, বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনৈতিক-মতাদর্শিক-সংগ্রামিক-সাংগঠনিক লাইন ও অনুশীলনের প্রশ্নে, কমরেড সিরাজ সিকদারের সময়কালের চেয়ে, '৭৯ থেকে '৮৯ পর্যন্ত এই দশ বছর অগ্রসর। এবং '৯২ পরবর্তী সময়কাল হচ্ছে, এক্ষেত্রে আরো অগ্রসর।✓

যার অর্থ হচ্ছে, বিপ্লবী যুদ্ধের প্রশ্নে, কম. এস.এস-এর বিপ্লবীযুদ্ধের লাইনের চেয়ে, দশ বছরে অনুশীলিত যুদ্ধের প্রশ্নে কম. আ.ক-র মধ্যপন্থী-সমন্বয়বাদী তিনস্তর বিশিষ্ট যুদ্ধে উত্তরণের লাইন হচ্ছে অগ্রসর। এবং তার নেতিবাচক ধারাবাহিকতায় আসা কম. আ.ক-র

'৯২ পরবর্তী যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের নামে আসা যুদ্ধকে বর্জনের মধ্য দিয়ে বিপ্লবকে বর্জন করার অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-সংশোধনবাদী লাইন হচ্ছে আরো অগ্রসর।✓

যার অর্থ হচ্ছে, কম. এস.এস প্রদর্শিত বিপ্লবীযুদ্ধের লাইন হচ্ছে অগ্রহণীয়। এবং বিপরীতে কম. আ.ক প্রদর্শিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের নামে যুদ্ধকে বর্জন করার মধ্য দিয়ে বিপ্লবকে বর্জন করার সংশোধনবাদী লাইন হচ্ছে গ্রহণীয়।

কেননা, একথা সহজেই বোধগম্য যে, যা অগ্রসর এবং যা আরো অগ্রসর, তাকেই গ্রহণ ও অনুশীলন করতে হবে। এবং যা অনগ্রসর এবং যা আরো অনগ্রসর, তাকে গ্রহণ ও অনুশীলন করা অর্থহীন। অতএব তা বর্জনীয়।

কম. আ.ক-র এই সারসংকলন দলিল, পার্টিতে প্রতিষ্ঠিত হবার অর্থ হচ্ছে, কমরেড সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে বিপ্লবীযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা পার্টি থেকে কম. সিরাজ সিকদার এবং তার প্রদর্শিত মাওবাদী বিপ্লবীযুদ্ধের লাইন, বর্জিত হয়ে যাওয়া এবং যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের নামে আসা যুদ্ধকে বর্জনের মধ্য দিয়ে বিপ্লবকে বর্জন করার অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-সংশোধনবাদী লাইন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া।

কম. চারু মজুমদার ও সভাপতি মাও-কে, বিশেষত: ও প্রধানত: সভাপতি মাও-কে ভিত্তি করেই কম. এস.এস-এর বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনৈতিক-মতাদর্শিক-সংগ্রামিক-সাংগঠনিক লাইন গড়ে উঠেছিল। সুতরাং এস.এস-এর বর্জিত হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, তার মধ্য দিয়ে C.M ও মাও-এরও বর্জিত হয়ে যাওয়া।

এভাবেই অতীতে রানা-জিয়া-আরিফদের নেতৃত্বাধীন অ.প.ক এবং কামাল হায়দারের নেতৃত্বাধীন স.বি.প, কমরেড সিরাজ সিকদার প্রদর্শিত মাওবাদী বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনৈতিক-মতাদর্শিক-সংগ্রামিক-সাংগঠনিক লাইনকে বর্জনের মধ্য দিয়ে এস.এস-কে এবং এস.এস-কে বর্জনের মধ্য দিয়ে C.M ও মাও-কে বর্জন করেছিল। এবং তার বিপরীতে অর্থনীতিবাদ-সংস্কারবাদ-সংশোধনবাদকে গ্রহণ করেছিল।

কম. আ.ক-র '৯৫ সালের সারসংকলন দলিলের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যও হচ্ছে তাই।

এ কারণেই কম. আ.ক-র সারসংকলন দলিল এবং তার উৎস ও ভিত্তি তার অক্টোবর '৯৩ দলিলের লাইন, মতাবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গিকে উন্মোচন, খণ্ডন, সংগ্রাম, বিরোধিতা ও প্রতিরোধ করার জন্য, এবং এস.এস-কে রক্ষা করা, তাকে পুন:প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত করার জন্য, এবং কম. এস.এস-এর মাওবাদী বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনৈতিক-মতাদর্শিক-সংগ্রামিক-সাংগঠনিক লাইনকে পুন:প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত করার মধ্য দিয়ে C.M ও মাও-কে রক্ষা করা ও তার মধ্য দিয়ে মাও-কে পুন:প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, পার্টির মধ্যকার বর্তমান 2LS-এ, কম. "ক" এবং তাকে সমর্থনকারীরা, এতটা মরিয়াভাবে সংগ্রাম করছেন।

এ কারণেই কম. আ.ক এবং তার দ্বারা বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হওয়া নেতাদের তীব্র আক্রমণ পরিচালিত হয়েছে কম. "ক" এবং তাকে সমর্থনকারীদের বিরুদ্ধে।

কম. "ক"-কে বিরোধিতা করতে যেয়ে, তারা সর্বাত্মক আক্রমণ পরিচালনা করেছেন এস.এস-এর উপর। তারা বলেছেন যে, এস.এস যুদ্ধ করেননি। এস.এস-এর যুদ্ধের কোনো লাইন ছিল না। এস.এস কিছু বিচ্ছিন্ন থানা-ফাঁড়ির ওপর আক্রমণ করেছেন শুধু। তার ছিল খতম লাইন এবং তার অনুশীলন।✓

যার অর্থ হচ্ছে, এস.এস শ্রেণীসংগ্রাম করেননি। এস.এস শ্রেণীসংগ্রামের উচ্চতম রূপ যুদ্ধকে প্রধান কর্তব্য হিসেবে আঁকড়ে ধরেননি। যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমাদের পার্টি গড়ে ওঠেনি ও বিকশিত হয়নি। এস.এস-এর শ্রেণীসংগ্রামের তথা তার উচ্চতম রূপ যুদ্ধের কোনো লাইনই ছিল না। তার ছিল খতম লাইন অর্থাৎ গলা কাটার লাইন এবং খতম লাইনের অনুশীলন অর্থাৎ গলা কাটার অনুশীলন।

এসব অসত্য কথা বলার অর্থ ছিল এটা প্রমাণ করা যে, এস.এস ছিলেন শ্রেণীসমন্বয়বাদী, অবিপ্লবী ও সংশোধনবাদী।

যার অর্থ হচ্ছে, এস.এস-কে বর্জন করুন।

এস.এস-এর উপর কামাল হায়দার মার্কা এ ধরনের সর্বাত্মক মরিয়া হিংস্র আক্রমণ পরিচালনার সাথে সাথে কম. আ.ক এবং তার সমর্থক নেতারা, তাদের আক্রমণকে সম্প্রসারিত করেছেন C.M ও মাও-এর উপরও।✓

এস.এস-এর জাতীয় শত্রু খতমের মধ্য দিয়ে গেরিলাযুদ্ধের সূচনা করার সঠিক কর্মনীতিকে বিরোধিতা করতে যেয়ে, তারা কম. C.M-এর শ্রেণীশত্রু খতমের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ সমার্থক সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার সঠিক কর্মনীতিকেও আক্রমণ করেছিলেন। এবং তাকে অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী হিসেবে চিত্রিত করেছিলেন।

যার অর্থ হচ্ছে, C.M ছিলেন অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী, শ্রেণী-সমন্বয়বাদী, অর্থাৎ সংশোধনবাদী। অতএব তিনি বর্জনীয়।

এস.এস ও C.M-কে আক্রমণের মধ্য দিয়ে, কম. আ.ক এবং তার সমর্থক নেতারা, মাও-কেও বর্জন করেছিলেন। তারা বলেছিলেন যে, চীনের অভিজ্ঞতা ও আমাদের দেশের অভিজ্ঞতা এক নয়। আমাদের দেশের বিশেষ অবস্থা অনুযায়ী আমাদের সাধারণ লাইন গড়ে উঠবে।

যার অর্থ হচ্ছে, যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ক্ষমতাদখল এবং যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সমস্যা সমাধানের তথা সহিংস বিপ্লবের মতবাদ হচ্ছে নিছক চীনের অভিজ্ঞতা, তা আমাদের সকলের জন্য প্রযোজ্য সাধারণ মতবাদ নয়।

এবং সে কারণে, মাওবাদী নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ ও সাধারণ লাইন হচ্ছে নিছক চীনের অভিজ্ঞতা, তা সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা নিপীড়িত আমাদের মতো অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের দেশগুলোর সকলের জন্য প্রযোজ্য সাধারণ লাইন নয়।

এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই, 2LS বিতর্কের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোর ওপর মাওবাদের ভিত্তিতে পার্টিব্যাপী জোরালো শিক্ষা আন্দোলন

চালানোর জন্য উত্থাপিত আমার এবং আরো অনেকের প্রস্তাব, কম. আ.ক এবং তার সমর্থক নেতারা, নাকচ করে দিয়েছিলেন। এবং বিপরীতে শুধুমাত্র কম. আ.ক-র লাইনের ভিত্তিতে জোরালো শিক্ষা আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

যার উদ্দেশ্য হচ্ছে এস.এস, C.M ও মাও-কে বর্জনের ক্ষেত্র তৈরি করা, তাকে শক্তিশালী ও পরিপক্ক করা। এবং এভাবে পার্টির রঙ-কে পরিবর্তন করা তথা মাওবাদী বিপ্লবী পার্টিকে অমাওবাদী অবিপ্লবী পার্টিতে পরিণত করা।

সুতরাং কম. আ.ক-র '৯৫ সালের সারসংকলন দলিলকে গ্রহণ করে নয়, বরং তাকে বর্জনের মধ্য দিয়েই পার্টির বিপ্লবী ঐক্য পুন:প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

কমরেডগণ,

কম. আ.ক-র অক্টোবর '৯৩ দলিল এবং '৯৫ সালের সারসংকলন দলিলকে কেন্দ্র করে যুদ্ধের প্রশ্নে সৃষ্ট পার্টির মধ্যকার দুই লাইনের সংগ্রামের মূল ও কেন্দ্রিয় বিতর্কটি হচ্ছে, যুদ্ধের প্রশ্নকে আঁকড়ে ধরা ও আঁকড়ে না ধরার মধ্যকার বিতর্ক।

যুদ্ধের প্রশ্নকে আঁকড়ে ধরা ও না ধরার বিতর্কটি হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রশ্নকে আঁকড়ে ধরা ও না ধরার মধ্যকার বিতর্ক।

যা হচ্ছে সারবস্তুতে বিদ্যমান রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধ্বংস করা ও টিকিয়ে রাখার মধ্যকার বিতর্ক।

যা হচ্ছে নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা ও গড়ে না তোলার মধ্যকার বিতর্ক।

রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার অবস্থান ছাড়া কোনো বিপ্লবী অবস্থান হয় না।

আর রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের বিপ্লবী পথ আছে মাত্র একটাই। তা হচ্ছে যুদ্ধের পথ। নির্বাচনের পথ বর্জন করে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ আঁকড়ে ধরার লাইন ও আহ্বান হচ্ছে, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য নির্বাচনের পথ বর্জন করে যুদ্ধের পথ আঁকড়ে ধরার লাইন ও আহ্বান।

যুদ্ধ সমার্থক সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া অন্য কোন ধরনের সশস্ত্র সংগ্রাম দ্বারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা যাবে না। বিদ্যমান রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধ্বংস করা যাবে না। নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থাকে গড়ে তোলা যাবে না। অর্থাৎ বিপ্লব করা যাবে না।

তাই যুদ্ধপূর্ব বা যুদ্ধহীন সশস্ত্র সংগ্রামের উপকারিতা বা অপকারিতা নিয়ে, তার দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা নিয়ে, আমাদের মাথা ঘামানোরও প্রয়োজন নেই। যা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের কাজে লাগে না, যা বিদ্যমান রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে ও নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কাজে লাগে না, তা আমাদের কাছে নিরর্থক।

যুদ্ধ ছাড়া রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার যেহেতু অন্য কোন উপায় নেই আমাদের সামনে, তাই যুদ্ধের প্রশ্নটাকে আঁকড়ে ধরতে হবে আমাদের। যুদ্ধটাকেই গড়ে তুলতে, বিকশিত করতে ও বিজয়ী করতে হবে আমাদের। তা যত কঠিন, কষ্টকর, রক্তাক্ত, দুরুহ এবং আপাত: দৃষ্টিতে অসম্ভবই মনে হোক না কেন। সেজন্য মাথা ঘামানোটাই আমাদের জন্য প্রয়োজনীয়।

যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের নামে বা অন্য কোনো নামে, যুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার কাজকে প্রধান কাজ হিসেবে আঁকড়ে না ধরা, যুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার জন্য শ্রম, সময়, মনোযোগ ও সামর্থের প্রধান অংশ বিনিয়োগ না করার অর্থ হচ্ছে, তাকে অপ্রধান বা গৌণ বা পরের কাজ বানানো।

যুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার কাজকে অপ্রধান, গৌণ বা পরের কাজ বানানোর অর্থ হচ্ছে, রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের কাজকে অপ্রধান বা গৌণ বা পরের কাজ বানানো।

যার অর্থ হচ্ছে, বিদ্যমান রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধ্বংস করার ও নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজকে অপ্রধান, গৌণ ও পরের কাজ বানানো।

যার অর্থ হচ্ছে বিদ্যমান রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে দাঁড়ানো।

কম. আ.ক-র যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের লাইন, যুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার কাজকে, এখন নয় পরের কাজে পরিণত করে, এখন বর্জন করেছে। এবং তার মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রশ্নটিকে এখন নয় পরের কাজে পরিণত করেছে। যার ফলে বিদ্যমান রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধ্বংস করা এবং নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজটিই এখন নয় পরের কাজে পরিণত হয়েছে। এভাবে বিপ্লবকেই এখন নয় পরের কাজে পরিণত করেছে।

যার মধ্য দিয়ে কম. আ.ক-র লাইন এখন বিদ্যমান রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থের পক্ষে দাঁড়িয়েছে, এবং এভাবে বিপ্লবকে বর্জন করেছে।

যুদ্ধকে বর্জনের মধ্য দিয়েই কম. আ.ক-র লাইনের আজকের এই বিপ্লব বর্জনের পরিণতি হয়েছে।

কমরেডগণ,

কম. আ.ক-র যুদ্ধ পূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের নামে আসা যুদ্ধ থেকে সরে যাবার অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী লাইনটি, "সশস্ত্র" হতে বাধ্য হয়েছে, যুদ্ধের রাজনৈতিক-মতাদর্শিক-সংগ্রামিক-সাংগঠনিক লাইনের কারণে নয়। এটা "সশস্ত্র" হতে বাধ্য হয়েছে আমাদের দেশের বিশেষ পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত বাস্তবতার কারণে।

আমাদের দেশের জনগণের শত শত বছরের সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে এবং তার মধ্য দিয়ে সর্বস্তরের জনগণ সশস্ত্র। এমন একটি বাড়ী, পাড়া, গ্রাম, ইউনিয়ন খুঁজে পাওয়া যাবে না যে, যেখানে জনগণ দেশীয় অস্ত্র সজ্জিত নয়। এবং অধিকাংশ এলাকাতেই রয়েছে তথাকথিত বৈধ ও অবৈধ বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্রও। বিভিন্ন এলাকাতেই রয়েছে সংঘবদ্ধ বিভিন্ন ধরনের সশস্ত্র গ্রুপ। আর রাষ্ট্রশক্তি

তো টিকেই আছে অস্ত্রশক্তির জোরে।

আমাদের দেশে আজকের পরিস্থিতিতে একটি সৎকর্ম বা অসৎকর্ম, প্রগতিশীল রাজনীতি বা প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি, মাওবাদী বিপ্লবী রাজনীতি বা সংশোধনবাদী-অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী রাজনীতি, ধর্মসভা বা কমিউনিস্টিক বৈঠক, কিছুই করা সম্ভব নয় অস্ত্রের সহায়তা ছাড়া।

এদেশে সবকিছুই সশস্ত্র। তাই মাওলানা সাঈদীর ধর্মসভা করতে যেমন অস্ত্রের সহায়তা দরকার, তেমনি গ্রামে কম. আ.ক-র অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী লাইনের অনুশীলনের জন্যও অস্ত্রের সহায়তা দরকার। যা আমাদের মতো আধাসামন্ততান্ত্রিক দেশগুলোয় আজকের যুগের সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

তাই কম. আ.ক-র অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-সংশোধনবাদী লাইনও সশস্ত্র হতে বাধ্য, যদি তারা গ্রামে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চায়।

তদুপরি আমাদের পার্টির নেতৃত্বে রয়েছে প্রায় ৩০ বছরের বিপ্লবীযুদ্ধের ও বিপ্লবীযুদ্ধকে পরিত্যাগের প্রক্রিয়ার অনুশীলন। এর মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী বহু শত্রু-মিত্রের উদ্ভব ঘটেছে। এখানে "সশস্ত্র" না হওয়া ও "সশস্ত্র" না থাকার অর্থ হচ্ছে আত্মহত্যা করা। বহু গ্রাম এলাকাতেই অস্ত্রের ছত্রছায়া ছাড়া সাধারণ মুভমেন্ট করাও বিপদজনক।

এটা শুধুমাত্র আমাদের জন্যই প্রযোজ্য নয়, এটা এখন সবার জন্যই একটা সাধারণ অবস্থা। তাই গ্রামে সক্রিয় সকল দল, গ্রুপ, গোষ্ঠীগুলোই আজ সশস্ত্র।

এখানে "সশস্ত্র" হওয়াটা, কোনো মাওবাদী বিপ্লবী লাইনকে প্রকাশ ও প্রমাণ করে না। এখানে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার কর্মসূচি ভিত্তিক চালিত শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে বিপ্লবীযুদ্ধের লাইন ও অনুশীলনই কেবলমাত্র সকল ধরনের ও সকল রূপের অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-সংশোধনবাদী, প্রতিবিপ্লবী, প্রতিক্রিয়াশীল "সশস্ত্র" অবস্থান, লাইন ও অনুশীলনের সাথে আমাদেরকে পৃথক করতে পারে।

বিপ্লব ও অবিপ্লবের মধ্যকার পৃথকীকরণের এই মূল মাপকাঠিকেই উড়িয়ে দিয়েছেন কম. আ.ক তার যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের লাইন ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে। এবং তার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের মাওবাদী বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টিকে নামিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন ধরনের অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-সংশোধনবাদী দল-উপদলগুলোর সমকাতারে।✓

কমরেডগণ,

শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী রাজনীতিকে গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের রাজনীতিকে গ্রহণ করা।

সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের রাজনীতিকে গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে, আমাদের মতো সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা নিপীড়িত অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের দেশগুলোতে দ্বিস্তর বিশিষ্ট সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রাজনীতিকে গ্রহণ করা। যার অর্থ হচ্ছে, আমাদের মতো দেশে নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এগিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করার রাজনীতিকে গ্রহণ করা।

যার অর্থ হচ্ছে, আমাদের মতো দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে আশু কর্মসূচি হিসেবে নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের রাজনীতিকে গ্রহণ করা।

নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের রাজনীতিকে গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে, নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচির ভিত্তিতে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার রাজনীতিকে গ্রহণ করা।

নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচির ভিত্তিতে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার অর্থ হচ্ছে, বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতি ও কর্মনীতিকে গ্রহণ করা।

বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতি ও কর্মনীতিকে গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে, শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে বিপ্লবীযুদ্ধ ও বিপ্লবী বাহিনীকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার রাজনৈতিক-সংগ্রামিক-সাংগঠনিক নীতিকে গ্রহণ করা।

বিপ্লবীযুদ্ধ ও বিপ্লবী বাহিনীকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার রাজনৈতিক-সংগ্রামিক-সাংগঠনিক নীতিকে গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে, নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচির ভিত্তিতে তা গড়ে তোলা ও বিকশিত করার জন্য আমাদের দেশের বিশেষ অবস্থা অনুযায়ী বিশেষ রণনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা, বিন্দু ভেঙে প্রবেশ করা এবং একটি স্ফুলিঙ্গ দাবানল সৃষ্টি করতে পারে –এই কর্মনীতিকে আঁকড়ে ধরা।

এসব ছাড়া শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী রাজনীতিকে আঁকড়ে ধরার কথা বলা অর্থহীন। এবং তা হচ্ছে মস্তবড়ো ধোকাবাজী।

কমরেডগণ,

কম. আ.ক-র অক্টোবর '৯৩ দলিলের মধ্য দিয়ে উত্থাপিত তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের লাইন হচ্ছে, যুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার প্রশ্নকে বর্জনের মধ্য দিয়ে আসা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রশ্নকে বর্জন করার লাইন।

এ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ, আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদকে উৎখাতের জন্য; তাদের স্বার্থরক্ষক নিপীড়ক আমলাতান্ত্রিক-সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস না করা এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত ও জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর নয়াগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে না তোলার লাইন।

এ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের দালাল বিদ্যমান শাসক আমলা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীকে এবং তাদের আমলাতান্ত্রিক-সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে তার মধ্য থেকে অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী সুযোগ-সুবিধা আদায়ের লাইন।

এ হচ্ছে বিপ্লব বিরোধী অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-অবিপ্লবী-সুবিধাবাদী-সংশোধনবাদী লাইন।

এ হচ্ছে '৯২ সালের তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেসে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত

পার্টির সংবিধানে বর্ণিত পূর্ববাংলার নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ ও সাধারণ লাইনকে পরিত্যাগের মধ্য দিয়ে পার্টির সংবিধানকে পরিত্যাগ করা এবং তার মধ্য দিয়ে পার্টির সদস্যপদ ত্যাগ করার অর্থাৎ দলত্যাগ করার একটি লাইন।

এবং কম. আ.ক-র '৯৫ সালের সারসংকলন দলিল হচ্ছে, তার অক্টোবর '৯৩ দলিলের তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের নামে যুদ্ধকে বর্জনের মধ্য দিয়ে বিপ্লবকে বর্জনের অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-সংশোধনবাদী লাইনের আলোকে ও ভিত্তিতে, পার্টির বিপ্লবীযুদ্ধের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে লেপে-মুছে দেয়া এবং অসত্যভাবে পুনর্লিখনের সংশোধনবাদী অপপ্রয়াস।

যা হচ্ছে নিজের শিকড় ও মূল থেকে, নিজের বিপ্লবী ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে, পার্টিকে বিচ্ছিন্ন করার লাইন। এ হচ্ছে একটি নয়া অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-সংশোধনবাদী পার্টি গঠন এবং তার অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-সংশোধনবাদী ইতিহাস ও ঐতিহ্য গড়ে তোলার লাইন।

এ হচ্ছে কম. এস.এস-এর নেতৃত্বে বিপ্লবীযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা মাওবাদী বিপ্লবী পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির রঙ পরিবর্তনের লাইন।

তাই কম. আ.ক-র অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-সংশোধনবাদী অক্টোবর '৯৩ দলিল এবং '৯৫ সালের সারসংকলন দলিলের পূর্ণ সমর্থনকারীদের নিয়ে সম্প্রতি গঠিত কম. আ.ক-র নেতৃত্বাধীন নতুন কেন্দ্রটি হচ্ছে একটি অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-সংশোধনবাদী কেন্দ্র। যা কম. আ.ক-র যুদ্ধকে বর্জনের মধ্য দিয়ে বিপ্লবকে বর্জন করার অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-সংশোধনবাদী লাইনকেই প্রতিনিধিত্ব করে এবং নেতৃত্ব দেয়।

কম. আ.ক-র নেতৃত্বাধীন অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-সংশোধনবাদী কেন্দ্রটির নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব যদিও এখনো পার্টি-সংগঠনের প্রধান অংশের ওপর রয়েছে, তা সত্ত্বেও তা আর পার্টির বৈধ কেন্দ্র নয়।

কেননা এই কেন্দ্র লাইনগতভাবে আর কমরেড সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে বিপ্লবীযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা এবং এ দেশের বিপ্লবীযুদ্ধের নেতৃত্বকারী মাওবাদী পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টিকে প্রতিনিধিত্ব করে না। এবং সে কারণে তা আর পূর্ববাংলার বিপ্লবকেও নেতৃত্ব দিতে পারে না।

তাই এখন কম. আ.ক-র নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের সাথে থাকার অর্থ হচ্ছে, পার্টির সাথে না থাকা এবং পার্টির সাথে থাকার অর্থ হচ্ছে, কম. আ.ক-র নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের সাথে না থাকা; মাঝামাঝি কোন পথ নেই।

আমি অবশ্যই পার্টির সাথে আছি, কম. আ.ক-র সাথে নেই।

পার্টির সকল নেতা-কর্মী-সহানুভূতিশীল ও সমর্থক জনগণেরই পার্টির সাথে থাকা উচিত, কম. আ.ক-র সাথে নয়।

বিপ্লব চান এমন সকল জনগণের পার্টির সাথে থাকা উচিত, কম. আ.ক-র নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের সাথে নয়।

কেননা, যুদ্ধের প্রশ্নকে আঁকড়ে না ধরে, বিপ্লবীযুদ্ধ ও বিপ্লবী বাহিনীকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার কাজকে প্রধান না করে এবং বিপ্লবীযুদ্ধ ও বিপ্লবী বাহিনীকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার জন্য আমাদের শ্রম, সময়, মনযোগ ও সামর্থের প্রধান অংশকে বিনিয়োগ না করে, পার্টি ও বিপ্লবকে রক্ষা করা যাবে না; তাকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করা যাবে না।

তাই বিপ্লব আকাঙ্খী সকলের প্রতি, এবং আপনাদের প্রতিও পুনর্বার, জোরালো আহ্বান জানাচ্ছি, যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের নামে আসা যুদ্ধকে বর্জনের মধ্য দিয়ে বিপ্লবকে বর্জনের অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-সংশোধনবাদী লাইনকে বর্জন করুন। মাওবাদী বিপ্লবী গণযুদ্ধের লাইনকে গ্রহণ করুন। এবং তার মধ্য দিয়ে পার্টির বিপ্লবী ঐক্যকে পুন:প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত করার জন্য এবং বিপ্লবীযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পার্টি ও বিপ্লবকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অবদান রাখুন।

বিপ্লবী শুভেচ্ছাসহ
"ক"
প্রথমার্ধ, মার্চ '৯৯। ■

"সর্বত্র এবং সব সময়েই প্রকৃত বিপ্লবীরা, প্রকৃত সর্বহারা বিপ্লবী যোদ্ধারা (লড়াকু বস্তুবাদীরা) হচ্ছেন অদম্য। তারা প্রতিক্রিয়াশীল এবং সংশোধনবাদীদের গালাগালিতে ভয় পান না, কারণ তারা জানেন, প্রতিক্রিয়াশীল ও সংশোধনবাদীদের মতো আপাত ভয়ংকর দানবরা নয়, বরং তাদের মতো 'অকিঞ্চিতকররাই' ভবিষ্যতের প্রতিনিধি। সমস্ত মহাপুরুষরাই এক সময় অকিঞ্চিতকর ছিলেন। যদি তারা সত্যের পক্ষে থাকেন এবং জনগণের সমর্থন পান, তবে প্রথমে যারা আপাত দৃষ্টিতে অকিঞ্চিতকর তারা অবশ্যই শেষে বিজয়ী হবেন। লেনিন এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য ছিল। উল্টোদিকে, বিরাট বিরাট ব্যক্তি ও বিরাট বাহিনীও যখন সত্যের পক্ষ ত্যাগ করে এবং ফলত: জনসমর্থন হারায়, তখন তারা অনিবার্যভাবেই শক্তিহীন হয়ে পড়ে, তাদের পতন ঘটে ও তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বার্নস্টাইন, কাউটস্কি ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ক্ষেত্রে এরকমই ঘটেছিল। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সবকিছুই তার বিপরীতে পরিবর্তিত হয়।"

[মাও সেতুঙ-এর নেতৃত্বাধীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি। "সি.পি.এস.ইউ নেতৃবৃন্দই আমাদের সময়কার সবচেয়ে বড়ো বিভেদপন্থী" শীর্ষক দলিল। ফেব্রুয়ারি ৪, ১৯৬৪। পিপলস বুক সোসাইটি, কলকাতা থেকে বাংলায় প্রকাশিত আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্ক দলিল সংকলন। তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪১।]

৪৪ নং শাখার কর্মী-সহানুভূতিশীল-সমর্থক জনগণের প্রতি কমরেড "ক"-র খোলা চিঠি।

প্রথমার্ধ, এপ্রিল '৯৯

[নোট: এই দলিলটি হচ্ছে, "কম. আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্যদের প্রতি কমরেড "ক"-র খোলা চিঠি, প্রথমার্ধ, মার্চ '৯৯ দলিলের বিস্তৃত ব্যাখ্যামূলক দলিল। এই দলিলটি একইসাথে "কম. 'খ' ও কম. 'গ'-র নিকট লেখা কমরেড "ক"-র পত্র নং-১, প্রথম সপ্তাহ, জুলাই, '৯৮ এবং "সম্প্রতি বিভক্ত হয়ে পড়া কেন্দ্রিয় কমিটির একটি অংশের প্রতিনিধি কমরেড 'খ' এবং কমরেড 'গ'-র ৩১ অক্টোবর '৯৮-এর পত্রের জবাবে কমরেড "ক"-র পত্র, দ্বিতীয় সপ্তাহ, নভেম্বর '৯৮ দলিল দুটোর পর্যায়নুক্রমিক ধারাবাহিকতা ও উল্লম্ফন। এই দলিল আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বাধীন বর্তমান ও দশবছরের ('৭৯ থেকে '৮৯) বিপ্লবীযুদ্ধের লাইন ও তার সাথে সম্পর্কিত কর্মনীতিগুলোকে পরিত্যাগের প্রক্রিয়ার পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতা ও ছোট-বড়ো উল্লম্ফনকে উন্মোচিত ও খণ্ডন করেছে। এবং বিপরীতে শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদার প্রদর্শিত মাওবাদী বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতি ও তার সাথে সম্পর্কিত কর্মনীতিগুলো পুন:প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত করার ক্ষেত্রে গুণগত অগ্রগতি সাধন করেছে। যা একইসাথে পার্টির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিপ্লবী সারসংকলনের ক্ষেত্রেও বিরাটাকার অগ্রগতি ঘটিয়েছে। ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন কমরেড "ক"-র এই দলিলটি হচ্ছে MBRM প্রতিষ্ঠার অন্যতম ভিত্তিমূলক দলিল। এবং এই দলিলে উত্থাপিত বিপ্লবীযুদ্ধের লাইন ও কর্মনীতিগুলোকে এখন অনুশীলনে নেয়া হচ্ছে। এসব কারণে এই দলিলটির গুরুত্ব অপরিসীম। এবং তাই একে বারবার অধ্যয়ন ও আত্মস্ত: করা প্রয়োজন। এর সুবিধার্থে দলিলটির পুন:প্রকাশ করা হচ্ছে। —সম্পাদনা বোর্ড, লালঝাণ্ডা]

কমরেডগণ,

আমাদের দেশের নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ ও সাধারণ লাইনকে কেন্দ্র করে পার্টির মধ্যে যে দুই লাইনের সংগ্রাম চলছে, তাতে সক্রিয় ভূমিকা রাখার জন্য আপনারা প্রথম থেকেই সচেষ্ট রয়েছেন।

এবং সেজন্য আপনারা সর্বদাই 2LS-কে উন্মুক্ত করা এবং তাতে জনগণ থেকে আসা এবং জনগণের মধ্যে যাওয়ার মাওবাদী নীতি, পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে সোচ্চার থেকেছেন।

এবং রাজনৈতিক মতভিন্নতার সমাধান 2LS-এর মধ্য দিয়ে করার পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। একারণেই রাজনৈতিক-সাংগঠনিক পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে 2LS-এর সমাধান করার বিপক্ষে সর্বদা সাহসী প্রতিবাদীর সংগ্রামী ভূমিকা রেখেছেন।

বিপ্লবকে পরিত্যাগের এবং পার্টির রং বদলানোর জীবন-মরণের প্রশ্নে সৃষ্ট 2LS-এ, আপনাদের এসব অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই সঠিক, বিপ্লবী এবং তা অভিনন্দনযোগ্য।

কমরেডগণ,

পার্টির মধ্যকার বর্তমান দুই লাইনের সংগ্রামে আপনাদের আগ্রহ, আকাঙ্খা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল মাওবাদী বিপ্লবী লাইনের পক্ষে অবস্থান নেয়া, এবং তাকে সর্বোতভাবে সক্রিয় সহযোগিতা ও সমর্থন করা।

কিন্তু অতীব দু:খের বিষয় হচ্ছে এই যে, আপনাদের ন্যায্য বিপ্লবী আকাঙ্খা এবং কম. আ.ক উত্থাপিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের নামে যুদ্ধকে বর্জনের মধ্য দিয়ে বিপ্লবকে বর্জনের অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-অবিপ্লবী-সংশোধানবাদী লাইনের বিপক্ষে আপনাদের প্রতিবাদী সংগ্রামী মনোভাব, ভূমিকা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে, আপনাদের পরিচালক কম. ..... ভুলভাবে কাজে লাগিয়েছেন। এবং ভুলপথে পরিচালিত করেছেন।

কম. খ ও গ-র প্রত্যক্ষ সমর্থন ও সহযোগিতায় কম. আ. ক-র নেতৃত্বে অনুশীলিত 2LS-কে সীমাবদ্ধ ও গণ্ডীবদ্ধ রাখার ভুল লাইনের সুযোগে কম. ..... আপনাদের মধ্যকার কাউকে কাউকে বিভ্রান্ত করেছেন। এবং কম. খ ও গ-র ভুল, মধ্যপন্থী ও সংশোধনবাদী লাইনের সাথে কাউকে কাউকে জড়িয়ে ফেলেছেন। এবং তার ভিত্তিতে আপনাদেরকে ও আপনাদের পার্টি শাখাকে, কম. খ ও গ-র ভুল লাইনের অনুসারী হিসেবে পার্টিব্যাপী উপস্থাপন করছেন।

আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি যে, আপনাদের সম্পর্কে কম. ..... এবং কম. খ ও গ-র বক্তব্য ও প্রচারণা পরিপূর্ণ সঠিক নয়। কেননা, ৪৪ নং শাখার কমরেডরা, সর্বদাই মাওবাদী বিপ্লবী লাইনের পক্ষে অবস্থান নেয়ার চেষ্টা করেছেন। ফলে আপাত:ভাবে বিস্তারিত না জানার সীমাবদ্ধতা এবং ভুল লাইনের প্রতিনিধিদের দ্বারা ভুল প্রচারণার ফলে সৃষ্ট সাময়িক বিভ্রান্তি, আপনাদের মধ্যকার কাউকে কাউকে সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত ও পথচ্যুত করতে সক্ষম হলেও, তা স্থায়ী হবে না। ভুল পথে পরিচালিতরা শেষাবধি নিশ্চয়ই সঠিক পথে ফিরে আসবেন।

এক্ষেত্রে সহায়তা করার জন্যই আমার এই পত্র এবং একজন প্রতিনিধিকে, আপনাদের শাখায় পাঠানো হলো। আশা করি আপনারা আমার পত্রটিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেবেন। এবং প্রেরিত প্রতিনিধি কমরেডের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। এবং এসব যদি আপনাদেরকে সঠিক অবস্থান নিতে কিছুমাত্র সহযোগিতা করে, তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

কমরেডগণ,

পার্টির মধ্যকার বর্তমান 2LS -এর সূচনাবিন্দু ও কেন্দ্রিয় বিষয় হচ্ছে, কম. আ.ক-র অক্টোবর '৯৩ দলিল এবং '৯৫ সালে উত্থাপিত তার পার্টি-ইতিহাসের সামগ্রিক সারসংকলন দলিল।

এই দু'টো দলিল সম্পর্কে স্পষ্ট ও সঠিক অবস্থান নেয়া ব্যতিত, বর্তমান 2LS-এ স্পষ্ট ও সঠিক অবস্থান নেয়া অসম্ভব।

আরো অনেক বিষয়ের সাথে একে মিশ্রিতভাবে ও সমগুরুত্বে উত্থাপনের চেষ্টা করার অর্থ হচ্ছে, এই দু'টো দলিলের গুরুত্বকে খাটো

করা, গৌণ করা এবং এর বিপ্লববিরোধী সংশোধনবাদী চরিত্রকে আড়াল করা, ঝাপসা করা। যা, কম. আ.ক এবং কম. খ ও গ দু'বিপরীত দিক থেকে হরদমই করছেন।

এর থেকে বেড়িয়ে আসতে না পারলে, বর্তমান 2LS-এ মাওবাদী বিপ্লবী অবসস্থান নেয়া সম্ভব নয়।

তাই কম. আ.ক-র অক্টোবর '৯৩ দলিল এবং '৯৫ সালের সারসংকলন দলিল সম্পর্কে আগে স্পষ্ট ও সঠিক অবস্থান নিতে হবে। এবং তার আলোকে ও ভিত্তিতে, এবং তার সাথে সম্পর্কিত করেই 2LS-এ উত্থাপিত এবং অনুত্থাপিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কম. আ.ক-র অকেক্টাবর '৯৩ দলিল এবং তার '৯৫ সালের সারসংকলন দলিল সম্পর্কে, এই 2LS-এর সূচনা থেকেই কম. "ক" এবং তাকে সমর্থনকারী কমরেডদের তীব্র বিরোধিতা ছিল। যা ঘনীভূত, সুসংহত ও বিকশিতভাবে পুনরায় উত্থাপিত হয়েছে, "কমরেড আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্যদের প্রতি কমরেড "ক"-র খোলা চিঠি" দলিলে। যা প্রকাশিত হয়েছে প্রথমার্ধ, মার্চ '৯৯ তে।

এই দলিলকে গুরুত্বের সাথে অধ্যয়ন করে, তার ভিত্তিতে তাকে সমর্থন বা বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আপনাদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

কমরেডগণ,

'৯২ সালের তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেসে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত এবং পার্টি-সংবিধানে উত্থাপিত পূর্ববাংলার নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাওবাদী পথ ও সাধারণ লাইনকে বর্জন করে আসা কম. আ.ক-র অক্টোবর '৯৩ দলিল এবং তার '৯৫ সালের সারসংকলন দলিলকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট আমাদের পার্টির মধ্যকার বর্তমান দুই লাইনের সংগ্রামের মূল ও কেন্দ্রিয় প্রশ্নটা ছিল জীবন্ত, মূর্ত, স্পষ্ট ও সোজাসাপ্টা।

তাকে অহেতুক ঘোরালো, জটিল ও প্যাঁচালো করে তুলেছেন কম. আ.ক এবং কম. খ ও গ [এ দু'জনের মধ্যে আবার এক্ষেত্রে চ্যাম্পিয়ন হচ্ছেন কম. খ, এবং বর্তমানে কম. .... ও এক্ষেত্রে কম যান না।]

তারা অসংখ্য প্রশ্নের ও বিষয়ের অবতারণা করে, মূল ও কেন্দ্রিয় প্রশ্নের সাথে সেগুলোকে সম্পর্কিত ও অধীন না করে, 2LS-কে ডালে-পাতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে, 2LS-এর মূল ও কেন্দ্রিয় বিষয়টাকেই ঝাপসা করে দিচ্ছেন।

এসবের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হচ্ছে, 2LS-এর মূল ও কেন্দ্রিয় প্রশ্নে তাদের নিজেদের অবস্থানকে ধোঁয়াশাপূর্ণ করা। এবং এভাবে তাকে আড়াল করা।

2LS-এর মূল ও কেন্দ্রিয় বিষয় হচ্ছে, যুদ্ধের প্রশ্ন।

বিপ্লবের জন্য যুদ্ধের প্রশ্নকে আঁকড়ে ধরা হবে কিনা, যুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার কাজকে প্রধান কাজ করা হবে কিনা, এবং যুদ্ধকে তথা তার আজকের পর্যায়ে আমাদের দ্বারা অনুশীলনযোগ্যরূপ গেরিলাযুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার জন্য আমাদের শ্রম, সময়, মনোযোগ ও সামর্থের প্রধান অংশ বিনিয়োগ করা হবে কিনা, এগুলোই হচ্ছে বর্তমান 2LS-এর মূল ও কেন্দ্রিয় প্রশ্ন। যার সাথে বিপ্লবকে আঁকড়ে ধরা ও বর্জনের বিষয়টি ওৎপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত।

এসব প্রশ্নে পার্টির মধ্যে সারবস্তুতে পরস্পর বিরোধী দু'টি এবং রূপের দিক থেকে তিনটি মত, অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি উত্থাপিত হয়েছে। তা নিয়ে পরস্পর বিরোধী বিতর্ক হয়েছে। তার সাথে অন্যান্য বিষয়গুলো সম্পর্কিত হয়েছে এবং তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। এবং তারই একটি পর্যায়ে এসে পার্টি আজকে তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

একারণে পার্টির মধ্যকার 2LS-এর মূল ও কেন্দ্রিয় বিষয় যুদ্ধের প্রশ্নে, স্পষ্ট ও সঠিক অবস্থান নেয়া সম্ভব না হলে, 2LS-এর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়গুলোতেও স্পষ্ট ও সঠিক অবস্থান নেয়া সম্ভব নয়।

এমনকি যুদ্ধের প্রশ্নে স্পষ্ট ও সঠিক অবস্থান নিতে না পারলে, পার্টির অতীত ইতিহাসের সঠিক সামগ্রিক সারসংকলনও করা সম্ভব নয়। এবং ভুলগুলোকে সংশোধন করে, সঠিকতাগুলোকে রক্ষা করা ও বিকশিত করে পার্টি ও বিপ্লবকে এগিয়ে নেয়াও সম্ভব নয়।

কমরেডগণ,

কম. আ.ক-র অক্টোবর '৯৩ দলিল এবং '৯৫ সালের সারসংকলন দলিলকে কেন্দ্র করে যুদ্ধের প্রশ্নে সৃষ্ট আমাদের পার্টির মধ্যকার দুই লাইনের সংগ্রামে কম. "ক" বলছেন, যুদ্ধের প্রশ্নকে আঁকড়ে ধরতে হবে। যুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার কাজকে প্রধান করতে হবে। যুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার জন্য শ্রম, সময়, মনোযোগ ও সামর্থের প্রধান অংশ বিনিয়োগ করতে হবে।

এর বিপরীতে কম. আ. ক বলছেন, যুদ্ধের প্রশ্নটাকে এখন আঁকড়ে ধরা সম্ভ ব নয়। তাকে উত্তরণের অর্থাৎ পরের কাজ করতে হবে। এখন যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামকে আঁকড়ে ধরতে হবে। তার জন্য সময়, শ্রম, মনোযোগ ও সামর্থকে বিনিয়োগ করতে হবে।

এবং কম. খ ও গ, যুদ্ধের প্রশ্নটাকে প্রধান বা অপ্রধান বা পরের কাজ করা সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য না রেখে, তাকে অনেকগুলো কাজের মধ্যকার একটি কাজ হিসেবে সামনে এনেছেন। ['৯৭ সালে প্রকাশিত তাদের তিনপার্ট 2LS-দলিলের তৃতীয় দলিলটিতে তাদের এই মত, অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে]।

প্রধান ও অপ্রধান সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য না রেখে, যুদ্ধের প্রশ্নটিকে অনেকগুলো কাজের একটি কাজ করার অর্থ হচ্ছে, তুলনামূলকসহজ কাজগুলো সামনে চলে আসবে এবং তুলনামূলক অনেক বেশি দুরুহ ও কষ্টের কাজটি, অর্থাৎ যুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার কাজটি, পরের কাজে পরিণত হবে।

যা হচ্ছে মূলত: কম. আ. ক-রই অবস্থান।

ফলে যুদ্ধের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট আমাদের পার্টির মধ্যকার বর্তমান 2LS, রূপের দিক থেকে তিনটি লাইনের বিতর্ক আকারে সামনে আসলেও, সারবস্তুতে তা হচ্ছে পরস্পর বিরোধী দু'টি লাইনের মধ্যকারই বিতর্ক।

এ হচ্ছে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য অর্থাৎ বিপ্লবের জন্য যুদ্ধের প্রশ্নকে আঁকড়ে ধরা ও আঁকড়ে না ধরার মধ্যকার বিতর্ক। এ হচ্ছে বিপ্লবীযুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার কাজকে প্রধান করা ও প্রধান না করার মধ্যকার বিতর্ক। এ হচ্ছে বিপ্লবীযুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার জন্য শ্রম, সময়, মনোযোগ ও সামর্থের প্রধান অংশকে বিনিয়োগ করা ও না করার মধ্যকার বিতর্ক। যা হচ্ছে সারবস্তুতে বিপ্লবকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার কাজকে আঁকড়ে ধরা ও আঁকড়ে না ধরার মধ্যকার বিতর্ক।

এক্ষেত্রে কম. খ ও গ-র লাইনটি হচ্ছে, কম. আ. ক এবং কম. "ক"-র পরস্পর বিরোধী দু'টি লাইনের মধ্যকার সংঘাত থেকে সৃষ্ট একটি উপজাত মাত্র। তা গুণগতভাবে পরিপূর্ণ পৃথক একটি লাইন নয়।

ফলে শেষাবধি তা কোনো একটি মূল লাইন কাঠামোর মধ্যে ও অধীনে বিলীন হয়ে যেতে বাধ্য। বা তার এক নিজেকে দু'য়ে বিভক্ত করণের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট দু'টি অংশ দু'দিকে চলে যেতে পারে। অর্থাৎ তার শেষ পরিণতি হচ্ছে বিলোপ।

কমরেডগণ,

কম. খ ও গ-র, পার্টির মধ্যকার বর্তমান 2LS বিতর্কে যাত্রা শুরু হয়েছিল, কম. আ.ক-র লাইনকে বিরোধিতা করেই। কিন্তু কম. আ. ক-র বিভিন্ন লাইন, নীতি, পদ্ধতি, পরিকল্পনা, গাইড, অনুশীলন ও দৃষ্টিভঙ্গিগত ভুলের মূল উৎস যুদ্ধের প্রশ্নে তার ভুল লাইন, মতাবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গিকে সঠিকভাবে উপলব্ধি ও বিরোধিতা করতে না পারার কারণে তারা কোনো পৃথক, স্পষ্ট ও সঠিক লাইন গড়ে তুলতে ও সামনে আনতে পারেননি। ফলে তারা ভুলের পথে গড়িয়ে পড়েছেন। ফলে তাদের দিক থেকে পূর্বে উত্থাপিত অনেক ন্যায্য প্রশ্ন ও সঠিক বিতর্ক, যুদ্ধের প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত না হবার কারণে, সে সব তাদের নেতৃত্বে কোনো ইতিবাচক ফল বয়ে আনতে পারেনি।

অন্যদিকে কম. আ. ক-র যুদ্ধ সম্পর্কিত লাইন, মতাবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে একটি মূর্ত, স্পষ্ট ও সঠিক অবস্থানকে সামনে এনে সংগ্রামরত কম. "ক"-কে অব্যাহতভাবে এবং ক্রমবর্ধিতভাবে বিরোধিতা করার মধ্য দিয়ে কম. খ ও গ-র ভুলের পথে গড়িয়ে পড়াটা ত্বরান্বিত ও সর্বব্যাপ্ত হয়েছে।

যার ফলশ্রুতিতে তাদের আজকের যুদ্ধ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার থেকে উৎসারিত ও তার সাথে সম্পর্কিত তাদের সামগ্রিক রাজনৈতিক-মতাদর্শিক অবস্থান ও সংগ্রামিক-সাংগঠনিক নীতির সাথে, কম. আ.ক.-র সামগ্রিক লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গির সারবস্তুতে কোন পার্থক্য নেই।

সারবস্তুতে অভিন্ন হলেও রূপের দিক থেকে আপেক্ষিকভাবে দেখলে এটা স্বীকার করতেই হবে যে, আজকের কম. খ ও গ-র লাইন [আসলে কম. খ-র লাইন], মতাবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুশীলন হচ্ছে কম. আ.ক-র নেতৃত্বাধীন লাইন, মতাবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুশীলনের চেয়েও বেশি ভুল, বেশি খারাপ ও বেশি পঁচা। এমনকি ক্ষুদে বুর্জোয়া রাজনৈতিক নোংরামী এবং ব্যক্তিতাবাদী আগ্রাসী আক্রমণাত্মক অপপ্রচারণার ক্ষেত্রেও তা ইতোমধ্যেই কম. আ.ক-র নেতৃত্বাধীন অবস্থানকে অনেক ছাড়িয়ে গেছে। বিশেষত: কম. খ ও কম. ......, অনেক ক্ষেত্রেই লাইনগত বিতর্কের পরিবর্তে ব্যক্তিতাবাদী আক্রমণ ও অপপ্রচারণাকেই প্রধান কাজে এবং কখনো কখনো একমাত্র কাজে পরিণত করেছেন। কর্মী-জনগণকে নির্বোধ ভাবা এবং নিজেদেরকে বিজ্ঞ ভাবা, কর্মী-জনগণকে অধ:স্তন মনে করা এবং নিজেদেরকে উর্ধতন মনে করা, সেজন্য কর্মী-জনগণের সাথে রাগারাগি করা এবং তাদেরকে ধমকানো ও বিদ্রুপ করার আমলাতান্ত্রিক-সামন্ততান্ত্রিক অধিকার ও কর্তৃত্ববোধের রাজনৈতিক-মতাদর্শিক অবস্থান, এখন তাদের লাইনেরই অংশ হয়ে গিয়েছে এবং সেহেতু তা তাদের অভ্যাসগত বৈশিষ্ট্যেও পরিণত হয়েছে।

কমরেডগণ,

অর্থনীতিবাদ-সংস্কারবাদের অভিন্ন সারবস্তুর ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও, রূপের দিক থেকে কম. আ. ক এবং কম. খ ও গ-র লাইনের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। এই ভিন্নতা হচ্ছে নয়ারূপের সশস্ত্র অর্থনীতিবাদ-সংস্কারবাদ এবং [redacted] পুরানো রূপের নিরস্ত্র অর্থনীতিবাদ-সংস্কারবাদের মধ্যে ভিন্নতা। একারণেই কম. আ. ক-র লাইন এখনো বদর উদ্দিন উমর মার্কা লাইন নয়। কিন্তু কম. খ ও গ'র, বিশেষত: কম. খ-র আজকের লাইন হচ্ছে তাই।

একারণেই কম. আ.ক এখনো আইনী কাজকে, প্রকাশ্য সংগ্রাম ও প্রকাশ্য সংগঠনকে প্রধান ও একমাত্র কাজে পরিণত করেননি। এবং শিক্ষিত করণের কর্মনীতিকেও মূল লাইন আকারে বা সমগুরুত্বে সামনে আনার চেষ্টা করেননি। কিন্তু কম. খ ও গ তাই করেছেন। তাদের আজকের লাইন হচ্ছে, পুরানো রূপের নিরস্ত্র অর্থনীতিবাদ-সংস্কারবাদের সংশোধনবাদী লাইন। তাদের এই লাইন পূর্ব থেকেই মোস্তাক আহমদ ও বদর উদ্দিন উমর-রা গ্রহণ ও অনুশীলন করে আসছে।

এ কারণেই পার্টিগত বিভক্তির পর থেকে আজ পর্যন্ত তাদের দিক থেকে প্রচারিত দলিল ও প্রচারপত্রগুলো এবং প্রধান তৎপরতাসমূহ হয়েছে প্রকাশ্য সংগঠনের ব্যানারে প্রকাশিত দলিল, প্রচারপত্র ও প্রকাশ্য তৎপরতা।

ফলে এর ধারাবাহিকতায় কম. খ ও গ-র লাইনে, আগামীতে বদর উদ্দিন উমর ও মোস্তাক আহমদ মার্কা বিভিন্ন ধরনের বাম সেমিনার, সভা-সমাবেশ, অধ্যয়ন-গবেষণার কর্মকাণ্ড, পত্রিকা-লিফলেট, প্রকাশ্য সংগঠনের ব্যানারে বিবিধ তৎপরতা প্রভৃতি দেখা ও উপভোগের সম্ভাবনার সৃষ্টি হলেও, তাকে মূল ও প্রধান কাজে পরিণত করার মধ্য দিয়ে তারা পার্টি ও বিপ্লবের মূল ও প্রধান কাজকে, অর্থাৎ পার্টি-সংগঠনের বৈপ্লবিক পুনর্গঠন এবং গেরিলাযুদ্ধকে গড়ে তোলা ও এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছেন।

কিন্তু এটা হচ্ছে আজকের আপেক্ষিক অবস্থা। সারবস্তুর দিক থেকে এবং গতির প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণের দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে যে,

কম. খ ও গ-র লাইনের আজকের পরিণতি হয়েছে, কম. আ. ক-র যুদ্ধ সম্পর্কিত লাইন, মতাবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গির ভুলকে উপলব্ধি করতে ও বিরোধিতা করতে না পারার মধ্য দিয়ে। তার সাথে রাপচার করতে না পেরে, তাকেই ধারণ ও বহন করার মধ্য দিয়ে।

তাই আজকের কম. আ.ক এবং কম. খ ও গ-র দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংগ্রামিক-সাংগঠনিক নীতি, 2LS সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি, 2LS ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি, পার্টির অতীত ইতিহাসের সারসংকলনের প্রশ্নে দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি পার্টি ও বিপ্লবের সাথে সম্পর্কিত সকল প্রশ্নে অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-সংশোধনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মূল উৎস ও মূল ভিত্তি হচ্ছে, যুদ্ধ সম্পর্কিত কম. আ.ক-র লাইন, মতাবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি।

তাই কম. আ.ক-র যুদ্ধ সম্পর্কিত লাইন, মতাবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গিকে বিরোধিতা, সংগাম ও বর্জন করার অর্থ হচ্ছে, তার থেকে উৎসারিত ও তার সাথে সম্পর্কিত কম. আ.ক-র এবং একই সাথে কম. খ ও গ-রও সমগ্র লাইন, মতাবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গিকে বিরোধিতা, সংগ্রাম ও বর্জন করা।

তাই যুদ্ধের প্রশ্নে কম. আ.ক-কে বিরোধিতা করাটা হচ্ছে, সারবস্তুতে কম. খ ও গ-কেও বিরোধিতা করা।

কমরেডগণ,

কমরেড সিরাজ সিকদার প্রদর্শিত মাওবাদী বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনৈতিক-মতাদর্শিক-সংগ্রামিক-সাংগঠনিক লাইনের যে উত্তরাধিকার ও প্রতিনিধিত্বের দাবি কম. আ.ক এবং কম. খ ও গ করে থাকেন, তা হচ্ছে একটি ভুল ও অসত্য দাবি।

কেননা, তারা সকলেই কম. আ.ক-র যুদ্ধকে বর্জনের মধ্য দিয়ে বিপ্লবকে বর্জনের প্রক্রিয়ার এবং তার ধারাবাহিকতায় আসা যুদ্ধকে বর্জনের মধ্য দিয়ে বিপ্লবকে বর্জনের অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-সংশোধনবাদী লাইনের উত্তরাধিকার ও প্রতিনিধিত্বকারী।

যার গড়ে ওঠা, বিকশিত হওয়া এবং আজকের পরিণতিতে উপনীত হওয়ার একটি দীর্ঘ অতীত ইতিহাস আছে। এবং প্রধানত: কমরেড "ক"-কে বিরোধিতা করে করেই তাদের এই দীর্ঘ নেতিবাচক ইতিহাস ও ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে।

তাদের সকলেরই আজকের অবস্থানের অতীত উৎস ও ভিত্তি এবং তার বিকাশ ও আজকের পরিণতি হচ্ছে, কম. আ. ক-র যুদ্ধ সম্পর্কিত লাইন, মতাবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠার অতীত উৎস ও ভিত্তি এবং তার বিকাশ ও আজকের পরিণতির সাথে সম্পর্কিত।

একারণে তাদের সকলেরই আজকের পরিণতি সম্পর্কে স্পষ্টতা অর্জন করা সম্ভব নয়, কম. আ.ক-র যুদ্ধ সম্পর্কিত লাইন, মতাবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া ও পরিণতি সম্পর্কে স্পষ্টতা অর্জন ব্যতিরেকে।

সেজন্য আসুন, আমরা কম. আ.ক. এবং কম. এস.এস-এর পরস্পর বিরোধী দু'টি লাইনের গড়ে ওঠার অতীত ইতিহাসকে, বিশেষত: কম. আ.ক-র লাইন গড়ে ওঠার অতীত ইতিহাসকে পুনর্বার পর্যালোচনা করি।

কমরেডগণ,

বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রামের উচ্চতম রূপ বিপ্লবীযুদ্ধের প্রশ্নে কম. আ.ক-র এবং কম. খ ও গ-রও লাইন, নীতি, পদ্ধতি, দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে এবং বিকশিত হয়েছে প্রধানত: '৭৫-এর শেষার্ধ থেকে '৭৯ পর্যন্ত মাদারীপুরের সংগ্রামের ওপর ভিত্তি করে। অন্যদিকে বিপ্লবীযুদ্ধের প্রশ্নে কম. এস.এস-এর '৭১ পরবর্তী লাইন, নীতি, পদ্ধতি, দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে প্রধানত: '৭১ সালের পেয়ারাবাগানের সংগ্রামের ওপর ভিত্তি করে।

ফলে বিপ্লবীযুদ্ধের লাইন ও অনুশীলনের প্রশ্নে, কম. আ. ক-র '৯৫ সালের সারসংকলন দলিলের দাবি অনুযায়ী, কম. এস.এস-এর সময়কালকে অনগ্রসর এবং কম. আ.ক-র সময়কালকে অগ্রসর বলার অর্থ হচ্ছে, বিপ্লবীযুদ্ধের লাইন ও অনুশীলনের প্রশ্নে পেয়ারাবাগানের সংগ্রামকে অনগ্রসর বলা এবং '৭৫ পরবর্তী মাদারীপুরের সংগ্রামকে অগ্রসর বলা।

একইভাবে, '৭৫ পরবর্তী মাদারীপুরের সংগ্রাম হচ্ছে কম. এস.এস-এর লাইন ও অনুশীলনেরই বিকশিত রূপ, কম. খ-র এই বক্তব্য ও দাবি মেনে নেবার অর্থ হচ্ছে, পেয়ারাবাগানের সংগ্রামকে অনগ্রসর এবং '৭৫ পরবর্তী মাদারীপুরের সংগ্রামকে অগ্রসর বলে মেনে নেয়া। যা হচ্ছে কম. আ.ক-রই '৯৫ সালের সারসংকলন দলিলের অবস্থান।

এই লাইনগত, মতাবস্থানগত ও দৃষ্টিভঙ্গিগত অভিন্নতার কারণেই কম. আ.ক এবং কম. খ ও গ অভিন্নভাবে কম. "ক"-কে বিরোধিতা করেন।

কমরেডগণ,

যা অগ্রসর ও বিকশিত রূপ, তাই হচ্ছে মডেল। তাকেই আঁকড়ে ধরতে হয়। তাকে সামনে রেখে এবং তাকে ভিত্তি করেই সামনে এগোতে হয়। আর যা অনগ্রসর ও অবিকশিত রূপ, তা কখনো মডেল হতে পারে না। তাকে সামনে রেখে ও তার ভিত্তিতে সামনে এগোনোর প্রয়োজনও হয় না।

তাই কম. আ.ক-র বক্তব্য অনুযায়ী এস.এস-এর সময়কালের চেয়ে দশ বছর অগ্রসর এবং কম. খ-র বক্তব্য অনুযায়ী কম. এস.এস-এর লাইন ও অনুশীলনের বিকশিত রূপ হচ্ছে '৭৫ পরবর্তী মাদারীপুরের সংগ্রাম, এসব বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, পেয়ারাবাগানের সংগ্রামকে পূর্ববাংলার নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মডেল হিসেবে গ্রহণ না করা, এবং '৭৫ পরবর্তী মাদারীপুরের সংগ্রামকে পূর্ববাংলার নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মডেল হিসেবে গ্রহণ করা।

পার্টির মধ্যকার বর্তমান 2LS-এর অন্তসারটা হচ্ছে আসলে এই প্রশ্নেই পরস্পর বিরোধী অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যকার বিতর্ক। এর একদিকে আছেন কম. "ক" এবং বিপরীত দিকে আছেন কম. আ.ক ও কম. খ ও গ।

কমরেডগণ,

নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচির ভিত্তিতে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার লাইনে চালিত মাও-এর নেতৃত্বাধীন চিংকাং পাহাড়ের সংগ্রামকে, পূর্ববাংলার নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাওবাদী মডেল হিসেবে আঁকড়ে ধরেছিলেন কম. সিরাজ সিকদার। যা প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রণীত ও পার্টি-প্রতিষ্ঠার ভিত্তি "পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলনের থিসিস"-এর "পূর্ববাংলার বিপ্লব ও তার চরিত্র", "জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাধারণ কর্মনীতি" এবং "বিপ্লবীযুদ্ধের সাধারণ কর্মনীতি" শীর্ষক অধ্যায়গুলোতে। এবং তারই ভিত্তিতে তাঁর নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল পেয়ারাবাগানের সংগ্রাম।

একে বর্জন করে হুনান কৃষক আন্দোলনকে মডেল করে, বিশেষত: হুনান কৃষক আন্দোলনের স্ট্যাবলিস্টমেন্ট বিরোধী সংগ্রামের বিপ্লবী মর্মবস্তুকে উড়িয়ে দিয়ে তাকে তথাকথিত অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-অবিপ্লবী হুনান কৃষক আন্দোলনে পরিণত করে, তার ভিত্তিতে একটি লাইন এনেছিল কামালা হায়দার। এই লাইনটি ছিল, স্ট্যাবলিস্টমেন্টের সাথে সম্পর্কহীন বা অপ্রধান বা কম সম্পর্কিতদের বিরুদ্ধে অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী সংগ্রাম-সংগঠন গড়ে তোলার লাইন। কামাল হায়দারের এই অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী রাজনৈতিক, মতাদর্শিক, সংগ্রামিক-সাংগঠনিক লাইনের ভিত্তিতে ও অধিনেই কম. আ. ক-র নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল '৭৫ পরবর্তী, বিশেষত: '৭৭ থেকে '৭৯ পর্যন্ত, মাদারীপুরের সংগ্রাম।

পেয়ারাবাগানের সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল স্ট্যাবলিস্টমেন্ট বিরোধী অর্থাৎ বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধ্বংস করা ও নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার বিপ্লবী সংগ্রাম আকারে। এবং মাদারীপুরের সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল স্ট্যাবলিস্টমেন্টের (অর্থাৎ বিদ্যমান রাষ্ট্র ব্যবস্থার) সাথে সম্পর্কহীন বা অপ্রধানভাবে বা গৌনভাবে সম্পর্কিতদের বিরুদ্ধে অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী সংগ্রাম আকারে।

পেয়ারাবাগানের সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল এবং বিকশিত হয়েছিল শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে বিপ্লবীযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। এবং অন্য সব কিছুকেই যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত ও তার অধীন করা হয়েছিল।

বিপরীতে মাদারীপুরের সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর গৌণ সহযোগী এবং স্ট্যাবলিস্টমেন্টের সাথে অপ্রধান ও গৌণভাবে সম্পর্কিত জাসদকে প্রধান করে। এবং এই সংগ্রাম বিকশিত হয়েছিল স্ট্যাবলিস্টমেন্টের সাথে সম্পর্কহীন এবং নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবেরই মিত্র ধনী ও মধ্য কৃষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে মজুরী বৃদ্ধি, ভাগা কমানো প্রভৃতি অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী কর্মসূচির ভিত্তিতে অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী সংগ্রাম-সংগঠন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে। এবং খুবই মনোযোগ ও সতর্ককতার সাথে এড়িয়ে চলা হয়েছিল নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচির ভিত্তিতে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থাকে গড়ে তোলার জন্য শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে বিপ্লবীযুদ্ধ ও বিপ্লবী বাহিনীকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার কাজকে। ফলে সেই সময়কালের আঁকড়ে ধরা প্রধান অঞ্চলে, সংগঠনের প্রধান সামর্থ বিনিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও, '৭৫ থেকে '৭৯ সাল পর্যন্ত প্রায় চার বছরেও একটি মাত্র যুদ্ধের এ্যাকশনও করা হয়নি।

পেয়ারাবাগানের সংগ্রামের পশ্চাদপদসরণ হয়েছিল যুদ্ধের মধ্যে থেকে এবং যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। ফলে তা ছিল বিপ্লবীযুদ্ধের লাইনের অধীনে সক্রিয় পশ্চাদপসরণ।

এর বিপরীতে মাদারীপুরের সংগ্রামের পশ্চাদপসরণ ছিল, অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-অবিপ্লবী লাইনের অধীনে নিষ্ক্রিয় পশ্চাদপসরণ তথা গ্রাম ছেড়ে নিরাপদ শহরে পলায়ন।

বিপ্লবীযুদ্ধের মধ্য দিয়েই পেয়ারাবাগানের সংগ্রাম গড়ে তুলেছিল পার্টি, বাহিনী এবং ঘাঁটি এলাকা। বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনৈতিক-মতাদর্শিক-সংগ্রামিক-সাংগঠনিক লাইন, নীতি, পদ্ধতি, পরিকল্পনা, গাইড ও অনুশীলন গড়ে তুলতে ও বিকশিত করতেও তা বিপুল অবদান রেখেছিল। এবং পার্টির বিপুল সংখ্যক নেতা, কর্মী, গেরিলা, সহানুভূতিশীল ও সমর্থক জনগণকে, বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনৈতিক-মতাদর্শিক-সংগ্রামিক-সাংগঠনিক লাইনে শিক্ষিত ও পুনর্গঠন করতেও পেয়ারাবাগানের বিপ্লবী সংগ্রাম নির্ধারক অবদান রেখেছিল। ফলে পেয়ারাবাগানের সংগ্রামের আপাত: পরাজয় সত্ত্বেও তা পূর্ববাংলার বিপ্লবীযুদ্ধের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় শিক্ষক ও পথ প্রদর্শক হিসেবে ক্রিয়াশীল রয়েছে।

অন্যদিকে কম. এস.এস-এর বিপ্লবীযুদ্ধের লাইনে অর্জিত সামর্থের ওপর ভিত্তি করে এস.এস লাইন বিরোধী কামাল হায়দারের অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী লাইনে গড়ে ওঠা মাদারীপুরের অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী সংগ্রাম, কর্মী-জনগণের বিরোচিত বিপুল আত্মত্যাগ সত্ত্বেও ভুল লাইনের কারণে, বিপ্লবীযুদ্ধের লাইন-নীতি-পদ্ধতি-পরিকল্পনা-গাইড-অনুশীলনের ক্ষেত্রে নতুন কোনো গুণগত অগ্রগতি সংযোজন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। বরং উল্টো তা কম. আ.ক-র (একই সাথে কম. খ ও গ-রও) যুদ্ধকে বর্জনের মধ্য দিয়ে বিপ্লবকে বর্জনের অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী লাইন-নীতি-পদ্ধতি-পরিকল্পনা-দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠার ভিত্তি ও উৎস হিসেবে কাজ করেছে। এবং তা পার্টির বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী-গেরিলা-সহানুভূতিশীল-সমর্থক জনগণের গভীরে যুদ্ধকে এড়ানোর মধ্য দিয়ে বিপ্লবকে এড়ানোর অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী লাইনের শিকড় প্রোথিত করে দিয়েছে।

ফলে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিপ্লবীযুদ্ধের লাইন ও অনুশীলনের প্রশ্নে, '৭৫ পরবর্তী মাদারীপুরের সংগ্রামকে, পেয়ারাবাগানের সংগ্রামের চেয়ে অগ্রসর বলে গ্রহণ করা যায় না। ফলে মাদারীপুরের সংগ্রামের ওপর ভিত্তি করে তার নেতিবাচক সারসংকলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা কম. আ. ক-র দশ বছরের তিনস্তর বিশিষ্ট যুদ্ধে উত্তরণের লাইনকে এবং তার নেতিবাচক ধারাবাহিকতায় আসা তার '৯২ পরবর্তী তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের লাইনকে, কম. এস.এস-এর মাওবাদী বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনৈতিক-মতাদর্শিক-সংগ্রামিক-সাংগঠনিক লাইনের চেয়ে অগ্রসর

এবং আরো অগ্রসর বলে গ্রহণ করা যায় না। ফলে কম. আ.ক-র অক্টোবর '৯৩ দলিল এবং তার '৯৫ সালের সারসংকলন দলিলকেও গ্রহণ করা যায় না।

একই সাথে ও একই কারণে কম. খ-র অবস্থানকেও, অর্থাৎ কম. এস.এস-এর মাওবাদী বিপ্লবীযুদ্ধের লাইন ও অনুশীলনের বিকশিত রূপ হচ্ছে '৭৫ পরবর্তী মাদারীপুরের অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী সংগ্রাম– এই অবস্থানকেও গ্রহণ করা যায় না। ফলে এই ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠা কম. খ-র লাইন, মতাবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গিকেও গ্রহণ করা যায় না।

কমরেডগণ,

প্রধানত: '৭৫ পরবর্তী মাদারীপুরের সংগ্রামের ওপর ভিত্তি করেই প্রণীত হয়েছিল কম. আ.ক-র '৭৯ সালের সারসংকলন দলিল।

যাতে কম. এস.এস-এর নেতৃত্বে চালিত '৭৩-'৭৪ সালের মহান বর্ষাকালিন রণনৈতিক আক্রমণের "রণনৈতিক" বিষয়টিকে বিরোধিতা ও বর্জন করা হয়েছিল।

নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সামগ্রিক (মূল) রণনৈতিক আত্মরক্ষার স্তরের মধ্যে অনুসৃত গেরিলাযুদ্ধের প্রশ্নটি কেন রণনৈতিক প্রশ্ন, তার যথেষ্ট ব্যাখ্যাই মাও দিয়েছেন। তাকেই গ্রহণ করেছিলেন কম. এস.এস।

গেরিলাযুদ্ধের প্রশ্নটিকে রণনৈতিক প্রশ্ন হিসেবে দেখলে ও গ্রহণ করলে, গেরিলাযুদ্ধের রণনীতিটা যে গেরিলাযুদ্ধের রণনৈতিক আক্রমণ এবং গেরিলাযুদ্ধের রণনৈতিক প্রতিরক্ষার বৈপরীত্যের একত্ব দ্বারা গঠিত, তাকে মানতেই হবে।

গেরিলাযুদ্ধের রণনৈতিক অবস্থান থেকেই কম. এস.এস, '৭৩-'৭৪ সালের বর্ষাকালিন অগ্রাভিযানকে রণনৈতিক আক্রমণ বলেছিলেন। তাকে সামগ্রিক তিন রণনৈতিক স্তরের শেষ স্তরের রণনৈতিক আক্রমণ বলেননি।

এ বিষয়ে কম. এস.এস তার ব্যাখ্যাও দিয়েছিলেন। এবং তার পক্ষে জেলবন্দী অবস্থায় চরম প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও কম. "ক" সংগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। যথারীতি নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে কম. আ. ক তার অবস্থান পাস করিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে তার প্রধান সহযোগী হয়েছিলেন কম.গ।

কম. আ. ক-র নেতৃত্বে এভাবে গেরিলাযুদ্ধ তার রণনৈতিক তথা লাইনগত গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছিল এবং তা নিছক সামরিক একটি এ্যাকশনের বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। আজকে কম. আ.ক গেরিলাযুদ্ধকে যে নিছক এ্যাকশনের প্রশ্ন হিসেবে উত্থাপন করছেন এবং তাকে লাইন হিসেবে মানতে চান না, তার ঐতিহাসিক উৎস ও ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে '৭৯ সালের সারসংকলন দলিলের এই অমাওবাদী অবস্থানটি।

একইসাথে ও একইভাবে কম. খ ও গ-ও যে বিপ্লবীযুদ্ধকে এবং সে হিসেবে তার আজকের পর্যায়ে আমাদের দ্বারা অনুশীলনযোগ্য রূপ গেরিলাযুদ্ধকে নিছক সামরিক প্রশ্ন হিসেবে উত্থাপন করছেন, এবং তাকে রাজনৈতিক-মতাদর্শিক-সংগ্রামিক-সাংগঠনিক প্রশ্ন হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করছেন, তারও রাজনৈতিক-মতাদর্শিক-অতীত উৎস ও ভিত্তি হচ্ছে কম. আ.ক প্রণীত '৭৯ সালের সারসংকলন দলিলের এ সংক্রান্ত অবস্থানটি।

গেরিলাযুদ্ধকে রণনৈতিক প্রশ্ন হিসেবে না দেখাটা হচ্ছে এস.এস, সি.এম ও মাওকে বিরোধিতা করা। কেননা, এ প্রশ্নে তাদের স্পষ্ট অবস্থান রয়েছে। এবং বিশ্বব্যাপী তা প্রমাণিত ও স্বীকৃত।

গেরিলাযুদ্ধকে রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে মতাদর্শগতভাবে গ্রহণ না করা এবং সংগ্রামিক-সাংগঠনিকভাবে তাকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার চেষ্টা না করার অর্থ হচ্ছে, আমাদের মতো দেশে মাওবাদী নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ ও সাধারণ লাইনকেই গ্রহণ ও বাস্তবায়নের চেষ্টা না করা। যা এখন কম. আ.ক এবং কম. খ ও গ করছেন। যার ভ্রূণ উৎস ও ভ্রূণ ভিত্তি সৃষ্টি হয়েছিল '৭৯ সালের সারসংকলন দলিলে বর্ষাকালিন রণনৈতিক আক্রমণের রণনৈতিক বিষয়টিকে উড়িয়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে।

যা একইসাথে, "যুদ্ধই হচ্ছে রাজনীতি এবং যুদ্ধ নিজেই রাজনৈতিক প্রকৃতির কার্যকলাপ", "রাজনীতি হচ্ছে রক্তপাতহীন যুদ্ধ আর যুদ্ধ হচ্ছে রক্তপাতময় রাজনীতি", "প্রতিটি কমিউনিস্টকে অবশ্যই এসত্য বুঝতে হবে 'বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা বেড়িয়ে আসে' " প্রভৃতি মাওবাদী সত্যকেও বর্জনের ভ্রূণ ভিত্তি ও ভ্রূণ উৎস সৃষ্টি করেছিল।

এবং এভাবে তা, রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে অনুসৃত উগ্র বলপ্রয়োগের রাজনীতি অর্থাৎ, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে অনুসৃত শ্রেণী সংগ্রামের উচ্চতম রূপ বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতি এবং তারই মতাদর্শগত তত্ত্বগত হাতিয়ার মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদকেও বর্জনের, ভ্রূণ উৎস ও ভ্রূণ ভিত্তি সৃষ্টি করেছিল।

একইসাথে '৭৯ সালের সারসংকলন দলিলে, পশ্চাদপসরণ বলতে আক্রমণের লাগাম টানার যে লাইন উত্থাপন করা হয়েছিল, তাও ছিল পরোক্ষভাবে এস.এস বিরোধিতা ও যুদ্ধকে বর্জন।

এই পশ্চাদপসরণের লাইন ছিল যুদ্ধের সাথে সম্পর্কহীন এক নিষ্ক্রিয় পশ্চাদপসরণের লাইন। যা '৭৯ সালের পরে মাদারীপুরের সংগ্রামে অনুশীলিত হয়েছিল।

যুদ্ধের লাইনে অগ্রাভিযান ও পশ্চাদপসরণ হচ্ছে অন্য জিনিস। তা হচ্ছে সারবস্তুতে অন্তর্লাইনকে বহির্লাইনে সম্প্রসারণ এবং বহির্লাইনকে অন্তর্লাইনে গুটিয়ে আনা, অন্তর্লাইনকে সংকোচন করা বা কখনো কখনো স্থানান্তর। সেখানে অগ্রাভিযানেও যুদ্ধের এ্যাকশন হয়। এবং পশ্চাদপসরণেও যুদ্ধের এ্যাকশন হয়। এবং বিশেষত: পশ্চাদপসরণের সময়কালের যুদ্ধের এ্যাকশনগুলোই হয় বেশি কষ্টকর, নির্মম ও রক্তক্ষয়ী।

চীনের লং মার্চের দীর্ঘ পশ্চাদপসরণ সফল করাই সম্ভব ছিল না অসংখ্য যুদ্ধের এ্যাকশন ব্যতিত। এবং পেয়ারাবাগানের সংগ্রামের

পশ্চাদপসরণও সম্ভব ছিল না যুদ্ধের এ্যাকশন ব্যতিত। তবে মাদারীপুরের সংগ্রামের পশ্চাদপসারণ সম্ভব হয়েছিল যুদ্ধের এ্যাকশন ছাড়াই। কেননা, তা ছিল নিষ্ক্রিয় পশ্চাদপসরণ তথা পলায়ন। যার লাইনগত ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে '৭৯ সালের সারসংকলন দলিল।

পরবর্তীকালেও বিভিন্ন প্রতিকূলতার মুখে, কষ্টকর প্রয়াসের মধ্য দিয়ে প্রতিকূলতাকে অনুকূলতায় রূপান্তর করার বদলে, কর্মী-জনগণকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে প্রধান প্রধান নেতা-কর্মীদের শহরে পালিয়ে আসার লাইনগত উৎস ও ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে আক্রমণের লাগাম টানার এই নিষ্ক্রিয় পশ্চাদপসরণের লাইনটি।

আর এই লাইনটির প্রণেতা কম. আ.ক, যিনি লাইনটিকে সবচেয়ে বেশি ধারণ ও বহন করেন, তিনি তো আক্রমণের লাগাম টানতে টানতে পার্টি-সংগঠনকে আজকে পরিণত করে ফেলেছেন প্রধানত: প্রচার সর্বস্ব এক সংগঠনে। এবং পরবর্তী শীর্ষ নেতৃত্বরা (কম. খ ও গ), একই চেতনা থেকে এখন আইনী কাজকে, প্রকাশ্য সংগ্রাম (সত্যিকার অর্থে সংগ্রাম নয়, প্রচার তৎপরতা) ও প্রকাশ্য সংগঠনকে পরিণত করে ফেলেছেন বাস্তবত: প্রধান ও একমাত্র কাজে।

সংগ্রাম গড়ে তোলা ও বিকশিত করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার জন্য, অনুসৃত লাইন-নীতি-পরিকল্পনা-গাইডকে নয়, বরং সংগ্রাম করাকে এবং সংগ্রামরত নেতা-কর্মীদেরকে বিশেষত: শহীদ কমরেডদেরকে দায়ী করার যে অশিষ্ট সংশোধনবাদী রীতি কম. আ.ক-র নেতৃত্বে পরবর্তীকালে পার্টির মধ্যে গড়ে উঠেছে ও বিকশিত হয়েছে, তারও মূল ভ্রুণ উৎস ও ভ্রুণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে এই আক্রমণের লাগাম টানার চেতনাটি।

যার নেতিবাচক ধারাবাহিকতায় আজকে, "সংগ্রাম করতে সাহসী হও, বিজয় অর্জন করতে সাহসী হও", "সংগ্রাম করা; ব্যর্থ হওয়া, আবার সংগ্রাম করা; আবার ব্যর্থ হওয়া, আবার সংগ্রাম করা; বিজয় অবধি" প্রভৃতি মাওবাদী সত্য উল্টে গিয়েছে। এবং তার বিপরীতে সংগ্রাম করার পূর্বশর্ত হিসেবে নিশ্চিত জয়লাভের গ্যারান্টি দাবি করার মতো অর্থাৎ সংগ্রাম না করার মতো সংশোধনবাদী চেতনা পূর্ণাবয়বে সামনে চলে এসেছে।

আক্রমণের লাগাম টানার চেতনা পার্টির নেতা, কর্মী ও সমর্থক জনগণকে সাহসী ও আত্মবলিদানে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। তাই কম. আ.ক লাইনের সবচেয়ে সচেতন রাজনৈতিক নেতৃত্ব হিসেবে এখন যারা গণ্য তাদের অনেকেই যে আজকে আর আত্মবলিদান-আত্মত্যাগের জন্য রাজনৈতিক-মতাদর্শিকভাবে প্রস্তুত নন, তার জন্য তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা সঠিক নয়, বরং যে লাইনকে গ্রহণ করে তারা নিজেদেরকে গড়ে তুলেছেন তাদের আজকের পরিণতির জন্য সেই লাইনটাই দায়ী। যার মূল ভ্রুণ উৎস ও ভ্রুণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে আক্রমণের লাগাম টানার চেতনা। একে যারা সবচেয়ে বেশি নিষ্ঠা ও সততার সাথে অনুশীলনের চেষ্টা করেছেন, তারাই শেষাবধি সংগ্রামের চেতনাকে হারিয়ে ফেলেছেন।

'৭৯ সালের সারসংকলন দলিলেই বিপ্লবীযুদ্ধের সাথে সম্পর্কহীন অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী শ্রেণী ও গণলাইন এবং অন্যান্য বিষয় উত্থাপিত হয়েছিল। এবং তার ভিত্তিতে কম. এস.এস-এর লাইন ও সময়কালের ওপর আরেকপ্রস্থ দোষারোপ ও নিন্দাবাদ করা হয়েছিল। এ সময়ে ভুলে যাওয়া হয়েছিল যে, বিপ্লবীযুদ্ধের লাইনই হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামের উচ্চতম রূপের লাইন, বিপ্লবীযুদ্ধের লাইনকে আঁকড়ে ধরার অর্থই হচ্ছে উচ্চতম রূপের প্রলেতারীয় শ্রেণী ও গণলাইনকে আঁকড়ে ধরা। যুদ্ধের সাথে সম্পর্কহীন অর্থাৎ রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সাথে সম্পর্কহীন শ্রেণী ও গণলাইন হচ্ছে অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী শ্রেণী ও গণলাইন। যা এন.জি.ও সহ অনেকেই গ্রহণ ও অনুশীলন করে। যা মাওবাদী কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের জন্য বিষবত পরিত্যাজ্য।

'৭৯ সালের সারসংকলন দলিলে উত্থাপিত এস.এস-এর সময়কালের শ্রেণী বিচ্যুতির অভিযোগ ও সমালোচনাটি ছিল, এক্ষেত্রে '৭৬ সালের "ঐতিহাসিক সারসংকলনে" উত্থাপিত কামাল হায়দারের এ সম্পর্কিত স্থূল ও জঘন্য পার্টি বিরোধী বক্তব্যেরই মার্জিত পুনরাবৃত্তি মাত্র।

এভাবে '৭৯ সালের সারসংকলন দলিল, যুদ্ধকে বর্জনের মধ্য দিয়ে বিপ্লবকে বর্জনের ভ্রুণ ভিত্তি ও ভ্রুণ উৎস হিসেবে সামনে এসেছিল। এবং তার মধ্য দিয়ে এস.এস, সি.এম ও মাও-কে বর্জন এবং দলত্যাগী কামাল হায়দারের লাইন পুন:প্রতিষ্ঠারও ভ্রুণ উৎস ও ভ্রুণ ভিত্তি সৃষ্টি হয়েছিল।

বর্তমান 2LS-এ, এই '৭৯ সালের সারসংকলন দলিলকে পার্টির অগ্রগতির মাইলফলক হিসেবে কম. গ কর্তৃক মৌখিক প্রচারণার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল, কম. "ক"-কে বিরোধিতা করা এবং কম. আ.ক-কে রক্ষা করা।

কমরেডগণ,

'৭৯ সালের সারসংকলন দলিলের গুরুতর সংশোধনবাদী সমস্যা ও বিচ্যুতির মূল কারণ হিসেবে কাজ করেছিল, যুদ্ধটাকে শ্রেণী সংগ্রামের উচ্চতমরূপ হিসেবে দেখতে না পারা, বিপ্লবীযুদ্ধটাকে একটা রাজনৈতিক-মতাদর্শিক অবস্থান হিসেবে গ্রহণ করতে না পারা, তাকে একটা নিছক সামরিক প্রশ্ন হিসেবে দেখা, ফলে সব কিছুকেই বিপ্লবীযুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত করে এবং তার অধীন করে দেখতে না পারা।

ফলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ এবং সংশোধনবাদের মধ্যে পৃথকীকরণের মূল মানদণ্ডটিই, সহিংস বিপ্লবের তথা বিপ্লবী গণযুদ্ধের মাপকাঠিটা আমাদের হাতছাড়া হয়ে যায়।

ফলে '৭৯ সালে কম. আ.ক-র নেতৃত্বে আমাদের কাছে, পরস্পর বিপরীত দুই লাইনের প্রতিনিধিত্বকারী জিয়া-রানা-আরিফ-কামাল হায়দার এবং কম. মতিন, কম. মাহতাব প্রমুখ একাকার হয়ে যান এবং এককাতারে এসে পড়েন। এবং সকলকে রাজনৈতিক মতাদর্শিকভাবে সমচরিত্রের মনে হতে থাকে। যা ভুল ছিল। যার হুবহু প্রতিচ্ছবি হচ্ছে আজকে কম. আ.ক এবং কম. খ ও গ-র দিক থেকে, নিজেদেরকে এবং কম. "ক"-কে লাইনগতভাবে এককাতারের মনে করার ভুলটি।

এবং একই কারণে সে সময়ে কম. আ.ক-র নেতৃত্বে আমরা রানা-জিয়া-আরিফদের সাথে এককেন্দ্রিক ঐক্যবদ্ধ পার্টি গড়ে তোলার লাইন নিতে পেরেছিলাম। যা ছিল প্রকৃতপক্ষে দু'য়ে মিলে একের সমন্বয়বাদী ঐক্যর লাইন। যার হুবহু প্রতিচ্ছবি হচ্ছে আজকে লাইনগত ভিন্নতা বজায় রেখেই কম. "ক"-র সাথে ঐক্যের জন্য কম. আ.ক এবং বিশেষত: কম. খ ও গ-র দিক থেকে উত্থাপিত সমন্বয়বাদী ঐক্যের চিৎকার।

বিপ্লব ও অবিপ্লবের মধ্যকার পৃথকীকরণের মূল মাপকাঠিটাকে '৭৯ সালে হারানোর কারণেই, আমরা ৮০-র দশকের বিশ্বশ্রেণী সংগ্রামের প্রধান প্রধান রূপগুলোর ক্ষেত্রেও ইতিবাচক, কার্যকর ও বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে পারিনি।

বিশেষত: তিন বিশ্ব তত্ত্ব ও হোক্সাবাদের উদ্ভব হয়েছিল যে কারণে, তা হচ্ছে বিশ্বব্যাপী শ্রেণী সংগ্রামের উচ্চতম রূপ যুদ্ধকে অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর উগ্রবল প্রয়োগের সহিংস বিপ্লবের মতবাদকে, তথা মাওবাদী বিপ্লবী গণযুদ্ধের মতবাদকে ভেনিশ করে অযুদ্ধকে তথা শ্রেণী সমন্বয়বাদকে প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী বিপ্লবকে শেষ করে দিতে, তাকে আমরা ঠিকমতো ধরতে পারিনি।

ফলে মাওবাদী বিপ্লবীযুদ্ধের লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা সেগুলোকে আমরা বলিষ্ঠভাবে সংগ্রাম করতে পারিনি। এমনকি কম. আ.ক-র নেতৃত্বে আমরা তিনবিশ্ব তত্ত্ব এবং হুয়া-তেং চক্রের তথাকথিত চার কুচক্রী তত্ত্ব দ্বারা প্রথমাবস্থায় বিভ্রান্ত ও বিপথগামীও হয়েছিলাম। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া স্বাধীনভাবে মোটামুটি সঠিক অবস্থান নেয়াও সে সময়ে আমাদের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়েছিল।

শ্রেণী সংগ্রামের উচ্চতম রূপের চাবিকাঠিটা এভাবে হারিয়ে ফেলার সাথে '৭৫ পরবর্তী মাদারীপুরের সংগ্রাম এবং তার থেকে উৎসারিত '৭৯ সালের সারসংকলন দলিলের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল।

কমরেডগণ,

মাদারীপুরের সংগ্রামে অনুসৃত লাইনের বিরুদ্ধে জেলবন্দী কম. "ক"-র তীব্র বিরোধিতা ও সংগ্রামের জবাব হিসেবেই উত্থাপিত হয়েছিল কম. আ.ক-র '৮২-'৮৫ সালের তিনস্তর বিশিষ্ট যুদ্ধে উত্তরণের লাইন দলিলটি। এবং যথারীতি তিনি তার পক্ষে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন অর্জন করতে পেরেছিলেন।

কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে বলে নেয়া প্রয়োজন যে, মনোনিত ব্যক্তিদের দ্বারা পার্টি-সদস্যদের মধ্যে অভিজাত পার্টি-সদস্য তৈরি করার কামাল হায়দার উদ্ভাবিত নে.গু সদস্যস্তর গঠনের আমলাতান্ত্রিক-সামন্ততান্ত্রিক রাজনৈতিক-মতাদর্শিক-সাংগঠনিক লাইনের অধীনে, তাকে বলবত রেখে, শীর্ষ নেতৃত্বের সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া, তাকে বিরোধিতা করে আসা কোনো মত ও লাইন, কখনোই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম নয়। কামাল হায়দার নিজের সুবিধার জন্য এই লাইনটি চালু করেছিল এবং তার অবর্তমানে সেই লাইনের বেনিফিশিয়ারী হচ্ছেন কম. আ.ক। '৮০ সালে এ বিষয়ে অবগত হবার সাথে সাথে জেলবন্দী কম. "ক" যে বিরোধিতাপূর্ণ প্রশ্ন ও বিতর্ক উঠিয়েছিলেন, তার জবাবে একে অন্তবর্তীকালিন একটা ব্যবস্থা হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন কম. আ.ক। তবে বাস্তব সত্য হচ্ছে এই যে, গত ২০ বছরেও এই অন্তবর্তীকালিন ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটেনি। ফলে তা আর অন্তবর্তীকালিন ব্যবস্থা না হয়ে চিরস্থায়ী ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। কামাল হায়দারের সংশোধনবাদী রাজনৈতিক-মতাদর্শিক লাইন থেকে উদ্ভুত এই নে.গু স্তর গঠনের সংশোধনবাদী সাংগঠনিক লাইন, নিজেদের ভাগ্য নিজেদেরই নির্ধারণ করার অধিকার থেকে পার্টির ব্যাপক সংখ্যক কর্মী-জনগণকে বঞ্চিত করে। এবং তা শীর্ষ নেতৃত্বের মনোনিত অল্পকিছু সংখ্যক ব্যক্তির হাতে ঘনীভূত ও কেন্দ্রিভূত করে।

যাই হোক, পূর্বের আলোচনায় ফিরে আসা যাক।

মাদারীপুরের সংগ্রামের ক্ষেত্রে কম. "ক"-র প্রস্তাবনা ছিল শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে বিপ্লবীযুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার কাজকে প্রধান কাজ হিসেবে আঁকড়ে ধরা এবং জাসদ বিরোধী সংগ্রামকে তার সাথে সম্পর্কিত ও তার অধীন করা।

এর জবাব দিয়েছিলেন কম. আ.ক, তিনস্তর বিশিষ্ট যুদ্ধে উত্তরণের লাইনের মধ্য দিয়ে যুদ্ধটাকে একেবারে তিনস্তরের শেষ স্তরের কর্তব্য নির্ধারণ করে।

এই লাইনটির গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কম. আ.ক-র শীর্ষ সহযোগী ছিলেন কম. খ ও গ। যার মধ্য দিয়ে তারা, '৭৯ সালে কম. আ.ক-র নেতৃত্বাধীন স.বি.প এবং কম. "ক"-র নেতৃত্বাধীন "পার্টির বিপ্লবী সত্ত্বা পুনরুদ্ধার আন্দোলন"-এর ঐক্যের মধ্য দিয়ে পুনর্গঠিত ও ঐক্যবদ্ধ পার্টির মধ্যে চলে আসা যুদ্ধ সম্পর্কিত পরস্পর বিরোধী মত, প্রবণতা ও দৃষ্টিভঙ্গির একটা সমন্বয়বাদী ঐক্য গড়ে তুলেছিলেন। এবং তাকেই তাত্ত্বিকভাবে সূত্রায়িত করে লাইন হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন কম. আ.ক।

যার ফলশ্রুতিতে '৮০ সালে মাদারীপুরে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর ওপর একটা এ্যাকশনও সংঘটিত হয়েছিল।

কিন্তু তা হয়েছিল পূর্ব থেকেই কামাল হায়দারের লাইনে চলে আসা মাদারীপুরের সশস্ত্র অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী সংগ্রামকে রক্ষা করা ও এগিয়ে নেয়ার স্বার্থে প্রয়োজনীয় অপরিহার্য অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে।

কিন্তু এই এ্যাকশন চালিত হয়নি যুদ্ধের লাইনে। ফলে তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়নি। ছোট-বড় উল্লম্ফন দিয়ে তাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য যুদ্ধের লাইনের অধিনে কোনো রণনৈতিক পরিকল্পনাও নেয়া হয়নি। ফলে যুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার ক্ষেত্রে তা গুণগত কোনো ফলও দেয়নি। সাময়িকভাবে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে তা কিছু সুবিধা দিয়েছিল মাত্র।

কমরেডগণ,

কম. আ.ক-র (এবং একই সাথে কম. খ ও গ-রও), '৭৯ থেকে '৮৯ পর্যন্ত এই দশ বছরের তিনস্তর বিশিষ্ট যুদ্ধে উত্তরণের লাইনটি ছিল,

সারবস্তুতে পরস্পর বিপরীত দু'টি লাইনের এবং রূপের দিক থেকে তিনটি লাইনের মিকচার।

এর প্রথম স্তরটি ছিল খতম স্তরের লাইন। বিভিন্ন ধরনের অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী কর্মসূচির ভিত্তিতে অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী সংগ্রাম-সংগঠন গড়ে তোলার জন্য খতম দিয়ে সূচনা করা এবং খতমকে কেন্দ্র করে সে সবকে আবর্তিত করার লাইন ছিল এই খতম স্তরের লাইন।

এই খতম স্তরের লাইন ছিল একটি অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী লাইন। এই খতম ছিল, খতম স্তরের অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী সংগ্রামেরই অংশ। এর সাথে গুণগতভাবেই ভিন্নতা ছিল কম. এস.এস-এর খতম দিয়ে গেরিলাযুদ্ধ সূচনা করার লাইনটির। এস.এস-এর খতম ছিল বিপ্লবীযুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার অংশ। তাই এই খতম ছিল যুদ্ধেরই অংশ।

খতম হচ্ছে একটা সংগ্রামিক-সাংগঠনিক কর্মনীতি। তা নিজেই কোনো শ্রেণী প্রকৃতিকে প্রকাশ ও প্রমাণ করে না। কোন মূল লাইনের অধীনে এই কর্মনীতিকে গ্রহণ ও অনুশীলন করা হচ্ছে, তা দ্বারাই তার রাজনৈতিক প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। এজন্য খতম দিয়ে কিসের সূচনা করা হচ্ছে সেটাই নির্ধারক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এস.এস খতম দিয়ে গেরিলাযুদ্ধের সূচনা করেছিলেন। কম. আ.ক খতম দিয়ে খতম স্তরের অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী সংগ্রামের সূচনা করেছিলেন। দু'টো এক জিনিস নয়, বরং তা হচ্ছে পরস্পর বিপরীত জিনিস।

এসব নিয়ে বর্তমান 2LS-এ কম. "ক" যথেষ্ট বিতর্ক করেছেন। যা খুব বিস্তারিতভাবে উত্থাপিত হয়েছিল তার মার্চ '৯৬-এর দলিলে। যাকে কম. "গ" বলেছিলেন, খতম নিয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর করা।

কম. "ক"-কে বিরোধিতা করার জন্য এবং কম. আ.ক-র খতম স্তরের লাইনের রাজনৈতিক প্রকৃতিকে গোপন করার জন্যই বর্তমান 2LS-এ কম. আ.ক এবং কম. খ ও গ, কম. এস. এস-এর খতম দিয়ে গেরিলাযুদ্ধ সূচনা করার লাইন ও কম. আ.ক-র খতম স্তরের লাইনকে অভিন্ন রূপে দেখানোর মরিয়া প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এবং এভাবে কম. আ.ক-র ভুল ও ব্যর্থতাকে কম. এস.এস-এর ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন।

তিনস্তর বিশিষ্ট যুদ্ধে উত্তরণের দ্বিতীয় স্তরের লাইনটি ছিল, গণগ্রাম গড়ে তোলার স্তরের লাইন। খতম স্তরের অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী সংগ্রাম-সংগঠনের শীর্ষে গিয়ে গণক্ষমতা ও গণকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লাইন ছিল এটি।

এই লাইনটি ছিল অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী সংগ্রাম-সংগঠনের মধ্য দিয়ে অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী গণক্ষমতা ও গণকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লাইন।

এর থেকে গুণগতভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল, কম. এস.এস-এর নেতৃত্বে বিপ্লবীযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী গণক্ষমতা ও বিপ্লবী গণকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লাইনটি।

রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সাথে সম্পর্কিত গণক্ষমতা ও গণকর্তৃত্বই হচ্ছে বিপ্লবী গণক্ষমতা ও বিপ্লবী গণকর্তৃত্ব। যা কেবলমাত্র শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে বিপ্লবীযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে ও বিকশিত হয়।

বিপরীতে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সাথে সম্পর্কহীন গণক্ষমতা ও গণকর্তৃত্ব হচ্ছে অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী গণক্ষমতা ও গণকর্তৃত্ব। যা অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী কর্মসূচির ভিত্তিতে চালিত অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী সংগ্রাম-সংগঠনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে ও বিকশিত হয়। যাকে এন.জি.ও-রাও অনেক ক্ষেত্রে গ্রহণ ও অনুশীলন করে। যার সাথে সারবস্তুতে কোনো পার্থক্য নেই কম. আ.ক-র নেতৃত্বাধীন অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী গণক্ষমতা ও গণকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লাইনটির।

তিনস্তর বিশিষ্ট যুদ্ধে উত্তরণের লাইনের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের লাইন দু'টো রূপের দিক থেকে ভিন্ন হলেও তা ছিল সারবস্তুতে অভিন্ন একটি লাইন। তা হচ্ছে অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী লাইন। তবে অবশ্যই নয়ারূপের, অর্থাৎ সশস্ত্র। দলিলটি হাতে পাবার পর পুনরায় '৮৬-'৮৭ সালে কম. "ক"-র বিরোধিতা এবং অনুশীলনেও ব্যর্থতার ফলে পরবর্তীকালে, খুব সম্ভবত: '৮৭ সালে, এই দু'টো স্তরকে একীভূত করে নাম দেয়া হয়েছিল "খতম স্তর"। এখন খতম স্তরের লাইন বলতে উপরোক্ত দু'টো স্তরের সংমিশ্রিত রূপকেই বুঝানো হয়।

তিনস্তর বিশিষ্ট যুদ্ধে উত্তরণের লাইনটির তৃতীয় স্তরের লাইন ছিল যুদ্ধের লাইন।

যার অর্থ ছিল, খতম স্তরের অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী সংগ্রাম-সংগঠনের শীর্ষে গিয়ে, অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী গণক্ষমতা ও গণকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং তার শীর্ষে গিয়ে যুদ্ধের লাইনের অনুশীলন।

তিনস্তর বিশিষ্ট যুদ্ধে উত্তরণের লাইনের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশটি ছিল কামাল হায়দারের, যা মাদারীপুরের সংগ্রামের নেতিবাচক সারসংকলনের ভিত্তিতে কম. আ.ক-র লাইনে পুনরায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল। এবং তৃতীয় স্তরের যুদ্ধের লাইনটি ছিল কম. এস.এস.-এর, এস.এস ও মাও-কে আঁকড়ে ধরার তখনকার আকাঙ্খা ও প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই তা কম. আ.ক-র লাইনে অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল। এভাবে কম. আ.ক-র নেতৃত্বে যুদ্ধের প্রশ্নে দু'য়ে মিলে একের সমন্বয়বাদী লাইনের উদ্ভব হয়েছিল।

তিনস্তর বিশিষ্ট যুদ্ধে উত্তরণের লাইনের মধ্যকার পরস্পর বিরোধী দু'টি (এবং রূপের দিক থেকে তিনটি) লাইনের মিকচার ছিল, অবাস্তব। বাস্তব অনুশীলনে কখনোই তাকে (তিনটি লাইনকে একত্রে) প্রয়োগ করা যায়নি। প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী লাইনের অনুশীলনের প্রক্রিয়াতেই বারবার বিপর্যয় এসেছে। ফলে সে সবের শীর্ষে গিয়ে আর যুদ্ধের লাইনের অনুশীলন শুরু করা যায়নি।

ফলে বিপর্যয়কে সামাল দিতে গিয়ে, অন্ধ ও অসচেতনভাবে, বারবার এস.এস-এর লাইনে ও অনুশীলনে ফিরে যেতে হয়েছিল আমাদেরকে। বিপ্লবীযুদ্ধের এ্যাকশনকে আঁকড়ে ধরেই বারংবার আমরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পেরেছিলাম। এবং পুনরায় অগ্রগতি ঘটাতে পেরেছিলাম।

যেমন কম. এস.এস-এর লাইনে গড়ে ওঠা ভিত্তি ও সামর্থের ওপর নির্ভর করে আমরা কম. আ.ক-র লাইনে যুদ্ধকে এড়িয়ে '৮০ থেকে '৮৪ সাল পর্যন্ত নরসিংদী অঞ্চলে যে অনুশীলন চালিয়েছিলাম, তার পরিণতি ছিল নিদারুণ ব্যর্থতা। চার বছরের অনুশীলনে দুই স্তরের বিকাশের শীর্ষে গিয়ে নয়, বরং ক্ষয় ও পতনের শীর্ষে গিয়ে অর্থাৎ ধ্বংস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে কামারটেক পুলিশ ক্যাম্প আক্রমণ ও দখলের মধ্য দিয়ে আমরা পুনরায় নরসিংদী অঞ্চলের উত্থান ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলাম।

ময়মনসিংহের নকলার পুলিশ ক্যাম্প বা সিরাজগঞ্জের নিমগাছি পুলিশক্যাম্প প্রভৃতি কিছুই হয়নি দু'স্তরের বিকাশের শীর্ষে গিয়ে। বরং উল্টো প্রায় ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়েই ওসব আমাদেরকে করতে হয়েছিল। এবং তার মধ্য দিয়েই নতুন গতির সৃষ্টি করতে হয়েছিল।

যা বারবার এস.এস লাইনকে সঠিক প্রমাণ করছিল। এবং এই সত্যকেই সামনে নিয়ে আসছিল যে, বিপ্লবীযুদ্ধ ছাড়া আমাদের মতো মাওবাদী কমিউনিস্ট পার্টির এবং আমাদের দেশের নিপীড়িত জনগণের কোনো স্থান বা ভবিষ্যত এদেশে নেই।

কিন্তু এই সত্যকে আমরা সচেতনভাবে সে সময়ে অনুধাবন করতে পারিনি। তাই তাকে লাইন আকারেও গ্রহণ ও আঁকড়ে ধরতে পারিনি।

কমরেডগণ,

'৮৮-'৮৯ সালের দেশব্যাপী পুন:বিকাশের ও পুন:উত্থানের পরিস্থিতিটা সৃষ্টি হয়েছিল এস.এস-এর বিপ্লবীযুদ্ধের লাইনেরই অসচেতন অনুশীলনের ফলে। '৮৭-'৮৮ সালের এক ঝাঁক থানা-ফাঁড়ি তথা রাষ্ট্রীয় বাহিনীর ওপর আক্রমণ ছাড়া '৮৮-'৮৯ সালের বিকাশ ও অগ্রগতি ছিল অসম্ভব ব্যাপার।

কিন্তু এস.এস লাইনকে সচেতনভাবে আঁকড়ে ধরতে না পারার কারণে, সচেতনভাবে তাকে পুন:প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত করতে না পরার কারণে, কেন্দ্রিয় লাইন হিসেবে তিনস্তর বিশিষ্ট যুদ্ধে উত্তরণের লাইনটিই রূপ বদলিয়ে দু'স্তর বিশিষ্ট যুদ্ধে উত্তরণের লাইন হিসেবে পার্টির মধ্যে থেকে গিয়েছিল।

দশ বছরে বাস্তবে কোথাও তিনস্তরের মধ্য দিয়ে যুদ্ধে উত্তরণ না ঘটলেও, এবং বিশেষত: '৮৮-'৮৯ সালের অগ্রগতি এই লাইনের ভিত্তিতে না ঘটলেও, কম. আ.ক সর্বদাই এমন ভাবসাব দেখিয়েছেন যাতে সকলে মনে করে যে, তার তিনস্তর বিশিষ্ট যুদ্ধে উত্তরণের লাইনের ভিত্তিতেই যেন '৮৮-'৮৯ সালের অগ্রগতি ঘটেছিল।

এই ভুল চেতনাকে পরিপক্ক ও বদ্ধমূল করার জন্য কম. খ ও গ, সর্বোচ্চ সক্রিয় ভূমিকাই রেখেছিলেন। বিশেষত: বর্তমান 2LS-এও কম. "ক"-র বিপক্ষে কম. খ সর্বদা জোরের সাথে বলে এসেছেন যে, তিনস্তর বিশিষ্ট লাইনেই '৮৮-'৮৯ সালের উত্থান ঘটেছিল। এভাবে তিনি কম. আ.ক-র লাইনকে রক্ষার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। এবং এই ভ্রান্ত ধারণাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন যে, দশ বছরের তিন স্তর বিশিষ্ট লাইন সঠিক এবং তার ভিত্তিতেই বিপ্লবকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব। এভাবে তিনি তার লাইনগত উৎস ও ভিত্তি হিসেবে দশ বছরকেই সামনে নিয়ে এসেছিলেন, অথচ মেকিভাবে তিনি এস.এস-কে ভিত্তি করার কথা প্রচার করে থাকেন।

কিন্তু বাস্তবে তিন স্তর বিশিষ্ট যুদ্ধে উত্তরণের লাইনে '৮৮-'৮৯ সালের অগ্রগতি না হবার কারণে, যুদ্ধের লাইনের অসচেতন অনুশীলনের ফলে সৃষ্ট '৮৮-'৮৯ সালের অগ্রগতিকে তিন স্তর বিশিষ্ট যুদ্ধে উত্তরণের লাইনের ভিত্তিতে রাজনৈতিক-মতাদর্শিক-সংগ্রামিক-সাংগঠনিকভাবে সামাল দেয়া ও নেতৃত্ব প্রদান করা সম্ভব হয়নি। ফলে তা ব্যর্থ হয়েছিল।

এই ব্যর্থতা পার্টির মধ্যে একটি গুণগত ইতিবাচক বাঁক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। পার্টির ব্যাপক স্তরের মধ্যে যুদ্ধের পক্ষে চেতনা, আকাঙ্খা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। যার ফলশ্রুতিতে '৯২ সালের তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেসে খতম স্তর লাইনটি বর্জিত হয়েছিল। ফলে তিন স্তর বিশিষ্ট যুদ্ধে উত্তরণের লাইনের শেষ স্তরের অর্থাৎ যুদ্ধের স্তরের লাইনটি সামনে চলে এসেছিল। অর্থাৎ যুদ্ধের লাইনটিই তখন পার্টির লাইন হয়েছিল।

যার ইতিবাচক প্রতিফলন ছিল, পার্টির সংবিধানে গৃহীত পূর্ববাংলার নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ ও সাধারণ লাইনের মধ্যে।

এবং সেই ইতিবাচক অবস্থানের প্রতিফলন ছিল, তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেসে গৃহীত সামরিক লাইনের প্রস্তাবনার মধ্যেও।

এবং সেই ইতিবাচক চেতনার প্রকাশ ছিল, তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেসে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচিত তৃতীয় কেন্দ্রিয় কমিটির ক্ষেত্রেও।

যারা বিপ্লবীযুদ্ধকে গড়ে তুলতে ও নেতৃত্ব দিতে পারবেন বলে মনে করা হচ্ছিল, এবং যারা পার্টির ইতোপূর্বকার বিপ্লবীযুদ্ধের লাইন, অনুশীলন, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতাকে ধারণ, বহন ও প্রতিনিধিত্ব করছিলেন, এমন কমরেডরাই তৃতীয় কেন্দ্রিয় কমিটিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

একারণে প্রধান দ্বন্দ্বের প্রশ্নে ভিন্নতা পোষণকারী এবং পৃথক প্রস্তাব উত্থাপন ও তাকে বজায় রাখা সত্ত্বেও কম. "ক" প্রায় সর্বসম্মত ভোটে তৃতীয় কেন্দ্রিয় কমিটিতে নির্বাচিত হতে পেরেছিলেন।

এর থেকে একেবারেই ভিন্ন হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতি। কম. আ.ক-র তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের লাইনের অধীনে গঠিত বর্তমান কেন্দ্রে অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন তারাই, যারা যুদ্ধকে গড়ে তুলতে ও বিকশিত করতে চান না। এবং খারিজ হয়ে গিয়েছেন যুদ্ধের অনুশীলনের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতাকে ধারণ ও বহনকারী ঐতিহাসিক শীর্ষ নেতৃত্বরা। যার কোপানলে স্বভাবত:ই প্রথম পড়েছিলেন যুদ্ধের লাইনের পক্ষের প্রধান প্রবক্তা কম. "ক"। কেন্দ্র থেকে যার অপসারণকে কম. আ.ক অভিহিত করেছিলেন, "ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী বিজয়" বলে।

কমরেডগণ,

তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যুদ্ধের পক্ষে বাঁক পরিবর্তনের ঘটনাকে

ইতিবাচক হিসেবে কম. খ ও গ গ্রহণ করেন না। কারণ তারা তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেসে পূর্ববর্তী তিনস্তর বিশিষ্ট যুদ্ধে উত্তরণের সমন্বয়বাদী লাইনে প্রত্যাবর্তন করতে চান। একারণেই তারা দ্বিতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে উর্ধে তুলে ধরেন, তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে নয়।

অথচ দ্বিতীয় জাতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল তিনস্তর বিশিষ্ট যুদ্ধে উত্তরণের লাইনের অধীনে। ফলে মূল লাইনের সমন্বয়বাদী-অর্থনীতিবাদী-সংশোধনবাদী চেতনার ব্যাপক ছাপ ও প্রভাব ছিল ঐ কংগ্রেসে গৃহীত রিপোর্ট ও সিদ্ধান্তবলীর ওপর।

বিশেষত: দ্বিতীয় জাতীয় কংগ্রেস, তিনস্তর বিশিষ্ট যুদ্ধে উত্তরণের লাইনকে পরিবর্তন করেনি, এমনকি পর্যালোচনার জন্যও হাতে নেয়নি। যার অর্থ ছিল তাকে পূর্ণাবয়বে বহাল রাখা।

এমনকি তিনস্তর বিশিষ্ট লাইনের অধীনে তথাকথিত অঙ্গ ও গণসংগঠনের নামে গড়ে তোলা কামাল হায়দার মার্কা প্রকাশ্য সংগঠনগুলোর ব্যাপারেও, যেগুলো ছিল গেরিলাযুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক সেগুলোর ব্যাপারেও, কোনো পর্যালোচনা ও পুনর্গঠনের কাজকে হাতে নেয়নি দ্বিতীয় কংগ্রেস। বরং সে বিষয়ে বিতর্ক উত্থাপনকারী কম. "ক"-র প্রশ্ন ও বক্তব্যকে বিরোধিতা ও প্রত্যাখান করা হয়েছিল, '৮৭ সালে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত পার্টির তৎকালিন কেন্দ্রিয় সংস্থার বৈঠকে। সে ক্ষেত্রে কম. আ.ক এবং কম. খ ও গ যৌথভাবে সর্বোচ্চ সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন।

এছাড়াও কামালা হায়দারের লাইন থেকে জন্মসূত্রে কম. আ.ক ও কম. গ কর্তৃক নিয়ে আসা অধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গি, সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি আকারে পূর্ণাবয়বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই দ্বিতীয় কংগ্রেসে পেশকৃত কম. আ.ক-র রিপোর্টের মধ্য দিয়ে। যে ক্ষেত্রে লাইনগত নির্ধারক গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী ছিলেন কম. খ। এমন কোনো বিষয় নেই যেক্ষেত্রে অর্থনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে কম. এস.এস-এর একগাদা তথাকথিত ভুলকে উত্থাপন করা হয়নি এই রিপোর্টে।

এবং এই কংগ্রেসেই অর্থনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে একগাদা বিষয়ে রালাপ চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। যার স্বাভাবিক ও অনিবার্য নিয়তি ছিল এস.এস, সি.এম ও মাও-কে সমূলে বিদায় করা। এবং অর্থনীতিবাদী রাজনৈতিক-মতাদর্শিক অবস্থান, পার্টির মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

এই অর্থনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অনিবার্য ফলশ্রুতিতেই এক পর্যায়ে সংগ্রাম স্থগিত করার মতো বাজে ও সংশোধনবাদী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয়েছিল। যা পার্টির সংগ্রামী চেতনা ও শক্তিকে আরো ধ্বংস করে ফেলেছিল। '৯২ পরবর্তীকালে অভিজ্ঞ কমরেডদের নেতৃত্বে পরিচালিত হাসান চেয়ারম্যান খতম, পেটকাটা কাশেম অপারেশন, রফিক চেয়ারম্যান খতম, রুস্তম অপারেশন, কম. জাহাঙ্গীরদের বিপর্যয় সৃষ্টিকারী অপারেশন, উৎরাইলে আনসারদের নিকট থেকে রাইফেল দখলের অপারেশন প্রভৃতি একঝাঁক অপারেশনে বিশৃঙ্খলা এবং অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ও বিপর্যয় সৃষ্টির প্রেক্ষিত হিসেবে কাজ করেছিল এই সংগ্রাম স্থগিত করার ফলে সৃষ্ট পার্টির সংগ্রামী শক্তির মরচে ধরা অবস্থা।

একথা খুবই সত্য যে, রালাপ ও লাপসা চলাকালিন সময়ে খতম স্তরের লাইনটিও পর্যালোচনায় চলে না আসলে, এবং খতম স্তরকে বর্জনের পক্ষে কর্মী-জনগণের প্রধান প্রবণতা সৃষ্টি না হলে, দ্বিতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্তবলীর ধারাবাহিকতায় তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ফলাফল বাস্তবে যতখানি খারাপ হয়েছিল, তার থেকেও বহুগুণে বেশি খারাপ ফলাফল সৃষ্টি হতে পারতো।

কর্মী-জনগণের যুদ্ধের পক্ষে আকাঙ্খা ও প্রবণতা, তৃতীয় কংগ্রেসের ফলাফলকে বহুগুণে খারাপ ফলাফলে পরিণত করাকে অনেকখানি প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছিল। নতুবা যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের মতো একটি লাইন তখনই আসতে পারতো। এবং তার সাথে যুক্তভাবে অন্যান্য লাইনগত বিচ্যুতিগুলোও আরো বেড়ে গিয়ে আজকের পরিণতি তখনই নিতে পারতো।

এ কথা খুব কমগুরুত্বপূর্ণ নয় যে, কম. আ.ক-র সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বপালনের ২২ বছরের সময়কালের মধ্যে কেবলমাত্র তৃতীয় কংগ্রেসের আগে কেন্দ্রিয় মুখপত্র স্ফুলিঙ্গে পুনরায় যুদ্ধ সম্পর্কিত কম. এস.এস-এর উদ্ধৃতি প্রকাশ হয়েছিল। যা পার্টির অভ্যন্তরে যুদ্ধের পক্ষে ও কম. এস.এস-এর পক্ষে প্রবণতার বিপুল বিকাশকেই প্রতিফলিত করেছিল। যার ছাপ ও প্রভাব ছিল তৃতীয় কংগ্রেসে।

একারণেই লাপসা-৩-এ উত্থাপিত সামরিক লাইনের ক্ষেত্রে কম. আ.ক-র সমন্বয়বাদী পর্যালোচনার যে প্রধান প্রবণতা ছিল যুদ্ধবিরোধী এবং অপ্রধান ও গৌণ প্রবণতা ছিল যুদ্ধের পক্ষে, তা তৃতীয় কংগ্রেসে উত্থাপিত সামরিক লাইন প্রস্তাবনায় পরিবর্তিত হয়ে প্রধান প্রবণতা হয়েছিল যুদ্ধের পক্ষে এবং অপ্রধান ও গৌণ প্রবণতা হয়েছিল যুদ্ধের বিপক্ষে।

এভাবে না দেখলে যুদ্ধের পক্ষে দ্বিতীয় কংগ্রেস থেকে তৃতীয় কংগ্রেসের তুলনামূলক ইতিবাচক বাঁক পরিবর্তনকে বোঝা যাবে না। এবং তাকে গ্রহণও করা যাবে না।

এবং অন্যদিকে কম. এস.এস এবং তাঁর পরবর্তীকালিন কম. মতিনের নেতৃত্বাধীন অ.স.স-র পরে রানা-জিয়া-আরিফ ও কামাল হায়দার কর্তৃক যুদ্ধকে বর্জন, কম. আ.ক-র নেতৃত্বে তিনস্তর বিশিষ্ট যুদ্ধে উত্তরণের সমন্বয়বাদী লাইনের মধ্য দিয়ে যুদ্ধের পক্ষে আংশিক প্রত্যাবর্তন, পরবর্তীকালে তিনস্তরের পরিবর্তে দু'স্তর এবং শেষে একস্তর অর্থাৎ যুদ্ধের স্তরে উপনীত হওয়া, এভাবে না দেখলে, অর্থাৎ যুদ্ধের প্রশ্নকে পার্টি-ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিতভাবে না দেখলে, তৃতীয় কংগ্রেসে যুদ্ধের প্রশ্নে ইতিবাচক বাঁক পরিবর্তনের অগ্রগতিকে বুঝা ও গ্রহণ করা যাবে না।

এভাবে কম. খ ও গ দেখেন না। তার থেকেও বড় কথা, তারা যুদ্ধের প্রশ্নকেই গ্রহণ করতে চান না। আবার সরাসরি যুদ্ধকে বর্জনের ঘোষণা দিতেও সাহস করেন না। তাই মাঝামাঝি একটা পথ, অর্থাৎ, তিনস্তর বিশিষ্ট যুদ্ধে উত্তরণের মধ্যপন্থী-সমন্বয়বাদী-অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী লাইনকেই গ্রহণ করেছেন। এবং তাকে পার্টির মধ্যে পুন:প্রতিষ্ঠিত

করার জন্যই দ্বিতীয় কংগ্রেসকে সামনে নিয়ে আসছেন।

এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য পরিস্কার। যেখান থেকে আমরা ইতোমধ্যে বেড়িয়ে এসেছি, সেখানে ফিরে যাবার কোনো ইচ্ছাই আমাদের নেই। ওখানে ফিরে যাওয়াটা ভুল। কেউ যদি তারপরেও ওখানে ফিরে যেতে জিদ ধরেন, তবে তারা যেতে পারেন। তাদের সে গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে। আমরা তাতে বাধা দিতে পারি না। অতীতে আমরা কম. খ ও গ-র সাথে ঐক্যের জন্য সর্বাধিক চেষ্টা চালিয়েছি। এজন্য বিশেষত: কম. খ-র সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর দীর্ঘ দীর্ঘ আলোচনা করেছি। এবং তাতে আমরা দেখেছি ও বুঝেছি যে, তারা তিনস্তর বিশিষ্ট যুদ্ধে উত্তরণের লাইনকে কোনমতেই পরিত্যাগ করতে ইচ্ছুক নন। '৭৫ পরবর্তী মাদারীপুরের সংগ্রামকে কম. এস.এস-এর লাইন ও অনুশীলনের বিকশিত রূপ বলা বন্ধ করতে আগ্রহী নন। কম. এস.এস প্রদর্শিত মাওবাদী বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতি ও তার সংগ্রামিক-সাংগঠনিক নীতিকে পুন:প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত করতে আন্তরিক নন। ফলে তাদের সাথে আমাদের ঐক্য হয়নি। তাদের অবস্থানের গুণগত বৈপ্লবিক পরিবর্তনই কেবলমাত্র বিপ্লবী ঐক্যের নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করতে পারে, নতুবা নয়।

'৯৭ সাল থেকেই কম. খ, পৃথক পতাকা উত্তোলন করবেন বলে হুমকি দিয়ে এসেছেন কম. "ক" এবং তাকে সমর্থনকারী নেতাদেরকে। শেষাবধি তাদেরকে পার্টি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে এই অসত্য অভিযোগ তুলে একটি পৃথক পতাকাও তিনি উত্তোলন করেছেন। আমরা শেষ পর্যন্ত যেতে চাই এবং দেখতে চাই যে, তার উত্তোলিত পতাকার সত্যিকার রংটা কী? এবং কম. "ক" ও তাকে সমর্থনকারী নেতাদেরকে হুমকি দেবার আসল রহস্যটাই বা কী?

আমরা মনে করি যে, অতীতে যুদ্ধের প্রশ্নে কম. "ক" বিভিন্ন বিতর্ক উত্থাপন করলেও, পূর্ণ কোনো লাইন সামনে এনে কম. আ.ক-র লাইনকে পূর্ণাবয়বে বিরোধিতা, সংগ্রাম ও প্রতিরোধ করতে পারেননি। অন্য কেউও তা করেননি। ফলে, সঠিক লাইনের অনুপস্থিতিতে কম. আ.ক-র নেতৃত্বাধীন সমন্বয়বাদী লাইনটিই এদেশের বিপ্লবের সবচেয়ে অগ্রসর ক্যাম্পকে প্রতিনিধিত্ব করেছিল। কিন্তু এখন আর পরিস্থিতিটা তেমন নেই। সমন্বয়বাদী লাইন এখন এক নিজেকে দু'য়ে বিভক্ত করে ফেলেছে। যার ভিত্তিতে পার্টি-সংগঠনও এক নিজেকে দু'য়ে বিভক্ত করছে। কম. আ.ক এখন আর সমন্বয়বাদী লাইনের প্রবক্তা নয়। তার নেতৃত্বে একটি পূর্ণাবয়বের অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-সংশোধনবাদী অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি সামনে চলে এসেছে। এবং তার বিপরীতে কম. "ক"-র নেতৃত্বেও একটি পূর্ণাবয়বের বিপ্লবীযুদ্ধের অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি সামনে চলে এসেছে। উভয় অবস্থানই, নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে পার্টির অতীত ইতিহাসকে সারসংকলনও করছে। এবং ভবিষ্যত অনুশীলনকেও এগিয়ে নিয়ে যাবার কার্যক্রমকেও হাতে নিয়েছে ও শুরু করেছে। এসময়ে কোনো মধ্যপন্থী-সমন্বয়বাদী অবস্থান আর বিপ্লবী ক্যাম্পকে প্রতিনিধিত্ব করে না। তা বিপ্লবীযুদ্ধের বিপক্ষে অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-সংশোধনবাদী ক্যাম্পকেই সহায়তা করে। কম. খ ও গ-র অবস্থান এখন তাই করছে।

একারণেই কম. "ক" যখন সংগ্রাম করছেন এই বলে যে, কম. এস.এস ও কম. আ.ক-র লাইন হচ্ছে পরস্পর বিরোধী লাইন, ফলে তার থেকে উদ্ভূত ও তার সাথে সম্পর্কিত কর্মনীতিগুলোও পরস্পর বিপরীত, তখন কম. খ ও গ প্রচার করছেন যে, কম. আ.ক-র এলাকা আঁকড়ে ধরা, নেতৃত্ব গড়ে তোলা, রাজনৈতিক প্রচার ও সাংগঠনিক কাজ প্রভৃতি হচ্ছে কম. এস.এস-এরই।

এসবের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হচ্ছে, কম. "ক"-কে বিরোধিতা করা ও কম. আ.ক-কে রক্ষা করা। এবং কম. আ.ক-র (এবং তাদের নিজেদেরও) সংশোধনবাদী অবস্থানগুলোর দোষ ও দায় কম. এস.এস-এর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া।

একথা সকলেই জানে যে, এলাকা আঁকড়ে ধরা, নেতৃত্ব গড়ে তোলা, রাজনৈতিক প্রচার ও সাংগঠনিক কাজ প্রভৃতি হচ্ছে কর্মনীতি। জামাতে ইসলাম, এন.জি.ও সহ সকলেই, এমনকি বড় বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোও এসব কর্মনীতিকে গ্রহণ ও অনুশীলন করে থাকে। এসব কর্মনীতি নিজেই কোনো রাজনৈতিক প্রকৃতিকে প্রকাশ ও প্রমাণ করে না। কোন লাইনের অধীনে এসব কর্মনীতিকে গ্রহণ ও অনুশীলন করা হচ্ছে তার দ্বারাই এসব কর্মনীতির রাজনৈতিক প্রকৃতি নির্ধারিত হয়।

কম. এস.এস-এর এলাকা আঁকড়ে ধরার নীতি ছিল, রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সাথে সম্পর্কিত কর্মনীতি। এ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থায় আমাদের মতো দেশে এলাকাভিত্তিক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লাইন। যেহেতু যুদ্ধ ছাড়া রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা সম্ভব নয়, তাই আঁকড়ে ধরা এলাকায় কম. এস.এস, শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে বিপ্লবীযুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার চেষ্টা করেছিলেন। এজন্য তিনি রণনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিন্দু ভেঙ্গে প্রবেশ করা ও একটি স্ফুলিঙ্গ দাবানল সৃষ্টি করতে পারে– এই কর্মনীতিকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। যার ভিত্তিতে তাঁর আঁকড়ে ধরা এলাকায় পেয়ারাবাগানের সংগ্রাম, বিক্রমপুরের সংগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামের সংগ্রাম প্রভৃতি সৃষ্টি হতে পেরেছিল, যেগুলো ছিল বিভিন্ন সময়কালের পূর্ববাংলার বিপ্লবীযুদ্ধের মডেল।

বিপরীতে কম. আ.ক-র এলাকা আঁকড়ে ধরার নীতি হচ্ছে, রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সাথে সম্পর্কহীন এবং তাই শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে বিপ্লবীযুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার সাথে সম্পর্কহীন এলাকা আঁকড়ে ধরার নীতি। এ হচ্ছে অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী কর্মসূচির ভিত্তিতে অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী সংগ্রাম-সংগঠন গড়ে তোলার জন্য অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী এলাকা আঁকড়ে ধরার কর্মনীতি। এ ধরনের কর্মনীতি এন.জি.ও-রাও অনেক ক্ষেত্রে গ্রহণ ও অনুশীলন করে থাকে। রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য বিপ্লবীযুদ্ধকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এলাকা আঁকড়ে ধরার কর্মনীতিই হচ্ছে বিপ্লবী কর্মনীতি। যা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য বিপ্লবীযুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার সাথে সম্পর্কিত নয় সে সবই হচ্ছে অর্থনীতিবাদী-

সংস্কারবাদী কর্মনীতি।

এছাড়াও, কম. আ.ক-র নেতৃত্বে একইসাথে অনেকগুলো এলাকা আঁকড়ে ধরার নীতির অর্থ হচ্ছে, কোনো এলাকাকেই ভালভাবে আঁকড়ে না ধরার নীতি। এ ধরনের এলাকা আঁকড়ে ধরার নীতি হচ্ছে, অর্থনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে এলাকা আঁকড়ে ধরার নীতি। যাকে বাহ্যত: মনে হয় এলাকা আঁকড়ে ধরা, কিন্তু সারবস্তুতে তা আঁকড়ে ধরা নয়। একারণেই '৮৬ থেকে '৯৬ সাল পর্যন্ত বারংবার ব্যক্তিগত আলোচনায়, যৌথ আলোচনায় এবং কেন্দ্রিয় সংস্থার বৈঠকগুলোতে কম. "ক", একটি নির্দিষ্ট এলাকাকে আঁকড়ে ধরার জন্য, সেখানে রণনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য কম. আ.ক-কে যে আহ্বান জানিয়েছিলেন তাকে প্রতিবারই প্রত্যাখান করেছিলেন কম. আ.ক। এবং কোন একটি এলাকা এগিয়ে গেলে তারপরে তিনি তাকে আঁকড়ে ধরবেন বলে জানিয়েছিলেন। যার অর্থ ছিল, কঠিন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে বিপ্লবকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদানের বদলে ঘটনা প্রবাহের পিছনে চলা ও স্বত:স্ফূর্ততার লেজুড়বৃত্তি করা। এবং শহর কেন্দ্রিক থাকার সুবিধাবাদকে অতিক্রম করে গ্রামাঞ্চলের কষ্টকর জীবনকে গ্রহণ করতে রাজী না হওয়া। একারণেই বিভিন্ন সময়ে কম. "ক" কর্তৃক অঞ্চল ও রিজিয়ন কেন্দ্রিক উত্থাপিত রণনৈতিক পরিকল্পনার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রুপ করা হয়েছে যথেষ্টই, কিন্তু তার পরিবর্তে নিজের দিক থেকে পৃথক কোনো রণনৈতিক পরিকল্পনা উত্থাপন করা থেকে সর্বদাই সচেতনভাবে বিরত থেকেছেন কম. আ.ক।

গেরিলাযুদ্ধের নীতি হচ্ছে কেন্দ্রিভবন ও ছড়ানোর নীতি। আপেক্ষিক কেন্দ্রিভবনের মধ্য দিয়ে সংগ্রাম-সংগঠনের উল্লম্ফন দিয়ে উত্তরণ ঘটাতে হয়। এবং সংগ্রাম-সংঠনকে ছড়িয়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে রক্ষা ও বিস্তার ঘটাতে হয়। এটা যেহেতু যুদ্ধের নীতি, তাই তাকে বাস্তবায়নের জন্য কোনো ছোট এলাকা ভিত্তিক এ সম্পর্কিত রণনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় না। করতে হয় একটি বড় অঞ্চল বা রিজিয়ন ভিত্তিক। যেমন '৭১ সালে পেয়ারাবাগানকে কেন্দ্র করে সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল ভিত্তিক কম. এস.এস পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। '৭৩-'৭৪ সালে ১ নং ও ২ নং বিশেষ সামরিক অঞ্চলগুলো কেন্দ্রিক নেয়া তাঁর রণনৈতিক পরিকল্পনাও ছিল বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভিত্তিক। প্রতিটি বিশেষ সামরিক অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত ছিল অনেকগুলো জেলা। এমনকি '৭৪ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম ভিত্তিক নেয়া পরিকল্পনাতেও অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল অনেকগুলো জেলা। এসবের বিপরীতে কম. আ.ক-র এলাকা আঁকড়ে ধরা হচ্ছে সংকীর্ণ, অর্থনীতিবাদী, একটি ইউনিয়ন বা কয়েকটি গ্রাম ভিত্তিক। এ ভিত্তিক আর যাই হোক, যুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করা যায় না, নিজেদের রক্ষা ও বিস্তার ঘটানো যায় না।

বাস্তবে বিপ্লবীযুদ্ধকে পরিত্যাগ করার সাথে সাথে বিপ্লবীযুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত কম. এস.এস প্রদর্শিত মাওবাদী বিন্দু ভেঙ্গে প্রবেশ করার লাইন, গেরিলা অঞ্চল, ফ্রন্ট এরিয়া, ঘাঁটি এলাকা, বিশেষ সামরিক অঞ্চল, রণনৈতিক পশ্চাদ এরিয়া, বিশেষ এলাকা প্রভৃতি বিপ্লবী কর্মনীতিও বর্জিত হয়েছিল। তার পরিবর্তে অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী লাইন গড়ে ওঠার সাথে সাথে অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী এলাকা আঁকড়ে ধরার কর্মনীতিও গড়ে উঠেছিল। অথচ একেই কম. এস.এস-এর এলাকা আঁকড়ে ধরার কর্মনীতি বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন কম. খ ও গ।

একারণেই তাদের নেতৃত্বে পার্টি-বিভক্তির ৬১ পৃষ্ঠার মূল দলিলে তারা বলেছেন যে, "উনি (অর্থাৎ কম. আ.ক) বলতে চেয়েছেন যে সিরাজ সিকদারের 'গণলাইন', 'শ্রেণীলাইন', 'কর্মসূচির লাইন', 'নিগেদ গড়ার লাইন' ও 'এলাকা আঁকড়ে ধরার লাইন' ছিল না, উনি এগুলো আবিষ্কার করেছিলেন..."।

এই বক্তব্য দ্বারা, আবিষ্কারক-কে তা নিয়ে কম. আ.ক-র সাথে একটি অর্থহীন ও মেকি বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন কম. খ ও গ। এবং তার মধ্য দিয়ে কৌশলে কম. আ.ক-র নেতৃত্বে অনুসৃত অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী গণলাইন ও শ্রেণীলাইন, নিগেদ গড়ার লাইন ও এলাকা আঁকড়ে ধরার লাইনের দায় ও দোষ কম. এস.এস-এর কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছেন। এবং কম. এস.এস ও কম. আ.ক-র লাইন ও কর্মনীতিগুলো হচ্ছে পরস্পর বিপরীত, কম. "ক"-র এই অবস্থানকেও কৌশলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন।

এলাকা আঁকড়ে ধরা, শ্রেণী ও গণলাইন ইত্যাদি বিষয়ে এই পত্রে ইতোপূর্বে অনেক বিস্তারিত আলোচনা করেছি। যার মূল বিষয়টি, নিগেদ গড়ে তোলার লাইন, নেতৃত্ব গড়ে তোলার লাইন, রাজনৈতিক প্রচার ও সাংগঠনিক কাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যার অর্থ হচ্ছে, যা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য বিপ্লবীযুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার সাথে সম্পর্কিত, সেগুলোই হচ্ছে বিপ্লবী কর্মনীতি। এবং যা তার সাথে সম্পর্কিত নয় সে সব হচ্ছে অবিপ্লবী অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী কর্মনীতি।

কম. এস.এস, নেতৃত্ব গড়ে তুলেছিলেন বিপ্লবীযুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার জন্য এবং তার সাথে সম্পর্কিত করে। একারণেই শ্রেণীসংগ্রামের উচ্চতম রূপ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে পোড় খাওয়া অভিজ্ঞ, যোগ্য ও সক্ষম এবং শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের জন্য লড়াই করতে ও আত্মবলিদানে প্রস্তুত নেতৃত্বরাই তাঁর সময়কালে প্রাধান্য পেয়েছিল। বিপরীতে কম. আ.ক নেতৃত্ব গড়ে তোলেন অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী সংগ্রাম-সংগঠন গড়ে তোলা ও বিকশিত করার জন্য এবং তার সাথে সম্পর্কিত করে। ফলে যারা যুদ্ধ করতে চান না, যারা শ্রেণীসংগ্রামের উচ্চতম রূপ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে পোড় খাওয়া অভিজ্ঞ, যোগ্য ও সক্ষম নয়, যারা শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের জন্য সংগ্রাম করতে ও বিজয় অর্জন করতে সাহসী নয় এবং আত্মবলিদানেও প্রস্তুত নয়, যারা বিপ্লবীযুদ্ধের লাইন, প্রবক্তা ও সমর্থনকারীদেরকে প্রতিরোধের জন্য মরিয়াভাবে সচেষ্ট ও নিন্দাবাদে পারদর্শী, তারাই কম. আ.ক-র নেতৃত্বে প্রাধান্য পাচ্ছেন। এবং তার নেতৃত্বাধীন এখনকার কেন্দ্রিয় কমিটিটা গঠিত হয়েছে এসব নেতৃত্বদের নিয়েই।

একই কথা রাজনৈতিক প্রচার ও সাংগঠনিক কাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কম. এস.এস রাজনৈতিক প্রচার ও সাংগঠনিক কাজ করেছেন

বিপ্লবীযুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার জন্য এবং তার সাথে সম্পর্কিত করেই। ফলে তার নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক প্রচার ও সাংগঠনিক কাজ বিপ্লবীযুদ্ধকে গড়ে তুলতে ও বিকশিত করতে সহায়তা করেছিল। বিপরীতে কম. আ.ক-র রাজনৈতিক প্রচার ও সাংগঠনিক কাজ হচ্ছে তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের প্রচার ও সাংগঠনিক কাজ। যা বিপ্লবীযুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়তা তো করেই না, উল্টো তার বিপক্ষে বৈরি ব্যরিকেড সৃষ্টি করে।

কম. এস.এস বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। ফলে তার নেতৃত্বে গড়ে ওঠা বাহিনী বিপ্লবীযুদ্ধকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করেছে। আর কম. আ.ক বাহিনী গড়ে তোলেন যুদ্ধকে এড়িয়ে। ফলে তা যুদ্ধকে গড়ে তুলতে ও বিকশিত করতে কোনো সহায়তা করে না। এই গালভরা নাম দেয়া নিয়মিত গেরিলা দল অর্থাৎ নিগেদ হচ্ছে, অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী সংগ্রাম-সংগঠনকে গড়ে তোলার জন্য গঠিত বাহিনী। যা হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে বর্তমানে যে কোনো তৎপরতা চালানোর জন্য অপরিহার্য সশস্ত্র আত্মরক্ষামূলক গ্রুপ। যা যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের লাইনের অধীনে বিপ্লবীযুদ্ধের লাইন, নেতা, সমর্থনকারী ও অনুশীলনকে প্রতিরোধের জন্য নিয়োজিত।

যুদ্ধের প্রশ্নকে আঁকড়ে ধরলে এভাবে সবকিছুকেই স্পষ্টভাবে দেখা ও ব্যাখ্যা করা সম্ভব। বাস্তব সত্য হচ্ছে এই যে, কম. আ.ক-র দশবছরের ছয় দলিলের অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-সংশোধনবাদী চরিত্রকে উপলব্ধি ও বিরোধিতা করতে না পারলে, কম. আ.ক-র সমগ্র লাইন, মতাবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গিকে উপলব্ধি ও বিরোধিতা করা সম্ভব নয়। এবং কম. এস.এস প্রদর্শিত মাওবাদী বিপ্লবীযুদ্ধের লাইন ও কর্মনীতিগুলোকে পুন:প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত করা সম্ভব নয়।

একথা সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি ইয়েনান ও সিয়ান থাকে। ইয়েনানের পক্ষে দাঁড়াতে হয়। তার ভুল, ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা ও সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে গঠনমূলক সহায়তা করতে হয়। এবং এভাবে, শুধুমাত্র এভাবেই বিপ্লবের পক্ষে অবস্থান নেয়া যায়, অন্য কোনোভাবে নয়।

কিন্তু বারবার আহ্বান জানানো সত্ত্বেও ইয়েনানের পক্ষে দাঁড়াতে আগ্রহী নন কম. খ ও গ। তারা ইয়েনানের বিপক্ষে সিয়ানকে সহযোগিতা করতে বেশি পছন্দ করেন। একারণেই কম. আ.ক-র লাইনের বিপক্ষে কম. "ক"-র লাইনে প্রথমেই এবং অনায়াসেই যাদেরকে এবং যে সব শাখাকে পাওয়া সম্ভব ছিল, তাদের অনেককে আগ বাড়িয়ে পদক্ষেপ নিয়ে বিভ্রান্ত করে কম. "ক"-র লাইন থেকে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করেছেন কম. খ ও গ। এবং কাউকে কাউকে সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত ও বিপথগামীও করতে সক্ষম হয়েছেন। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে, কম. আ.ক-র বিপক্ষে কম. "ক"-র সংগ্রামকে দুর্বল ও শেষ করে দেয়া। এবং এভাবে কম. আ.ক-র লাইনকে সহায়তা করা। ইয়েনানের বিপক্ষে সিয়ানের পক্ষে এই সহযোগীর ভূমিকা নেয়ার রাজনৈতিক-মতাদর্শিক উৎস ও ভিত্তি কম. খ ও গ-র নিজেদের মধ্যকার অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-সংশোধনবাদের ভিত্তির মধ্যেই নিহিত।

কম. খ ও গ-র দ্বারা বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হওয়া কমরেডদের প্রতি আমরা শুধুমাত্র কমরেড চারু মজুমদারের এই শিক্ষাকেই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, "পার্টির মধ্যে দুই লাইনের লড়াই রয়েছে এবং থাকবে। ভুল লাইনগুলোর নিশ্চয়ই আমরা বিরোধিতা করবো এবং পরাজিত করবো। কিন্তু আমাদের সতর্ক থাকতে হবে মধ্যপন্থার বিরুদ্ধে। মধ্যপন্থা এক ধরনের সংশোধনবাদ, মধ্যপন্থা সংশোধনবাদের জঘন্যতম রূপ। অতীতে সংশোধনবাদ বিপ্লবীদের হাতে বারবার পরাজিত হয়েছে এবং প্রতিবারই মধ্যপন্থা এই লড়াইয়ে জয়ের ফলকে কব্জা করেছে এবং পার্টিকে সংশোধনবাদের পথে নিয়ে গিয়েছে। আমাদের ঘৃণা করতে হবে মধ্যপন্থাকে। .... তাই আমাদের শুধু সঠিক ও বেঠিক লাইনের মধ্যে পার্থক্য দেখলেই চলবে না, মধ্যপন্থীর অবস্থানকেও আমাদের বার করতে হবে ও তাকে চূর্ণ করতে হবে"।

[চারু মজুমদার। "ঘৃণা করুন, চূর্ণ করুন মধ্যপন্থাকে"। চারু মজুমদার সমগ্র। ঘাস ফুল নদী কর্তৃক প্রকাশিত। ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭। পৃষ্ঠা-২৬৫, ২৬৬।]

কমরেডগণ,

তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যুদ্ধের পক্ষে বাঁক পরিবর্তনের ঘটনাটি ছিল নি:সন্দেহেই একটা গুণগত ইতিবাচক বাঁক পরিবর্তনের সূচনা। কিন্তু তা কম. এস.এস প্রদর্শিত মাওবাদী বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনৈতিক-মতাদর্শিক-সংগ্রামিক-সাংগঠনিক লাইনের পুন:প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের কোনো পরিপূর্ণ ও পরিপক্ক উপস্থাপনা ছিল না। বরং সামরিক লাইনের প্রস্তাবনার মধ্যে এবং অন্যান্য লাইন প্রস্তাবনার মধ্যেও এমন সব উপাদান ও বিচ্যুতিও বজায় ছিল, যা এসেছিল দশবছরের তিনস্তর বিশিষ্ট যুদ্ধে উত্তরণের লাইনের নেতিবাচক অভিজ্ঞতা, ধারাবাহিকতা ও ফলশ্রুতি থেকে, তা যুদ্ধের পক্ষে এই ইতিবাচক বাঁক পরিবর্তনকারী অবস্থানকে পুনরায় নেতিবাচক অবস্থানে নিয়ে যাবার শর্ত ও ভিত্তিও সৃষ্টি করে রেখেছিল।

ফলে, '৯২ সালের তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পর আমাদের উচিত ছিল, কংগ্রেসে গৃহীত যুদ্ধের লাইনকে এগিয়ে নেয়ার জন্য লাইন, পরিকল্পনা ও অনুশীলনকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার জন্য সর্বোচ্চ মনোযোগ, সময়, শ্রম ও সামর্থকে বিনিয়োজিত করা।

কিন্তু সর্বোচ্চ নেতৃত্ব কম. আ.ক তার সুদীর্ঘ অতীত ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য যুদ্ধের লাইনকে রাজনৈতিক-মতাদর্শিকভাবে সঠিকভাবে ধারণ, বহন ও প্রতিনিধিত্ব করতে না পারার ফলে তা হয়নি।

ফলে পার্টির অতীত ইতিহাসের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা করা হয়নি। পার্টির অতীত ইতিহাসের যুদ্ধের প্রশ্নে সঠিকতাগুলোকে রক্ষা করে এবং ভুলগুলোকে কাটিয়ে, তাকে আরো বিকশিত করার চেষ্টাও করা হয়নি। বরং নতুন সূচনার নামে পার্টির অতীত থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার চেষ্টা হয়েছে।

একইসাথে আন্তর্জাতিক মাওবাদী কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকেও শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা করা হয়নি। বিশেষত: আমাদের মতো নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের দেশগুলোর ক্ষেত্রে বিপ্লবের অগ্রনায়ক এবং মহান শিক্ষক সভাপতি মাও, কম. চারুমজুমদার এবং কম. সিরাজ সিকদার থেকে শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা করা হয়নি। এমনকি বর্তমান বিশ্বে মাওবাদী গণযুদ্ধের সর্বশেষ মডেল পেরুর গণযুদ্ধ থেকেও শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা করা হয়নি।

ফলে কংগ্রেস প্রস্তাবনার ভিত্তিতে বিপ্লবীযুদ্ধের লাইন, নীতি, পদ্ধতি, পরিকল্পনা ও অনুশীলনকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করা যায়নি।

ফলে তৃতীয় কংগ্রেসে গৃহীত সামরিক লাইনের প্রস্তাবনার এবং তার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য লাইনগত প্রস্তাবনার মধ্যকার ভুল, বিচ্যুতি ও সমন্বয়বাদকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। বরং তা আরো বেড়ে যেতে থাকে।

যার ফলশ্রুতিতে বিপ্লবীযুদ্ধের প্রশ্নটিকে রাজনৈতিক-মতাদর্শিক বিষয় হিসেবে গ্রহণ না করে তাকে নিছক সামরিক প্রশ্ন হিসেবে দেখা হতে থাকে। একারণেই তার রাজনৈতিক-মতাদর্শিক এবং সংগ্রামিক-সাংগঠনিক গুরুত্ব উবে গিয়ে তা নিছক সামরিক এ্যাকশনের বিষয় বলে গণ্য হতে থাকে।

ফলে বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনৈতিক-মতাদর্শিক-সংগ্রামিক-সাংগঠনিক অনুশীলনকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার জন্য কেন্দ্রিয় ভিত্তিতে আঁকড়ে ধরা কোনো অঞ্চলে কোনো রণনৈতিক পরিকল্পনা, বিন্দু ভেঙ্গে প্রবেশ করা ও একটি স্ফুলিঙ্গ দাবানল সৃষ্টি করতে পারে প্রভৃতি বিপ্লবীযুদ্ধের সাথে অপরিহার্যভাবে সম্পর্কিত মাওবাদী কর্মনীতিগুলোকেও আঁকড়ে ধরা থেকে বিরত থাকা হয়েছিল। এবং উল্লম্ফন দিয়ে উত্তরণ ও লাফিয়ে লাফিয়ে (Jump to Jump) এগিয়ে যাবার বৈপ্লবিক পরিকল্পনার বদলে একটু একটু করে এগোনোর মধ্যবিত্তসুলভ ক্রমান্বয়বাদী পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল। যা এগোনোর বদলে ক্ষয়ের ধারাকেই বিকশিত করছিল।

এসব যুদ্ধ বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই, কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিভিন্ন শাখা, স্তর ও নেতা-কর্মীদের দিক থেকে বিপ্লবীযুদ্ধের অনুশীলন গড়ে তোলা ও বিকশিত করার উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাকে শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রয়োগবাদী তথা অর্থনীতিবাদী যুক্তি-তর্ক ও শর্ত উত্থাপনের মধ্য দিয়ে এবং বিভিন্ন ধরনের অসহযোগিতা ও সমালোচনার মধ্য দিয়ে বিরোধিতা ও বাধাগ্রস্ত করা হয়েছিল।

ফলে বিপ্লবীযুদ্ধের লাইন ও অনুশীলন গড়ে তোলা ও বিকশিত করার কাজ পিছিয়ে যাচ্ছিল। '৮৮-'৮৯ সালের বিপর্যয় ও ক্ষয়ক্ষতির রেশ দীর্ঘায়িত হচ্ছিল। পার্টির মধ্যকার সংগ্রামী চেতনা, উদ্দীপনা ও শক্তি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছিল। বিপ্লবীযুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার জন্য কেন্দ্রিয়ভাবে কোনো একটি অঞ্চলকে আঁকড়ে ধরে রণনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তাকে বাস্তবায়নের জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো ব্যতিরেকে এই পরিস্থিতিকে অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু এক্ষেত্রে কম. "ক"-র বারবার আহ্বান ও প্রস্তাবনা বাতিল করে দিয়েছিলেন কম. আ.ক। এবং নিজেও কোনো রণনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং তার অধীনে বিন্দু ভেঙ্গে প্রবেশ করার কাজে নেতৃত্ব দিতে অস্বীকার করেছিলেন। এবং তার বিপরীতে তিনি এসব ঠুনকো যুক্তি দিতে থাকেন যে, কোনো একটি অঞ্চল এগিয়ে গেলে তারপর তাতে তিনি সংশ্লিষ্ট হবেন।

নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এ একটি অর্থনীতিবাদী অবস্থান ছাড়া আর কিছু নয়। কোনো একটি অঞ্চল যদি বছরের পর বছর ধরে গড়ে ওঠা লাইনগত ও অনুশীলনগত জঞ্জালগুলো পরিষ্কার করে এগিয়েই যেতে পারে, পূর্ববাংলার নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের নয়া মডেল তৈরি করতে পারে, তাহলে আর তাকে নেতৃত্ব হিসেবে কি প্রয়োজন? নেতৃত্বের পক্ষ থেকে বিন্দু ভেঙ্গে প্রবেশ করার তো তাহলে আর কোনো প্রয়োজনই পড়ে না।

এস.এস যেখানে বারবার বিন্দু ভেঙ্গে প্রবেশ করেছেন, পেয়ারাবাগান, বিক্রমপুর, পার্বত্য চট্টগ্রাম গড়ে তুলেছেন, সেখানে কম. আ.ক বারবার (এমনকি দশবছরেও কম. "ক" এ বিষয়ে অনেকবার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন) বিন্দু ভেঙ্গে প্রবেশ করা থেকে বিরত থেকেছেন। এবং বিন্দু ভাঙ্গার থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করেছেন।

ফলে '৯২ সালেই যেখানে বিশেষত: দক্ষিণাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলে যুদ্ধের অনুশীলনের অগ্রগতি ঘটানো সম্ভব ছিল, এবং তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিপ্লবীযুদ্ধের লাইন, নীতি, পদ্ধতি, পরিকল্পনা ও গাইড গড়ে তোলা ও বিকশিত করা সম্ভব ছিল, কম. আ.ক-র যুদ্ধ সম্পর্কিত অর্থনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ফলে আপাত: প্রতিকূলতাগুলো দীর্ঘস্থায়ী হতে শুরু করেছিল। এবং তা পরিমাণে ও গুণে বেড়ে যাচ্ছিল।

এক্ষেত্রে পার্টির ইতিহাসের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে কিছু মাত্র শিক্ষা গ্রহণেরও চেষ্টা করা হয়নি। '৭১ সালের শেষদিকে পাকবাহিনী ও আওয়ামী বাহিনীর দ্বিমুখী আক্রমণে আমাদের বিরাট ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল। এসময়ে পার্টির প্রথম ও দ্বিতীয় সারির প্রায় সকল নেতা শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। পার্টির পায় সকল এলাকা, বিপুল সংখ্যক কর্মী-গেরিলা, অনেক অস্ত্র ও সম্পদ খোয়া গিয়েছিল। বিপরীতে '৭২ থেকেই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক সচেতন যুদ্ধবাজ নেতাদের হাতে নিয়মিত ও গেরিলাযুদ্ধে অভিজ্ঞ ও পোড় খাওয়া প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক সচেতন বিরাটাকার অনেক বাহিনী ছিল। এবং তাদের হাতে অনেক উন্নত আধুনিক অস্ত্রও ছিল। কিন্তু তারপরও কম. এস.এস '৭২ সালেই খুব ছোট শক্তি নিয়ে বিপ্লবীযুদ্ধের পূন:সূচনা করেছিলেন। এবং এসময়েই পার্টির মধ্যে ফজলু-সুলতানচক্রের উদ্ভব হয়েছিল। এবং তারা পার্টির এক তৃতীয়াংশ এলাকা, এক তৃতীয়াংশ কেডার ও নেতৃত্ব, অর্ধেক অস্ত্র ও সমুদয় অর্থ আত্মসাৎ করেছিল। এবং পার্টির তৎকালিন দ্বিতীয় শীর্ষ নেতৃত্বসহ বিভিন্ন স্থানে অনেককে এবং কিছু অস্ত্রও পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। '৭২ সালেই দাউদকান্দি, বৈদ্যের বাজার এবং বেতকার অপারেশনগুলোতে বিরাটাকার বিপর্যয় হয়েছিল। এবং তাতে

বিপুল সংখ্যক নেতা, কর্মী, গেরিলা ও অস্ত্র খোয়া গিয়েছিল। পার্টি-সংগঠন এবং তার সংগ্রামিক-বৈষয়িক-আর্থিক শক্তি ও সামর্থ খুবই ছোট ও সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তারপরেও '৭৩ সালে একটু একটু করে এগোনোর মধ্যবিত্তসুলভ কোনো ক্রমান্বয়বাদী পরিকল্পনা কম. এস.এস গ্রহণ করেননি। তিনি উল্লম্ফন দিয়ে উত্তরণের জন্য, লাফিয়ে লাফিয়ে (Jump to Jump) এগোনোর জন্য রণনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি, একটি স্ফুলিঙ্গ দাবানল সৃষ্টি করতে পারে এই কর্মনীতিকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। এবং নিজে বিন্দু ভেঙ্গে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ফলে তৎকালিন গুরুতর প্রতিকূলতাকে অনুকূলতায় রূপান্তরিত করা গিয়েছিল। পূর্বের ক্ষয়ক্ষতিকে কাটিয়ে বহুগুণে বিকশিত হওয়া সম্ভব হয়েছিল। এবং '৭৩-'৭৪ সালে দেশব্যাপী বিপ্লবীযুদ্ধের উত্থান সৃষ্টি করা গিয়েছিল। এবং তার মধ্য দিয়ে পার্টিকে দেশভিত্তিক পার্টিতে পরিণত করা সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু এসব থেকে অর্থাৎ পূর্ববাংলার বিপ্লবের মহান শিক্ষক কম. এস.এস থেকে শিক্ষা নিতে ব্যর্থ ও অনাগ্রহী হয়েছিলেন কম. আ.ক। ফলে পূর্বেরই ধারাবাহিকতায় তৃতীয় কংগ্রেস পরবর্তীকালেও অব্যাহত থাকা ক্রমবর্ধিত ক্ষয়ের ধারাকে প্রতিরোধের জন্য বিপ্লবীযুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার জন্য রণনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও তাকে দৃঢ়ভাবে বাস্তবায়ন করার পদক্ষেপ নেয়াটা যেখানে জরুরি ও অত্যাবশকীয় ছিল, সেখানে তা করা থেকে বিরত ছিলেন কম. আ.ক। এমনকি স্থানীয়/অঞ্চলভিত্তিক আসা উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাগুলোকেও বাধাগ্রস্ত ও নিরুৎসাহিত করছিলেন তিনি, অনেক ক্ষেত্রে দ্বিকেন্দ্রিকতা সৃষ্টির মাধ্যমেই। মাঠ পর্যায়ে কাজ করার অনভিজ্ঞতা এবং যুদ্ধের প্রশ্নে রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির কারণে, আপাত: প্রতিকূলতাতেই ভড়কে গিয়েছিলেন কম. আ.ক। কেননা, এটাই ছিল তার নেতৃত্বে প্রথম সরাসরি যুদ্ধের লাইনের অনুশীলন। অর্থনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে আপাত: প্রতিকূলতাকেই তিনি চূড়ান্ত ও দীর্ঘস্থায়ী মনে করতে শুরু করেছিলেন। ফলে মনে করতে শুরু করেন যে, এখন আর যুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করা সম্ভব নয়। তাই অন্য কিছুর মধ্য দিয়ে এগোতে হবে। এবং তার মধ্য দিয়ে ভাল প্রস্তুতি নিয়ে ভবিষ্যতে কোনো একদিন ভালমতো যুদ্ধ শুরু করা যাবে। এই মনোভাব থেকে তিনি একটু একটু করে, ক্রমবর্ধিতভাবে যুদ্ধের প্রশ্নে তৃতীয় কংগ্রেসে গৃহীত অবস্থান থেকে সরে যেতে থাকেন। এবং তার তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের লাইনকে একটু একটু করে, ক্রমবর্ধিতভাবে গড়ে তুলতে থাকেন। এবং তাকে ন্যায্য প্রমাণের চেষ্টা চালান তথাকথিত এক কাল্পনিক বাম হঠকারিতা, সমরবাদ ও চেবাদের বিপক্ষে সংগ্রামের নামে। যুদ্ধ থেকে সরে যাবার কম. আ.ক-র এই গতির প্রক্রিয়া প্রকাশিত হচ্ছিল সম্পাদকের নোটগুলোতে। এবং তারই ধারাবাহিক পরিণতিতে এসেছে তার অক্টোবর '৯৩ দলিল। যা হচ্ছে যুদ্ধকে বর্জনের মধ্য দিয়ে বিপ্লবকে বর্জনের অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-সংশোধনবাদী লাইন দলিল। এর মধ্য দিয়ে কম. আ.ক পুনরায় ফিরে গেলেন নেতৃত্ব হিসেবে তার উত্থানের মাতৃ অবস্থান কামাল হায়দারের লাইনে। এবং তাকেই পূর্ণাবয়বে বিকশিত ও সংহত করার চেষ্টা করেছিলেন, '৯৫ সালের তার পার্টি-ইতিহাসের সারসংকলন দলিলের মধ্য দিয়ে। যা হচ্ছে কামাল হায়দারের '৭৬ সালের জঘন্য পার্টি বিরোধী ঐতিহাসিক সারসংকলন দলিলেরই নয়ারূপ। এভাবে কামাল হায়দারের লাইনে কম. আ.ক.-র পুন:প্রত্যাবর্তনের ফলে তার নেতৃত্বে পার্টি-জীবনের সাথে সম্পর্কিত সকল বিষয়ে কামাল হায়দারের অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-সংশোধনবাদী লাইন, কর্মনীতি, কর্মপদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গিরও পুনরুত্থান ঘটেছে। এবং কামাল হায়দারের মতোই সিরাজ সিকদার জিন্দাবাদ ধ্বনি তুলে কর্মী-জনগণকে বিভ্রান্ত করে, পার্টির ঐতিহাসিক শীর্ষ নেতৃত্বদেরকে হটিয়ে দিয়ে, বৈধ ও অবৈধ প্রক্রিয়ায় তিনি পার্টির কেন্দ্রিয় মুখপত্র, কেন্দ্রিয় কর্ম পরিষদ (P.B) এবং কেন্দ্রিয় কমিটির ক্ষমতাদখল করে নিয়েছেন। এবং সেগুলোকে অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-সংশোধনবাদী লাইন ও অনুশীলনের হেড কোয়ার্টারে পরিণত করেছেন। তাই কম. লেনিনের মতো আজকে আমাদেরকেও ঘোষণা করতে হয়েছে যে,

"নেতৃত্বকারী কেন্দ্রগুলি (কেন্দ্রিয় মুখপত্র, কেন্দ্রিয় কমিটি ও পরিষদ) পার্টি ত্যাগ করেছে।" এবং "কেন্দ্রগুলি নিজেদেরকে পার্টির বাইরে রেখেছে। কোন মধ্যবর্তী পথ নেই– যে কোন ব্যক্তি হয় কেন্দ্রগুলির সাথে, না হয় পার্টির সাথে রয়েছে।"

[লেনিন। রচনা সংকলন, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৬৩,৬৪। পিপলস বুক সোসাইটি, কলকাতা, ভারত থেকে প্রকাশিত (বাংলা) আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্ক, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৬ থেকে সংগ্রহীত]

কমরেডগণ,

'৯২ সালে অনুষ্ঠিত পার্টির তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেসে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত আমাদের পার্টির সংবিধানে পূর্ববাংলার নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ ও সাধারণ লাইন সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে নিম্নরূপ:

"১২ নং ধারা:-

ক) এই আশু রাজনৈতিক কর্মসূচি [অর্থাৎ নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচি– লেখক] বাস্তবায়নের পন্থা হিসেবে পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি সশস্ত্র বিপ্লবের লাইনকে গ্রহণ করেছে।

খ) গ্রাম ভিত্তিক দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের পথই হচ্ছে এদেশের বিপ্লবের পথ।

গ্রাম ও শহর তথা দেশব্যাপী দীর্ঘস্থায়ী গেরিলাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে গ্রামাঞ্চল মুক্ত করা, শহরগুলো ঘেরাও করা এবং শেষে শহর দখল করে দেশব্যাপী বিপ্লব সফল করা– এটাই পার্টির সাধারণ লাইন।

গ) তবে শহরাঞ্চলগুলোতে সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত করার চেষ্টা চালানোটাও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তা হতে হবে গ্রাম ভিত্তিক ও দেশব্যাপী সশস্ত্র সংগ্রামের ভিত্তিতে এবং তার সহায়ক।"

পার্টি-সংবিধানের ১৩ নং ধারায় বলা হয়েছে,

"পার্টির সাধারণ লাইন হচ্ছে– পার্টির নেতৃত্বে বাহিনীই প্রধান ধরনের সংগঠন এবং সশস্ত্র সংগ্রামই প্রধান ধরনের সংগ্রাম"।

পার্টির-সংবিধানের ১৫ নং ধারায় বলা হয়েছে,

"অর্থাৎ পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি বিপ্লবের বর্তমান স্তরে গ্রামাঞ্চলকে ও প্রথম থেকেই সশস্ত্র সংগ্রামকে তার সমগ্র কাজের কেন্দ্র হিসেবে আঁকড়ে ধরে। পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি মনে করে যে, শুধুমাত্র গেরিলাযুদ্ধের মধ্য দিয়েই ব্যাপক জনগণকে জাগরিত করা এবং বিপ্লবী কর্মসূচির ভিত্তিতে ও বিপ্লবের জন্য তাদেরকে সংগঠিত করা সম্ভব।"

পার্টি-সংবিধানে বর্ণিত উপরোক্ত পূর্ববাংরার নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ ও সাধারণ লাইনকে এখনো আমি প্রধানত: সঠিক মনে করি। তাই তাকে প্রধানত: সমর্থন করি। এবং তাকে রক্ষা ও বিকশিত করার পক্ষে সংগ্রাম করি।

এবং বিপরীতে পার্টি-সংবিধানে বর্ণিত উপরোক্ত পূর্ববাংলার নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ ও সাধারণ লাইনকে বিরোধিতা, সংগ্রাম ও বর্জন করেছেন আ.ক, তার অক্টোবর '৯৩ দলিলের তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের লাইন দ্বারা। কিভাবে এই বর্জনের কাজটি তিনি করেছেন, তার কিছু উদাহরণ পরের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হলো।

কমরেডগণ,

কম. আ.ক-র অক্টোবর '৯৩ দলিলের তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের লাইনের "যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রাম" সূত্রায়ণটা আমাদের নয়। এটা কম. আ.ক-র নিজেরই।

যেমন সম্পাদকের নোট-৮ (২৪.৫.৯৪)-এ তিনি বলেছেন, "(৭) অক্টোবর দলিল **গেরিলাযুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের** একটা পর্যায়ের কথা বলছে..."। [সম্পাদকের সামরিক দলিলের সংকলন। পৃষ্ঠা-১৩৪। মোটা হরফ আমার]

এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কম. আ.ক সশস্ত্র সংগ্রাম ও বিপ্লবীযুদ্ধ এবং সে হিসেবে তার আজকের পর্যায়ে আমাদের দ্বারা অনুশীলনযোগ্য রূপ গেরিলাযুদ্ধ হচ্ছে সমার্থক, পার্টি-সংবিধানের এই অবস্থান থেকে সরে গিয়েছেন। এবং একটি তথাকথিত গেরিলাযুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের অবস্থানকে সামনে এনেছেন। যাকে তিনি আরো পরিষ্কার করেছেন এই বক্তব্য দিয়ে যে, "গেরিলাযুদ্ধ ও সশস্ত্র সংগ্রাম সমার্থক এবং গেরিলাযুদ্ধ ছাড়া সশস্ত্র সংগামের লাইন সঠিক নয়– এ বক্তব্য আমাদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ও সাম্প্রতিককালের অগ্রসরতম পেরুর গণযুদ্ধের কিছু অভিজ্ঞতাকে বাতিল করে দেয়।"

[সম্পাদকের নোট-৮, ২৪.৫.৯৪, সম্পাদকের সামরিক দলিলের সংকলন। পৃ: ১৩৩]

এভাবে কম. আ.ক, পার্টি-সংবিধান বর্ণিত পূর্ববাংলার নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের গ্রামভিত্তিক দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের পথ এবং তা থেকে উৎসারিত আজকের পর্যায়ে গেরিলাযুদ্ধের সাধারণ লাইনকে আক্রমণ ও বিরোধিতা করেছিলেন। এবং ভিন্ন একটি সাধারণ লাইনকে অর্থাৎ, যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের নামে যুদ্ধকে বর্জনের মধ্য দিয়ে বিপ্লবকে বর্জনের অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-অবিপ্লবী-সংশোধনবাদী লাইনকে সামনে এনেছিলেন।

এবং সেজন্যই "শুধুমাত্র গেরিলাযুদ্ধের মধ্য দিয়েই ব্যাপক জনগণকে জাগরিত করা এবং বিপ্লবী কর্মসূচির ভিত্তিতে ও বিপ্লবের জন্য তাদেরকে সংগঠিত করা সম্ভব", পার্টি-সংবিধান বর্ণিত এই অবস্থানকে বিরোধিতা করে কম. আ.ক. এই অবস্থানকে সামনে এনেছিলেন যে,

"গেরিলাযুদ্ধ বাদেও অন্যবিধ (বিপ্লবী) সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে খুব ছোট শক্তিকে বড় শক্তিতে পরিণত করা যায়..."।

[সম্পাদকের নোট-৮, ২৪.৫.৯৪, সম্পাদকের সামরিক দলিলের সংকলন। পৃষ্ঠা-১৩৫]

একারণেই কম. আ.ক যুদ্ধ সমার্থক সশস্ত্র সংগ্রামকে, যুদ্ধ সমার্থক সশস্ত্র সংগ্রাম এবং যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামে বিভাজন করেছেন। এবং যুদ্ধ সমার্থক সশস্ত্র সংগ্রাম নয় এমন যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামকে মূল লাইন হিসেবে সামনে নিয়ে এসেছেন।

যেমন তিনি বলেছেন, "**মূল লাইনটা হচ্ছে** প্রথম থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম"।

[সম্পাদকের নোট-৮, ২৪.৫.৯৪, সম্পাদকের সামরিক দলিলের সংকলন। পৃষ্ঠা-১৩৪। মোটা হরফ আমার]

আর খোদ অক্টোবর '৯৩ দলিলে তিনি বলেছেন, "গেরিলাযুদ্ধের উত্তরণ একটা প্রক্রিয়া"।

বাস্তবে গেরিলাযুদ্ধে উত্তরণ, কোন প্রক্রিয়ার প্রশ্ন নয়। গেরিলাযুদ্ধের লাইনকে গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে, প্রথম থেকেই তাকে সংগ্রামিক-সাংগঠনিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করা। গেরিলাযুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায় ও ছোট বড় উল্লম্ফন থাকে, সেসব হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধের লাইনেরই বিভিন্ন পর্যায় ও ছোট বড় উল্লম্ফন। সেগুলো গেরিলাযুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের লাইনের বিভিন্ন পর্যায় ও উল্লম্ফন নয়।

অক্টোবর '৯৩ দলিলেই বলা হয়েছে যে, "গেরিলাযুদ্ধের প্রক্রিয়ায় বিপ্লবী গণক্ষমতার বিকাশ– গণযুদ্ধের সারবস্তু"।

এগুলো হচ্ছে বাজে কথা। এস.এস, সি.এম, মাও ও গনজালোকে বিরোধিতা করার জন্যই এসব কথা আনা হয়েছে। যার লক্ষ্য হচ্ছে যুদ্ধকে এড়ানোর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের কাজকে এড়ানো। এবং তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের নামে অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী গণক্ষমতা প্রতিষ্ঠার লাইনকে সামনে আনা।

বিপ্লবীযুদ্ধ এবং সে হিসেবে গেরিলাযুদ্ধেরও লক্ষ্য হচ্ছে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা। বিদ্যমান শোষক রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধ্বংস করা এবং জনগণের রাষ্ট্রযন্ত্র ও নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। ঘাঁটি অঞ্চলই হচ্ছে জনগণের নয়ারাষ্ট্রযন্ত্র ও নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা। এলাকা ভিত্তিক ঘাঁটি অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অর্থ হচ্ছে এলাকা ভিত্তিক রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা।

তাই গেরিলাযুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করা হয় এলাকা ভিত্তিক

ঘাঁটি অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য। এবং সেই ঘাঁটি এলাকাকে ভিত্তি করে এবং তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়ে গেরিলাযুদ্ধ আরো বিকশিত, বিস্তৃত ও উন্নতরূপে উন্নিত হয়। সে কারণে ঘাঁটি এলাকাই হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধ এবং সে হিসেবে গণযুদ্ধের সারবস্তু।

অক্টোবর '৯৩ দলিলে আরো বলা হয়েছে, "রণনৈতিক আত্মরক্ষার স্তরে সশস্ত্র সংগ্রামের মূল লক্ষ্য (Goal) হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি স্থাপন (ও তার বিকাশ সাধন)।"

বাস্তবে কোনদিনই যুদ্ধ ছাড়া, যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ঘাঁটি স্থাপন ও তার বিকাশ সাধন সম্ভব নয়। ঘাঁটি এলাকা প্রতিষ্ঠা ও তার বিকাশ সাধন হচ্ছে মূল লক্ষ্যের অংশ ও প্রক্রিয়া। বিপ্লবীযুদ্ধের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিপ্লব সম্পন্ন করা।

কমরেডগণ,

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনা থেকে স্পষ্ট দেখা যায় যে, কম. "ক"-র তথাকথিত কোনো বাম হঠকারি ও চেবাদী লাইনের বিপক্ষে সংগ্রাম করে কম. আ.ক তার তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের লাইন গড়ে তোলেননি। বরং তিনি তার লাইন গড়ে তুলেছেন '৯২ সালের তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেসে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত এবং বর্তমান পার্টি-সংগঠনের ঐক্যের ভিত্তি পার্টি-সংবিধানে উথাপিত পূর্ববাংলার বিপ্লবের পথ ও সাধারণ লাইনকে বিরোধিতা করে।

আর বিপরীতে কম. "ক" এবং তাকে সমর্থনকারীরা, কম. আ.ক-র যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের বিপক্ষে ও বিপ্লবীযুদ্ধের পক্ষে এবং আজকের পর্যায়ে আমাদের দ্বারা তার অনুশীলনযোগ্য রূপ গেরিলাযুদ্ধের পক্ষে দাঁড়িয়ে, পার্টি-সংবিধান বর্ণিত পূর্ববাংলার নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাওবাদী পথ ও সাধারণ লাইনকে রক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছেন।

এক্ষেত্রে কম. খ ও গ কি করেছেন, তা 2LS-এর বিগত ইতিহাসে এবং বর্তমানেও স্পষ্টভাবে প্রকাশিত ও প্রমাণিত রয়েছে। তারা একটা মধ্যপন্থী লাইন, অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি সামনে এনে তার ভিত্তিতে প্রধানত: কম. "ক"-কে বিরোধিতা করার ক্ষেত্রেই তাদের শ্রম, সময়, মনোযোগ ও সামর্থের প্রধান অংশকে বিনিয়োগ করেছিলেন। এবং তার মধ্য দিয়ে নিজেদের চূড়ান্ত অধ:পতনকেও ত্বরান্বিত ও সর্বব্যাপ্ত করেছিলেন।

তারাও আর আজকে পার্টি-সংবিধান বর্ণিত দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের পথ ও গেরিলাযুদ্ধের সাধারণ লাইনকে গ্রহণ করেন না। একারণেই পার্টি-সংবিধান বর্ণিত "পার্টির নেতৃত্বে বাহিনীই প্রধান ধরনের সংগঠন এবং সশস্ত্র সংগ্রামই প্রধান ধরনের সংগ্রাম" অবস্থানের পরিবর্তে কামাল হায়দার মার্কা প্রকাশ্য গণসংগঠন ও প্রকাশ্য তৎপরতাকেই প্রধান ধরনের সংগঠন ও প্রধান ধরনের সংগ্রাম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এবং মাও, সি.এম ও এস.এস বিরোধী পরিপূর্ণ সংশোধনবাদে গড়িয়ে পড়েছেন।

একারণেই তারা আজকে চিংকাং পাহাড়ের সংগ্রামের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আসা আমাদের মতো নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের দেশগুলোর জন্য প্রযোজ্য মাও-এর এই অবস্থান "সংগ্রামের প্রধান রূপ হচ্ছে যুদ্ধ আর সংগঠনের প্রধান রূপ হচ্ছে সৈন্যবাহিনী", আমাদের মতো নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের দেশে বিপ্লবের মহান অগ্রনায়ক ও শিক্ষক কম. চারু মজুমদারের অবস্থান "চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান, চীনের পথ আমাদের পথ" এবং পূর্ববাংলার বিপ্লবের মহান শিক্ষক কম. সিরাজ সিকদারের গেরিলাযুদ্ধের রাজনীতিকে বিরোধিতা ও বর্জন করেছেন।

একারণেই তারা কম. চারু মজুমদারের এই শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরেন না যে, "বিপ্লবী কৃষকশ্রেণী তার সংগ্রামের মারফত একথা প্রমাণ করেছেন, গেরিলাযুদ্ধের জন্য গণআন্দোলন বা গণসংগঠন কোনটিই অপরিহার্য নয়। যা অপরিহার্য তাহলো বিপ্লবী রাজনীতি অর্থাৎ চেয়ারম্যান মাও-এর চিন্তাধারা প্রচার ও প্রসার। এই প্রচার ও প্রসার পার্টির গোপন সংগঠনের দ্বারাই সম্ভব। রাজনীতিকে অগ্রাধিকার দিয়ে গোপন পার্টির সংগঠনের মারফত গেরিলা স্কোয়াড গড়ে এবং শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে তাকে প্রয়োগ করে গেরিলাযুদ্ধ সম্ভব। এবং জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করাও সম্ভব। গেরিলা এ্যাকশনের বিস্তৃতি ব্যাপক জনতাকে সংগ্রামের অংশীদার করে তোলে। গণসংগঠন ও গণআন্দোলন প্রকাশ্য আন্দোলন ও অর্থনীতিবাদী আন্দোলনের ঝোঁক বাড়ায়, বিপ্লবী কর্মীদের শত্রুর সামনে তুলে ধরে, ফলে শত্রুর আক্রমণ করা সহজ হয়ে ওঠে। সুতরাং প্রকাশ্য গণআন্দোলন ও গণসংগঠন গেরিলাযুদ্ধের বিকাশ ও বিস্তৃতির পক্ষে বাধাস্বরূপ।"

[চারু মজুমদার, "ভারতের বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামের অভিজ্ঞতার সারসংকলন করে এগিয়ে চলুন।" চারু মজুমদার সমগ্র। ঘাস ফুল নদী কর্তৃক প্রকাশিত। ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭। পৃষ্ঠা-১১৪]

এই শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরেছেন কম. "ক"। একারণে "ক" লাইন সমর্থক নেতা, কর্মী, সহানুভূতিশীলদেরকে প্রকাশ্য গণসংগঠন থেকে সরে যেতে বলা হয়েছে। তাদেরকে গোপন সংগঠনের নেতা, কর্মী, সহানুভূতিশীল হতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। যারা এই নীতিগত গাইডকে মানছেন না, তারা "ক" লাইনকে সমর্থনের নামে বাস্তবে এখনো কম. আ.ক এবং কম. খ ও গ-র লাইনকেই ধারণ, বহন ও প্রতিনিধিত্ব করছেন। ফলে "ক"-র লাইনের অনুশীলনের কারণে ভবিষ্যতে শত্রুর দ্বারা তাদের কোনো ক্ষয়-ক্ষতি হলে, সেজন্য অবশ্যই "ক" লাইন দায়ী থাকবে না। তা স্পষ্ট। কেননা "ক" লাইন নিজের রাজনৈতিক প্রকৃতিকে গোপন করে না, বরং প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে যে, তার লাইন হচ্ছে বিপ্লবীযুদ্ধের লাইন, এবং তার ভিত্তিতে অনুশীলনও হবে বিপ্লবীযুদ্ধের অনুশীলন। যা রক্তপাতময় শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্র করবে। এবং শত্রুপক্ষের আক্রমণও হবে তীব্র, নির্মম ও রক্তক্ষয়ী। তা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা ও বিকশিত করার জন্য সাধারণভাবে সর্বত্র এবং বিশেষভাবে শহরাঞ্চলে গোপন পার্টি-সংগঠন এবং গোপন তৎপরতাই হবে প্রধান এবং আপাতত: একমাত্র উপায়।

একইসাথে, অন্য লাইনের পক্ষে যারা প্রকাশ্য সংগঠন ও প্রকাশ্য

তৎপরতায় নিয়োজিত ও সক্রিয়, তাদের সাথেও মাখামাখি না করার জন্য "ক" লাইন সমর্থকদেরকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। কেননা, নিজেদের কারণে না হলেও অন্যদের কারণে নিজেদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে।

একইসাথে "ক" লাইন সমর্থক নেতা ও সংগঠকদেরকেও ইতোমধ্যে পরামর্শ দেয়া হয়েছে যে, যারা কোনমতেই প্রকাশ্য গণসংগঠন ও প্রকাশ্য তৎপরতা থেকে সরে আসছেন না, বা অন্য লাইনের পক্ষে প্রকাশ্য তৎপরতায় নিয়োজিতদের সাথে মাখামাখি বন্ধ করছেন না, তাদের সাথে সংযোগ-সম্পর্ক কমিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে। তা না হলে তাদেরও ক্ষতি হতে পারে।

গেরিলাযুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করতে আগ্রহী অগ্রসর কমরেডদের পিছনে সময়, শ্রম, মনোযোগ ও সামর্থ বিনিয়োগ করাটাই হচ্ছে আজকের বিপ্লবী করণীয়। প্রকাশ্য গণসংগঠন ও প্রকাশ্য তৎপরতা পরিত্যাগ করতে অনাগ্রহী সচেতন ও অসচেতন কামাল হায়দারপন্থী পশ্চাদপদ কমরেডদের পিছনে সময়, শ্রম, মনোযোগ ও সামর্থ বিনিয়োগ করাটা "ক" লাইন থেকে উদ্ভূত আজকের বিপ্লবী করণীয় নয়।

কেবলমাত্র অগ্রসর ব্যক্তিদের ঐক্যবদ্ধ করে, তাদের ওপর নির্ভর করে পার্টির বৈপ্লবিক পুনর্গঠন ও গেরিলাযুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করা সম্ভব। এবং তার মধ্য দিয়ে মধ্যবর্তী ও পশ্চাদপদদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব।

প্রধানত: পার্টির মধকার অধ:পতিত, সুবিধাবাদী ও দলত্যাগীদের পুনর্বাসন কেন্দ্র ও যুদ্ধবিরোধী আড্ডাবাজীর আখড়া হচ্ছে তথাকথিত প্রকাশ্য অঙ্গ ও গণসংগঠনগুলো। যেখানে তথাকথিত আইনী অর্থাৎ শত্রুপক্ষের নিকট সহনীয় ও মার্জিত তথাকথিত বিপ্লবী রাজনীতির চর্চা হয়। এবং তার মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর সত্যিকার বিপ্লবী রাজনীতির ধার ও ভারকে ভোঁতা ও হাল্কা করার জন্য নিত্য নতুন উপায় উদ্ভাবন করা হয়। আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে বেআইনী তথা শত্রুপক্ষের নিকট অসহনীয়, অমার্জিত ও সত্যিকারের শ্রমিকশ্রেণীর উগ্রবল প্রয়োগের বিপ্লবী রাজনীতির চর্চা। তা সম্ভব কেবলমাত্র গোপন পার্টি-সংগঠন ও গোপন তৎপরতার ওপর ভিত্তি করেই।

প্রকাশ্য গণসংগঠন এবং প্রকাশ্য তৎপরতা পরিত্যাগে অনাগ্রহীরাই হচ্ছেন আজকের পর্যায়ে পার্টির মধ্যকার সবচেয়ে পশ্চাদপদ অংশ। এবং প্রকাশ্য গণসংগঠন ও প্রকাশ্য তৎপরতাকে প্রধান ও একমাত্র কাজে পরিণত করার কম. খ ও গ-র আজকের লাইনটিই হচ্ছে, পার্টির মধ্যে বর্তমানে সংগ্রামরত সারবস্তুতে পরস্পর বিরোধী দুটি এবং রূপের দিক থেকে তিনটি লাইনের মধ্যকার সবচেয়ে পশ্চাদপদ লাইন।

কমরেডগণ,

আপনারা সকলেই জানেন যে, পার্টির সংবিধানকে যারা গ্রহণ করেন ও মেনে চলেন, তাদের নিয়েই পার্টি-সংগঠন গঠিত। পার্টির সংবিধানকে যারা গ্রহণ করেন না ও মেনে চলেন না, তারা পার্টির লোক বলেই গণ্য হন না।

পার্টির সংবিধানকে গ্রহণ করে যারা পার্টিতে অন্তর্ভূক্ত হন এবং পরে সংবিধানকে ত্যাগ করেন, তারা হচ্ছেন সেচ্ছায় দলত্যাগী। তাদেরকে আর পার্টির লোক বলে গণ্য করা হয় না।

পার্টির সংবিধানকে গ্রহণ করার অর্থ প্রধানত: পার্টির কিছু সাংগঠনিক নীতি-পদ্ধতি ও শৃঙ্খলাকে গ্রহণ করা ও মেনে চলা নয়। বরং উল্টো, পার্টির সংবিধানকে গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে প্রধানত: সংবিধানে বর্ণিত পার্টির মূল রাজনৈতিক-মতাদর্শিক-সংগ্রামিক-সাংগঠনিক লাইনকে গ্রহণ করা ও মেনে চলা। কেননা, তার ভিত্তিতেই পার্টি-সংগঠন গঠিত। এগুলোই হচ্ছে পার্টি-সংগঠনের ঐক্যের নিম্নতম ভিত্তি। যা মেনে না নিলে আর এক পার্টিতে থাকা যায় না।

'৯২ সালে অনুষ্ঠিত পার্টির তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেসে সর্বসম্মতভাবে পার্টির যে সংবিধানকে গ্রহণ করা হয়েছিল, তা এখনো বলবত: রয়েছে। এবং তারই ভিত্তিতে আমাদের বর্তমান পার্টি-সংগঠন গঠিত।

এই সংবিধানে পার্টি-সংগঠনের যে রাজনৈতিক শ্রেণীপ্রকৃতি, মতাদর্শগত তাত্ত্বিক ভিত্তি, আশু ও চূড়ান্ত রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ ও সাধারণ লাইনকে গ্রহণ করা হয়েছিল, তা ছিল আমাদের পার্টির প্রতিষ্ঠা ভিত্তি পূর্ববাংলার শ্রমিক আন্দোলন-এর থিসিসের মূল অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সারবস্তুতে প্রায় অভিন্ন।

এগুলোকে এখনো আমি প্রধানত: সঠিক, বিপ্লবী ও মাওবাদী বলে মনে করি।

একথা সত্য যে, তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেসে বিভিন্ন লাইন প্রশ্নে যে সকল সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল সে সবের মধ্যে অনেক ভুল, বিচ্যুতি ও সমস্যা ছিল। কিন্তু সেই সব ভুল, বিচ্যুতি ও সমস্যাগুলো ছিল সংবিধানে বর্ণিত পার্টির সঠিক সাধারণ লাইনের মূল মাওবাদী কাঠামোর মধ্যকার ভুল ও বিচ্যুতির সমস্যা।

ফলে পার্টি-সংবিধানের অধীনে একই পার্টি-সংগঠনের মধ্যকার 2LS-এর মধ্য দিয়েই সেই সব ভুল ও বিচ্যুতির সমস্যার সমাধান করা সম্ভব ছিল। এবং উচিত ছিল।

কিন্তু কংগ্রেসের কিছু পর থেকেই কম. আ.ক এবং তার সমর্থক নেতারা, সমগ্র পার্টির ঐক্যের প্রতিক ও ভিত্তি পার্টি-সংবিধানের বিপক্ষেই একটি সামগ্রিক 2LS-এর সূচনা করেছিলেন।

যার যাত্রা শুরু হয়েছিল, পার্টির সংবিধানে বর্ণিত পূর্ববাংলার নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ ও সাধারণ লাইনকে (General Line-কে) বিরোধিতা করে।

যা প্রকাশিত হয়েছিল '৯২ পরবর্তী সম্পাদকের তথা কম. আ.ক-র নোটগুলোতে। যার মধ্য দিয়ে তিনি এক মনগড়া তথাকথিত চেবাদ, বাম হঠকারিতা, সমরবাদ প্রভৃতি ধূয়া তুলে অঘোষিতভাবে কম. "ক"-র বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামে, পার্টি-সংবিধান বর্ণিত পূর্ববাংলার

নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ ও সাধারণ লাইনের বিপক্ষে সংগ্রামের সূচনা করেছিলেন। এবং তার মধ্য দিয়ে সংশোধনবাদীদের পক্ষ থেকে মাও-এর ওপর যুদ্ধের সর্বশক্তিমত্তার প্রবক্তা হিসেবে করা বিদ্রুপকে, কম. এস.এস-এর ওপর করা উগ্রপন্থী, হটকারী, সন্ত্রাসবাদী নামক আক্রমণগুলোকে, সি.এম-এর নামে করা চেবাদী-র সমালোচনাকে এবং কম. "ক"-র নামে করা এস.এস-এর প্রতি বিশুদ্ধতাবাদের কামাল হায়দারের নিন্দাবাদটিকে পার্টির মধ্যে টেনে নিয়ে এসেছিলেন। এবং সংশোধনবাদীদের পুরানো যুক্তিগুলোরই পুনরাবৃত্তি করেছিলেন।

এবং তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে কম. আ.ক তার অক্টোবর '৯৩ দলিল এবং '৯৫ সালের পার্টি-ইতিহাসের সামগ্রিক সারসংকলন দলিল উত্থাপন করেছিলেন।

যা নিয়ে পার্টির মধ্যে একটি সর্বাত্মক 2LS চলেছে। এবং এর সাথে পরবর্তীকালে আরো অনেক বিষয় সম্পর্কিত হয়েছে। এবং তার মধ্য দিয়ে তা আজকে পার্টি-সংবিধানের মূল মাওবাদী কাঠামোকে রক্ষা করা ও বর্জন করার সংগ্রামে পরিণত হয়েছে।

এক্ষেত্রে কম. আ.ক এবং কম. খ ও গ-র দ্বারা বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হওয়া কমরেডরা কি অবস্থান নেবেন, সেটা অবশ্যই তাদের নিজেদের বিষয়। তবে আমি বলতে পারি যে, আমাদের পার্টি-সংগঠনের ঐক্যের নিম্নতম ভিত্তি পার্টি-সংবিধানে পার্টি-সংগঠনের শ্রেণী চরিত্র, পার্টির মতাদর্শগত তাত্ত্বিক ভিত্তি, পার্টির আশু ও চূড়ান্ত রাজনৈতিক কর্মসূচি, এবং পার্টির আশু কর্মসূচি নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ ও সাধারণ লাইন সম্পর্কে যে চারটি মূল অবস্থান রয়েছে, তা প্রধানত: সঠিক। এবং তা অবশ্যই মাওবাদী বিপ্লবী অবস্থান।

এই চারটি মূল লাইনগত অবস্থান একটি আরেকটির সাথে সম্পর্কিত এবং সব কয়টি মিলিয়ে একটি সমগ্র অবস্থান। তা হচ্ছে, রাজনৈতিক-মতাদর্শিক-সংগ্রামিক-সাংগঠনিক অবস্থান।

পার্টি-সংবিধানে উত্থাপিত উপরোক্ত চারটি মূল অবস্থানের যে কোনো একটিকে বর্জন করার অর্থ হচ্ছে, তার মধ্য দিয়ে অন্যগুলোকেও অর্থাৎ সমগ্রতাকেই বর্জন করা।

যা কম. আ.ক এবং কম. খ ও গ এখন করেছেন। উভয়পক্ষেরই যাত্রা শুরু হয়েছিল পার্টি-সংবিধানে বর্ণিত পূর্ববাংলার নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ ও সাধারণ লাইনকে বিরোধিতা ও বর্জন করার মধ্য দিয়ে। ফলে উভয়পক্ষই এখন তাদের একই শেষ গন্তব্যে পৌঁছেছেন। এখন আর মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ তাদের মতাদর্শগত তাত্ত্বিক ভিত্তি নয়। তাই "যা মাও সেতুঙ চিন্তাধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তাকেই গ্রহণ করতে হবে [illegible] এবং যা মাও সেতুঙ চিন্তাধারার সাথে অসমাঞ্জস্যপূর্ণ তাকেই ধিকৃত ও বর্জন করতে হবে" কম. এস.এস-এর এই শিক্ষাও তাদের নিকট আর গ্রহণীয় নয়। এর বিপরীতে কম. আ.ক সমর্থকরা নিজেদের চিন্তার পথ নির্দেশক তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন সম্পাদকের তথা কম. আ.ক-র তথাকথিত সঠিক লাইনকে। এবং কম. খ ও গ-র সমর্থকরা গ্রহণ করেছেন কম. খ-র তথাকথিত সঠিক লাইনকে যা নাকি আবার তথাকথিত অধ্যয়ন ও অনুশীলনে বারবার সঠিক প্রমাণিত।

এভাবে ও একারণে উভয় পক্ষই এখন পার্টি-সংগঠনের ঐক্যের ভিত্তি হিসেবে পার্টি-সংবিধানকে মানতে অস্বীকার করছেন। এবং তার মধ্য দিয়ে তাকে বর্জন করেছেন। আর তার মধ্য দিয়ে তারা পার্টি-সংবিধানের ভিত্তিতে গঠিত পার্টি-সংগঠনকেও ত্যাগ করেছেন। কেহই তাদেরকে পার্টি থেকে বের করে দেয়নি, উভয় পক্ষই পার্টি-সংবিধানকে বর্জনের মধ্য দিয়ে সেচ্ছায় পার্টি-সংগঠন ত্যাগ করেছেন। অর্থাৎ দলত্যাগী হয়েছেন।

একারণেই কম. আ.ক এখন আর পার্টি-সংবিধানকে পার্টি-সংগঠনের ঐক্যের ভিত্তি মনে করেন না। একারণেই তিনি পার্টি-সংবিধান বর্ণিত পূর্ববাংলার নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ ও সাধারণ লাইনের বিপক্ষে উত্থাপিত তার অক্টোবর '৯৩ দলিলের তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের লাইনকেই পার্টির ঐক্যের ভিত্তি করেন। এবং সেই দলিলের পূর্ণ সমর্থনকারীদের নিয়ে সম্প্রতি একটি কেন্দ্র গঠন করে তাকে পার্টি কেন্দ্র হিসেবে মেনে নেয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন।

তার এই আহ্বান মেনে নেয়ার অর্থ হচ্ছে, তার নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রকে পার্টির লাইনগত উত্তরাধিকার ও বৈধ কেন্দ্র হিসেবে মেনে নেয়া। যার অর্থ হচ্ছে, ঐ কেন্দ্রের অনুসৃত তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের লাইন ও অনুশীলনকে পার্টির লাইন ও অনুশীলন হিসেবে মেনে নেয়া। যার অর্থ হচ্ছে, পার্টি-সংবিধান বর্ণিত পূর্ববাংলার নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ ও সাধারণ লাইনকে এবং তার মধ্য দিয়ে সংবিধানকে পরিত্যাগ করা। যার অর্থ হচ্ছে, পার্টি-সংবিধানের ভিত্তিতে গঠিত পার্টি-সংগঠনকে পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ দলত্যাগ করা। কম. আ.ক এবং তার নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র ইতোমধ্যে তা করেছে। এবং তার কেন্দ্রকে মেনে নেয়ার মধ্য দিয়ে অন্যান্যদেরকেও তা করার আহ্বান জানাচ্ছে।

একই কারণে ও একইভাবে কম. খ ও গ, তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেসে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত পার্টি-সংবিধানকে এখন আর পার্টি-সংগঠনের ঐক্যের ভিত্তি বলে মনে করেন না। একারণেই তারা আলোচনায় বসে ঐক্যের নিম্নতম ভিত্তি নির্ধারণের কথা বলেন। তাদের এই বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, বিরাজমান পার্টি-সংগঠনের ঐক্যের ভিত্তি পার্টি-সংবিধানকে পরিত্যাগ করে নয়া ঐক্যের ভিত্তিতে নয়া পার্টি-সংগঠন গঠন করা। যার অর্থ হচ্ছে বর্তমান পার্টিকে পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ দলত্যাগ করা। কম. খ ও গ ইতোমধ্যেই তা করেছেন। এবং নয়া ঐক্যের ভিত্তি নির্ধারণের আহ্বান জানিয়ে অন্যান্যদেরকেও দলত্যাগের আহ্বান জানাচ্ছেন।

তাদের তথাকথিত নয়া ঐক্যের ভিত্তি এবং তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নয়া পার্টি-সংগঠনের রাজনৈতিক প্রকৃতি কেমন হবে, তাকে তারা ইতোমধ্যেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন। নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে আমাদের নেতৃত্বে প্রধান ধরনের সংগ্রাম হচ্ছে যুদ্ধ সমার্থক সশস্ত্র

বর্ণিত এই অবস্থানকে পরিত্যাগ করে কম. খ ও গ ইতোমধ্যেই আইনী কাজকে, প্রকাশ্য সংগঠন ও প্রকাশ্য তৎপরতাকে প্রধান করেছেন। যা হচ্ছে কামাল হায়দারের লাইনের শেষদিকের সর্বোচ্চ অধ:পতিত রূপেরই পুনরুত্থান মাত্র। যার মধ্য দিয়ে কামাল হায়দারের লাইনের সর্বোচ্চ বিকাশ ও সর্বশেষ অধ:পতিত রূপের সময়কালের মতোই কোনো এক পার্টি-সংগঠন গড়ে তোলা সম্ভব হতে পারে, অন্য কিছু নয়। যার অর্থ হচ্ছে পার্টি ও বিপ্লবের চূড়ান্ত ধ্বংস।

এসব আমরা করতে পারি না। কম. সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে বিপ্লবীযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা এবং এদেশের বিপ্লবীযুদ্ধের নেতৃত্বকারী আমাদের প্রাণপ্রিয় মাওবাদী পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টিকে পরিত্যাগের কোনো ইচ্ছাই আমাদের নেই। তাই কম. আ.ক এবং কম. খ ও গ-র নেতৃত্বে গড়ে তোলা কামাল হায়দার মার্কা অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-সংশোধনবাদী নয়া পার্টিতে যোগদানেরও কোনো আগ্রহ নেই আমাদের।

বরং উল্টো কম. আ.ক এবং কম. খ ও গ-র প্রতি, এবং তাদের দ্বারা বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হওয়া নেতা, কর্মী, সহানুভূতিশীল ও সমর্থক জনগণের প্রতি আমাদের উদাত্ত আহ্বান হচ্ছে,

পার্টি-সংবিধানকে গ্রহণ করে পার্টি-সংগঠনে ফিরে আসুন। এবং পার্টি-সংগঠনের মধ্যেই আপনাদের মত পার্থক্য নিয়ে খোলামেলা আলোচনা ও বিতর্ক করুন। মাওবাদকে আঁকড়ে ধরুন, পার্টির বিপ্লবী ঐক্যকে পুন:প্রতিষ্ঠিত করুন। এবং তার মধ্য দিয়ে, পার্টি ও বিপ্লবকে এগিয়ে নিতে অবদান রাখুন।

বিপ্লবী শুভেচ্ছাসহ

"ক"

প্রথমার্ধ, এপ্রিল, ১৯৯৯। ■

"একটি পার্টির বিকাশ ও বিজয় অর্জনের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সঠিক লাইন নির্ধারণ করা। লাইন সঠিক হলে ক্ষুদ্র শক্তি বিরাট হয়, সশস্ত্র বাহিনী না থাকলে তা গড়ে ওঠে, রাজনৈতিক ক্ষমতা না থাকলে তা অর্জিত হয়, কর্মী সংগৃহীত হয়, তারা আত্ম-বলিদানে উদ্বুদ্ধ হয়, শৃংখলা পালন করে, কেন্দ্রের প্রতি অনুগত হয়।

লাইন ভুল হলে কর্মীরা আত্মবলিদানে উদ্বুদ্ধ হয় না, শৃংখলা পালন করে না, শেষ পর্যন্ত তারা চলে যায়, পার্টির পূর্ব অর্জিত ফল খোয়া যায়।

লাইন সঠিক হলে কর্মীদের আত্মবলিদান ও রক্তপাত সফল হয়, আর লাইন ভুল হলে কর্মীদের আত্মবলিদান ও রক্তপাত বৃথা যায়। কাজেই সঠিক লাইন হচ্ছে প্রাণ।"

– সিরাজ সিকদার।

["পার্টি লাইন ও নেতৃত্ব", "বিপ্লবে নেতৃত্ব ও কর্মীদের ভূমিকা"। সিরাজ সিকাদর রচনা সংকলন নং-৩। পৃষ্ঠা-৭২।]

"প্রথমে এবং সর্বপ্রধানভাবে জনমত সৃষ্টি কর ও ক্ষমতা দখল কর। তারপর মালিকানা সমস্যার সমাধান কর। তারপর উৎপাদন শক্তিকে বিপুলভাবে বিকশিত কর। সাধারণভাবে এটাই হচ্ছে নিয়ম।"

– মাও সেতুঙ।

[১৯৬১-৬২, "সোভিয়েত ইউনিয়নের 'রাজনৈতিক অর্থনীতি'র উপর নোট পড়ে"। বাংলায় প্রকাশিত "মাও সেতুঙ-এর শেষজীবনের উদ্ধৃতি"। ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা-৩০।]

"এক কথায়, যে দেশ বা স্থানই হোক না কেন, যেখানেই অত্যাচার আছে, সেখানেই প্রতিরোধ আছে; যেখানেই সংশোধনবাদীরা আছে, সেখানেই তাদের সাথে সংগ্রামরত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা আছেন; এবং যেখানেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করে দেয়া হয় এবং তাদের প্রতি অন্যান্য বিভেদমূলক পন্থা গ্রহণ করা হয়, সেখানেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের এবং শক্তিশালী পার্টির নিশ্চিত অভ্যুদয় ঘটবে। আধুনিক সংশোধনবাদীদের আশার বিপরীত পরিবর্তনগুলিই ঘটছে। সংশোধনবাদীরা তাদের বিপরীতদের সৃষ্টি করছে এবং ভবিষ্যতে তাদের দ্বারাই তারা কবরস্থ হবে। এটি একটি অমোঘ নিয়ম।"

[মাওসেতুঙ-এর নেতৃত্বাধীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি।
"সি.পি.এস.ইউ নেতৃবৃন্দই আমাদের সময়কার সবচেয়ে বড়ো বিভেদপন্থী" শীর্ষক দলিল। ফেব্রুয়ারি ৪, ১৯৬৪। পিপলস বুক সোসাইটি, কলকাতা থেকে বাংলায় প্রকাশিত আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্ক দলিল-সংকলন। তৃতীয় খণ্ড। পৃষ্ঠা-৪২,৪৩।]

বিশেষ অবস্থার বিশেষ বিশ্লেষণ ও বিশেষ সমস্যার বিশেষ সমাধান সম্পর্কে সংশোধনবাদী আনোয়ার কবীরপন্থীদের বিতর্কের জবাবে

[নোট: শিরোনামটি আমাদের দেয়া। বিষয়বস্তু সমূহ নেয়া হয়েছে জুন '৯৬-এর বর্ধিত অধিবেশনের উদ্বোধনী বৈঠকে প্রদত্ত কমরেড "ক"-র লিখিত ভাষণ থেকে। বিশেষ অবস্থার বিশেষ বিশ্লেষণ ও বিশেষ সমস্যার বিশেষ সমাধানের ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল লেখার সিদ্ধান্ত রয়েছে MBRM-এর সর্বোচ্চ নেতৃত্বগ্রুপের, যার মূল ভিত্তি বা রূপরেখা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে উপলব্ধি করা যাবে এই নিবন্ধটি থেকে। –সম্পাদনা বোর্ড, লালঝাণ্ডা]

গে.যু পূর্ব স.স লাইনের পক্ষে সবচেয়ে বড় তুরুপের তাস হিসেবে খেলা হচ্ছে, বিশেষ অবস্থার বিশেষ বিশ্লেষণ-এর তত্ত্বকে।

বলা হচ্ছে, "বিশেষ অবস্থার বিশেষ বিশ্লেষণ, বিশেষ সমস্যার বিশেষ সমাধান মা-লে-মা'র আত্মা"। পূর্ববাংলার বিশেষ অবস্থায় বিশেষ লাইন নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এবং এই বিশেষ লাইন হচ্ছে গে.যু. পূর্ব স.স-র লাইন এবং তা মাওবাদের বিকাশ। একে অস্বীকার করা এবং প্রথম থেকেই গে.যু-র লাইন গ্রহণ ও অনুশীলনের অর্থ হচ্ছে গোঁড়ামিবাদ, হঠকারিতা এবং চীনের অভিজ্ঞতার অন্ধ অনুসরণ।

এসব বক্তব্য সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে:–

ক) "বিশেষ অবস্থার বিশেষ বিশ্লেষণ, বিশেষ সমস্যার বিশেষ সমাধান মা-লে-মা'র আত্মা"। এ কথাটি সঠিক।

কিন্তু বিশেষ অবস্থার বিশেষ বিশ্লেষণ, বিশেষ সমস্যার বিশেষ সমাধানের চেষ্টা করা হয় কি সাধারণ সত্যকে এড়ানোর জন্য? পরের কর্তব্য করার জন্য? নাকি ঐ বিশেষ অবস্থায় সাধারণ সত্যকে কিভাবে প্রয়োগে নেয়া যায় তা বের করার জন্য?

আমরা মনে করি সাধারণ সত্যকে বিশেষ অবস্থায় কিভাবে অনুশীলন করা সম্ভব তা নির্ধারণের জন্যই বিশেষ অবস্থার বিশেষ বিশ্লেষণ করতে হয়, সাধারণ সত্যকে এড়ানো বা পরের কর্তব্য করার জন্য নয়।

যেমন, গণযুদ্ধের রণনৈতিক আত্মরক্ষার স্তরে প্রথম থেকেই গে.যু-র রণনীতি ও রণকৌশলের সাধারণ সত্যকে কম. এস.এস গ্রহণ ও অনুশীলন করেছিলেন, পরের কর্তব্য করেননি। এবং সেই ঐতিহাসিক সময়কালের পূর্ববাংলার বিশেষ অবস্থাগুলো পর্যালোচনা করে খতম দিয়ে গে.যু সূচনার লাইন নিয়েছিলেন।

খ) মাও-এর নেতৃত্বে চীনের বিপ্লবীযুদ্ধের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গণযুদ্ধের তত্ত্ব গড়ে উঠেছে, সমৃদ্ধ ও পরিপক্ক হয়েছে এবং সাধারণ সত্যে পরিণত হয়েছে। একে শুধুমাত্র চীনের অভিজ্ঞতা বলে এড়ানোর অবকাশ নেই।

আর চীনসহ যে কোনো দেশেরই বিপ্লবীযুদ্ধের বিস্তারিত অভিজ্ঞতাই গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনার দাবি রাখে– নতুন একটি দেশে বিপ্লবীযুদ্ধ গড়ে তোলা ও বিকাশের জন্য। এগুলো অন্ধ অনুসরণের প্রশ্ন নয়, বরং প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণের দৃষ্টিভঙ্গি।

তাই শ্রীলংকার তামিল জাতীয়তাবাদী গেরিলাযুদ্ধ থেকেও শিক্ষনীয় অনেক কিছু আছে / থাকতে পারে– তা থেকে শিক্ষার আহ্বান জানিয়ে কমরেড "খ" এমন কোনো প্রতিক্রিয়াশীল অপরাধ করে বসেননি যে, তাকে ধিক্কার জানাতে হবে। কেননা যা শিখবো, তাকে আমরা প্রয়োগ করবো আমাদের মতো করে।

গ) গে.যু পূর্ব স.স-র সামরিক লাইন মাওবাদী গণযুদ্ধের তত্ত্বে নতুন কোনো বিকাশ কিনা তা এখনো প্রমাণিত নয়, বরং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এবং এখন পর্যন্ত আমাদের ও বিশ্বের অনুশীলনের অভিজ্ঞতায় এই লাইনকে মাওবাদের গণযুদ্ধ তত্ত্ব থেকে পশ্চাদপসরণ বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

ঘ) মাওবাদী গণযুদ্ধের সাধারণ সত্যকে গ্রহণ ও অনুশীলনের অর্থ গোঁড়ামিবাদ নয়, বরং সেই সাধারণ সত্যকে নিজেদের অল্প অভিজ্ঞতাতেই এড়ানো বা বর্জনের দৃষ্টিভঙ্গি ও চেষ্টাটা হচ্ছে সংকীর্ণ অভিজ্ঞতাবাদ।

গোঁড়ামিবাদ হচ্ছে তাই, যা সাধারণ সত্যকে অর্থাৎ মর্মবস্তুকে আঁকড়ে না ধরে হুবহু সবকিছুকে আঁকড়ে ধরতে ও অনুশীলনে নিতে চায়, জুতোর মাপে পা কাটতে চায়।

চীনে বা অন্যত্র যে যে ভাবে গে.যু হয়েছে হুবহু সে সে ভাবে গে.যু করার প্রস্তাব কেউ-ই করছে না, প্রস্তাব করছে রণনৈতিক আত্মরক্ষার সমগ্র স্তরে প্রথম থেকেই গে.যু-র লাইনকে গ্রহণ ও অনুশীলন করতে, গে.যু-র লাইনের সাধারণ সত্যকে গ্রহণ করতে, প্রথম থেকেই যুদ্ধপূর্ব স.স-র লাইন নয়, যুদ্ধের লাইন সামনে আনতে।

ঙ) বিশেষ অবস্থার বিশেষ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই যেমন সাধারণ সত্যকে সৃজনশীল অনুশীলনে নেয়া সম্ভবপর হয়, তেমনি বিশেষ অবস্থার বিশেষ বিশ্লেষণের কথা বলেই সাধারণ সত্যকে এড়ানোর মধ্য দিয়ে উদ্ভব ঘটে সংস্কারবাদ-অর্থনীতিবাদ-সংশোধনবাদের বিচ্যুতি। এ সম্পর্কেও সচেতন থাকা খুবই প্রয়োজনীয়।

চ) পূর্ববাংলার বিশেষ অবস্থার অজুহাতে গণসংগঠন ও গণসংগ্রামের মধ্য দিয়ে সংগঠন-সংগ্রামের বিকাশ তথা যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং সশস্ত্র তৎপরতার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক-সাংগঠনিক প্রস্তুতির সারবস্তুগত কোনো পার্থক্য নেই বলে উচ্চতর নেতৃত্বের কারো কারো বক্তব্যের সংশোধনবাদী বিচ্যুতির প্রকৃতিটাকে আমাদেরকে আগামীতে উন্মোচন ও সংগ্রাম করতেই হবে।

ছ) পূর্ববাংলার বিশেষ অবস্থাগুলো নিয়ে আগামী কোনো সুযোগে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো এবং দেখাবো যে, বস্তুর বিকাশের প্রধান কারণ হচ্ছে তার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের বিকাশ– এই দ্বন্দ্বতত্ত্বকে

উড়িয়ে দিয়ে, লাইন নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমাজের শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও তার পরিপক্কতার উপর আলোচনাকে কেন্দ্রিভূত না করে এবং এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আলোচনা না করেই গে.যু পূর্ব স.স লাইনের পক্ষে বক্তব্য প্রদানকারী নেতৃস্থানীয় কমরেডরা কিভাবে ভৌগলিক তথা বাহ্যিক শর্তের উপর লাইন নির্ধারণের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত, বলা ভাল একমাত্র জোর দেন। ভবিষ্যতের সেই আলোচনায় আমরা প্রমাণ করে দেখাবো যে, পূর্ববাংলার বিশেষ অবস্থাগুলো কিভাবে প্রথম থেকেই গে.যু-র লাইনকে গ্রহণ ও অনুশীলনের জোর তাগিদ দেয়।

বিস্তারিত আলোচনাটা ভবিষ্যতের কোনো সুযোগে করা হলেও, সংক্ষেপে কিছু আলোচনা এখনই করে নেয়া যায়।

পূর্ববাংলার বিশেষ অবস্থা বলতে কমরেডরা প্রধানত: যা দেখিয়েছেন এবং বলেছেন তা হচ্ছে, পূর্ববাংলা হচ্ছে প্রধানত: সমতলভূমি, ছোট, ঘনবসতিপূর্ণ এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে প্রায় সমবিকশিত একটি দেশ। এখানে সেরকম পাহাড়-জঙ্গল নেই এবং আমাদের সামর্থও কম। সেহেতু এখানে প্রথম থেকেই গে.যু শুরু করা যায় না। শুরু করতে হয় গে.যু পূর্ব স.স।

বৈশিষ্ট্য বলতে কমরেডরা যা বলেছেন, তা বহু আগেই কম. এস.এস আলোচনা করেছেন এবং এর সাথে সামাজিক শ্রেণীগুলোর দ্বন্দ্বের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন ও গ্রহণ করেছিলেন, প্রথম থেকেই গে.যু-র লাইনকে। বারী-দাহারদের মতো সংশোধনবাদীদের সাথে লাইনগত বিতর্কে বহু আগেই কম. এস.এস দেখিয়েছেন যে, ভৌগলিক বিষয়গুলো হচ্ছে শর্ত, সমাজ বিকাশের প্রধান কারণ ও ভিত্তি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ, শ্রেণীদ্বন্দ্বগুলোর প্রকৃতি ও পরিপক্কতার উপর ভিত্তি করে লাইন নির্ধারণ হয়, ভৌগলিক শর্তের ভিত্তিতে নয়।

যে সব বৈশিষ্ট্যের কথা এস.এস দূর অতীতে উল্লেখ করেছিলেন, তার সাথে পরিবর্তিত ও বিকশিত যে সব নতুন বৈশিষ্ট্যগুলো যুক্ত হয়েছে তার মাঝে রয়েছে– আমাদের সমাজজীবন '৭১, '৭৩-'৭৪ এবং '৮৮-'৮৯-এর মতো সময়কালকে পাড়ি দিয়ে এসেছে, পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির দেশব্যাপী পরিচিতি ও মর্যাদা গড়ে উঠেছে, বুর্জোয়াশ্রেণী ও তাদের দলগুলোর প্রতি, সরকার-রাষ্ট্রযন্ত্র-রাষ্ট্রীয় বাহিনীর উপর জনগণের সীমাহীন স্থায়ী অনাস্থা গড়ে উঠেছে, শেখ মুজিব ও তৎকালিন আওয়ামী লীগের মতো বুর্জোয়াদের নিয়ন্ত্রক একক প্রাধান্যকারী নেতৃত্ব ও সংগঠন বর্তমানে নেই। প্রতিক্রিয়াশীলদের মধ্যে খেয়াখেয়ী ও দ্বন্দ্ব অনেক বেশি তীব্র ও স্থায়ীরূপ ধারণ করেছে, যা রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বিভিন্ন লবিং ও ফাটল সৃষ্টি করেছে এবং ফলত: রাষ্ট্রযন্ত্রের কাঠামো-আকৃতি-শরীর ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির সবলতার মধ্যে দুর্বলতাও বাড়ছে। হারমোনিয়ামধারী সংশোধনবাদী পার্টিগুলোর প্রেমচর্চার পরিবর্তে দেখা দিয়েছে সশস্ত্র সংশোধনবাদী-সংস্কারবাদী পার্টিগুলো, যাদের হাতে হারমোনিয়ামের পরিবর্তে রয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র এবং তাদেরও রয়েছে বাহিনী ও সশস্ত্র তৎপরতা। প্রতিক্রিয়াশীল বেসরকারি বাহিনীগুলোও এখন আর লাঠি ও হকিস্টিকধারী নয়, তারা পরিবর্তিত হয়েছে উন্নতমানের আগ্নেয়াস্ত্রধারীতে। সশস্ত্র গ্যাং ও মাস্তানবাজী দেশের শহর ও গ্রাম সর্বত্রই স্থায়ী হয়ে পড়েছে। সিদকাঠিসহ নিছক চোর আজকে দুর্লভ হয়ে পড়েছে, তারা পরিবর্তিত হয়েছে অস্ত্রধারী ডাকাতে। সামন্তবাদী রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের গভীর প্রভাব ৬০-৭০ 'এর দশকের মতো নেই, তা ব্যাপকভাবে ধসে পড়েছে, সেই যুগের সংশোধনবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের শান্তিবাদী বুলির বিপক্ষে খতম দিয়ে গে.যু-র সূচনার খতমটিও আগের অবস্থায় আর নেই যা ছিল তখন অন্যদের থেকে পার্থক্যসূচক, অস্বাভাবিক, অচিন্তনীয় মহাবৈপ্লবিক ক্রিয়া, এখন তা পরিবর্তিত হয়েছে ডাল-ভাতের মতো প্রাত্যহিক বিষয়ে। ক্ষমতা থেকে সামন্ত প্রতিনিধিদের পরিপূর্ণ বিদায় এবং আমলা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রব্যবস্থাকে করে তুলেছে এককেন্দ্রিক। জনগণের দু:খ-দুর্দশা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা তার কারণ হিসেবে শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র, রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে পারছেন। ফলে যে কোনো গণইস্যুতে জনগণ এখন আর বি.ডি মেম্বরদের সামনে হাত কচলিয়ে আবেদন-নিবেদন জানায় না, স্বত:স্ফূর্ত হামলা চালায় বড় ধনীদের উপর, তাদের বাড়ি-গাড়ির ওপর, মন্ত্রী-ডি.সি-এস.পি-পুলিশদের ওপর অর্থাৎ শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর ওপর। সাম্প্রতিককালে সার সংকটে দেশব্যাপী কৃষক জনগণের স্বত:স্ফূর্ত অভ্যুত্থান, চট্টগ্রামে নৌ-বাহিনীর বিরুদ্ধে জনগণের কয়েকদিনের বিরোচিত লড়াই, সিলেটে বি.ডি.আর বাহিনীর বিরুদ্ধে জনগণের অভ্যুত্থান, যশোরে রিকসা শ্রমিককে নির্যাতন ও আটকের প্রতিবাদে জনগণ কর্তৃক থানা ঘেরাও, বন্দী উদ্ধারে শহর অচল করে দেয়া, দেশব্যাপী আনসার বিদ্রোহ, ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে পুলিশ ধর্মঘট, কিশোরী ইয়াসমিনকে ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে দিনাজপুরের জনগণের মহান অভ্যুত্থান প্রভৃতি সমাজজীবনের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির তথা শ্রেণীদ্বন্দ্বের বিকাশ, পরিপক্কতা ও তীব্রতাকেই প্রমাণ করছে। এসব কম. এস.এস সময়কালের তুলনায়ও বহুগুণ বিকশিত অবস্থায় রয়েছে। লাইন নির্ধারণের ক্ষেত্রে এসবকে বিবেচনা না করে, ভিত্তি হিসাবে না ধরে, আমরা জোর দেবো– পূর্ববাংলায় পাহাড়-জঙ্গল আছে কিনা ইত্যাদি বিতর্কে– তা খুবই খারাপ।

পূর্ববাংলায় পাহাড়-জঙ্গল নেই, সমতলভূমির দেশ, ঘনবসতি, ছোট দেশ– এখানে প্রথম থেকেই যুদ্ধের লাইন নেয়া যাবে না, তা অনুশীলনও করা যাবে না, আগে রাজনৈতিক-সাংগঠনিক কাজের মধ্য দিয়ে জনগণকে জাগ্রত-সংগঠিত করে নিতে হবে, তারপর যুদ্ধের লাইন ও অনুশীলন, গণসংগঠন-গণসংগ্রামবাদীদের এসব বক্তব্যকে এস.এস সময়কালে এবং পরবর্তীকালেও আমরা বিরোধিতা করে এসেছি; অথচ সারে সেই বিতর্ক এখন আমাদের নিজেদের মধ্যেই চলে এসেছে এবং আপাত: সংখ্যাগরিষ্ঠতাও পাচ্ছে– কি অদ্ভুত এই Set Back!

"শ্রমিকশ্রেণীকে তার মুক্তির অধিকার অর্জন করতে হবে যুদ্ধক্ষেত্রেই"।

—কার্ল মার্কস।

[প্রথম আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠার সপ্তম বার্ষিকী উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতা। মার্কস্-এঙ্গেলস: "রচনাবলী"/জার্মান সংস্করণ; বার্লিন, ১৯৬২/ খণ্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৪৩৩। পিপলস বুক সোসাইটি, কলকাতা কর্তৃক বাংলায় প্রকাশিত আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্কের রচনা সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৯০; পৃষ্ঠা-১১৩]।

"গৃহযুদ্ধও যুদ্ধই। যে-ই শ্রেণী-সংগ্রামকে স্বীকার করে সে গৃহযুদ্ধকে স্বীকৃতি না দিয়ে পারে না, যা হচ্ছে শ্রেণীসমাজে শ্রেণীসংগ্রামেরই স্বাভাবিক, কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় অনিবার্য ধারাবাহিকতা, বিকাশ ও তীব্রতা বৃদ্ধি। সমস্ত মহান বিপ্লব এটাই প্রমাণ করেছে গৃহযুদ্ধকে অস্বীকার করা কিংবা এ সম্বন্ধে ভুলে যাওয়ার অর্থই হবে প্রচণ্ড সুবিধাবাদের মধ্যে নিমজ্জিত হওয়া এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকেই অস্বীকার করা।"

—লেনিন।

[লেনিন: "নির্বাচিত রচনাবলী"। খণ্ড-১: অংশ-২, পৃষ্ঠা-৫৭১। পিপলস বুক সোসাইটি, কলকাতা কর্তৃক বাংলায় প্রকাশিত আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্কের রচনা সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৯০; পৃষ্ঠা-১১৩]।

"রাষ্ট্র সম্পর্কিত মার্কসবাদী মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে সৈন্যবাহিনী হচ্ছে রাষ্ট্রক্ষমতার প্রধান উপাদান। যিনি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে চান এবং এটাকে বজায় রাখতে চান, তাঁর অবশ্যই একটা শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী থাকতে হবে। কেউ কেউ আমাদেরকে 'যুদ্ধের সর্বশক্তিময়তার তত্ত্বের' প্রবক্তা বলে বিদ্রুপ করে। হ্যাঁ, আমরা বিপ্লবীযুদ্ধের সর্বশক্তিময়তার তত্ত্বের প্রবক্তা। এটা খারাপ নয়, ভালই; এটা মার্কসীয়"।

—মাও সেতুঙ।

মাও সেতুঙ: "যুদ্ধ ও রণনীতির সমস্যা"। "সভাপতি মাও সেতুঙ-এর ছয়টি সামরিক প্রবন্ধ", বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়, পিকিং কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা সংস্করণ, ১৯৭২; পৃষ্ঠা-৩৮৯।

গোঁড়ামিবাদের তথাকথিত বিরোধিতার বিপক্ষে মাওবাদের ওপর জোরালো শিক্ষা আন্দোলনের প্রস্তাব

[নোট: শিরোনামটি আমাদের দেয়া, বিষয়বস্তুসমূহ নেয়া হয়েছে জুন '৯৬-এর বর্ধিত অধিবেশনের উদ্বোধনী বৈঠকে প্রদত্ত কমরেড "ক"-র লিখিত ভাষণ থেকে। —সম্পাদনা বোর্ড, লালঝাণ্ডা।

কমরেডগণ,

সম্মেলনের জন্য প্রদত্ত কম. সম্পাদকের সর্বশেষ বক্তব্য, মূল্যায়ন ও করণীয় প্রস্তাবনা, একটি মাত্র বিষয়কেই কেন্দ্র করে আবর্তিত, ঘনীভূত ও কেন্দ্রিভূত যে, তার উত্থাপিত সামরিক লাইনকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ ও অনুশীলন করা এবং এই লাইনের ভিত্তিতে দীর্ঘ মেয়াদে শিক্ষা আন্দোলন চালানো।

এই প্রস্তাবনাকে যে আমরা সঠিক মনে করি না এবং সে হিসেবে সমর্থনও করি না, তা 2LS-এ উত্থাপিত আমাদের বক্তব্য থেকেই পরিস্কার ও স্পষ্ট।

আমরা মনে করি যে, কম. সম্পাদক উত্থাপিত গে.যু পূর্ব স.স-র লাইনটি, গণযুদ্ধের রণনৈতিক আত্মরক্ষার সমগ্র স্তরে অনুসৃত গে.যু-র লাইন সম্পর্কে অস্পষ্টতা ও ধোঁয়াশার সৃষ্টি করে, রণনৈতিক আত্মরক্ষার সমগ্রস্তরে কোন্ রণনীতি বা লাইন অনুসৃত হবে সে সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে বিশেষ এক ধরনের যুদ্ধ— বিশেষত: এ্যাম্বুশ যুদ্ধকে গে.যু বলে, এভাবে গে.যু-র রণনৈতিক প্রশ্নটিকে নিছক এ্যাকশনের প্রশ্ন করে ফেলে এবং ফলশ্রুতিতে গে.যু-কে উত্তরণের প্রশ্ন করে, গে.যু-র লাইনের বদলে গে.যু পূর্ব স.স লাইনের উত্থাপন করে, এই লাইনের মধ্য দিয়ে গে.যু-তে উত্তরণ সম্ভব বলে মনে করে এবং একে লাইনগত বিকাশ বলে দাবি করে।

এসবকে আমরা ভুল বলে মনে করি এবং বিরোধিতা করি। 2LS-এর বিগত সময়কালে আমরা দেখিয়ে দিয়েছি যে, কম. সম্পাদক উত্থাপিত গে.যু পূর্ব স.স-র লাইনটি হচ্ছে, একটি নিম্নস্তরের সশস্ত্র তৎপরতার সামরিক লাইন, যার সামরিক ও রাজনৈতিক প্রকৃতি হচ্ছে শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র, রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই যুদ্ধের লাইন গ্রহণ ও অনুশীলন না করা, তাকে উত্তরণের প্রশ্ন করে এখন এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা, এভাবে কার্যত: তাকে রক্ষা করা এবং একইসাথে গণকল্যাণধর্মী কিছু কাজ করার সংস্কারবাদী-অর্থনীতিবাদী বিচ্যুতিপূর্ণ বুর্জোয়া উদারনৈতিক শ্রেণীচরিত্রের লাইন। যার দার্শনিক প্রকৃতি হচ্ছে সংকীর্ণ অভিজ্ঞতাবাদ— যান্ত্রিক বস্তুবাদী যুক্তিবাদ।

রাষ্ট্রযন্ত্রের নিকট যথাসম্ভব সহনীয় করে তৎপরতা চালানোর এই আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধপূর্ব স.স-র লাইনটির উদ্ভবের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত হচ্ছে, ৭০ দশকের আমাদের ও বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐতিহাসিক বিপর্যয়, পশ্চাদপসরণ ও সংকটাবস্থা। এবং এই লাইনটি পুষ্ট ও পরিপক্ক হয়েছে উপরোক্ত সংকটাবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হবার মধ্য দিয়ে।

যুদ্ধপূর্ব স.স-র লাইনটি আমাদের ও বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের নব অভ্যুদয়ের ক্রমবিকাশমান পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় আমাদের দেশের ও বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিপ্লব অভিমুখি ক্রমবর্ধমান অনুকূলতার সাথে এবং বিপ্লবীযুদ্ধ গড়ে তোলা ও বিকাশের ক্ষেত্রে কর্মী-জনগণের বর্ধিষ্ণু আকাঙ্খা ও দাবির সাথে।

এই ধরনের একটি যুদ্ধপূর্ব স.স-র লাইন, এখনো জোরালো সমর্থন পাচ্ছে এবং জীবনীশক্তি আহরণ করতে পারছে, আমাদের দীর্ঘদিনের নিম্নস্তরের স.স লাইন ও অনুশীলনের ফলে অর্জিত ব্যাপক স্তরের ধোঁয়াশাপূর্ণ অভিজ্ঞতা ও মতাবস্থান থেকে, আমাদের দেশের সামন্ততান্ত্রিক-পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতির পারিবারিক-সামাজিক চেতনার গভীর প্রভাব থেকে সৃষ্ট অন্ধ ক্রিয়াবাদ ও আনুগত্যবোধ থেকে এবং আমাদের দেশের ক্ষুদে উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে সৃষ্ট চিন্তার সংকীর্ণ গণ্ডীবদ্ধতা থেকে— যা অংশকে দেখে কিন্তু সমগ্রতাকে দেখতে সমস্যায় পড়ে।

এই ধরনের একটি যুদ্ধপূর্ব স.স-র লাইনের মাধ্যমে বিপ্লবীযুদ্ধ গড়ে তোলা ও বিকাশ ঘটানো সম্ভব নয়। আমরা পরিস্কারভাবেই মনে করি যে, যুদ্ধের লাইন গ্রহণ ও অনুশীলনের মাধ্যমেই যুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করা যায়।

তাই আমরা কম. সম্পাদকের প্রস্তাবের বিপরীতে প্রস্তাব করছি যে, গে.যু পূর্ব স.স লাইনকে বর্জন করতে হবে এবং গণযুদ্ধের রণনৈতিক আত্মরক্ষার স্তরে প্রথম থেকেই গে.যু-র লাইনকে গ্রহণ ও অনুশীলন করতে হবে এবং এই লাইনের ভিত্তিতে একটি জোরালো মাওবাদী শিক্ষা আন্দোলন চালাতে হবে।

কমরেডগণ,

কম. সম্পাদকের সামরিক লাইন, সেই লাইনের সামরিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক প্রকৃতিই যেখানে 2LS-এর বিতর্কিত বিষয়, সেখানে শুধুমাত্র সম্পাদকের লাইনে দীর্ঘ মেয়াদে শিক্ষা আন্দোলনের করণীয় প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য নয়, তার সাথে অবশ্যই মাওবাদের ওপর শিক্ষা আন্দোলনের জোরালো করণীয় থাকতে হবে– যা নেই কম. সম্পাদকের প্রস্তাবিত করণীয়তে।

সামরিক লাইনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট 2LS যে ধোঁয়াশার সৃষ্টি করেছে, তাতে চর্ট লাইটের আলোতে পথ দেখা ও চলাটা জরুরি হয়ে পড়েছে। আমাদের টর্চ লাইট হচ্ছে মা-লে-মা। এর সর্বোচ্চ বিকাশ এবং গণযুদ্ধের শ্রেষ্ঠতম রূপকার মাওবাদে সজ্জিত হওয়া, তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের জরুরি ও জোরালো প্রয়োজন রয়েছে।

মাওবাদের ওপর জোরালো শিক্ষা আন্দোলনের কর্মসূচি দু'দিক থেকেই পার্টি ও বিপ্লবকে উপকৃত করবে। প্রথমত: কম. সম্পাদকের লাইন-অবস্থান যদি সঠিক হয়ে থাকে, তবে তাকে আরো গভীরে বুঝতে সহায়তা করবে এবং মাওবাদে তা সজ্জিত ও সমৃদ্ধ হবে। দ্বিতীয়ত: এই লাইন যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে তা মাওবাদের আলোকে আমরা বুঝতে সক্ষম হবো এবং বিপ্লবের স্বার্থে তাকে সংশোধন ও পরিবর্তন করতে সক্ষম হবো।

গোঁড়ামিবাদের তথাকথিত বিরোধিতার দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা যদি মাওবাদকে উপযুক্তভাবে আঁকড়ে ধরতে সক্ষম না হই, তাহলে গোঁড়ামিবাদকে সত্যিকার অর্থে কার্যকরীভাবে আমরা বিরোধিতা ও পরাজিত করতে পারবো না। এবং একইসাথে সংকীর্ণ অভিজ্ঞতাবাদের বিভিন্ন প্রকাশকেও আমরা উন্মোচন ও চিহ্নিত করতে পারবো না, সংশোধন করতে পারবো না এবং বিশেষত: গোঁড়ামিবাদের চেয়েও বেশি বিপদজনক সংশোধনবাদের বিভিন্ন বিচ্যুতি ও প্রকাশকেও আমরা চিহ্নিত, উন্মোচন, সংগ্রাম ও বিরোধিতা করতে পারবো না। আমাদেরকে অবশ্যই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এস.এস সময়কালে গোঁড়ামিবাদকে ন্যায্যভাবে বিরোধিতা করতে যেয়ে, তাতে একতরফাবাদের ভুল ও বিচ্যুতির সমস্যা হওয়াতে, তা অন্য একটি ভুল প্রবণতা সংকীর্ণ অভিজ্ঞতাবাদকে চাঙ্গা হতে ভুলভাবে কিছু শর্ত সৃষ্টি করেছিল। তাকে এবারে আমাদেরকে এড়াতে সক্ষম হতে হবে।

2LS প্রক্রিয়ায় ইতোমধ্যে মাওবাদের সাথে সম্পর্কিত কিছু কিছু বিষয়ে, যেমন গে.যু-র রণনীতি, গণযুদ্ধের তত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, দ্বন্দ্বতত্ত্ব ও বস্তুবাদের কিছু কিছু প্রশ্নে কিছু কিছু বিপদজনক প্রবণতা ও বিচ্যুতিমূলক কথাবার্তা আমরা উচ্চতর কোনো কোনো নেতৃত্বের মধ্যেও লক্ষ্য করছি, যা মাওবাদের সার্বজনীনতাকে উপলব্ধির ক্ষেত্রে সমস্যার প্রকাশ এবং তা কার্যত: মাওবাদের সার্বজনীনতাকে অস্বীকার করার দিকেই পরিচালিত করে। এসব ধারা, প্রবণতা, বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে কোনো আশার আলো দেখাচ্ছে না কম. সম্পাদকের করণীয় প্রস্তাব, বরং মাওবাদের ওপর জোড়ালো কোনো শিক্ষা আন্দোলনের কর্মসূচি করণীয় প্রস্তাবে না থাকাতে, ঐ সব ভুলগুলো বিকাশের জন্যই শর্ত পায়/পাবে। ■

"সুবিধাবাদ কি? লেনিনের মতে, 'সুবিধাবাদের অর্থ হলো সাময়িক ও আংশিক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে মৌলিক স্বার্থগুলি বিসর্জন দেয়া'।"

[লেনিন: "আর.সি.পি (বি)-এর মস্কো সংগঠনের এ্যাকটিভিস্টদের সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা।" স.র, ৪র্থ রুশ সংস্করণ। ৩১ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪১২। মাও সেতুঙ-এর নেতৃত্বাধীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক ১৬ এপ্রিল, ১৯৬০ সালে প্রকাশিত "লেনিনবাদ দীর্ঘজীবী হোক" পুস্তকের সৈয়দ মহসিন আলী কর্তৃক বাংলা অনুবাদ, এপ্রিল, ১৯৭২; পৃষ্ঠা-৫,৬]

"আর বৈপ্লবিক মানের ক্ষেত্রে অধ:গমনের অর্থটা কি? এর অর্থ হলো এই যে, দৈনন্দিন, সাময়িক ও আংশিক স্বার্থের উপর মনোযোগ কেন্দ্রিভূত করতে এবং দীর্ঘস্থায়ী, মৌলিক ও সাধারণ স্বার্থকে বিস্মৃত হতে জনগণকে প্রভাবিত করার জন্য সুবিধাবাদীরা সকল উপায়ে চেষ্টা করে।"[১]

"বৈপ্লবিক মানকে অবনমিত করার অর্থ হলো মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্বগত মানকে অবনমিত করা। এর অর্থ হলো রাজনীতিকে অর্থনৈতিক সংগ্রামের পর্যায়ে অবনমিত করা এবং বৈপ্লবিক সংগ্রামকে পার্লামেন্টারি সংগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা।"[২]

[১ ও ২ উদ্ধৃতি দু'টো নেয়া হয়েছে "লেনিনবাদ দীর্ঘজীবী হোক" পুস্তকের বাংলা অনুবাদের পৃষ্ঠা নং ৪৩,৪৪ এবং পৃষ্ঠা নং ৪৬ থেকে]

"সংক্ষেপে, সুবিধাবাদ ও সংশোধনবাদ হচ্ছে বিভেদপন্থার রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত উৎস। আর বিভেদপন্থা হচ্ছে সুবিধাবাদ ও সংশোধনবাদের সাংগঠনিক প্রকাশ। এটাও বলা যেতে পারে যে, সুবিধাবাদ ও সংশোধনবাদ হচ্ছে একাধারে বিভেদপন্থা ও সংকীর্ণতাবাদ। কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে সংশোধনবাদীরা হচ্ছে প্রধানতম এবং সব থেকে ঘৃণিত বিভেদপন্থী ও সংকীর্ণতাবাদী।"

—মাও সেতুঙ-এর নেতৃত্বাধীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি।

["সি.পি.এস.ইউ নেতৃবৃন্দই আমাদের সময়কার সবচেয়ে বড়ো বিভেদপন্থী"। ফেব্রুয়ারি ৪, ১৯৬৪। পিপলস বুক সোসাইটি, কলকাতা কর্তৃক বাংলায় প্রকাশিত আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্কের দলিল সংকলন, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১; পৃষ্ঠা-১৬,১৭]

"গোঁড়ামিবাদের সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে সংশোধনবাদের সমালোচনা করার দিকেও আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে। সংশোধনবাদ বা দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ হচ্ছে এক ধরনের বুর্জোয়া ভাবধারা, এটা গোঁড়ামিবাদের চেয়ে আরো বেশী বিপদজনক। সংশোধনবাদীরা, দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীরা মুখে মার্কসবাদ আওড়ায়, তারাও 'গোঁড়ামিবাদকে' আক্রমণ করে। কিন্তু আসলে তারা যার উপর আক্রমণ করছে, সেটা হলো মার্কসবাদের সবচেয়ে মৌলিক বস্তু।" —মাও সেতুঙ

"জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে"। ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭। বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়, পিকিং কর্তৃক বাংলায় প্রকাশিত "সভাপতি মাও সেতুঙ-এর পাঁচটি দার্শনিক প্রবন্ধ"। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৭; পৃষ্ঠা- ২২৪, ২২৫।

"দীর্ঘকাল ধরে লোকেরা গোঁড়ামিবাদের বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা করেছে। এরকম হওয়া উচিত। কিন্তু তারা প্রায়ই সংশোধনবাদকে সমালোচনা করার কাজকে উপেক্ষা করে। গোঁড়ামিবাদ ও সংশোধনবাদ উভয়ই মার্কসবাদের পরিপন্থী। মার্কসবাদ অবশ্যই এগিয়ে যাবে, অনুশীলনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই তা বিকাশ লাভ করবে, এটা অচল থাকতে পারে না। নিশ্চল ও অপরিবর্তিত থাকলে এটা হয়ে পড়বে প্রাণহীন। কিন্তু মার্কসবাদের মৌলিক নীতিকে অবশ্যই লংঘন করা চলবে না, করলে ভুল করা হবে। আধিবিদ্যক দৃষ্টিকোন দিয়ে মার্কসবাদকে দেখা এবং এটাকে অনড়-অটল কিছু একটা বলে ভাবাই হচ্ছে গোঁড়ামিবাদ। মার্কসবাদের মৌলিক নীতিগুলি অস্বীকার করা ও মার্কসবাদের সার্বজনীন সত্যকে অস্বীকার করাই হচ্ছে সংশোধনবাদ। সংশোধনবাদ হচ্ছে বুর্জোয়াশ্রেণীর মতাদর্শেরই একটা রূপ। সংশোধনবাদীরা সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যকার পার্থক্য এবং সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব ও বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কত্বের মধ্যকার পার্থক্যকে স্বীকার করে না। তারা যার ওকালতি করে তা প্রকৃতপক্ষে সমাজতান্ত্রিক লাইন নয়, তা পুঁজিবাদের লাইন। বর্তমান অবস্থায় গোঁড়ামিবাদের চেয়ে সংশোধনবাদই বেশি অনিষ্টকর। মতাদর্শগত ফ্রন্টে আমাদের বর্তমানের একটা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে সংশোধনবাদের সমালোচনা প্রসারিত করা।"

—মাও সেতুঙ

["প্রচারকার্য সম্পর্কে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ"। ১২ মার্চ, ১৯৫৭। বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়, পিকিং কর্তৃক বাংলায় প্রকাশিত "সভাপতি মাও সেতুঙ-এর পাঁচটি দার্শনিক প্রবন্ধ"। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৭; পৃষ্ঠা-২৯৯, ৩০০]।

"আমাদের তত্ত্ব অন্ধ ধারণা নয়, কাজের পথ প্রদর্শক"

[নোট: জুন, '৯৬-এর বর্ধিত অধিবেশনে কমরেড "ক" এবং অন্যান্য ভিন্নমতকারীরা "মাওবাদের ওপর জোরালো শিক্ষা আন্দোলন চালানোর প্রস্তাব" উত্থাপন করেছিলেন, যাকে প্রত্যাখান করেছিল সংশোধনবাদী আনোয়ার কবীর পন্থীরা। এবং তারই ধারাবাহিকতায় দুই লাইনের সংগ্রামের বিষয়াবলীর সাথে সম্পর্কিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী চিরায়ত রচনা সমূহের পুন:প্রকাশ ও পুন:প্রচারের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন কমরেড "ক" এবং তারই অংশ হিসেবে প্রথম কিস্তিতে যে তিনটি রচনা পুন:প্রকাশ ও পুন:প্রচারের জন্য তৎকালিন "স্ফুলিঙ্গ সম্পাদনা বোর্ডের কাছে" লিখিত প্রস্তাব পেশ করেছিলেন, তাকেও প্রত্যাখান করেছিল তারা। যা প্রকাশ করতে আপত্তি করেছিল তারা, তাই প্রকাশ করছি আমরা। কেননা, বিপ্লবকে এগিয়ে নেয়ার জন্যই কর্মী-জনগণকে মার্কসবাদে শিক্ষিত ও সজ্জিত করা প্রয়োজন। এখানে প্রকাশিত তিনটি রচনা হচ্ছে:- ১) "আমাদের তত্ত্ব অন্ধ ধারণা নয়, কাজের পথ প্রদর্শক"। ২) "নিজের দেশে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যের সঙ্গে বিপ্লবের বাস্তব কর্মধারার সমন্বয় সাধন" এবং ৩) "নীতি ও নমনীয়তা"। এই রচনা তিনটি নেয়া হয়েছে মাও সেতুঙ-এর নেতৃত্বাধীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত "লেনিনবাদের সমকালীন সমস্যাবলী (তোগলিয়াত্তি সম্পর্কে আরো বক্তব্য)" শীর্ষক পুস্তকের সপ্তম অধ্যায় "দুই ফ্রন্টে সংগ্রাম" থেকে। রচনা তিনটির বাংলা অনুবাদ নেয়া হয়েছে "পিপলস বুক সোসাইটি" কলকাতা কর্তৃক বাংলায় প্রকাশিত আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্কের দলিল সংকলন, চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১ থেকে। –সম্পাদনা বোর্ড, লালঝাণ্ডা।]

নিজেদের সৃজনশীল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হিসাবে জাহির করেন এমন কোন কোন লোক বলেন যে, সময় পাল্টে গেছে, অবস্থাও আর এক রকমের নেই এবং মার্কস ও লেনিন বিবৃত মৌলিক নীতিগুলি নতুন করে বলার আর দরকার নেই। বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা করার জন্য মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিরায়ত রচনা থেকে আমাদের উদ্ধৃতি দেওয়ার তারা বিরোধী এবং এই পদ্ধতিকে তারা "গোঁড়ামিবাদ" বলে চিহ্নিত করেছেন।

গোঁড়ামির শৃংখল ঝেড়ে ফেলার অজুহাতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে পরিত্যাগ করা একটি সুবিধাজনক কৌশল। সুবিধাবাদীদের এই কৌশলের মুখোশ লেনিন বহু আগেই খুলে দিয়েছেন:

" 'গোঁড়ামি' কতো সুবিধাজনক ছোট্ট একটা শব্দ। বিরুদ্ধ মতের কোন তত্ত্বকে বিকৃত করতে হলে এবং এই বিকৃতিকে 'গোঁড়ামির' ভয় দেখিয়ে ঢাকা দিতে হলে অন্য আর বিশেষ কিছুর প্রয়োজনই হয় না– এবং এটাই হলো আসল কথা।"[১]

আমরা সকলেই জানি যে, যে সময় লেনিন বেঁচেছিলেন এবং সংগ্রাম করেছিলেন সেই সময় মার্কস ও এঙ্গেলসের সময় থেকে বহুলাংশে ভিন্নতর ছিল। লেনিন মার্কসবাদকে পূর্ণাঙ্গভাবে বিকশিত করেন এবং এক নতুন স্তরে উন্নীত করেন– এই স্তর হল লেনিনবাদ। তাঁর নিজের সময়কার নতুন অবস্থা ও নতুন বৈশিষ্ট্যগুলির সংগে সামঞ্জস্য বিধান করে লেনিন বহু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেন যা মার্কসবাদী তত্ত্বের ভাণ্ডারকে এবং সর্বহারা বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশলগত আমাদের ধারণাকে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ করেছে;" এবং তিনি আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের জন্য নতুন নীতি ও কর্তব্য উপস্থিত করেছেন। মার্কসবাদের মৌলিক নীতিগুলি রক্ষার জন্য, এর বিশুদ্ধতা সুরক্ষিত করার জন্য এবং সুবিধাবাদী ও সংশোধনবাদীদের দ্বারা এর বিকৃতি সাধনের ও ভেজাল মেশানোর বিরুদ্ধতা করার জন্য লেনিন প্রচুর পরিমাণে এবং বারে বারে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যেমন বিশেষভাবে মার্কসবাদী তত্ত্বের ক্ষেত্রে মৌলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ তার মহান রচনা "রাষ্ট্র ও বিপ্লব" পুস্তকেও লেনিন উদ্ধৃতির ব্যবহারে কার্পণ্য করেননি। প্রথম পরিচ্ছেদেই তিনি লেখেন:

"মার্কসবাদের অভূতপূর্বভাবে ব্যাপক বিকৃতি সাধনের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রধান কর্তব্য হলো রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কস প্রকৃতভাবে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা পুন:প্রতিষ্ঠিত করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মার্কস ও এঙ্গেলসের নিজেদের রচনাবলী থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতির প্রয়োজন হবে। অবশ্যই দীর্ঘ উদ্ধৃতি বিষয়কে কষ্টসাধ্য করে তুলবে এবং কোনক্রমেই সুখপাঠ্য হতে সাহায্য করবে না, কিন্তু সম্ভবত: উদ্ধৃতি আমরা পরিহার করতে পারি না। রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনাবলীর সকল অথবা অন্তত: গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদগুলিকে যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গভাবে অবশ্যই উদ্ধৃত করতে হবে, কোনক্রমেই বাদ দেওয়া চলবে না; যাতে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের প্রতিষ্ঠাতাদের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে ও ঐ সকল দৃষ্টিভঙ্গির অগ্রগতি সম্বন্ধে পাঠক স্বাধীন মতামত গঠন করতে পারে, এবং যাতে বর্তমানে প্রচলিত "কাউটস্কিবাদ" দ্বারা ঐ সকল দৃষ্টিভঙ্গির বিকৃতি সাধন নথিপত্র সহকারে প্রমাণ করা যায় ও স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেওয়া যায়– সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।"[২]

এটা দেখা যেতে পারে যে মার্কসবাদকে যখন বেপরোয়াভাবে বিকৃত করা হচ্ছিল, তখন লেনিন মার্কস ও এঙ্গেলস-এর রচনা থেকে সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আজ যখন লেনিনবাদকে বেপরোয়াভাবে বিকৃত করা হচ্ছে, তখন কোন বিপ্লবী মার্কসবাদী-লেনিনবাদীই লেনিনের রচনা থেকে উদ্ধৃতি না দিয়ে পারেন না। কারণ হলো এই যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সত্য এবং সংশোধনবাদ ও সুবিধাবাদের কুযুক্তির মধ্যে পার্থক্য এই পদ্ধতিতে সুস্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসে।

স্পষ্টতই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া কোন অপরাধ নয়; কোন কোন লোক যেমন অভিযোগ করে থাকেন। প্রশ্ন হলো– উদ্ধৃতির প্রয়োজন আছে কিনা, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সাহিত্য থেকে কিভাবে উদ্ধৃতি দেওয়া হবে এবং উদ্ধৃতি সঠিকভাবে দেয়া হচ্ছে কিনা।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সাহিত্য থেকে আমাদের উদ্ধৃতির সাহায্যে যেসব বক্তব্য আমরা প্রতিপন্ন করতে চাইছি তা ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যান– এমন কোন কোন লোক আছেন। তারা উদ্ধৃতিগুলি প্রকাশ পর্যন্ত করতে সাহস করেন না, কিন্তু "অনুচ্ছেদের পর অনুচ্ছেদ তুলে ধরার"[৩] জন্য সোজাসুজি আমাদের আক্রমণ করেন। ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির

মুখপত্র "লু'ম্যানিতে" এতদূর পর্যন্ত গিয়েছে যে, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গিয়ে বলেছে যে, ঐ পার্টি "মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চরিত্রহানি ঘটিয়ে এটাকে কেবল কয়েকটি অনমনীয় সূত্রে পর্যবসিত করেছে এবং গোঁড়া মতবাদের সংজ্ঞা নিরূপণের দায়িত্ব নিয়ে উচ্চ যাজকের পদ নিজেরাই গ্রহণ করেছে।"[৪] কর্কশ শব্দ প্রয়োগে আমাদের জর্জরিত করে তারা স্পষ্টতই যে এতো হৈ-চৈ করছেন—এর প্রকৃত অর্থ কি? এটা সরাসরি তাদের যে মনের অবস্থা ও অনুভূতি প্রতিফলিত করছে তা হলো ক্রুদ্ধ বীতরাগ; আর মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের কথাগুলি দেখামাত্র তাদের যে মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তা থেকেই এই বীতরাগের জন্ম। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের "যাজক" আখ্যা দিয়ে যে সকল ব্যক্তি অন্যদের বিরোধিতা করেন, তারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী যাজক ও বুর্জোয়া মতাদর্শের যাজক হিসেবে কাজ করছেন।

মৌলিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সত্যগুলিকে ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার জন্য কিছু লোক যখন আমাদের উন্মত্তভাবে আক্রমণ করছেন, তখন তারাই অনবরত যে কথাগুলি বলছেন তা মূলত: বার্নস্টাইন, কাউটস্কি ও টিটোরই ভাষা, তাদের বহু মৌলিক ধারণাও এইসব ব্যক্তিদের কাছ থেকে ধার করা।

এমন লোকও আছেন যারা তাদেরই মার্কা দেওয়া "গোঁড়ামিবাদে"র উপর তীব্র আঘাত হানেন অথচ বাইবেলের গোঁড়ামিতে আনন্দ পান। বাইবেল বা ঐ ধরনের বিষয়বস্তু দিয়ে তাদের মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ, কিন্তু সেই মস্তিষ্কে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের লেশমাত্র নেই।

"আমাদের তত্ত্ব কোন অন্ধ ধারণা নয়, কাজের পথ প্রদর্শক"—মার্কস ও এঙ্গেলস-এর এই কথাগুলি লেনিন সবসময়ই উল্লেখ করতেন। এখন কোন কোন লোক যখন এই ধারণাটাই ছড়াচ্ছেন যে আমরা "গোঁড়া" তাদের মুখের উপরই আমাদের বলতে হচ্ছে: চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি গোঁড়ামিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। বিশ বছরেরও আগে আমরা কমরেড মাও সেতুঙ-এর নেতৃত্বে গোঁড়ামিবাদের বিরুদ্ধে এক উল্লেখযোগ্য সংগ্রাম করেছি, তারপরও ঐ ধরনের সংগ্রাম সম্পর্কে আমরা গুরুত্ব আরোপ করে আসছি।

প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বইয়ের বিছানায় শুয়ে থাকেন না। প্রকৃত সংগ্রামের বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেশের ও বিদেশের তৎকালীন বাস্তব পরিবেশ, পরিস্থিতি ও অবস্থা ব্যাখ্যা করার জন্য প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পদ্ধতি প্রয়োগে সুকৌশলী হতে হবে এবং এইভাবে তার নিজস্ব কর্মধারা নির্ধারণ করতে হবে। কমরেড মাও সেতুঙ আমাদের বারে বারে লেনিনের বিখ্যাত নীতি বাক্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন— "মার্কসবাদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, মার্কসবাদের জীবন্ত আত্মা হলো বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণ"।[৫] যে গোঁড়া মতাবলম্বীরা "বাস্তব বিষয়ে কষ্টকর অধ্যয়ন করতে অস্বীকার করতেন"[৬], আমাদের দলের সেইসব গোঁড়ামতাবলম্বীদের তিনি "নিষ্কর্মা" বলে সমালোচনা করেছিলেন।

"পার্টির কাজের পদ্ধতি সংশোধন করুন" শীর্ষক এক ভাষণে ১৯৪২ সালে কমরেড মাও সেতুঙ গোঁড়ামিবাদকে তীক্ষ্ণভাষায় সমালোচনা করে বলেন:

"এখনও এমন লোকের সংখ্যা কম নয় যারা মনে করেন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রচনা থেকে বেখাপ্পা উদ্ধৃতিগুলি তৈরি করা সর্বরোগহর ঔষধ বিশেষ; এইগুলি একবার আয়ত্ব করলে সব রকমের ব্যাধি সহজে সারানো যাবে। এইসব লোক শিশুসুলভ অজ্ঞতা দেখিয়ে থাকেন এবং তাদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য আমাদের অভিযান চালিয়ে যাওয়া উচিত। ঠিক এই ধরনের অজ্ঞ লোকেরাই মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে গোঁড়া ধর্মীয় মতের মতো গ্রহণ করে থাকেন। আমাদের উচিত তাদের সোজাসুজি বলা, "আপনাদের গোঁড়ামি মূল্যহীন"। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিন বারে বারে বলেছেন যে, আমাদের তত্ত্ব একটা অন্ধ ধারণা নয়, কাজের পথ প্রদর্শক। কিন্তু এইসব লোক কার্যত: সবচেয়ে মূল্যবান বিবৃতিটি ভুলে যেতে পছন্দ করেন। তত্ত্বের সংগে অনুশীলনের সংযোগ সাধন করতে পেরেছেন— চীনের কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে একথা

কেবল তখনই বলা যাবে যখন তারা চীনের বিপ্লব সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি, পদ্ধতি ও লেনিন-স্তালিনের শিক্ষা ভালভাবে প্রয়োগ করতে পারবেন এবং উপরন্তু যখন তারা চীনের ইতিহাস ও বিপ্লবের বাস্তব ঘটনাবলী গভীরভাবে গবেষণা করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে চীনের প্রয়োজন মেটাবার জন্য সৃজনশীল তাত্ত্বিক কাজ সম্পাদন করতে পারবেন। কার্যত: কিছুই না করা, কেবলমাত্র তত্ত্ব ও অনুশীলনের সংযোগ সাধন সম্পর্কে কথা বলা একশ বছর ধরে চললেও তা মূল্যহীন। সমস্যাগুলি সম্পর্কে আত্মগত ও একপেশে দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধিতা করতে হলে আমাদের অবশ্যই গোঁড়া মতাবলম্বীদের আত্মগত ও একপেশে দৃষ্টিভঙ্গীকে চূর্ণ করতে হবে।"[৭]

যারা এখন গোঁড়ামিবাদকে তীব্রভাবে নিন্দা করছেন, তারা কী করে গোঁড়ামির বিরুদ্ধে লড়তে হয় তা তো জানেনই না, আসলে গোঁড়ামিবাদ কী— সে সম্বন্ধে তাদের বিন্দুমাত্র কোন ধারণা নেই। তারা ঘোষণা করেই চলেছেন যে সময় ও অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে এবং "সৃজনশীলভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিকশিত" করতে হবে। কিন্তু কার্যত: তারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সংশোধনের জন্য বুর্জোয়া প্রয়োগবাদকে ব্যবহার করছেন। তারা পরিবর্তিত সময় ও অবস্থার মূল তাৎপর্য অনুধাবন করতে, বর্তমান জগতের দ্বন্দ্বগুলিকে উপলব্ধি করতে অথবা এইসব দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দুকে চিহ্নিত করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। বস্তুর বিকাশের নিয়মাবলী, বাস্তবে যার অস্তিত্ব আছে তাকে তারা উপলব্ধি করতে পারেন না, উদ্দেশ্যহীনভাবে তারা একদিক থেকে আরেকদিকে যান, এবং একবার আত্মসমর্পণবাদের মধ্যে ও আরেকবার হঠকারিতার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ঘটনাবলীর তাৎক্ষণিক গতিপ্রকৃতির সংগে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়ে তারা সর্বহারার মৌলিক স্বার্থের কথা ভুলে যান, এটাই হলো তাদের চিন্তা ও কাজ— উভয়েরই বৈশিষ্ট্য। এইভাবে তাদের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন

নীতি থাকে না, বারে বারে তারা শত্রুর, নিজেদের ও নিজেদের বন্ধুদের মধ্যে পার্থক্য টানতে ব্যর্থ হন, এমনকি এই তিনের মধ্যে সম্পর্ককে উল্টোপাল্টা করে ফেলেন এবং শত্রুদের সংগে এমন ব্যবহার করেন যেন তারা আমাদের নিজেদের লোক, আবার বন্ধুদের সংগে এমন ব্যবহার করেন যেন তারা আমাদের শত্রু।

লেনিন বলেছেন, অজ্ঞ ব্যক্তি "কখনও একটি সুনির্দিষ্ট বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গী এবং ঐক্যবদ্ধ পার্টির কৌশলগত নীতি দ্বারা পরিচালিত হন না। একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তের প্রবণতাকে অন্ধভাবে মেনে নিয়ে তিনি স্রোতের সঙ্গেই সাঁতার কাটেন।"[৮] এই সব লোক কি ঠিক তাদের মতই নয়? ■

নোট: ১) লেনিন, "বিপ্লবী হঠকারিতা", সংগৃহিত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৬১, খণ্ড- ৬, পৃ: ১৯৭।

২) লেনিন, নির্বাচিত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫১, খণ্ড- ২, অংশ- ১, পৃ: ২০৩।

৩) "কোন যুগে আমরা বাস করি?" -১৯৬৩ সালের ১৬ জানুয়ারি, ফ্রান্স নুভেরে প্রকাশিত প্রবন্ধ।

৪) "আমাদের ঐক্য এবং আমাদের শৃঙ্খলা", লু ম্যানিতে, ১৬ জানুয়ারি, ১৯৬৪।

৫) লেনিন, "কমিউনিজম", সংগৃহীত রচনাবলী, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, খণ্ড- ৩১, পৃ: ১৪৩।

৬) মাও সেতুং, "দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে", নির্বাচিত রচনাবলী, খণ্ড- ১।

৭) মাও সেতুং, "পার্টির কাজের পদ্ধতি সংশোধন করুন", ফরেন ল্যাংগোয়েজ প্রেস, পিকিং, ১৯৬২, পৃ: ১২, ১৩।

৮) লেনিন, "রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য", সংগৃহীত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৬২, খণ্ড- ২, পৃ: ৩৯০।

★ ৯ সেপ্টেম্বর ২০০০ কমরেড মাও সেতুঙ-এর ২৪ তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করুন।

★ পেরুর গণযুদ্ধকে সমর্থন করুন। কমরেড গনজালো ও কমরেড ফেলসিয়ানোর জীবন রক্ষা ও মুক্তির আন্দোলনকে শক্তিশালী করুন।

★ নেপালের গণযুদ্ধকে সমর্থন করুন। নিজেদের দেশেও অপরাজেয় মাওবাদী গণযুদ্ধ গড়ে তুলুন।

★ **RIM** কর্তৃক প্রকাশিত **A World To Win** সংক্ষেপে **AWTW** তথা বিশ্ববিজয় পত্রিকার গ্রাহক হোন; তার প্রকাশ ও প্রচারে সহযোগি হোন।

নিজের দেশে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যের সঙ্গে বিপ্লবের বাস্তব কর্মধারার সমন্বয় সাধন

[নোট: "আমাদের তত্ত্ব অন্ধ ধারণা নয়, কাজের পথ প্রদর্শক" নিবন্ধটির সাথে প্রদত্ত আমাদের নোট এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।
—সম্পাদনা বোর্ড, লালঝাণ্ডা]

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যের সঙ্গে চীন বিপ্লবের বাস্তব কর্মধারার সমন্বয় সাধনের সুপরিচিত তত্ত্ব বিশ বছরেরও আগে আমাদের পার্টিতে কমরেড মাও সেতুং সূত্রবদ্ধ করেন। দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ ও "বামপন্থী" সুবিধাবাদ— উভয়েরই বিরুদ্ধে দুই ফ্রন্টে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের অভিজ্ঞতার সারসংকলন এতে করা হয়েছে।

নিজ নিজ দেশে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যের সঙ্গে বিপ্লবের বাস্তব কর্মধারার সমন্বয় সাধন— এই তত্ত্বের দু'টো দিক আছে। একদিকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যকে সব সময় আঁকড়ে ধরার প্রয়োজনীয়তা আছে, অন্যথায় দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ বা সংশোধনবাদের ভুল করা হবে, অন্যদিকে সব সময়ে বাস্তব জীবন থেকে কাজ শুরু করা, জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযোগ স্থাপন করা, অনবরত গণসংগ্রামের অভিজ্ঞতার সারসংকলন করা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিজেদের কাজ পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন, অন্যথায় গোঁড়ামিজনিত ভুল হয়ে যাবে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যের প্রতি কেন বিশ্বস্ত থাকতে হবে? মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক নীতিগুলির প্রতি কেন বিশ্বস্ত থাকতে হবে? লেনিন বলেছেন: "মার্কসবাদ সর্বশক্তিমান, কারণ এটা সত্য, পূর্ণতাসম্পন্ন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ; এটা মানুষকে অখণ্ড বিশ্ব ধারণা লাভে সাহায্য করে; এই ধারণা কোন ধরনের কুসংস্কার, প্রতিক্রিয়া অথবা বুর্জোয়া অত্যাচারের সমর্থনের সঙ্গে আপোস করে না।"[১]

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্য অথবা অন্যকথায় এর মৌলিক নীতিগুলি কোন কল্পিত জিনিস নয় বা আত্মগত চিন্তার অলিক উদ্ভাবন নয়। এগুলি হলো বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বা মানব জাতির সংগ্রামের সামগ্রিক ইতিহাসের অভিজ্ঞতা এবং আন্তর্জাতিক সর্বহারা সংগ্রামের অভিজ্ঞতার সারসংকলন করেছে।

মার্কসবাদের বিশ্বজনীন সত্য সেকেলে হয়ে গেছে— একথা প্রমাণ করার জন্য বার্নস্টাইন থেকে শুরু করে সব রকমের সংশোধনবাদী ও সুবিধাবাদীরাই তথাকথিত নতুন পরিবর্তন ও নতুন পরিস্থিতির অজুহাত ব্যবহার করেছেন। তা সত্ত্বেও গত এক শতাব্দীর বেশী সময় ধরে সারা পৃথিবীর ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্য সর্বত্রই কার্যকরী। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে উভয় অংশেই এটা প্রযোজ্য; কেবল মহান অক্টোবর বিপ্লব দ্বারাই নয়, চীনের বিপ্লব এবং অন্য সকল দেশে জয়যুক্ত বিপ্লব দ্বারাও এটা প্রমাণিত হয়েছে; ইউরোপ ও আমেরিকার পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর সমগ্র আন্দোলন দ্বারাই কেবল নয়, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বহু দেশে যে সব বিরাট বিপ্লবী সংগ্রাম চলছে সেগুলি দ্বারাও এটা প্রমাণিত হয়েছে।

"কার্ল মার্কসের মতবাদের ঐতিহাসিক ভবিষ্যত" শীর্ষক রচনায় লেনিন ১৯১৩ সালে লেখেন যে মার্কসবাদের জন্মের পর পৃথিবীর ইতিহাসের প্রত্যেক পর্ব "মার্কসবাদকে নতুন স্বীকৃতি ও নতুন বিজয় এনে দিয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের যে পর্ব আসন্ন নেই, সেই পর্বে সর্বহারাদের মতবাদ হিসেবে মার্কসবাদের জন্য আরও বৃহত্তর বিজয় অপেক্ষা করছে।"[২]

১৯২২ সালে তার "সক্রিয় বস্তুবাদের তাৎপর্য প্রসঙ্গে" শীর্ষক প্রবন্ধে লেনিন বলেন:

"... মার্কস... (দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ) এমন সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করেন যে, প্রাচ্যের নতুন শ্রেণীসমূহের জাগরণ ও সংগ্রামের প্রতিটি দিনই মার্কসবাদের নতুন স্বীকৃতি হিসেবে কাজ করছে; প্রাচ্যের (জাপান, ভারত ও চীন) এই শ্রেণীসমূহের অর্থাৎ কোটি কোটি মানুষের, যারা পৃথিবীর লোকসংখ্যার বৃহত্তর অংশ, ঐতিহাসিক নিক্রিয়তা ও জড়ত্বই বহু অগ্রসর ইউরোপীয় দেশের নিশ্চলতা ও ক্ষয়িষ্ণুতার কারণ হিসেবে এখনো পর্যন্ত দায়ী ছিল। নতুন শ্রেণীসমূহের ও জনগণের জাগরণ প্রতিদিনই মার্কসবাদের নতুন স্বীকৃতির প্রমাণ হিসেবে কাজ করছে।"

সাম্প্রতিক দশকগুলির ঘটনাবলী লেনিনের সিদ্ধান্তকে আরও বেশী করে প্রমাণিত করেছে।

১৯৫৭ সালের মস্কো ঘোষণা আমাদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার সারসংকলন করেছে এবং সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়া দেশগুলির সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রধান বিধিগুলি বিবৃত করেছে। ঘোষণায় এইভাবে বিবৃত প্রথম সাধারণ বিধিটি হলো:

"কোন না কোন ধরনের সর্বহারা বিপ্লব সাধনের জন্য, কোন না কোন ধরনের সর্বহারা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য মেহনতী মানুষকে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বদান— যে শ্রমিকশ্রেণীর সারবস্তু মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি।" তোগলিয়াত্তি ও অন্যান্য কমরেডরা যেটিকে "সমাজতন্ত্রের ইতালীয় পথ" বলেন, সেটি হলো যথার্থভাবেই সবচেয়ে মৌলিক এই নীতি অর্থাৎ সর্বহারা বিপ্লব ও সর্বহারা একনায়কত্বের নীতি পরিহার করা এবং মস্কো ঘোষণার পুন:প্রতিষ্ঠিত সবচেয়ে মৌলিক এই বিধিটিকে বাতিল করে দেওয়া।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যের ও মৌলিক নীতিগুলির যারা বিরোধিতা করেন তারা অবশ্যম্ভাবিভাবেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অখণ্ড বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গীরও বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং "এর মূল তাত্ত্বিক ভিত্তি দ্বান্দিক পদ্ধতি অর্থাৎ ঐতিহাসিক বিকাশ হলো সর্বব্যাপী ও দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ, এই মতবাদকেও ছোট করে দেখেন।"[৩]

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে মস্কো ঘোষণায় যা বলা হয়েছে তাহলো:

"মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ থেকে উদ্ভূত। প্রকৃতি, সমাজ ও মানুষের চিন্তায় ক্রমবিকাশের সার্বজনীন নিয়ম এই বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে প্রতিফলিত; অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে এটা প্রযোজ্য। অধিবিদ্যা ও ভাববাদকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত করা হয়। মার্কসবাদী রাজনৈতিক পার্টি যদি দ্বান্দিক পদ্ধতি ও বস্তুবাদের ভিত্তিতে প্রশ্নসমূহের বিচার না করে তবে তার ফলে দেখা দেবে একপেশে ও আত্মগত মনোভাব, চিন্তার অচলাবস্থা, জীবন থেকে বিচ্ছিন্নতা, বিভিন্ন বিষয়ের ও ঘটনার প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ-ক্ষমতার বিলোপ, সংশোধনবাদী ও গোঁড়ামিজনিত ভুল এবং নীতিতে ভুল। বাস্তব কাজে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রয়োগ করা এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভাবধারায় পার্টি কর্মী ও ব্যাপক জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা হলো কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির জরুরী কর্তব্য।"

আজকাল এমন লোক আছেন, যারা মস্কো ঘোষণার এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধাচরণ করেন। তারা বস্তুবাদী দ্বান্দিক পদ্ধতিকে "দ্ব্যর্থব্যঞ্জক" এবং "এক পণ্ডিতি দর্শন" হিসাবে ঘৃণা করেন এবং একে প্রত্যাখান করেন। তারা হলেন ঠিক সেই পুরনো ধারার সংশোধনবাদীদের মতো যারা "হেগেলকে একটি মৃত কুকুরের মতো মনে করেছেন" এবং যখন তারা নিজেরা হেগেলের চেয়েও সহস্রগুণ বেশী হীন ও তুচ্ছ ভাববাদ প্রচার করেছেন, তখন দ্বান্দিক পদ্ধতির নাম শুনে অবজ্ঞার সঙ্গে ঘাড় নেড়েছেন"।[৪] এটা স্পষ্ট যে, এইসব লোক বস্তুবাদী দ্বান্দিক পদ্ধতিকে আক্রমণ করে, কারণ তারা তাদের আধুনিক সংশোধনবাদী মাল বেচতে চায়।

অবশ্যই, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী গোঁড়ামিবাদ ও সংশোধনবাদ উভয়েরই বিরোধী।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে আমরা অবশ্য গোঁড়ামিবাদের বিরোধিতা করবো। কারণ গোঁড়ামিবাদ প্রকৃত বিপ্লবী অনুশীলন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে প্রাণহীন সূত্র হিসেবে গণ্য করে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ এবং অজেয় কারণ বিপ্লবী অনুশীলনের মধ্য দিয়েই এর জন্ম এবং ক্রমবিকাশ, নতুন বিপ্লবী অনুশীলনের মধ্য দিয়েই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অবিরাম নতুন নতুন শিক্ষালাভ করে এবং এইভাবে নিজেকে অবিরাম সমৃদ্ধ করে তোলে।

লেনিন প্রায়শই বলতেন যে, মার্কসবাদ বিপ্লবী ভাবধারার সঙ্গে প্রখরতম বৈজ্ঞানিক কঠোরতার সমন্বয় সাধন করে। তিনি বলেছিলেন:

"মার্কসবাদ অন্যসব সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব থেকে পৃথক কারণ বস্তুগত অবস্থার বিশ্লেষণ ও বস্তুগত ক্রমবিবর্তনের বিশ্লেষণে এটা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক এবং একই সঙ্গে এটা হলো বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার, বৈপ্লবিক সৃজনশীল প্রতিভার এবং জনগণের বৈপ্লবিক উদ্যোগের সুনির্দিষ্ট স্বীকৃতি; অবশ্য আরও বলতে গেলে এটা সেইসব ব্যক্তি বিশেষ, গ্রুপ-সংগঠন ও পার্টিগুলিরও সুনির্দিষ্ট স্বীকৃতি যারা এইসব শ্রেণীগুলিকে আবিষ্কার করতে এবং তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে সক্ষম।"[৫]

এখানে লেনিন সঠিক ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন যে, আমরা অবশ্যই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকব এবং একই সময়ে বিপ্লবী অনুশীলন ও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন গোঁড়ামিবাদের বিরোধিতা করবো।
মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা এবং গোঁড়ামিবাদের বিরোধিতা করা এই দুই-এর পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে কমরেড মাও সেতুং-এর ব্যাখ্যা লেনিনের অভিমতের সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়। জ্ঞানের প্রশ্নে আলোচনা করতে গিয়ে কমরেড মাও সেতুং বলেছেন:

"মানুষের জ্ঞানের গতির পর্যায়ক্রম বিচারে দেখা যায়, ব্যক্তিগত ও বিশেষ জিনিসের জ্ঞান থেকে সাধারণ জিনিসের জ্ঞানের দিকে ক্রমান্বয়ে প্রসার সর্বদা ঘটছে। বিভিন্ন জিনিসের বিশেষ কোন সারবস্তু জানার পরই কেবল মানুষ সাধারণ সূত্রায়ণের দিকে এগোতে পারে এবং জিনিসের সাধারণ সারবস্তু জানতে পারে, এই সাধারণ সারবস্তুর জ্ঞান যখন মানুষ লাভ করে তখন সে এটাকে পথপ্রদর্শক হিসেবে ব্যবহার করে এবং যে সব সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলি এখনও পর্যালোচিত হয়নি, অথবা পুরোপুরি পর্যালোচনা করা হয়নি, সে সব পর্যালোচনা করতে এবং প্রত্যেকটি জিনিসের বিশেষ সারবস্তু আবিষ্কার করতে অগ্রসর হয়। কেবলমাত্র এইভাবে সে সাধারণ সারবস্তু সম্পর্কে তার জ্ঞান পরিপূর্ণ করতে, সমৃদ্ধ করতে ও উন্নত করতে সক্ষম হয় এবং মিলিয়ে যাওয়া থেকে ও প্রস্তরীভূত হওয়া থেকে সেই জ্ঞানকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়।"[৬]

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যকে অর্থাৎ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক নীতিগুলিকে বিলীয়মান বা শিলীভূত কোন কিছুতে পর্যবসিত করার মধ্যেই গোঁড়ামতাবলম্বীদের ভুল নিহিত আছে।

গোঁড়ামতাবলম্বীরা অন্য আর একভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিকৃত করে। বাস্তব অবস্থা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে তারা বিমূর্ত, শূন্যগর্ভ সূত্র উদ্ভাবন করে অথবা বিদেশের অভিজ্ঞতা যান্ত্রিকভাবে গ্রহণ করে এবং জনগণের উপর তা জোর করে চাপিয়ে দেয়। এইভাবে তারা গণসংগ্রামকে সংকুচিত করে ফেলে এবং আকাঙ্খিত ফললাভ থেকে গণসংগ্রামকে নিবৃত্ত করে। স্থান, কাল ও অবস্থা হিসেবের বাইরে রেখে তারা গোঁয়ার্তুমি করে একই ধরনের সংগ্রামে নিজেদের আবদ্ধ রাখে। তারা বুঝতে পারে না যে প্রত্যেক দেশে গণবিপ্লবী আন্দোলন অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করে এবং সংগ্রামে যে সকল পদ্ধতির প্রয়োজন সেগুলিকে একই সঙ্গে ও পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করতে হয়; তারা বুঝতে পারে না যে, যখন পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে তখন সংগ্রামের পুরনো রূপকে নতুন রূপ দ্বারা পরিবর্তিত করতে হয়, কিংবা পুরনো রূপ কাজে লাগাতে হয়, কিন্তু নতুন বিষয়বস্তুতে তা পূর্ণ করে নিতে হয়। সুতরাং তারা প্রায়ই জনগণ থেকে এবং সম্ভাব্য মিত্রদের কাছ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং এইভাবে সংকীর্ণতাবাদের ভুল করে এবং তারা কোন কোন সময়ে বেপরোয়াভাবে কাজ করে এবং এইভাবে হঠকারিতার ভুলের মধ্যে গিয়ে পড়ে।

যদি কোন পার্টির নেতৃস্থানীয় অংশ গোঁড়ামিবাদের ভুল করেন তবে ঐ পার্টি প্রকৃত বিপ্লবী আন্দোলনের নিয়মাবলী আয়ত্ব করতে ব্যর্থ হয়। তত্ত্বের ক্ষেত্রে ঐ পার্টি নিষ্প্রাণ হতে বাধ্য এবং রণকৌশলের ক্ষেত্রে সব রকম ভুল করতে বাধ্য। এই ধরনের পার্টি সম্ভবত: তার নিজের দেশে জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনকে জয়লাভের পথে চালিত করতে পারে না।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে গোঁড়ামিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকালে কমরেড মাও সেতুং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যের সঙ্গে চীন বিপ্লবের বাস্তব কর্মধারার সমন্বয় সাধনের উপর জোর দিয়েছিলেন, তিনি দেখিয়েছিলেন যে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গী হলো– পারিপার্শ্বিক অবস্থার সুশৃংখল ও পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার জন্য মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব ও পদ্ধতিকে প্রয়োগ করা।

তিনি বলেছিলেন:

"এই মনোভাব নিয়ে, একটি উদ্দেশ্য সামনে রেখে কোন ব্যক্তি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্ব অধ্যয়ন করেন; এই উদ্দেশ্য হলো– চীন বিপ্লবের প্রকৃত আন্দোলনের সঙ্গে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের সমন্বয় সাধন করা এবং চীন বিপ্লবের তাত্ত্বিক ও রণকৌশলগত সমস্যা সমাধানের জন্য অবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতি এই তত্ত্ব থেকে অনুসন্ধান করা। এই ধরনের মনোভাব হলো লক্ষ্যে তীর নিক্ষেপ করার একটি পন্থা। 'লক্ষ্য' হলো চীনের বিপ্লব ও 'তীর' হলো মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। আমরা চীনের কমিউনিস্টরা এই তীরটির অনুসন্ধান করছি কারণ আমরা প্রাচ্যের বিপ্লবের লক্ষ্যে আঘাত হানতে চাই। এই ধরনের মনোভাব অবলম্বন করা হলো ঘটনা থেকে সত্য আহরণ করা। 'ঘটনাবলী' হলো সেইসব জিনিস যা বস্তুগতভাবে অবস্থান করে, 'সত্য' হল তাদের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক অর্থাৎ তাদের পরিচালনার নিয়মাবলী এবং 'অনুসন্ধান করার' অর্থ হলো অধ্যয়ন করা। দেশের ভেতরের বা বাইরের, প্রদেশের, গ্রামাঞ্চলের অথবা জেলার প্রকৃত অবস্থা থেকে আমাদের আরম্ভ করা উচিত এবং আমাদের কাজের পথপ্রদর্শক হিসেবে সেগুলি থেকেই নিয়মগুলিকে গ্রহণ করা উচিত; যে নিয়মগুলি সেগুলির মধ্যেই অন্তর্নিহিত এবং কল্পনাপ্রসূত নয় অর্থাৎ আমাদের চারিদিকে যে সব ঘটনা ঘটছে তাদের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক আমাদের খুঁজে বের করা উচিত; এবং এটা করার জন্য আমাদের আত্মগত কল্পনা, ক্ষণিকের উৎসাহ অথবা নিষ্প্রাণ বই-এর উপর অবশ্যই নির্ভর করা চলবে না, বস্তুগতভাবে অস্তিত্ব আছে এমন ঘটনাবলীর উপর নির্ভর করতে হবে; আমরা বিষয়বস্তু অবশ্যই বিশদভাবে কাজে লাগাবো এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সাধারণ নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়ে তা থেকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছব।"[৭]

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস, চীন বিপ্লবের বিজয়ের ইতিহাস হলো চীনের বিপ্লবের বাস্তব কর্মধারার সঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যের চিরঘনিষ্ট সমন্বয়ের একটি নিদর্শন। এটা ভাবাও যায় না যে, এই ধরনের সমন্বয় সাধন ছাড়া চীন বিপ্লব বিজয় অর্জন করতে পারত। ■

নোট:
১) লেনিন, "মার্কসবাদের তিনটি উৎস এবং তিনটি উপাদান", মার্কস, এঙ্গেলস, মার্কসবাদ, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫১, পৃষ্ঠা ৭৮।
২) লেনিন, "মার্কস, এঙ্গেলস, মার্কসবাদ", এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫১, পৃষ্ঠা- ৮৮।
৩) লেনিন, "মার্কসবাদের ঐতিহাসিক অগ্রগতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য", মার্কস, এঙ্গেলস, মার্কসবাদ, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫১, পৃ: ২৯৪।
৪) লেনিন, "মার্কসবাদ ও সংশোধনবাদ", নির্বাচিত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫০, খণ্ড- ১, অংশ- ১, পৃষ্ঠা- ৮৯।
৫) লেনিন, "বয়কটের বিরুদ্ধে", নির্বাচিত রচনাবলী, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, নিউইয়র্ক, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ৪১৪।
৬) মাও সেতুং, "দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে", নির্বাচিত রচনাবলী, খণ্ড- ১।
৭) মাও সেতুং, "আমাদের অধ্যয়নের সংস্কার সাধন করুন", ফরেন ল্যাংগোয়েজ প্রেস, পিকিং, ১৯৬২, পৃষ্ঠা- ৮-৯।

নীতি ও নমনীয়তা

[নোট: "আমাদের তত্ত্ব অন্ধ ধারণা নয়, কাজের পথপ্রদর্শক" নিবন্ধটির সাথে প্রদত্ত আমাদের নোট এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।
—সম্পাদনা বোর্ড, লালঝাণ্ডা।]

লেনিনের একটি সুপরিচিত নীতিসূত্র হলো "নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত কর্মপন্থাই একমাত্র নির্ভুল কর্মপন্থা"। সব রকমের সুবিধাবাদী ঝোঁকের বিরুদ্ধে মার্কসবাদ বিজয় অর্জনে সমর্থ হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে প্রাধান্য বিস্তার করেছে তার কারণ মার্কস ও এঙ্গেলস নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত কর্মপন্থায় একনিষ্ঠ ছিলেন। সব রকমের সংশোধনবাদী ও সুবিধাবাদী ঝোঁকের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে লেনিনবাদ অক্টোবর বিপ্লবকে জয়ের পথে পরিচালনা করতে সমর্থ হয়েছে এবং নতুন যুগে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে প্রাধান্য বিস্তার করেছে; স্পষ্টতই কারণ, লেনিন এবং লেনিনের পর স্তালিন, মার্কস ও এঙ্গেলস-এর আদর্শ বহন করে নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত কর্মপন্থা নিয়েই ধৈর্য সহকারে কাজ করেছেন।

নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত কর্মপন্থার অর্থ কী? এর অর্থ এই যে প্রত্যেকটি কর্মপন্থা যা আমরা উপস্থাপিত করি এবং তার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তা অবশ্যই সর্বহারার শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গী, সর্বহারার মৌলিক স্বার্থ, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। সর্বহারার পার্টি অবশ্যই আশু স্বার্থের দিকেই তার মনোযোগ সীমাবদ্ধ রাখবে না, হাওয়ার সাথে তাল মিলিয়ে চলে মৌলিক স্বার্থ বিসর্জন দেবে না। আজকে একটি জিনিস অনুমোদন বা সমর্থন করে এবং আগামীকাল অন্য একটি জিনিস অনুমোদন বা সমর্থন করে ঐ পার্টি কেবলমাত্র ঘটনাবলীর বর্তমান গতি-প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করবে না এবং নীতিগুলিকে পণ্য হিসাবে গণ্য করে সেগুলি নিয়ে ব্যবসা চালাবে না। অন্যকথায় বলতে গেলে, সর্বহারার পার্টি অন্যান্য সকল শ্রেণী ও তাদের রাজনৈতিক পার্টিগুলি থেকে, কেবলমাত্র ভূস্বামী ও বুর্জোয়াদের কাছ থেকেই নয়, পেটিবুর্জোয়াদের কাছ থেকেও— নিজেকে মতাদর্শগত ও রাজনৈতিকভাবে স্বতন্ত্র করে নিয়ে নিজের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অবশ্যই অক্ষুণ্ন রাখবে। পার্টির মধ্যে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা নিজেদের এবং বিভিন্ন ধরনের সর্বহারার বিপরীতধর্মী মতাদর্শ প্রতিফলিত করে এমন দক্ষিণপন্থী ও "বামপন্থী" সুবিধাবাদীদের মধ্যে অবশ্যই সীমারেখা টানবে। মস্কো ঘোষণা ও মস্কো বিবৃতি এই দুই দলিলে বিবৃত মৌলিক বিপ্লবী নীতিগুলির প্রতি অনুমোদন জ্ঞাপন করে মাত্র গতকাল কোন কোন লোক ঐ দলিল দু'টিতে স্বাক্ষর দিয়েছেন, কিন্তু আজই তারা এই নীতিগুলিকে পদদলিত করছেন। মস্কো বিবৃতিতে স্বাক্ষরদান করতে না করতেই, যুগোশ্লাভিয়ার লীগ অব কমিউনিস্ট-এর নেতারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে— এই সিদ্ধান্তের প্রতি ঐক্যমত ঘোষণা করতে করতেই তারা ঘুরে দাঁড়ালেন এবং টিটোপন্থী দলত্যাগীদের প্রতি প্রিয়ভ্রাতার মতো আচরণ করলেন। বিবৃতির এই সিদ্ধান্তে তারা একমত হয়েছিলেন যে, **"মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই বিশ্ব প্রতিক্রিয়ার প্রধান দূর্গ এবং আন্তর্জাতিক ঠ্যাঙারে বাহিনী; মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সারা পৃথিবীর জনগণের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে"**। অথচ এরপরে শীঘ্রই তারা বলতে লাগলেন যে মানবজাতির ভাগ্য যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এই দুই শক্তির প্রধানদের মধ্যে "সহযোগিতা" "আস্থা" এবং "ঐক্যমতের" উপরই নির্ভর করে। ঘোষণা ও বিবৃতিতে লিপিবদ্ধ ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি ও দেশগুলির মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারক নীতিগুলি সম্পর্কে তারা একমত হন, তা সত্ত্বেও শীঘ্রই তারা এই নীতিগুলি পরিহার করেন এবং নিজেদের পার্টি কংগ্রেসগুলিতে প্রকাশ্যভাবে ও ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য এক ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি ও দেশকে নিন্দা করেন। যদিও এইসব লোক অনবরত বলেছেন যে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির মধ্যকার মতাদর্শগত পার্থক্য কখনও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রসারিত করা হবে না, তা সত্ত্বেও তারা ইচ্ছাকৃতভাবে ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলির মধ্যকার অসংখ্য অর্থনৈতিক ও কারিগরি সাহায্যের চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেলেছেন এবং এতদূর পর্যন্ত গিয়েছেন যে, একটি ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের সঙ্গে কার্যত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। ঘোষণা ও বিবৃতির এই সিদ্ধান্তে তারা একমত হয়েছিলেন যে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে সংশোধনবাদই প্রধান বিপদ এবং তা সত্ত্বেও শীঘ্রই তারা এই চিন্তা ছড়াতে থাকেন যে, "গোঁড়ামিবাদই প্রধান বিপদ" হিসেবে চারিদিকে দেখা দিয়েছে। এইভাবে তারা অনেক কিছু বলেন। তাদের এইসব কার্যকলাপের কোন নীতি আছে কি? তাদের কর্মপদ্ধতি কোন্ ধরনের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত?

নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত কর্মপদ্ধতির প্রতি ঘনিষ্ঠ থেকে, সর্বহারার পার্টিকে অবশ্যই নমনীয়তা দেখাতে হবে। বিপ্লবী সংগ্রামে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান অস্বীকার করা কিংবা ঘোর-প্যাচের পথ ধরে অগ্রগতি প্রত্যাখান করা ভুল। মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের এবং সুবিধাবাদী ও সংশোধনবাদীদের মধ্যে পার্থক্য হলো— প্রথমোক্তরা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত কর্মপদ্ধতি সফল করার

জন্য নমনীয়তার পথে দাঁড়ান এবং শেষোক্তরা এমনভাবে নমনীয়তা প্রদর্শন করেন যে, কার্যত তাতে নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত কর্মপদ্ধতি পরিহার করা হয়।

নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নমনীয়তা সুবিধাবাদ নয়। বিপরীতক্রমে, যদি কোন ব্যক্তি না জানেন যে, প্রয়োজনীয় নমনীয়তা কী ভাবে প্রয়োগ করতে হয়, এবং বিশেষ অবস্থায় ও ধৈর্য্য সহকারে নীতি অবলম্বন করার ভিত্তিতে কী করে সময়োপযোগী কাজ করতে হয়, তাহলে তিনি সুবিধাবাদী ভুল করে বসতে পারেন; এইভাবে তিনি বিপ্লবী সংগ্রামের অবাঞ্ছনীয় ক্ষতিসাধন করবেন।

নমনীয়তার প্রয়োগে আপোস একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা আপোসের প্রশ্নটি নিম্নোক্তভাবে দেখেন:

বিপ্লবের স্বার্থসেবী কোন প্রয়োজনীয় আপোস তারা কখনও প্রত্যাখান করেন না, যেমন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত আপোস; কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার পর্যায়ে পড়ে এমন কোন আপোস তারা কখনও বরদাস্ত করবেন না– যেমন নীতিহীন আপোস।

লেনিনই চমৎকার বলেছেন:

"বিনা কারণে মার্কস ও এঙ্গেলসকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করা হয় না। সমস্ত বুলি আওড়ানেওয়ালাদের তারা ছিলেন নির্মম শত্রু। সমাজতন্ত্রের প্রশ্ন (সমাজতান্ত্রিক রণকৌশলের প্রশ্নসহ) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তুলে ধরতে তারাই আমাদের শিখিয়েছেন। গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে যখন এঙ্গেলসকে কমিউনের পরে উদ্বাস্তুতে পরিণত হওয়া ফরাসী ব্লাঁকিপন্থীদের বিপ্লবী ইশতেহার বিশ্লেষণ করতে হয়, তিনি তখন মোলায়েম শব্দ ব্যবহার না করেই বলেছিলেন যে, তাদের 'কোন আপোস নয়' এই গর্বিত ঘোষণা ছিল ফাঁকা বুলিমাত্র। আপোস করাকে বিসর্জন দেওয়া কারুর পক্ষেই উচিত হবে না। প্রশ্ন হলো সকল প্রকার আপোসের মধ্য দিয়ে, যা কোন কোন সময় সবচেয়ে বিপ্লবী শ্রেণীর সবচেয়ে বিপ্লবী পার্টিকে ঘটনার চাপে মেনে নিতে হয় এরকম সব আপোসের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী রণকৌশল ও সংগঠন, বিপ্লবী চেতনা, শ্রমিকশ্রেণী ও তার সংগঠিত পুরোধা কমিউনিস্ট পার্টির সংকল্প ও প্রস্তুতি অব্যাহত রাখতে, শক্তিশালী করতে, পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে ও অগ্রসর হতে সমর্থ হওয়া।"[১]

যে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি বিবেকসম্মতভাবে বাস্তব ঘটনাবলী থেকে সত্য আহরণ করে সেই পার্টি কেমন করে নির্বিচারে সমস্ত আপোসই প্রত্যাখান করতে পারে? **হঙকির** ১৯৬৩ সালের প্রথম সংখ্যায় **লেনিনবাদ ও আধুনিক সংশোধনবাদ** সম্পর্কে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই অনুচ্ছেদ আছে:

"আমাদের দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবী সংগ্রামে আমরা চীনের কমিউনিস্টরা বহু ঘটনায় আমাদের অভ্যন্তরীণ ও বহি:শত্রুর সঙ্গে আপোস করেছি। উদাহরণস্বরূপ প্রতিক্রিয়াশীল চিয়াং কাইশেক চক্রের সঙ্গে আমরা আপোস করেছিলাম। কোরিয়াকে সাহায্য দানের সংগ্রামে ও মার্কিন আগ্রাসনকে প্রতিরোধ করার জন্য আমরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আপোস করেছিলাম।"

সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আরও বলা হয়েছে:

"যথার্থভাবেই লেনিনের শিক্ষা অনুসারে আমরা চীনের কমিউনিস্টরা বিভিন্ন ধরনের আপোষের মধ্যে পার্থক্য টানি, জনগণের স্বার্থে ও বিশ্বশান্তির অনুকূল আপোসগুলি আমরা সমর্থন করি এবং বিশ্বাসঘাতকতার পর্যায়ে পড়ে এমন সব আপোষের আমরা বিরোধিতা করি। এটা পুরোপুরি পরিষ্কার যে, যারা এই মুহূর্তে হঠকারিতা ও পরবর্তী মুহূর্তে আত্মসমর্পণবাদের জন্য অপরাধী কেবলমাত্র তাদেরই মতাদর্শ হলো ট্রটস্কিবাদ অথবা নতুন ছদ্মবেশে ট্রটস্কিবাদ।"

এটা সবারই জানা যে, ব্রেস্ট-লিতভস্ক চুক্তির ব্যাপারে এবং সমগ্র রুশ বিপ্লবের ও সোভিয়েত গঠনকাজের ইতিহাসে ট্রটস্কি এক অতি জঘণ্য ভূমিকা পালন করেছেন। সকল প্রধান প্রশ্নে তিনি লেনিনের ও লেনিনবাদের বিরোধিতা করেছেন। প্রথমে একটি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক গঠনকাজ সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে– এ কথা তিনি অস্বীকার করেন। বিপ্লবী রণনীতি ও রণকৌশলের প্রশ্নে তার কোনই নীতি ছিল না এবং এই নীতিহীনতা এক মুহূর্তে "বামপন্থী" হঠকারিতা এবং অন্য মুহূর্তে দক্ষিণপন্থী আত্মসমর্পণবাদে আত্মপ্রকাশ করে। ব্রেস্ট-লিতভস্ক চুক্তির প্রশ্নে, তিনি প্রথমে হঠকারী নীতির জন্য চাপ দেন ; তারপরে লেনিনের নির্দেশ অমান্য করে ব্রেস্ট-লিতভস্ক আলোচনার চুক্তিতে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করেন এবং একই সময়ে জার্মান পক্ষের কাছে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ এক বিবৃতি দেন যে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটাতে ও সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নিতে প্রস্তুত হচ্ছে। এর ফলে জার্মান আক্রমণকারীরা আরও উদ্ধত হয়ে ওঠে এবং আরও বেশী পীড়াদায়ক শর্ত আরোপ করে। ব্রেস্ট-লিতভস্ক চুক্তির ব্যাপারে

এটাই ছিল ট্রটস্কিবাদের নমুনা।

যদিও দুটো ঘটনা সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের তবু বর্তমানে কোন কোন লোক নিজেদের খুশিমত কিউবা সংক্রান্ত ঘটনাবলী ও ব্রেস্ট-লিতভস্ক চুক্তির ঘটনাবলীকে এক সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। তারা নিজেদের লেনিন মনে করে এক ঐতিহাসিক সাদৃশ্য টেনেছেন এবং যারা অন্য দেশের সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দেওয়ার বিরোধিতা করেছেন তাদের ট্রটস্কিবাদী বলে চিহ্নিত করছেন। অবাস্তবতার চূড়ান্ত!

ব্রেস্ট-লিতভস্ক চুক্তিতে স্বাক্ষরদান দাবী করে লেনিন সম্পূর্ণ ঠিক কাজই করেছিলেন। লেনিনের উদ্দেশ্য ছিল অক্টোবর বিপ্লবের বিজয় সংহত করার জন্য সময় লাভ করা। ১৯৩৬ সালে লিখিত "চীনের বিপ্লবীযুদ্ধের রণনীতির সমস্যা" শীর্ষক প্রবন্ধে কমরেড মাও সেতুং "বামপন্থী" সুবিধাবাদী ভুলগুলির তীব্র সমালোচনা করেন। ব্রেস্ট-লিতভস্ক চুক্তির উল্লেখ করে তিনি বলেন:

"অক্টোবর বিপ্লবের পর যদি রুশ বলশেভিকরা 'বামপন্থী কমিউনিস্টদের' মতামত অনুযায়ী কাজ করতেন এবং জার্মানির সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করতেন, তাহলে নবজাত সোভিয়েতগুলি শিশু অবস্থায় মৃত্যুর মুখে পড়তো।"[২]

পরবর্তী ঘটনাবলীতে লেনিনের দূরদৃষ্টি সমর্থিত হয়েছে এবং ব্রেস্ট-লিতভস্ক চুক্তিতে স্বাক্ষরদান বৈপ্লবিক আপোস বলে প্রমাণিত হয়েছে।

কিউবার ঘটনা কী ধরনের? সে হলো সম্পূর্ণ আলাদা এক কাহিনী। কিউবার ঘটনায় দেখা যায়, কিউবার জনগণ ও তাদের নেতৃবৃন্দ তাদের পিতৃভূমির সার্বভৌমত্ব রক্ষার আমরণ সংগ্রামের জন্য সংকল্পবদ্ধ ছিলেন; তারা মহান বীরত্ব ও উচ্চ নীতিবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন। তারা আত্মসমর্পণবাদের ভুল করেননি। কিন্তু কিউবার ঘটনায় কিছু লোক প্রথমে হঠকারিতার ভুল করে এবং পরে নিজেদের দেশের সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দেবার সামিল অপমানকর শর্ত কিউবার জনগণকে মেনে নিতে বলে আত্মসমর্পণবাদের ভুল করে। এইসব লোক লেনিনের ব্রেস্ট-লিতভস্ক চুক্তি সম্পাদনের নজীর ব্যবহার করে নিজেদের আড়াল করার চেষ্টা করে; কিন্তু এই ব্যাপারটা বিশ্রী ধরনের কারসাজি বলে ধরা পড়ে গেছে, কারণ প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের অনেক বেশী নগ্ন করে ফেলেছেন।

চীন বিপ্লবের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নীতি ও নমনীয়তার মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কমরেড লিউ শাওচি [৩] চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেসে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন:

"সুনির্দিষ্ট নীতির ওপর আমাদের নমনীয়তা প্রতিষ্ঠিত। নীতিহীন নমনীয়তা, নীতি অতিক্রম করা সুবিধাদান ও আপোস, নীতির দ্ব্যর্থতা ও বিভ্রান্তি– এসব কিছু ভুল। কর্মপদ্ধতি ও রণকৌশলে সমস্ত পরিবর্তনের জন্য বিচারের মান বা মাপকাঠি হলো পার্টি নীতি ; এবং পার্টি নীতিই হলো নমনীয়তার বিচারমান ও মাপকাঠি। যেমন আমাদের অপরিবর্তনীয় নীতিগুলির একটি হলো জনগণের বৃহত্তম সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সবচেয়ে বড় স্বার্থের জন্য লড়াই করা।

"এই অপরিবর্তনীয় নীতি হলো সেই বিচারমান ও মাপকাঠি যা দিয়ে কর্মপদ্ধতি ও রণকৌশলের সকল পরিবর্তনের সঠিকতা বিচার করতে হবে। এই নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রণকৌশলের সকল পরিবর্তনের সঠিকতা বিচার করতে হবে। এই নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সকল পরিবর্তন সঠিক এবং এই নীতির সঙ্গে যে সব পরিবর্তনের বিরোধ ঘটে সেগুলি ভুল।"[৪]

নীতি ও নমনীয়তার মধ্যকার সম্পর্কের প্রশ্নে এই হলো আমাদের অভিমত এবং আমরা এটাকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অভিমত বলেই মনে করি। ■

নোট: ১) লেনিন, "আপোস প্রসঙ্গে", সংগৃহীত রচনাবলী, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, খণ্ড-৩০, পৃ: ৪৫৮।

২) মাও সেতুং, নির্বাচিত রচনাবলী, খণ্ড-১।

৩) লিউ শাও চি পরবর্তীকালে সংশোধনবাদীতে অধ:পতিত হয়েছিল, তবে এখানে তার যে বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে– তা ঠিকই আছে। –সম্পাদনা বোর্ড, লালঝাণ্ডা।

৪) লিউ শাও চি, "পার্টি প্রসঙ্গে"।

রণনীতির ক্ষেত্রে শত্রুকে ঘৃণা করুন রণকৌশলের ক্ষেত্রে গুরুত্ব সহকারে দেখুন

[নোট: রচনাটি নেয়া হয়েছে সভাপতি মাও সেতুঙ-এর নেতৃত্বাধীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত "লেনিনবাদের সমকালিন সমস্যাবলী (তোগলিয়াত্তি সম্পর্কে আরো বক্তব্য)" শীর্ষক দলিলের ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে। এর পাঁচটি উপ-শিরোনাম রয়েছে। এ সবের বাংলা অনুবাদ আমরা নিয়েছি "পিপলস বুক সোসাইটি", কলকাতা কর্তৃক বাংলায় প্রকাশিত "আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্ক" দলিল সংকলনের "চতুর্থ খণ্ড", দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১ থেকে। –সম্পাদনা বোর্ড, লালঝাণ্ডা]

ইতিহাসের বিশ্লেষণ

সাম্রাজ্যবাদ ও সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিই কাগুজে বাঘ– চীনের কমিউনিস্ট পার্টির এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে সম্প্রতি কিছু স্বঘোষিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সোরগোল তুলে চেঁচাতে শুরু করেছেন। এক মুহূর্তে তারা বলেন, এ হলো "সাম্রাজ্যবাদকে ছোট করে দেখা" এবং "জনগণকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া"; পরমুহূর্তেই তারা আবার বলেন, এ হলো "সমাজতন্ত্রের শক্তিকে তুচ্ছ করা"। এই মুহূর্তে এটাকে তারা "নকল বিপ্লবী" দৃষ্টিভঙ্গী বলে অভিহিত করেন এবং পর মুহূর্তেই "ভয়ের" ওপর ভিত্তি করা এক তত্ত্ব বলে একে আখ্যা দেন। এই ব্যক্তিরা এখন গলার জোরে বা তৎপরতায় একে অন্যকে হারিয়ে দেবার প্রতিযোগিতায় নেমেছেন; পরে যারা এসেছেন তারা প্রথম হতে চাইছেন এবং প্রমাণ করতে চাইছেন যে, তারা মোটেই পিছিয়ে পড়ছেন না। তাদের যুক্তিগুলি সঙ্গতিহীনতায় ও কার্যত নির্বুদ্ধিতায় পরিপূর্ণ এবং তা এই তত্ত্বকে বাতিল করার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত। কিন্তু তাদের সকল যুক্তিরই একটা মারাত্মক দুর্বলতা রয়ে গেছে– সাম্রাজ্যবাদ হলো পরজীবী, ক্ষয়িষ্ণু ও মৃতপ্রায় পুঁজিবাদ, লেনিনের এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে তারা কখনও গুরুত্ব সহকারে স্পর্শ করতেও সাহস পাচ্ছেন না।

ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে কমরেড তোগলিয়াত্তি এই আক্রমণ শুরু করেন। তিনি বলেন,

"কেবলমাত্র কাঁধের এক ধাক্কাতেই উল্টে দেওয়া যায়, সাম্রাজ্যবাদকে এমনই এক কাগুজে বাঘ বলা ভুল"।[১] তিনি আরও বলেন,

"তারা যদি কাগুজে বাঘই হবে, তবে তাদের হঠাবার জন্য এতো কাজকর্মই বা কেন, এতো সংগ্রামই বা কেন"?[২] এখন যদি কমরেড তোগলিয়াত্তির ভাষা শিক্ষা ক্লাসে কোন একটি শব্দের অর্থ কী– এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এক ছাত্র হতেন এবং উত্তর দিতেন যে, কাগুজে বাঘের অর্থ হলো কাগজ দিয়ে তৈরী বাঘ, তাহলে তিনি ভাল নম্বর পেতে পারতেন। কিন্তু তাত্ত্বিক প্রশ্নগুলির পরীক্ষার ক্ষেত্রে অশিক্ষিতের মতো আচরণ করা চলবে না।

"শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী মতবাদ, মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে গভীরতর ও উন্নততর করার ক্ষেত্রে নিজের ইতিবাচক অবদান আছে বলে"[৩] কমরেড তোগলিয়াত্তি দাবী করেন, অথচ গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক প্রশ্নের ক্ষেত্রে তার উত্তর স্কুলের ছেলের মতো। এর চেয়ে বেশী হাস্যকর আর কিছু হতে পারে কি?

সাম্রাজ্যবাদ ও সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিই কাগুজে বাঘ– কমরেড মাও সেতুং-এর এই তত্ত্ব সব সময়েই স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। তিনি যা বলেছিলেন, তাহলো এই:

"শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য বহু আগে থেকেই, এই ধারণা পোষণ করেছি যে রণনীতির ক্ষেত্রে সকল শত্রুকেই আমাদের ঘৃণা করা উচিত, কিন্তু রণকৌশলের ক্ষেত্রে তাদের সর্বোতভাবে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এর আরও অর্থ এই যে, সামগ্রিক বিচারে শত্রুদের আমাদের ঘৃণা করা উচিত, কিন্তু প্রত্যেকটি সুনির্দিষ্ট প্রশ্নে অবশ্যই আমরা তাদের গুরুত্ব দেব। সামগ্রিক বিচারে যদি আমরা শত্রুদের ঘৃণা না করি তাহলে আমরা সুবিধাবাদের ভুল করব। মার্কস ও এঙ্গেলস মাত্র দু'জন লোক। তা সত্ত্বেও, সেই প্রথম যুগে তারা ঘোষণা করেছিলেন যে পুঁজিবাদ সমগ্র পৃথিবী থেকে হঠে যাবে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট সমস্যাবলী এবং বিশেষ শত্রুদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গিয়ে যদি তাদের গুরুত্ব দিয়ে বিচার না করি তবে আমরা হঠকারিতার ভুল করব।"[৪]

যারা সত্য কথা শুনবেন না, তাদের মতো বধির আর কেউ নেই। কে কখন বলেছেন যে কেবলমাত্র কাঁধের এক ধাক্কাতেই সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করা যাবে? কে কখন একথা বলেছেন যে, সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর অথবা সংগ্রাম করার প্রয়োজন নেই?

যেমন সমগ্র পৃথিবীতে এমন কোন জিনিস নেই যার দ্বৈতচরিত্র নেই (এই হলো বিপরীত চরিত্রের বস্তুর সমন্বয় বিধি), তেমনই সাম্রাজ্যবাদ এবং সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরই দ্বৈত চরিত্র আছে– তারা একই সময়ে প্রকৃত বাঘ এবং কাগুজে বাঘ। অতীত ইতিহাসে দাস মালিকশ্রেণী, সামন্ত-ভূস্বামী শ্রেণী এবং বুর্জোয়াশ্রেণী, প্রত্যেকেই রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করার আগে ও রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করার পরও কিছুকাল ধরে খুবই উদ্যোগী, বিপ্লবী এবং প্রগতিশীল ছিল, তারা প্রকৃত বাঘ ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিপরীতে স্থাপিত দাসশ্রেণী, কৃষকশ্রেণী এবং সর্বহারারা ধাপে ধাপে শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে; এই শাসকশ্রেণীগুলি ধাপে ধাপে উল্টোদিকে

পরিবর্তিত হয়ে যায়, প্রতিক্রিয়াশীলে পরিণত হয়, অনগ্রসর মানুষে পরিবর্তিত হয়, কাগুজে বাঘে পরিণত হয় এবং শেষ পর্যন্ত জনগণ দ্বারা তারা অপসৃত হয়েছে বা অপসৃত হবে। জনগণের বিরুদ্ধে তাদের শেষ জীবন-মরণ সংগ্রামের সময়ও প্রতিক্রিয়াশীল, পশ্চাদপদ ও ক্ষয়িষ্ণু শ্রেণীগুলি তাদের দ্বৈত চরিত্র বজায় রেখেছিল। একদিকে তারা প্রকৃত বাঘ ছিল; তারা মানুষ খেয়েছে, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ খেয়েছে। জনগণের সংগ্রাম অনেক অসুবিধা ও দু:খ-দুর্দশার মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে, এবং এই সংগ্রামের পথ ছিল বাঁকা-চোরা। চীনে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের শাসন ধ্বংস করতে চীনের জনগণের শতাধিক বছর লেগেছে এবং ১৯৪৯ সালে বিজয় লাভের আগে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছে। এরা কি জ্যান্ত বাঘ, লোহার বাঘ এবং প্রকৃত বাঘ ছিল না? কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা কাগুজে বাঘ, মরা বাঘ এবং নিরামিষাশী বাঘে পরিণত হয়। এগুলি হলো ঐতিহাসিক ঘটনা। জনগণ কি এইসব ঘটনা দেখেননি অথবা এইসব ঘটনার কথা শোনেননি? দেখেছেন বা শুনেছেন এরকম লক্ষ লক্ষ মানুষ আছেন। সত্যিই হাজারে হাজারে লক্ষে লক্ষে আছেন। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদ ও সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে দীর্ঘমেয়াদী এবং রণনীতিগত পটভূমিকায় দেখতে গেলে আসলে তারা যা সেইভাবেই তাদের দেখতে হবে– এবং তারা হলো কাগুজে বাঘ। এই ধারণার ওপরই আমাদের রণনীতিগত চিন্তাকে গড়ে তোলা উচিত। অন্যদিকে তারা জ্যান্ত বাঘ, লোহার বাঘ ও প্রকৃত বাঘও বটে যা মানুষ খেতে পারে। এই ধারণার ওপর আমাদের রণকৌশলগত চিন্তাকে গড়ে তোলা উচিত।[৫]

শুধু তাদের ঐতিহাসিক অগ্রগতির বিভিন্ন পর্যায়েই নয়, জনগণের সঙ্গে তাদের শেষ জীবন-মরণ সংগ্রামে ও প্রধান তিনটি শোষকশ্রেণীর দ্বৈত চরিত্র এই অনুচ্ছেদ দেখিয়ে দেয়। স্পষ্টতই, এটা ইতিহাসের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী এক বিশ্লেষণ।

বিপ্লবী ও সংস্কারবাদীদের মধ্যকার পার্থক্য

ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, অবশ্যই বুর্জোয়া বিপ্লবীগণসহ সমস্ত বিপ্লবীই এই জন্যই বিপ্লবী বলে পরিচিত কারণ, প্রথমেই তারা শত্রুকে ঘৃণা করার সাহস দেখান, সংগ্রাম করতে এবং বিজয় অর্জন করতে সাহসী হন। যারা শত্রুকে ভয় করেন, সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে সাহসী হন না এবং বিজয় অর্জন করতে সাহস দেখান না, তারা কেবল কাপুরুষই হতে পারেন; সংস্কারবাদী অথবা আত্মসমর্পণবাদীই হতে পারেন; তারা কোনদিনই বিপ্লবী হতে পারেন না। ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায় যে, প্রকৃত বিপ্লবীরা প্রতিক্রিয়াশীলদের ঘৃণা করার সাহস দেখিয়েছেন, প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীগুলিকে ঘৃণা করার সাহস দেখিয়েছেন; শত্রুদের ঘৃণা করার সাহস দেখিয়েছেন। কারণ তৎকালীন ঐতিহাসিক অবস্থায় জনগণকে যে রকম নতুন ঐতিহাসিক কর্তব্যের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তাতে তারা পুরনো ব্যবস্থার জায়গায় নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করেছিলেন। যখন কোন পরিবর্তনের দরকার, তখন সে পরিবর্তন অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং আজ হোক বা কাল হোক, কেউ পছন্দ করুক আর নাই করুক, সেই পরিবর্তন আসে। মার্কস বলেছেন,

"মানুষের চেতনা তাদের অস্তিত্ব নির্ধারণ করে না, বরং তাদের সামাজিক অস্তিত্বই তাদের চেতনা নির্ধারণ করে।"[৬] সামাজিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাই মানুষের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা সঞ্চারিত করে। কোন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে, পরিবর্তন প্রয়োজনীয় বলে পরিগণিত হবার আগে, কোন ব্যক্তি যতই চেষ্টা করুন না কেন, বিপ্লবের কর্মসূচী উপস্থাপিত করতে পারবেন না কিংবা বিপ্লবও করতে পারবেন না। কিন্তু ঐতিহাসিক পরিস্থিতি যখন পরিবর্তনকে প্রয়োজনীয় করে তুলেছে, তখন জনগণের অগ্রণীযোদ্ধা ও বিপ্লবীরা এগিয়ে আসেন; তারা প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীকে ঘৃণা করার সাহস দেখান এবং তাদের কাগুজে বাঘ বলে মনে করার সাহস দেখান। এই বিপ্লবীরা যা কিছু করেন তার মধ্যে দিয়েই জনগণের মনোবল বাড়িয়ে তোলেন এবং শত্রুর স্পর্ধা চূর্ণ করে দেন। এ হলো এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা, সামাজিক বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি। বিপ্লব কখন শুরু হবে, শুরু হবার পর দ্রুত সফল হবে কিংবা সফল হতে দীর্ঘ সময় লাগবে, চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের আগে বিপ্লবকে গুরুতর অসুবিধা, বিপর্যয় এবং এমনকি ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হবে কিনা– এইসব প্রশ্ন বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কারণের উপর নির্ভর করে। কিন্তু বিপ্লবের যাত্রাপথে গুরুতর অসুবিধা, বিপর্যয়, এমনকি ব্যর্থতার সম্মুখীন হলেও, সমস্ত সাচ্চা বিপ্লবীরাই শত্রুদের ঘৃণা করার সাহস দেখাবেন এবং বিপ্লব যে জয়লাভ করবে এই বিশ্বাসে দৃঢ় থাকবেন।

১৯২৭ সালে চীন বিপ্লবের পরাজয়ের পর চীনের জনগণ ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি চরম বিপদের মধ্যে পড়েছিল। সেই সময় একজন সর্বহারা বিপ্লবীর মতই কমরেড মাও সেতুং বিপ্লবের অগ্রগতির ভবিষ্যত ধারা ও বিপ্লবের সম্ভাবনা আমাদের দেখিয়ে দেন। তিনি বলেন যে, বিপ্লবের বিষয়ীগত শক্তিকে অতিরঞ্জিত করে দেখা এবং প্রতিবিপ্লবের শক্তিকে ছোট করে দেখা হবে ভুল ও একতরফা কাজ। একই সময়ে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, প্রতিবিপ্লবের শক্তিকে অতিরঞ্জিত করা এবং বিপ্লবের প্রচ্ছন্ন শক্তিকে ছোট করাও হবে ভুল এবং একতরফা কাজ। পরবর্তীকালে চীন বিপ্লবের অগ্রগতি ও বিজয়লাভের মধ্যে দিয়ে কমরেড মাও সেতুং-এর মূল্যায়ন সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমানে, সামগ্রিকভাবে বিশ্ব পরিস্থিতি সমস্ত দেশের জনগণের পক্ষেই সবচেয়ে অনুকূল। আশ্চর্যের বিষয়, এই অনুকূল অবস্থায় কিছু লোক রণনীতিগতভাবে শত্রুকে অবজ্ঞা করার তত্ত্বকে এলোমেলোভাবে আক্রমণ করায় মনোনিবেশ করেছেন, সাম্রাজ্যবাদের শক্তিকে বাড়িয়ে দেখছেন, সাম্রাজ্যবাদীদের ও সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের দুষ্কর্মে প্ররোচিত করছেন এবং বিপ্লবী জনগণকে ভীতি প্রদর্শন করতে সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য করছেন। জনগণের মনোবলকে শক্তিশালী করার এবং শত্রুর ঔদ্ধত্যকে চূর্ণ করার পরিবর্তে তারা শত্রুর ঔদ্ধত্যকে বাড়িয়ে তুলছেন এবং জনগণকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করছেন।

লেনিন বলেছেন,

"আপনারা কি বিপ্লব চান? তাহলে **অবশ্যই** আপনাদের শক্তিশালী হতে হবে।"[৭] বিপ্লবীদের কেন অবশ্যই শক্তিশালী হতে হবে, কেন তারা স্বাভাবিক কারণেই শক্তিশালী? কারণ বিপ্লবীরা সমাজের নতুন ও উদীয়মান শক্তিগুলির প্রতিনিধি, তারা জনগণের শক্তিতে বিশ্বাস করে এবং তাদের প্রধান অবলম্বনই হলো জনগণের বিরাট শক্তি। প্রতিক্রিয়াশীলরা দুর্বল এবং অবশ্যম্ভাবী কারণেই দুর্বল, কেননা তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। এই মুহূর্তে তাদের যতই শক্তিশালী মনে হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হতে বাধ্য। "একটি নির্দিষ্ট সময়ে যা স্থায়ী বলে মনে হয় অথচ যার ইতিমধ্যেই ক্ষয় শুরু হয়েছে, দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি তাকে মূলত: গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে না, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সময়ে যা স্থায়ী হবে বলে মনে হয় না, অথচ যার জাগরণ শুরু হয়েছে এবং অগ্রগতি ঘটেছে, দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি তাকে মূলত: গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে; কারণ দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি তাকে অপ্রতিরোধ্য বলে মনে করে যা জেগে উঠছে এবং যার অগ্রগতি ঘটছে।"[৮]

লেনিন কেন বারে বারে সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে "মৃত্তিকা-পদবিশিষ্ট অতিকায় দানব" এবং "জুজু" প্রভৃতি ধরনের রূপকালংকার ব্যবহার করেছেন? চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তার কারণ হলো এই যে লেনিন নিজেকে সামাজিক অগ্রগতির বস্তুগত নিয়মের উপরই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন; তিনি বিশ্বাস করতেন যে সমাজের নবজাত শক্তিগুলি একদিন সমাজের ক্ষয়িষ্ণু শক্তিগুলিকে পরাজিত করবে এবং জনগণের শক্তিগুলিই অবশেষে তাদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত শক্তিগুলিকে পরাজিত করবে। তাই নয় কী?

সাম্রাজ্যবাদ ও সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলেরাই কাগুজে বাঘ– চীনের কমিউনিস্টদের এই তত্ত্ব যারা চূর্ণ করতে চেষ্টা করছেন তাদের আমরা বলতে চাই: আপনাদের উচিত আগে লেনিনের তত্ত্বকে চূর্ণ করা। সাম্রাজ্যবাদ হলো "মৃত্তিকা-পদবিশিষ্ট অতিকায় দানব" এবং "জুজু" বিশেষ লেনিনের এই তত্ত্বকে কেন আপনারা সরাসরি প্রত্যাখান করেন না? সত্যের মুখোমুখি হয়ে আপনাদের কাপুরুষতা দেখিয়ে দেওয়া ছাড়া এ দিয়ে আর কী প্রমাণিত হয়?

সাম্রাজ্যবাদ "মৃত্তিকা-পদবিশিষ্ট অতিকায় দানব" এবং একটি "জুজু" বিশেষ, লেনিনের এই সূত্রায়ণ, এই রূপকালংকার এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলেরাই কাগুজে বাঘ– চীনের কমিউনিস্টদের এই সূত্রায়ণ, এই রূপকালংকার প্রত্যেক স্থির মস্তিষ্ক মার্কসবাদী-লেনিনবাদীর কাছেই যথার্থ বলে বিবেচিত। সামাজিক অগ্রগতির নিয়মের উপর এই রূপকালংকারগুলি প্রতিষ্ঠিত এবং সমস্যার সারমর্ম সহজবোধ্য ভাষায় ব্যাখ্যা করার জন্যই এদের ব্যবহার। মহান মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিজ্ঞানী ও দার্শনিক –এরকম অনেকেই তাদের বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রূপকালংকার ব্যবহার করেছেন এবং প্রায়শ:ই এই ব্যবহার নিখুঁত ও গভীরতার পরিচায়ক।

সাম্রাজ্যবাদের সারমর্ম বর্ণনা করতে গিয়ে লেনিন যে রূপকালংকার ব্যবহার করেছেন তার সঙ্গে ঐক্যমত ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েও কোন কোন ব্যক্তি চীনের কমিউনিস্টদের ব্যবহৃত রূপকালংকারের বিরুদ্ধতা করার দায়িত্বটি বেছে নিয়েছেন। কেন? এই সকল ব্যক্তি কেন ক্রমাগত উত্যক্ত করে চলেছেন? ঠিক এখনই কেন তারা এই নিয়ে হৈ-চৈ শুরু করেছেন?

তাদের মতাদর্শগত দারিদ্রও প্রকাশ করে দেওয়া ছাড়াও, এটা অবশ্যই দেখিয়ে দেয় যে, তাদের নিজেদের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য আছে।

কী সেই উদ্দেশ্য?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সমাজতান্ত্রিক শিবির অনেক বেশী শক্তিশালী হয়েছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিরাট এলাকায় সাম্রাজ্যবাদীদের ও তাদের পদলেহীদের বিরুদ্ধে বিপ্লব এগিয়ে চলেছে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে এমন কিছু দ্বন্দ্ব আছে যা মীমাংসার অতীত; এই সকল দ্বন্দ্ব আগ্নেয়গিরির মতো সর্বদা একচেটিয়া পুঁজির শাসনকে বিপন্ন করে তুলছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি তাদের অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতা বাড়িয়ে চলেছে এবং তাদের জাতীয় অর্থনীতির সামরিকীকরণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। এসব কিছুই সাম্রাজ্যবাদকে এক অচল অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদীদের বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহের কর্তা ব্যক্তিরা বর্তমানের সংকট থেকে অথবা আসন্ন সংকট থেকে প্রভূদের বাঁচাবার জন্য পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা রচনা করেছেন, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করবার জন্য প্রকৃত কোন পন্থা তারা বাতলাতে পারেননি। এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে, নিজেদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে জাহির করেন এমন কিছু লোক প্রকৃতপক্ষে সবকিছু তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। এবং ঠাণ্ডা মাথায় বিচার বিচেনার পরিবর্তে তাদের 'শেষ পর্যন্ত দেখি কি হয়'– নৈরাশ্যবাদে পেয়ে বসেছে। সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট ধ্বংস থেকে মুক্তি পাবার জন্য জনগণের সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবার কোন ইচ্ছা তাদের নেই, জনগণ যে এই বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারে এবং নিজেদের জন্য নতুন জীবন গড়ে তুলতে পারে সে আস্থা তাদের নেই। তারা সমাজতন্ত্র ও সকল দেশের জনগণের ভাগ্য সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন একথা বলার চাইতে তারা সাম্রাজ্যবাদ ও সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ভাগ্য সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন একথা বলাই সত্যের বেশী কাছাকাছি হবে। তারা যে আজকাল শত্রুর শক্তিকে বাড়িয়ে দেখছেন ও উচ্চমার্গে তুলে ধরেছেন এবং সাম্রাজ্যবাদের জয়ঢাক পিটোচ্ছেন তার উদ্দেশ্য হলো "হঠকারিতার" বিরুদ্ধতা করা নয়, বরং নিপীড়িত জনগণ ও নিপীড়িত জাতিগুলিকে বিপ্লব করা থেকে সোজাসুজি বিরত করা। হঠকারিতার তথাকথিত যে বিরোধিতা তারা করেন তা বিপ্লবের বিরুদ্ধতা করার তাদের উদ্দেশ্য সাধনেরই অজুহাত মাত্র।

রাশিয়ান ডুমায় (জারের আমলের পার্লামেন্ট) উদারনৈতিক পার্টিগুলির কথা বলতে গিয়ে ১৯০৬ সালে লেনিন বলেছিলেন:

"ডুমার উদারনৈতিক পার্টিগুলি জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতি ভীরুতার সঙ্গে অতি সামান্যই সমর্থন জানিয়ে থাকে, জনগণের শত্রুকে ধ্বংস

করার চেয়ে তারা বর্তমানে অগ্রসরমান বিপ্লবী সংগ্রামকে স্তিমিত করে দিতে ও দুর্বল করে দিতে বেশী ব্যস্ত।"[৯]

লেনিন যে সব উদারনৈতিকদের অর্থাৎ বুর্জোয়া উদারনৈতিকদের কথা বলেছেন সেই ধরনের উদারনৈতিকদের আমরা আজকাল শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে দেখতে পাই। তারা সাম্রাজ্যবাদীদের ও জনগণের অন্য শত্রুদের ধ্বংস করার কাজে ব্যস্ত থাকার চেয়ে নিপীড়িত জনগণ ও জাতিসমূহের ব্যাপক বিপ্লবী সংগ্রামগুলিকে স্থিমিত করে দেওয়ার ও দুর্বল করার কাজে বেশী ব্যস্ত। স্বভাবত:ই, এই ধরনের লোকেদের কাছে মোটেই আশা করা যায় না যে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের শত্রুকে রণনীতিগতভাবে ঘৃণা করা উচিত– এই তত্ত্ব তারা উপলব্ধি করবেন।

চমৎকার নিদর্শন সমূহ

"রণনীতিগতভাবে শত্রুকে ঘৃণা করার" চীনের কমিউনিস্টদের তত্ত্বকে গালিগালাজ করার পর কয়েকজন বীরপুরুষ "রণকৌশলগতভাবে শত্রুকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা"-র তত্ত্বের উপর তাদের ক্রোধ প্রকাশ করেন। তারা বলেন "রণনীতিগতভাবে শত্রুকে ঘৃণা করা আবার একই সঙ্গে রণকৌশলগতভাবে তাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা"-র সূত্র হলো "দ্ব্যর্থব্যঞ্জক দৃষ্টিভঙ্গীর" পরিচায়ক এবং "মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী"। প্রকাশ্যে তারা স্বীকার করেন যে রণনীতি রণকৌশল থেকে ভিন্ন এবং রণকৌশলকে অবশ্যই রণনীতির উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা রণনীতি ও রণকৌশলের মধ্যেকার পার্থক্য মুছে ফেলেন এবং রণনীতিকে রণকৌশলের সাথে সম্পূর্ণ গুলিয়ে ফেলেন। রণকৌশলকে রণনীতির অধীনস্ত করার পরিবর্তে তারা রণনীতিকে রণকৌশলের অধীনস্ত করে ফেলেন। বাঁধা-ধরা সংগ্রামে তারা নিজেদের সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে ফেলেন এবং সুনির্দিষ্ট সংগ্রামের ক্ষেত্রে হয় তারা শত্রুকে সীমাহীন সুযোগ দিয়ে আত্মসমর্পণবাদের ভুল করেন অথবা বেপরোয়াভাবে কাজ করে বসেন এবং হঠকারীতার ভুল করেন। শেষ বিচারে দেখা যায় যে তাদের উদ্দেশ্য হলো বিপ্লবী মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের রণনীতিগত আদর্শসমূহ এবং সমস্ত কমিউনিস্টদের রণনীতিগত লক্ষ্য সমূহ পরিহার করা।

ইতিমধ্যেই আমরা দেখিয়েছি যে, ঐতিহাসিকভাবে সকল বিপ্লবী বিপ্লবে সামিল হয়েছেন এই জন্য যে, সর্বপ্রথমে তারা শত্রুকে ঘৃণা করতে, সংগ্রাম করতে এবং ক্ষমতাদখল করতে সাহস দেখিয়েছেন। এখানে আমরা আরো বলতে চাই যে, একইভাবে ইতিহাসের সকল বিপ্লবী সফল হয়েছেন শুধুমাত্র এই কারণে নয় যে তারা শত্রুকে ঘৃণা করতে সাহস করেছিলেন; উপরন্তু তারা প্রত্যেকটি সুনির্দিষ্ট প্রশ্নে এবং প্রত্যেকটি সুনির্দিষ্ট সংগ্রামে শত্রুকে গুরুত্ব দিয়ে দেখেছিলেন এবং দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। সাধারণভাবে বলতে গেলে বিপ্লবীরা বিশেষত: সর্বহারা বিপ্লবীরা যদি এটা না করেন তাহলে সাবলীল গতিতে তারা বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন না; বরং হঠকারিতার ভুল করে বিপ্লবের ক্ষতিসাধন করতে পারেন, এমনকি পরাজয় পর্যন্ত ডেকে আনতে পারেন।

সর্বহারার স্বার্থে তাদের জীবনভর সংগ্রামে মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন সব সময় রণনীতিগতভাবে শত্রুকে ঘৃণা করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রণকৌশলগতভাবে শত্রুর প্রতি পূর্ণ গুরুত্ব দিয়েছেন। বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী সর্বদা তারা দুই ফ্রন্টে লড়েছেন– দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ ও আত্মসমর্পণবাদের বিরুদ্ধে এবং 'বামপন্থী' হঠকারিতার বিরুদ্ধে। এইদিক দিয়ে তারা আমাদের কাছে মহৎ আদর্শের প্রতীক হয়ে আছেন।

এই বিখ্যাত অনুচ্ছেদ দিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস **কমিউনিস্ট ইস্তেহার** সমাপ্ত করেন:

"কমিউনিস্টরা নিজেদের মতামত ও উদ্দেশ্য গোপন রাখতে ঘৃণাবোধ করে। কেবলমাত্র সমস্ত প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে বলপ্রয়োগে উচ্ছেদ করেই তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে– একথা তারা খোলাখুলি ঘোষণা করে। কমিউনিস্ট বিপ্লবের আতংকে শাসক শ্রেণীগুলি কেঁপে উঠুক। শৃংখল ছাড়া সর্বহারাদের হারাবার কিছুই নেই। তাদের জয় করার জন্য আছে সারা পৃথিবী।"[১০]

সমগ্র আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে সব সময় এটাই হয়ে এসেছে সাধারণ রণনীতিগত আদর্শ ও লক্ষ্য। বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্টরা যে বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হন সে বিষয়েও মার্কস ও এঙ্গেলস কিন্তু **কমিউনিস্ট ইস্তেহারে** সতর্কভাবে উল্লেখ করেছেন। তারা ছাঁচে ঢালা অনমনীয় কোন সূত্র বেঁধে দিয়ে যাননি এবং তা সকল দেশের কমিউনিস্টদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেননি। মার্কসবাদীরা সব সময়ই একথা বলে আসছেন যে, প্রত্যেক দেশের কমিউনিস্টরা ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে নিজেদের দেশের অবস্থা বিচার করে অবশ্যই তাদের নিজেদের নির্দিষ্ট রণনীতিগত ও রণকৌশলগত কর্তব্য নির্ধারণ করবেন।

মার্কস ও এঙ্গেলস নিজেরা ১৮৪৮-৪৯ সালের গণবিপ্লবী সংগ্রামগুলিতে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন। তৎকালীন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে তারা সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা বলে মনে করতেন, তাই তারা "শ্রমিক প্রজাতন্ত্রের জন্য" –এই স্লোগানকে আশু দাবী হিসাবে রাখার বিরোধিতা করেন, সেই সময় তাদের সুনির্দিষ্ট রণনীতি ছিল এই ধরনের। অন্যদিকে, বাইরে থেকে সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগ করে জার্মানীতে বিপ্লব শুরু করার প্রয়াসের তারা বিরোধিতা করেন এবং এই ধরনের প্রচেষ্টাকে "বিপ্লব নিয়ে খেলা করা" বলে আখ্যা দেন। তারা প্রস্তাব করেন যে, প্রবাসী জার্মান শ্রমিকদের "প্রত্যেকের" তার নিজের দেশে ফিরে আসা উচিত এবং সেখানকার গণবিপ্লবী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত। অন্য কথায় বলা যায়– সুনির্দিষ্ট রণকৌশলের ক্ষেত্রে মার্কস ও এঙ্গেলসের প্রস্তাব ও দৃষ্টিভঙ্গি "বামপন্থী" হঠকারীদের প্রস্তাব ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পুরোপুরি পৃথক ছিল। কোন নির্দিষ্ট সংগ্রামে মার্কস ও এঙ্গেলস সব সময় সুদৃঢ় ভিত্তি থেকে শুরু করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন।

১৮৪৮-৪৯ সালের বিপ্লব ব্যর্থ হবার পর পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ১৮৫০ সালের বসন্তকালে মার্কস ও এঙ্গেলস এই কথা বলেছিলেন যে আর একটি বিপ্লব আসন্ন। কিন্তু গ্রীষ্মকালে তারা দেখলেন যে অবিলম্বে বিপ্লব নতুন করে ঘটার সম্ভাবনা আর নেই। কেউ কেউ বাস্তব সম্ভাবনাগুলিকে অস্বীকার করেন এবং বিপ্লবী অগ্রগতির প্রকৃত অবস্থার পরিবর্তে বিপ্লবী কথাবার্তা বলে "কৃত্রিম বিপ্লবের" ভেলকি দেখাতে শুরু করেন। তারা শ্রমিকদের বলেন যে, এখনই তাদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে হবে অথবা তারা ঘুমিয়ে থাকতে পারেন। মার্কস ও এঙ্গেলস এই ধরনের হঠকারিতাকে দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করেন। লেনিনের ভাষায়:

"১৮৪৮-৪৯ সালের বিপ্লবীযুগ যখন শেষ হয়, মার্কস বিপ্লব নিয়ে খেলা করার প্রত্যেক প্রচেষ্টাকে বাধা দেন (শ্যাপার ও উইলিচ-এর বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করেন), যে নতুন পর্যায় আপাত দৃষ্টিতে এক 'শান্তিপূর্ণ' পথে নতুন বিপ্লবের প্রস্তুতি চালাচ্ছে সেই পর্যায়ে কাজ করার সামর্থ্য দেখাবার উপর বিশেষ জোর দেন।"[১১]

প্যারি কমিউনের কয়েকমাস আগে ১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বরে, মার্কস অসময়োচিত এক অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে ফরাসী সর্বহারাদের সতর্ক করে দেন। কিন্তু ১৮৭১ সালের মার্চ মাসে শ্রমিকরা যখন অভ্যুত্থান ঘটাতে বাধ্য হয় তখন মার্কস প্যারি কমিউনের শ্রমিকদের আকাশ-কাঁপানো বীরত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। এল. কুগেলমানের কাছে লেখা এক চিঠিতে মার্কস বলেন:

"প্যারিসের এই নাগরিকদের কি নমনীয়তা, কি ঐতিহাসিক উদ্যোগ এবং আত্মত্যাগের কি ক্ষমতা! বহি:শত্রুর চেয়েও অভ্যন্তরীণ বিশ্বাসঘাতকতার ফলে যে ক্ষুধা ও ধ্বংসের জন্ম হয়েছিল তার ঠিক ছ'মাস পরে প্রাশিয়ান বেয়নেটের সামনেই তারা অভ্যুত্থান ঘটায়; যেন ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে কখনই যুদ্ধ হয়নি এবং প্যারিসের দরজায় যেন এখনও শত্রু নেই! ইতিহাসে এই রকম মহত্ত্বের কোন উদাহরণ নেই। তারা যদি পরাজিত হয়ে থাকেন, তাদের 'সৎ প্রকৃতিই' শুধু তার জন্য দায়ী।"[১২]

লক্ষ্য করুন, শত্রুর প্রতি বীরত্বপূর্ণ অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্য মার্কস প্যারি কমিউনের শ্রমিকদের কি চমৎকার ভাষায় প্রশংসা করেছেন। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাধারণ রণনীতিগত লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কস প্যারি কমিউন সম্বন্ধে এই মূল্যায়ন করেছেন এবং প্যারি কমিউনের সংগ্রাম সম্পর্কে বলেছেন, "ইতিহাসে এই রকম মহত্ত্বের কোন উদাহরণ নেই"।

একথা সত্যি যে, অভ্যুত্থানকালে প্যারি কমিউন বেশ কিছু ভুল করেছিল। প্রতিবিপ্লবী ভার্সাই-এর বিরুদ্ধে অবিলম্বেই অভিযান চালাতে প্যারি কমিউন ব্যর্থ হয় এবং কেন্দ্রীয় কমিটি অতি দ্রুত ক্ষমতা ছেড়ে দেয়। প্যারি কমিউন বিফল হয়েছে। কিন্তু কমিউন সর্বহারা বিপ্লবের যে পতাকা উড্ডীন করে গেছে, তা চিরকাল গৌরবময় হয়ে থাকবে।

"ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ" পুস্তকে মার্কস লিখেছেন:

"কমিউনসহ মেহনতী মানুষের প্যারিস নতুন সমাজের গৌরবান্বিত অগ্রদূত হিসেবে চিরকাল নন্দিত হবে। শ্রমিকশ্রেণীর মহৎ হৃদয়ে এর শহীদদের আসন পাতা থাকবে। ইতিহাস কমিউন ধ্বংসকারী ঘাতকদের ইতিমধ্যেই চিরন্তন শাস্তিস্তম্ভে বিদ্ধ করেছে; তাদের ধর্মযাজকেরা তাদের হয়ে যতই প্রার্থনা করুক না কেন, পাপ থেকে তাদের এতটুকুও মুক্ত করতে পারবে না।"[১৩]

প্যারি কমিউনের ২১তম বার্ষিকীতে লিখতে গিয়ে এঙ্গেলস বলেছেন:

"এর বিরাট আন্তর্জাতিক চরিত্র কমিউনকে ঐতিহাসিক মহত্ব প্রদান করেছে। বুর্জোয়াদের উৎকট স্বাদেশিকতার প্রত্যেক অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে কমিউন হলো এক সাহসী চ্যালেঞ্জ; এবং সকল দেশের সর্বহারারা নির্ভুলভাবে তা বুঝেছিলেন।"[১৪]

কিন্তু মনে হয় বর্তমানে আমাদের কমরেড তোগলিয়াত্তি অনুভব করেন যে, সারা পৃথিবীর সর্বহারাদের বিপ্লবী স্বার্থের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য হিসেবে মার্কস ও এঙ্গেলস প্যারি কমিউনের যে উচ্চ প্রশংসা করেছেন তা আর উল্লেখযোগ্য নয়।

এঙ্গেলস দেখিয়েছিলেন যে প্যারি কমিউনের পরাজয়ের পর তাদের শক্তি সংগঠিত করার জন্য প্যারিসের শ্রমিকদের দীর্ঘ এক বিরামের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ব্লাঁকিপন্থীরা পরিস্থিতি বিচার না করেই নতুন অভ্যুত্থান ঘটাবার জন্য প্রচার চালিয়েছিলেন। এঙ্গেলস এই হঠকারিতার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।

ইউরোপ ও আমেরিকায় পুঁজিবাদের শান্তিপূর্ণ বিকাশের পর্যায়ে মার্কস ও এঙ্গেলস শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে দুই ফ্রন্টে তাদের সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। একদিকে বিপ্লব সম্পর্কে ফাঁকা বুলিকে তারা তীব্রভাবে নিন্দা করেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বুর্জোয়া-বৈধতাকে সুযোগে পরিণত করতে হবে। অন্যদিকে সমাজ গণতন্ত্রী পার্টিগুলিতে প্রাধান্য বিস্তারকারী সুবিধাবাদী চিন্তাধারাকে আরো কঠোরভাবে সমালোচনা করেন, কারণ এই সুবিধাবাদীরা সর্বহারাদের বিপ্লবী দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলেছিলেন, শুধু বৈধ সংগ্রামের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ করে ফেলেছিলেন এবং বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বেআইনী উপায়গুলিকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে সংকল্পহীনতার পরিচয় রেখেছিলেন।

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শান্তিপূর্ণ অগ্রগতির কালসহ সব সময়েই মার্কস ও এঙ্গেলস অবিচলভাবে সর্বহারা বিপ্লবের রণনীতিগত আদর্শগুলি

আঁকড়ে ছিলেন, এবং কোন বিশেষ সময়ের সুনির্দিষ্ট অবস্থা অনুসারে নমনীয় কৌশলগুলি তারা সযত্নে গ্রহণ করতেন।

সর্বহারা বিপ্লবী সংগ্রামের ঐতিহাসিক মঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে মহান এক মার্কসবাদী হিসেবে লেনিন রাশিয়ান সর্বহারাদের বিপ্লবী রণনীতি প্রাঞ্জলভাবে সূত্রবদ্ধ **"জনগণের বন্ধুরা" কী রকম এবং কীভাবে তারা সমাজ-গণতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন** শীর্ষক তার প্রথম বিখ্যাত রচনার উপসংহারে লেনিন বলেন:

"যখন এগিয়ে থাকা প্রতিনিধিরা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধারণা, রুশ শ্রমিকদের ঐতিহাসিক ভূমিকার ধারণা আয়ত্ব করে ফেলবেন, যখন এইসব ধারণা ব্যাপক হয়ে উঠবে এবং শ্রমিকদের বর্তমানের বিক্ষিপ্ত অর্থনৈতিক যুদ্ধগুলিকে সচেতন শ্রেণীসংগ্রামে রূপান্তরিত করার জন্য যখন শ্রমিকদের মধ্যে স্থায়ী সংগঠন তৈরী হবে– তখন রুশ **শ্রমিকরা** সকল গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর নেতা হিসেবে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে একনায়কত্বের অবসান ঘটাবেন এবং **(সকল দেশের** সর্বহারাদের পাশাপাশি) **রুশ সর্বহারাদের খোলাখুলি রাজনৈতিক সংগ্রামের সোজা পথ ধরে বিজয়ী কমিউনিস্ট বিপ্লবের দিকে পরিচালনা করবেন।"**[১৫]

রুশ সর্বহারাদের অগ্রগামীদের কাছে এবং রুশ জনগণের কাছে লেনিনের এই রণনীতিগত আদর্শ তাদের সমগ্র মুক্তি সংগ্রামের সাধারণ পথ নির্দেশক ছিল।

এই রণনীতিগত আদর্শ লেনিন সব সময় দৃঢ়তার সাথে উর্ধে তুলে ধরেছিলেন। তা করতে গিয়ে তিনি নারদনিকদের, "বৈধ মার্কসবাদীদের", অর্থনীতিবাদীদের, মেনশেভিকদের, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদী এবং সংশোধনবাদীদের ট্রটস্কি ও বুখারিনের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়েছিলেন।

১৯০৬ সালে যখন রুশ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির কর্মসূচী তৈরী করা হচ্ছিল তখন সর্বহারা রণনীতির প্রশ্নে লেনিন ও প্লেখানভের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। লেনিন জোর দিয়ে বলেছিলেন, সর্বহারা একনায়কত্বের কথা পার্টি কর্মসূচীতে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং তিনি দাবী করেছিলেন যে বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বকারী ভূমিকা কর্মসূচীতে স্পষ্ট করেই ব্যাখ্যা করতে হবে।

১৯০৫ সালের বিপ্লবের সময়ে লেনিন "গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সমাজ গণতন্ত্রের দুই কৌশল" শীর্ষক পুস্তকে যে রুশ সর্বহারারা সংগ্রাম পরিচালনা ও ক্ষমতা দখলের সাহস দেখিয়েছিলেন তাদের বীরত্বপূর্ণ মনোভাবের কথা উল্লেখ করেন। গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সর্বহারা নেতৃত্বে এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর বিশদ তত্ত্ব তিনি উপস্থিত করেন এবং এইভাবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরিত করার মার্কসবাদী তত্ত্বকে তিনি বিকশিত করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে লেনিন "দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন", "সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়" এবং অন্যান্য অত্যন্ত মূল্যবান মার্কসবাদী চিরায়ত রচনায় রণনীতিগত প্রশ্নে সর্বহারার চিন্তাধারাকে নতুন স্তরে উন্নীত করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেরই পূর্বাহ্ন হলো সাম্রাজ্যবাদ এবং প্রথমে একটি দেশে বা কয়েকটি দেশে সর্বহারা বিপ্লব বিজয় অর্জন করতে পারে। রণনীতিগত এই সকল ধারণাই মহান অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়ের পথ প্রশস্ত করেছিল।

এই ধরনের আরো বহু উদাহরণ আছে।

রণকৌশলের নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে লেনিন সর্বদা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বহারাদের জন্য কর্মধারা নির্ধারণ করতেন, যেমন কোন্ অবস্থায় সর্বহারাদের রাজনৈতিক পার্টির সংসদে অংশগ্রহণ করা উচিত এবং কোন্ অবস্থায় তা বর্জন করা উচিত; কোন্ অবস্থায় এই পার্টির এক ধরনের বা অন্য ধরনের মৈত্রী স্থাপন করা উচিত; কোন্ অবস্থায় এই পার্টির প্রয়োজনীয় আপোষ করা উচিত এবং কোন্ অবস্থায় আপোষকে প্রত্যাখান করা উচিত; কোন্ পরিস্থিতিতে বৈধ সংগ্রাম করা উচিত এবং কোন্ পরিস্থিতিতে অবৈধ সংগ্রামের পথ ধরা উচিত এবং কোন পরিস্থিতিতে নমনীয়ভাবে বৈধ, অবৈধ এই দুই সংগ্রামের পদ্ধতির সংযোগ সাধন করা উচিত; কখন আক্রমণ করা উচিত এবং কখন পশ্চাদপসরণ করা উচিত অথবা কখন ঘুরে পথ চলা উচিত ইত্যাদি। **"বামপন্থী" কমিউনিজম এবং শিশুসুলভ বিশৃংখলা** শীর্ষক পুস্তকে লেনিন এইসব প্রশ্ন গভীরভাবে এবং সুশৃংখলভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

তিনি সঠিকভাবে বলেছিলেন:

"...প্রথমে কর্তব্য সুসম্পন্ন করার জন্য বিপ্লবী শ্রেণীকে সামাজিক ক্রিয়াকলাপের **সকল** পদ্ধতি অথবা দিকই অবশ্যই আয়ত্ত করতে হবে...; দ্বিতীয়ত, সবচেয়ে দ্রুত এবং অপ্রত্যাশিতভাবে এক পদ্ধতি থেকে অন্য পদ্ধতিতে চলে যাবার জন্য বিপ্লবী শ্রেণীকে অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে।"[১৬]

সংগ্রামের বিভিন্ন পদ্ধতি পর্যালোচনা করে লেনিন আরো বলেছেন যে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন থেকে সুবিধাবাদ ও "বামপন্থী" গোঁড়ামী দূর করা, বুর্জোয়া কর্তৃত্বের অবসান ঘটানো এবং সর্বহারা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার মত আন্তর্জাতিক কর্তব্যগুলি নিজ নিজ দেশে সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট

ব্যবস্থাগুলি অবলম্বনকালে সকল কমিউনিস্টদের পক্ষেই প্রয়োজন হলো আপন আপন দেশের জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি খুঁজে বের করা, পর্যবেক্ষ বিশ্লেষণ করা, সেগুলির মূল্যায়ন করা এবং উপলব্ধি করা। সংগ্রাম করতে গিয়ে নিজ দেশের জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ পুরোপুরি ভুল।

লেনিনের চিন্তার আলোকে বিচার করলে দেখা যায় যে, সর্বহারাদের ও জনগণের মুক্তির সাধারণ রণনীতিগত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সর্বহারা পার্টিরই বাস্তব কৌশলগুলির উদ্দেশ্য হলো লক্ষ লক্ষ মানুষকে সংগঠিত করা, যত বেশী সম্ভব মিত্র শক্তিগুলিকে জমায়েত করা জনগণের শত্রুদের, সাম্রাজ্যবাদীদের ও তাদের পদলেহী কুকুরদের যত বেশী সম্ভব বিচ্ছিন্ন করা। লেনিনের নিজের ভাষায়:

"...পরিবর্তনশীল এবং আপেক্ষিকভাবে বিশেষ ও সাময়িক কারণ অনুসারে সংগ্রামের পদ্ধতি সর্বদা পরিবর্তিত হতে পারে এবং হয়ে থাকে, যতদিন শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব থাকে ততদিন সংগ্রামের সারবস্তু, সংগ্রামের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য একদমই পাল্টায় না।"[১৭]

চীনের কমিউনিস্টদের রণনীতিগত ও রণকৌশলগত চিন্তাধারা:

মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের চিন্তাধারার উপর নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে, চীনের কমিউনিস্টরা বাস্তব বৈপ্লবিক অনুশীলনের মধ্যে চীন বিপ্লবে রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণ করেছিলেন।

চীনের কমিউনিস্টদের রণনীতিগত ও রণকৌশলগত চিন্তাধারা কমরেড মাও সেতুং নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদে ব্যক্ত করেছেন:

"সারা পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদের এবং চীনে চিয়াং কাইশেক চক্রের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনে ইতিমধ্যেই পচন ধরেছে এবং তাদের কোন ভবিষ্যত নেই। তাদের ঘৃণা করার কারণ আছে এবং আমরা আস্থাশীল ও নিশ্চিত যে চীনা জনগণের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সকল শত্রুকেই আমরা পরাজিত করবো। কিন্তু প্রত্যেকটি অংশ ও প্রত্যেকটি সুনির্দিষ্ট সংগ্রামের ক্ষেত্রে (সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মতাদর্শগত) আমাদের কখনই শত্রুকে হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়, বরং আমাদের উচিত শত্রুকে গুরুত্ব সহকারে দেখা এবং জয়লাভের জন্য যুদ্ধে আমাদের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করা। আমরা সঠিকভাবেই দেখিয়েছি যে রণনীতিগতভাবে, সামগ্রিক বিচারে আমাদের উচিত শত্রুকে তুচ্ছ করে দেখা, কিন্তু কোন অংশের বিচারে, কোন সুনির্দিষ্ট সংগ্রামের ক্ষেত্রে আমাদের কখনই শত্রুকে তুচ্ছ করা উচিত নয়। সামগ্রিক বিচারে যদি শত্রুর শক্তিকে আমরা বাড়িয়ে দেখি এবং সেইজন্য শত্রুকে উৎখাত করার ও বিজয় অর্জন করার সাহস না দেখাই, তাহলে আমরা দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীর ভুল করবো। যদি আমরা প্রত্যেক অংশ ও প্রত্যেকটি সুনির্দিষ্ট সমস্যার ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার পরিচয় না দেই, যত্ন সহকারে অবস্থা পর্যবেক্ষণ না করি, সংগ্রামের কৌশলকে নিখুঁত না করে তুলি, যুদ্ধের জন্য আমাদের সকল শক্তিকে কেন্দ্রীভূত না করি, এবং যে সকল মিত্রকে আমাদের পক্ষে আনা উচিত তাদের সকলকে নিজেদের দিকে আনার জন্য মনোযোগ না দেই (মধ্যচাষী, স্বাধীন ক্ষুদ্র কারিগর ও ব্যবসায়ী, মধ্য বুর্জোয়া, ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক ও সাধারণ বুদ্ধিজীবী, সাধারণ সরকারী কর্মচারী, বিভিন্ন পেশার লোক এবং শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর লোক), তাহলে আমরা "বামপন্থী" সুবিধাবাদীর ভুল করবো।"[১৮]

মাও সেতুং সামগ্রিকভাবে সর্বহারাদের সংগ্রামের অর্থাৎ রণনীতিগত প্রশ্নের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং সর্বহারাদের সংগ্রামের প্রত্যেক অংশ, প্রত্যেকটি সুনির্দিষ্ট সমস্যার অর্থাৎ রণকৌশলগত প্রশ্নেরও সমানভাবে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

সামগ্রিকভাবে অবস্থা বিচার করে অর্থাৎ রণনীতিগতভাবে আমরা শত্রুকে ঘৃণা করতে পারি কেন? কারণ সাম্রাজ্যবাদ ও সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিই ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, তাদের কোন ভবিষ্যত নেই এবং তাদের উৎখাত করা সম্ভব। এটা বোঝার ব্যাপারে ব্যর্থতা বিপ্লবী সংগ্রাম চালিত করার ব্যাপারে সাহসের অভাবের জন্ম দেয়, বিপ্লবে অনাস্থা নিয়ে আসতে ও জনগণকে বিপথে চালিত করতে সাহায্য করে। সুনির্দিষ্ট সংগ্রামগুলির ক্ষেত্রে অর্থাৎ রণকৌশলগতভাবে কেন আমাদের শত্রুকে হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয় এবং কেন তাকে অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে হবে? তার কারণ সাম্রাজ্যবাদীরা এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি এখনও তাদের শাসনযন্ত্র ও সমগ্র সশস্ত্র বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করে এবং তারা জনগণকে প্রতারিত করতে পারে। সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার শাসনকে উৎখাত করার জন্য সর্বহারা এবং জনগণকে অবশ্যই তিক্ত ও জটিল সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। সাম্রাজ্যবাদীরা ও প্রতিক্রিয়াশীলেরা আপনা থেকেই তাদের সিংহাসন থেকে গড়িয়ে পড়বে না।

কোন বিপ্লবী পার্টি যদি পুরনো ব্যবস্থা উচ্ছেদ করার রণনীতিগত লক্ষ্য পরিহার করে থাকে, শত্রুকে উৎখাত করা যেতে পারে এবং বিজয় অর্জন করা যেতে পারে এই বিশ্বাস আর না রাখতে পারে, তবে সে পার্টি কখনও বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনা করতে পারবে না। যদি কোন বিপ্লবী পার্টি বিপ্লবী সংগ্রামকালে গুরুত্ব সহকারে ও বিচক্ষণতার সঙ্গে শত্রুর মুখোমুখি না হয়ে এবং ক্রমান্বয়ে বিপ্লবী শক্তিগুলোকে সংহত ও সম্প্রসারিত না করে কেবলমাত্র বিপ্লবের লক্ষ্য ঘোষণা করতে থাকে, যদি বিপ্লবকে কেবল আলোচনার বিষয়বস্তু করে অথবা অন্ধের মতো আঘাত করে তবে সেই পার্টি কখনও প্রত্যাশিত বিজয় অর্জন করতে পারে না। সর্বহারা পার্টিগুলি সম্পর্কে একথা আরও বেশী সত্য। যদি কোন সর্বহারা পার্টি বিপ্লবী সংগ্রামের প্রত্যেকটি বাস্তব সমস্যার প্রশ্নে শত্রুকে পুরোপুরি গুরুত্ব দেয় এবং সর্বহারার রণনীতিগত আদর্শে অবিচলিত থেকে বিচক্ষণতার সঙ্গে তার মোকাবিলা করে, তাহলে শক্তির দিক দিয়ে শুরুতে সর্বহারারা নগণ্য হলেও কমরেড মাও সেতুং-এর ভাষায় "যতই দিন যাবে, আমরা

সামগ্রিকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠব।"[১৯] অন্যকথায় বলতে গেলে, সংগ্রামের বাস্তব প্রশ্নগুলিতে রণকৌশলের ক্ষেত্রে যদি শত্রুকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় এবং প্রত্যেকটি সুনির্দিষ্ট সংগ্রামে জয়লাভের জন্য যদি সর্বপ্রকারে প্রচেষ্টা চালানো হয়, তাহলে বিপ্লবের জয়কে দ্রুততর করে তোলা যায় এবং এর ফলে বিপ্লব পিছিয়ে পড়বে না বা স্থগিত থাকবে না।

রণকৌশলগতভাবে শত্রুকে পুরোপুরি গুরুত্ব দিয়ে, এবং সুনির্দিষ্ট সংগ্রামগুলিতে জয়লাভ করে, সর্বহারা পার্টিগুলি জনগণকে ক্রমবর্ধমান হারে তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে এই শিক্ষা লাভে সাহায্য করে যে শত্রুকে পরাজিত করা যায় এবং শত্রুকে ঘৃণা করার সব রকমের কারণ ও ভিত্তি আছে। চীনে এই প্রাচীন প্রবাদবাক্যগুলি আছে: বিরাট ব্যাপারগুলি ছোট করেই শুরু হয়; ছোট মূল থেকেই বিশাল গাছ হয়, মাটির স্তূপ জড়ো করার মধ্যে দিয়েই ন'তলা দূর্গের নির্মাণকাজ শুরু হয়, একটি পদক্ষেপ দিয়েই হাজার লি যাত্রা শুরু হয়। প্রতিক্রিয়াশীলদের যারা উৎখাত করতে চান সেই বিপ্লবী জনগণ সম্পর্কেও প্রবাদবাক্যগুলি সত্যি; অর্থাৎ একটার পর একটা সংগ্রাম চালিয়ে, অসংখ্য সুনির্দিষ্ট সংগ্রাম করে এবং প্রত্যেকটি সংগ্রামে জয়লাভের প্রচেষ্টা চালিয়ে তারা প্রতিক্রিয়াশীলদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেন।

"চীনের বিপ্লবীযুদ্ধের রণনীতির সমস্যা" শীর্ষক পুস্তকে কমরেড মাও সেতুং বলেছেন, "আমাদের রণনীতি 'দশজনের বিরুদ্ধে একজন লড়ো' এবং আমাদের রণকৌশল 'একজনের বিরুদ্ধে দশজনে লড়ো'; শত্রুর বিরুদ্ধে প্রাধান্য বিস্তারের আমাদের মৌলিক নীতিগুলির এটা হলো একটা।" তিনি আরও বলেছেন "অনেককে পরাজিত করার জন্য আমরা অল্প কয়েকজনকে ব্যবহার করি– সামগ্রিকভাবে চীনের শাসকদের আমরা এই কথা বলি। অল্প কয়েকজনকে পরাজিত করার জন্য আমরা অনেককে ব্যবহার করি– যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন শত্রু শক্তিকে আমরা এই কথা বলি।"[২০] এখানে তিনি সামরিক সংগ্রামের নীতিগুলিই আলোচনা করছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রেও এই কথাগুলি প্রযোজ্য। ইতিহাস দেখিয়ে দেয় যে, বুর্জোয়া বিপ্লবীসহ সব বিপ্লবীরাই শুরুতে সব সময় সংখ্যালঘু থাকেন এবং তারা যে শক্তিগুলিকে নেতৃত্ব দেন সর্বদা সে শক্তিগুলি তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র ও দুর্বল থাকে। শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের রণনীতিতে যদি "অনেককে পরাজিত করার জন্য অল্প কয়েকজনকে ব্যবহার করার" এবং "দশজনের বিরুদ্ধে একজনে লড়া"-র ইচ্ছের অভাব থাকে, তাহলে তারা জরদ্গব ও অপদার্থ বনে যাবেন, কোন কিছুই করতে পারবেন না এবং কখনও সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারবেন না। অন্যদিকে তাদের রণকৌশলে অর্থাৎ প্রত্যেকটি সুনির্দিষ্ট সংগ্রামে বিপ্লবীরা যদি জনগণকে সংগঠিত করতে, সম্ভাব্য সকল মিত্রের জমায়েত ঘটাতে এবং শত্রুদের মধ্যে বাস্তবভাবে বিদ্যমান দ্বন্দ্বগুলিকে কাজে লাগাতে না শেখেন, যদি তারা "অল্প কয়েকজনকে পরাজিত করার জন্য অনেককে ব্যবহার করা" এবং "একজনের বিরুদ্ধে দশজনের লড়ার" পদ্ধতি প্রয়োগ করতে না পারেন এবং যদি তারা সুনির্দিষ্ট সংগ্রামগুলির জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম প্রস্তুতি না নিতে পারেন, তাহলে তারা প্রত্যেকটি সুনির্দিষ্ট সংগ্রামে কখনও জয়লাভ করতে পারবেন না এবং তাদের ছোট ছোট বিজয়গুলিকে বিরাট বিজয়ে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হবেন না এবং এই বিপদ আসবে যে, তাদের নিজেদের শক্তিগুলি শত্রুর হাতে একে একে চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে এবং বিপ্লবের শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হবে।

দর্পণ

রণনীতি ও রণকৌশলের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে সারসংক্ষেপ করলে বলতে হয় যে, এটা একান্ত প্রয়োজনীয় যে, সর্বহারার পার্টি মেহনতী মানুষের মুক্তির চূড়ান্ত লক্ষ্যের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দেবে এবং এই পার্টি শত্রুকে পরাজিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সাহস ও বিশ্বাসের অধিকারী হবে। চূড়ান্ত লক্ষ্যকে হারিয়ে ফেলে নগণ্য ও আশুলাভ ও বিজয়ের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে পড়া এই পার্টির উচিত নয়; কেবলমাত্র শত্রুর সাময়িক ও বাহ্যিক শক্তি দেখেই জনগণের বিপ্লবের বিজয়লাভ সম্পর্কে কখনও এই পার্টির বিশ্বাস হারানো উচিত নয়। একই সময়ে সর্বহারার পার্টি খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে না হলেও অত্যন্ত ক্ষুদ্র দৈনন্দিন সংগ্রামগুলির প্রতি অবশ্যই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করবে। প্রত্যেকটি সুনির্দিষ্ট সংগ্রামে, এই পার্টি অবশ্যই যথোপযুক্ত প্রস্তুতি চালাবে, জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সুষ্ঠুভাবে কাজ করে যাবে, সংগ্রামের কৌশল অধ্যয়ন করবে ও নিখুঁত করে তুলবে এবং বিজয় অর্জনের জন্য যা করা প্রয়োজন তার সবকিছু করবে যাতে করে জনগণ সব সময়ে শিক্ষা ও প্রেরণা পেতে পারে।

এই বিষয়টা পার্টিকে পুরোপুরি বুঝতে হবে যে, অত্যন্ত ছোট ছোট সংগ্রামসহ বিরাট সংখ্যক সুনির্দিষ্ট সংগ্রামগুলি একসঙ্গে যুক্ত ও বিকশিত হয়ে এমন একটি শক্তিতে পরিণত হতে পারে যা পুরনো ব্যবস্থাকে কাঁপিয়ে দেবে।

সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, রণনীতি ও রণকৌশল পরস্পরের থেকে আলাদা এবং একই সময়ে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। যে দ্বন্দ্ববাদ দিয়ে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা প্রশ্নগুলি বিচার করেন, এ হলো তারই এক অভিব্যক্তি। কোন কোন লোক "রণনীতিগতভাবে শত্রুকে ঘৃণা করা এবং রণকৌশলগতভাবে তাকে গুরুত্ব সহকারে বিচার করাকে" "পণ্ডিতি দর্শন" অথবা "দু'মুখো দৃষ্টিভঙ্গি" বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু তাদের ঠিক কোন্ ধরনের "দর্শন" এবং "একমাত্র দৃষ্টিভঙ্গি" আছে, তা আমাদের আয়ত্বের বাইরে।

"আমাদের বিপ্লব" শীর্ষক প্রবন্ধে সুবিধাবাদী বীরপুঙ্গবদের সম্পর্কে লেনিনের নিম্নোক্ত বক্তব্য আছে: "তারা নিজেদের মার্কসবাদী বলে অভিহিত করেন, কিন্তু মার্কসবাদ সম্পর্কে তাদের ধারণা হলো অসম্ভব রকমের পণ্ডিতসুলভ। মার্কসবাদে নির্ধারক কী তা বুঝতে অর্থাৎ বিপ্লবী দ্বন্দ্ববাদ বুঝতে তারা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন"।[২১]

একই প্রবন্ধে লেনিন আরও বলেছেন:

"তাদের সমগ্র আচার ব্যবহার সেই ভীরু সংস্কারবাদী হিসেবে তাদের প্রকাশ করে দেয় যারা বুর্জোয়াদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া দূরে থাক, ক্ষুদ্রতম একটি পদক্ষেপ দূরে যেতেও ভীত হয়ে পড়ে, এবং একই সময়ে নিজেদের ভীরুতাকে উন্মত্ত বক্তৃতা ও দাম্ভিকতা দিয়ে ঢেকে রাখে।"[২২]

যারা চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে আক্রমণ করছেন, তাদের আমরা লেনিনের এই লাইনগুলি সযত্নে পড়ে দেখার জন্য সুপারিশ করছি। নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, লেনিনের এই বক্তব্য কিছু লোকের কাছে রাজনৈতিক দর্পণ হিসেবে কার্যকরী হতে পারে। ■

নোট:

১) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে তোগলিয়াত্তির রিপোর্ট।

২) তোগলিয়াত্তি, "আলোচনাকে তার প্রকৃত সীমায় ফিরিয়ে নেওয়া যাক।"

৩) ঐ, ঐ।

৪) কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিসমূহের ১৯৫৭ সালের মস্কো সম্মেলনে কমরেড মাও সেতুং-এর ভাষণ।

৫) দ্রষ্টব্য: মাও সেতুং, "মার্কিন সাংবাদিক আনা লুইসি স্ট্রং-এর সঙ্গে আলোচনা", নির্বাচিত রচনাবলী, ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজ প্রেস, পিকিং, ১৯৬২, খণ্ড- ৪, মুখবন্ধ নোট, পৃষ্ঠা- ৯৮-৯৯।

৬) মার্কস ও এঙ্গেলস, "রাজনৈতিক অর্থনীতির সমালোচনামূলক প্রবন্ধের মুখবন্ধ" নির্বাচিত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫৮, খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ৩৬৯।

৭) লেনিন, "কোনো মিথ্যে নয়। সত্য বিবৃত করার মধ্যেই আমাদের শক্তি নিহিত"। সংগৃহীত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৬২, খণ্ড- ৯, পৃষ্ঠা- ২৯৯।

৮) স্তালিন, "দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ", লেনিনবাদের সমস্যা, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫৩, পৃষ্ঠা- ৭১৫।

৯) লেনিন, "রাষ্ট্রীয় ডুমার প্রতি মনোভাব সম্বন্ধে আর এস ডি এল পি'র সেন্ট পিটারসবুর্গ কমিটির প্রস্তাব (দুই)" সংগৃহীত রচনাবলী এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৬২, খণ্ড- ১০, পৃষ্ঠা- ৪৮১।

১০। মার্কস ও এঙ্গেলস, নির্বাচিত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫৬, খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ৬৫।

১১) লেনিন, "কার্ল মার্কস", "কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস", এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫৪, পৃষ্ঠা- ৬১।

১২) মার্কস ও এঙ্গেলস, "এল কুগেলমানের প্রতি মার্কস", নির্বাচিত পত্রাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, পৃষ্ঠা- ৩১৮।

১৩) মার্কস ও এঙ্গেলস, "ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ", নির্বাচিত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫৮, খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ৫৪২।

১৪) মার্কস ও এঙ্গেলস, "প্যারি কমিউনের ২১ তম বার্ষিকী স্মরণে", সংগৃহীত রচনাবলী, রুশ সংস্করণ, খণ্ড- ২২, পৃষ্ঠা- ২৯১।

১৫) লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, ১৯৫০, খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ৩০০।

১৬) লেনিন, নির্বাচিত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, খণ্ড- ২, অংশ- ২, পৃষ্ঠা- ৪২৪-২৫।

১৭) লেনিন, "সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়", নির্বাচিত রচনাবলী, এফ এল পি এইচ, মস্কো, খণ্ড- ১, অংশ- ২, পৃষ্ঠা- ৫০৯।

১৮) মাও সেতুং, "পার্টির বর্তমান নীতির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা প্রসঙ্গে", নির্বাচিত রচনাবলী, ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজ প্রেস, পিকিং, ১৯৬১, খণ্ড- ৪, পৃষ্ঠা: ১৮১-৮২।

১৯) মাও সেতুং, "বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য", নির্বাচিত রচনাবলী, ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজ প্রেস, পিকিং, ১৯৬১, খণ্ড- ৪, পৃষ্ঠা- ১৬১।

২০) মাও সেতুং-এর নির্বাচিত রচনাবলী, খণ্ড- ১।

২১) লেনিন, "মার্কস, এঙ্গেলস, মার্কসবাদ", মস্কো, ১৯৫১, পৃষ্ঠা- ৫৪৭।

২২) ঐ। ঐ। ঐ। ঐ।

আমরা এখন কি করছি এবং কি করতে চাই

[নোট: পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির মাওবাদী বলশেভিক পুনর্গঠন আন্দোলন-এর প্রতিষ্ঠার সময়কালে অর্থাৎ ১৯৯৯ সালের প্রথমার্ধে সর্বোচ্চ নেতৃত্বগ্রুপ কর্তৃক গৃহিত তিন বছরের প্রথম রণনৈতিক পরিকল্পনার মূল দিকগুলোর ভিত্তিতে এই নিবন্ধটি রচিত। ইতোমধ্যেই এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিবিধ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটেছে, তবে সেসবের অভিজ্ঞতা এবং তার সারসংকলন এই নিবন্ধটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি, তা পরবর্তীকালে প্রকাশিত কোনো নিবন্ধে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত রয়েছে সর্বোচ্চ নেতৃত্বগ্রুপের। —সম্পাদনা বোর্ড, লালঝাণ্ডা]

আমরা এখন বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রামের উচ্চতম রূপ বিপ্লবীযুদ্ধের অনুশীলন করছি। যার অর্থ হচ্ছে আমরা এখন সর্বহারা সহিংস বিপ্লবে নিয়োজিত রয়েছি। এক্ষেত্রে আমাদের লাইন হচ্ছে শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদার প্রদর্শিত মাওবাদী বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতিকে পুন:প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত করার লাইন। এর বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে আমরা পূর্ববাংলার নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে চাই।

আমাদের লাইন ও তার অনুশীলন অর্থাৎ সংগ্রাম, দু'টো পরস্পর বিপরীত দিকের একত্ব দ্বারা গঠিত।

এর একটি দিক হচ্ছে, শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদার প্রদর্শিত মাওবাদী বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতিকে পার্টির মধ্যে পুন:প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত করার জন্য, এবং এই রাজনীতিকে দেশব্যাপী সংগ্রামিক-সাংগঠনিকভাবে বাস্তবায়নের নেতৃত্ব প্রদানে পার্টিকে সক্ষম করে তোলার জন্য আমাদের পার্টি-সংগঠনের মাওবাদী বলশেভিক পুনর্গঠন আন্দোলনকে অব্যাহত রাখা ও বিকশিত করার লাইন ও সংগ্রাম।

এর আরেকটি দিক হচ্ছে, শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদার প্রদর্শিত মাওবাদী বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতিকে দেশব্যাপী পুন:প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত করার জন্য পার্টির নেতৃত্বে সংগ্রামিক-সাংঠনিকভাবে প্রচেষ্টা চালানোর লাইন ও সংগ্রাম। যার অর্থ হচ্ছে প্রধানত: বিপ্লবীযুদ্ধের সংগ্রাম ও বিপ্লবীযুদ্ধের সংগঠন তথা বিপ্লবীযুদ্ধ ও বিপ্লবী বাহিনীকে পুনরায় গড়ে তোলা ও তাকে বিকশিত করার লাইন ও অনুশীলন।

আমাদের লাইন ও অনুশীলনের বৈপরীত্বের একত্বের মধ্যে এখন প্রধান দিক হচ্ছে পার্টি-সংগঠনের মাওবাদী বলশেভিক পুনর্গঠন আন্দোলন-কে অব্যাহত রাখা ও বিকশিত করা। এবং অপ্রধান দিক হচ্ছে দেশব্যাপী পার্টির নেতৃত্ব সংগ্রামিক-সাংগঠনিকভাবে বিপ্লবীযুদ্ধ ও বিপ্লবী বাহিনীকে পুনরায় গড়ে তোলা ও তাকে বিকশিত করা।

আমাদের লাইন ও অনুশীলনের বিকাশের প্রক্রিয়াতে পরবর্তীকালে আজকের প্রধান দিকটি পরিবর্তিত হবে অপ্রধান দিকে এবং আজকের অপ্রধান দিকটি পরিবর্তিত হবে প্রধান দিকে।

পার্টি-সংগঠনের মধ্যকার মাওবাদী বলশেভিক পুনর্গঠন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতির তথা সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের মতাদর্শগত তত্ত্বগত হাতিয়ার মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ দ্বারা এবং তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদারের সঠিক ও মহান শিক্ষাসমূহ দ্বারা আমাদের পার্টি-সংগঠনের পুন:সজ্জিতকরণ ও তাকে বিকশিত করতে চাই। এবং একইসাথে দেশব্যাপী সংকুচিত হয়ে আসা পার্টি-সংগঠনের বলশেভিকীকরণও করতে চাই।

এবং তার মধ্য দিয়ে আমাদের প্রাণপ্রিয় পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টিকে পূর্ববাংলার বিপ্লবীযুদ্ধের নেতৃত্বকারী পার্টি হিসেবে পুনর্গঠিত ও পুন:প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। যার জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন হচ্ছে আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বাধীন তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের নামে বিপ্লবীযুদ্ধকে বর্জনের মধ্য দিয়ে বিপ্লবকে বর্জনের ডান সুবিধাবাদী সংশোধনবাদী দলত্যাগী লাইন বিরোধী, এবং এই প্রশ্নে কমরেড খ ও গ-র নেতৃত্বাধীন মধ্যপন্থী-সুবিধাবাদী-অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী লাইন বিরোধী, এবং বিরাজমান বিভিন্ন ভ্রূণকেন্দ্রের বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক আনাড়িপনা ও শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা বিরোধী, এবং জন্মসূত্রে আসা ও আমাদের মাঝে এখনো বিরাজমান এসব ভুল লাইনের বিভিন্ন খারাপ উপাদানগুলোকে সংশোধনের জন্য পরিচালিত আমাদের নেতৃত্বাধীন দুই লাইনের সংগ্রামকে অব্যাহত রাখা, বিকশিত করা ও তুঙ্গে ওঠানো।

এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে দুই লাইনের সংগ্রামকে চাবিকাঠি হিসেবে আঁকড়ে ধরা। এর অর্থ হচ্ছে পার্টির নীতি নির্ধারণের প্রশ্নে শ্রেণীসংগ্রামকে চাবিকাঠি হিসেবে আঁকড়ে ধরা।

এ কাজকে যতো বেশি করে ও যতো ভালভাবে আমরা আঁকড়ে ধরতে পারবো ততো বেশি করে ও ততো ভালোভাবে আমরা পার্টির নেতৃত্বে পার্টির বাইরের শ্রেণীসংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে পারবো।

দুই লাইনের সংগ্রাম পার্টি ও বিপ্লবের ক্ষতি করে— আনোয়ার কবীরের এই সংশোধনবাদী শিক্ষাকে আমাদের পরিপূর্ণভাবে ভুলে যেতে হবে, তার বিভিন্ন রূপের অবশেষ সমূহকে আমাদের মধ্য থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করতে হবে। এবং দুই লাইনের সংগ্রাম পার্টি ও বিপ্লবের উপকার করে, পার্টি ও বিপ্লবকে রক্ষা ও বিকশিত করে— কমরেড "ক" প্রদর্শিত এই মাওবাদী শিক্ষাকে আমাদের দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে।

আমাদেরকে সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে, দুই লাইনের সংগ্রামকে চাবিকাঠি হিসেবে আঁকড়ে ধরার অর্থ হচ্ছে বিপ্লবকেই আঁকড়ে ধরা। এবং বিপরীতভাবে, বিপ্লবকে আঁকড়ে ধরার অর্থ হচ্ছে দুই লাইনের সংগ্রামকেই চাবিকাঠি হিসেবে আঁকড়ে ধরা।

দুই লাইনের সংগ্রামকে অবদমিত করা, সংকুচিত, সীমাবদ্ধ ও গণ্ডিবদ্ধ

করার আনোয়ার কবীরপন্থী সংশোধনবাদী কর্মনীতি এবং খ-গ'র নেতৃত্বাধীন মধ্যপন্থী সুবিধাবাদী কর্মনীতিকে বিরোধিতা ও প্রত্যাখান করার আমাদের অবস্থানকে অবশ্যই অব্যাহত রাখতে হবে। এবং বিপরীতে জনগণ থেকে আসা ও জনগণের মধ্যে যাওয়ার মাওবাদী কর্মনীতিকে পূর্বের মতোই দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকতে হবে।

দুই লাইনের সংগ্রামকে চাবিকাঠি হিসেবে আঁকড়ে ধরা ও তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং সেক্ষেত্রে জনগণ থেকে আসা ও জনগণের মধ্যে যাওয়ার কর্মনীতিকে অনুশীলনের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে একটি উপযুক্ত মাধ্যম বা হাতিয়ার। পার্টির মতাদর্শগত তত্ত্বগত কেন্দ্রিয় মুখপত্র "লালঝাণ্ডা"-ই হচ্ছে এক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযুক্ত মাধ্যম বা হাতিয়ার, যার প্রকাশনাকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বে ও তার প্রস্তাবনার ভিত্তিতে। যা ভুল ছিল। তাই তার সংশোধন করা প্রয়োজন। যার অর্থ হচ্ছে লালঝাণ্ডা পুন:প্রকাশনার সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন। যা ইতোমধ্যেই নেয়া হয়েছে। এবং এই নিবন্ধ প্রকাশের মধ্য দিয়েই তার পুন:যাত্রা শুরু হলো। এরপর থেকে আমাদের নেতৃত্বে দুই লাইনের সংগ্রাম প্রধানভাবে আবর্তিত ও কেন্দ্রিভূত হবে লালঝাণ্ডা-কে ঘিরেই।

তাই আমাদের দিক থেকে এখন দুই লাইনের সংগ্রামকে চাবিকাঠি হিসেবে আঁকড়ে ধরা এবং তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংগ্রামের অর্থ হচ্ছে প্রধানত: লালঝাণ্ডা-র পুন:প্রকাশনাকে অব্যাহত রাখা ও তাকে নিয়মিতকরণের সংগ্রামকে আঁকড়ে ধরা। কেননা, প্রধানত: তার মধ্য দিয়েই আমরা পার্টির মধ্যকার মাওবাদী বলশেভিক পুনর্গঠন আন্দোলন-কে এগিয়ে নিতে ও বিজয়ী করতে পারবো।

পার্টির নেতৃত্বে দেশব্যাপী বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতিকে তথা সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের রাজনীতিকে সংগ্রামিক-সাংগঠনিকভাবে পুন:প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত করার অর্থ হচ্ছে দেশব্যাপী পার্টির নেতৃত্বে প্রধানত: বিপ্লবীযুদ্ধের সংগ্রাম ও বিপ্লবীযুদ্ধের বাহিনীকে পুনরায় গড়ে তোলা ও তাকে বিকশিত করা। এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে সাধারণ আহবান, তার ভিত্তিতে রণনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিন্দু ভেঙ্গে প্রবেশ করা এবং একটি স্ফুলিঙ্গ দাবানল সৃষ্টি করতে পারে– এই কর্মনীতিকে আঁকড়ে ধরা।

এসব ক্ষেত্রে যে সকল সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে সে সবকে অবশ্যই দৃঢ়তার সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে। যার অর্থ হচ্ছে, পার্টির নেতৃত্বে বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতি তথা সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের পক্ষে জনগণের মধ্যে ব্যাপক ও বারংবার রাজনৈতিক প্রচার অভিযান চালানো এবং এর মধ্য দিয়ে অর্জিত জনসমর্থনকে বিভিন্ন উপায়ে রাজনৈতিক-সাংগঠনিকভাবে সংগঠিত করা। এবং তাদের মধ্যকার সবচেয়ে অগ্রসরদের নিয়ে পরিকল্পিত নির্দিষ্ট রিজিওন ভিত্তিক বিপ্লবীযুদ্ধের সংগ্রাম ও বিপ্লবীযুদ্ধের সংগঠনকে পুনরায় গড়ে তোলা ও বিকশিত করার জন্য মরিয়া চেষ্টা চালানো।

সাধারণভাবে বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতির অনুশীলন তথা বিপ্লবীযুদ্ধের সংগ্রাম ও বিপ্লবীযুদ্ধের বাহিনী গড়ে তোলা ও বিকাশের প্রক্রিয়াটির শুরু হয় প্রধানত: স্বল্প সংখ্যক অগ্রসর ব্যক্তিদের নিয়েই। বিপ্লবী কর্মসূচির কারণে তা কঠোর প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতা ও ছোট-বড় উল্লম্ফনের মধ্য দিয়ে ক্রমবর্ধিতভাবে ব্যাপক সংখ্যক শ্রমজীবী জনগণের সক্রিয় সমর্থনপুষ্ট এবং অংশগ্রহণ সমৃদ্ধ গণযুদ্ধে পরিণত হয়। এ হচ্ছে অনুপস্থিতি থেকে উপস্থিতি এবং ছোট থেকে বড়তে বিকশিত হবার বস্তু জগতের সাধারণ নিয়মেরই প্রতিফলন মাত্র।

তাই যেসব পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমাদের পার্টি আজকের যে পর্যায়ে উপনীত হয়েছে তাতে আমাদের নেতৃত্বে আজকে বিপ্লবীযুদ্ধের বাস্তব অনুশীলন পুনরায় শুরু হবে স্বল্প সংখ্যক অগ্রসর ব্যক্তিদের নিয়েই। এটাই স্বাভাবিক এবং এটাই হচ্ছে আজকের বাস্তবতা। এতে চিন্তিত হবার কিছু নেই এবং এতে ঘাবড়ে যাবারও কিছু নেই। আমাদের বিপ্লবী কর্মসূচি এবং তার পক্ষে আমাদের বিপ্লবী সংগ্রামই আগামীতে আমাদের পক্ষে কৃষকসহ বিপুল সংখ্যক জনগণের সমর্থন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিয়ে আসবে। এবং ছোট-বড়ো উল্লম্ফনের মধ্য দিয়ে তা কোটি কোটি লোকের সক্রিয় সমর্থনপুষ্ট এবং অংশগ্রহণ সমৃদ্ধ গণযুদ্ধে পরিণত হবে।

আমাদের লাইন অনুযায়ী আমাদের বিপ্লবীযুদ্ধের নেতৃত্বকারী হবে সর্বহারাশ্রেণী, প্রধান উপাদান হবে কৃষকশ্রেণী, গ্রাম হবে ভিত্তি এবং যুদ্ধটা হবে দীর্ঘস্থায়ী। এই যুদ্ধের অন্যান্য মিত্র হবে মধ্যবিত্ত ও জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী। যুদ্ধটা পরিচালিত হবে মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, দেশীয় আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ– এই চার পাহাড়কে উৎখাতের জন্য। তাদের স্বার্থরক্ষক সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদের দালাল দেশীয় আমলা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী, রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাষ্ট্রযন্ত্র ও তার প্রধান উপাদান রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে ধ্বংস করার জন্য। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক বুনিয়াদী মৈত্রীর ভিত্তিতে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত-জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর নয়াগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য। যার লক্ষ্য হবে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম।

যার অর্থ হচ্ছে আমরা এখন আমাদের আশু কর্মসূচি অর্থাৎ নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য যুদ্ধ করছি। যার মধ্য দিয়ে আমরা নয়াগণতান্ত্রিক পূর্ববাংলার প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই এবং তার মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে চাই। এ কারণে আমাদের আজকের যুদ্ধ হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে আমাদের মূল কর্মসূচি সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। এবং এ কারণে তা সর্বহারা বিশ্ববিপ্লবের অংশ।

তাই আমাদেরকে শুধুমাত্র নিজেদের দেশের বিপ্লবীযুদ্ধকে পুন:প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত করলেই চলবে না, বরং একইসাথে বিশ্বের অন্যান্য বিপ্লবীযুদ্ধ ও বিপ্লবী সংগ্রামগুলোর সাথেও একাত্ম থাকতে হবে, সে সবের প্রতি আমাদের সমর্থন অব্যাহত রাখতে হবে এবং

সম্ভবপর ক্ষেত্রে সম্ভবপর সক্রিয় সহযোগিতা করার চেষ্টা চালাতে হবে।

আমাদের দেশে বিপ্লবীযুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর হবে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টির নেতৃত্বে ও তার মধ্য দিয়ে। আমাদের পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টিই হচ্ছে আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি। তাই আমাদের পার্টির মাওবাদী বলশেভিক পুনর্গঠন যতো বেশি ও শক্তিশালী হবে, পার্টি-সংগঠনের বিস্তার ও নেটওয়ার্ক যতো ভাল হবে, এ দেশের বিপ্লবীযুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব ততো বেশি করে ও ততো ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর হতে পারবে। এবং তাতে বিপ্লবীযুদ্ধও আরো ভালভাবে এগোতে ও বিজয়ী হতে পারবে।

তাই বিপ্লবীযুদ্ধকে বিকশিত ও বিজয়ী করার প্রথম চাবিকাঠি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টিকে ক্রমবর্ধিতভাবে সুসংহত, শক্তিশালী ও সুবিস্তৃত করা। এবং পার্টি-সংগঠনকে অনবরত সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের মতাদর্শগত তত্ত্বগত হাতিয়ার মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ দ্বারা সজ্জিত করা।

নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান উপাদান কৃষকশ্রেণী, যার অর্থ হচ্ছে কৃষক জনগণের সবচেয়ে নিপীড়িত অংশ ক্ষেতমজুর, গরীব কৃষক ও নিম্ন মাঝারী কৃষকদের উপর আমাদেরকে প্রধানভাবে নির্ভর করতে হবে। এবং প্রধানত: তাদেরকে নিয়েই আমাদের বিপ্লবীযুদ্ধ ও বিপ্লবী বাহিনী গড়ে তুলতে ও বিকশিত করতে হবে।

আমাদের দেশের বাস্তবতায় কৃষকশ্রেণী ছাড়াও গ্রামীণ অন্যান্য নিপীড়িত শ্রেণীগুলোর জনগোষ্ঠীরও সুবিশাল বিপ্লবী সংগ্রামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে। এ কারণে তাদের উপরও আমাদের সবিশেষ মনোযোগ আরোপ করতে হবে। বিশেষত: জেলে (মৎসজীবী), তাতি, কামার, কুমার, নরসুন্দর এবং গ্রামীণ গরীব ব্যবসায়ী-দোকানদারদেরকে গুরুত্ব সহকারে ঐক্যবদ্ধ ও সক্রিয় করতে হবে।

নারীরা বিশেষত: গ্রামীণ নারীরা হচ্ছে পূর্ববাংলার সবচেয়ে নিপীড়িত জনগোষ্ঠী এবং তারাই হচ্ছে পূর্ববাংলার বিপ্লবের সবচেয়ে বড় মজুত শক্তি। তাদেরকে সচেতন, সংগঠিত ও সক্রিয় করতে না পারলে পূর্ববাংলার বিপ্লব বিজয়ী হতে পারবে না। তাই নারীদের মধ্যে বিশেষত: গ্রামীণ নারীদের মধ্যে সংগঠন-সংগ্রাম গড়ে তুলবার জন্য আমাদেরকে বিশেষভাবে সচেষ্ট হতে হবে।

নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচির সারার্থ হচ্ছে জাতীয় পুঁজির বিকাশের পথকে বাধামুক্ত করা। এক্ষেত্রে বাধা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ, আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ। তাই উৎপাদনের উপায় ও উৎপাদনের উপকরণের উপর এদের নিয়ন্ত্রণ, প্রভাব ও মালিকানাকে উচ্ছেদ করে উৎপাদকদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা ছাড়া সম্ভব নয়।

এ কারণে আমাদের নেতৃত্বে বিপ্লবীযুদ্ধ ও বিপ্লবী বাহিনীকে গড়ে তোলা ও বিকাশের ক্ষেত্রে কর্মসূচিগত আমাদের মূল ধ্বনি হবে, উৎপাদনের উপায় ও উৎপাদনের উপকরণের উপর উৎপাদকদের মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার ধ্বনি। যা শ্রমিক ও কৃষকসহ ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণকে আমাদের বিপ্লবীযুদ্ধের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ ও সক্রিয় করে তুলবে।

একথা আমাদেরকে সর্বদাই মনে রাখতে হবে, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও নয়া রাষ্টব্যবস্থা গড়ে তোলার কর্মসূচিতে জনগণকে সজ্জিত ও সক্রিয় না করাটা হচ্ছে অর্থনীতিবাদ। এবং বিপ্লবীযুদ্ধ ছাড়া যেহেতু রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয় সেহেতু বিপ্লবীযুদ্ধের কর্মসূচিতে জনগণকে সজ্জিত ও সক্রিয় না করাটা হচ্ছে সুবিধাবাদ।

আমাদের বিপ্লবীযুদ্ধের অনুশীলন বড় ধরনের তিনটি রণনৈতিক স্তরের মধ্য দিয়ে এগোবে ও বিজয়ী হবে। এর প্রথমটি হচ্ছে রণনৈতিক আত্মরক্ষার স্তর। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, রণনৈতিক ভারসাম্যের স্তর। এবং তৃতীয়টি হচ্ছে, রণনৈতিক আক্রমণের স্তর।

আমরা এখন রয়েছি রণনৈতিক আত্মরক্ষার স্তরে। প্রবল শক্তির বিপক্ষে খুব ছোট শক্তি নিয়ে আমাদেরকে শুরু করতে হয়েছে বলে এই রণনৈতিক আত্মরক্ষার স্তরটি হবে খুবই দীর্ঘ, দুরুহ, নির্মম ও রক্তক্ষয়ী। এই স্তরে আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে বড় শক্তির বিরুদ্ধে ছোট শক্তির টিকে থাকা ও বিকাশের গেরিলাযুদ্ধের নীতি ও পদ্ধতিকে।

আমাদের দেশটি হচ্ছে ছোট ও প্রধানত: সমতল। আমাদের জনগণ হচ্ছেন এখনো প্রধানত: অসংগঠিত এবং সেহেতু দুর্বল। আমাদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা নেই। আমাদের হাতে নিয়মিত বাহিনী নেই। আমাদের নেই যুদ্ধের প্রয়োজনীয় উপকরণও। আমাদের সামর্থ খুবই দুর্বল। পক্ষান্তরে শত্রুশ্রেণী সংগঠিত ও সতর্ক। তাদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা রয়েছে। তাদের রয়েছে আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত বিরাট বাহিনী। তাদের রয়েছে প্রচুর যুদ্ধ উপকরণ। তাদের সামর্থ খুবই সবল। এসবের ভিত্তিতে আমাদের ও শত্রুর মধ্যে শক্তি-সামর্থের যে বাস্তব পার্থক্যের সীমারেখা আরোপিত হয় সেটাই নির্ধারণ করে দেয় যে, আমাদের পক্ষে শত্রুশক্তির প্রায় সমকক্ষতা অর্জন তথা রণনৈতিক ভারসাম্যের স্তরে পৌঁছানোটা হবে একটি দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী দুরুহ প্রক্রিয়ার বিষয়। যার পুরো সময়কালটাই হবে রণনৈতিক আত্মরক্ষার স্তর এবং তার প্রায় পুরো সময়কাল জুড়েই অনুসরণ করতে হবে প্রধানত: গেরিলাযুদ্ধের নীতি-পদ্ধতিকে। এসময়ে সবকিছুই গড়ে উঠবে ও বিকশিত হবে প্রধানত: গেরিলাযুদ্ধকে কেন্দ্র করে ও তাকে আবর্তিত করেই। এ সময়ে আমাদের বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতির অর্থ হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধের রাজনীতি। এবং এ সময়ে আমাদের বিপ্লবীযুদ্ধের সংগ্রামিক-সাংগঠনিক নীতির অর্থ হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধের সংগ্রামিক-সাংগঠনিক নীতি।

তাই শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদার প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতিকে দেশব্যাপী সংগ্রামিক-সাংগঠনিকভাবে পুন:প্রতিষ্ঠিত ও

বিকশিত করার আজকের অর্থ হচ্ছে, নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচির ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলে প্রধানত: কৃষক ও অন্যান্য নিপীড়িত গ্রামীণ জনগণকে নিয়ে গেরিলাযুদ্ধের সংগ্রাম ও গেরিলাযুদ্ধের বাহিনীকে পুনরায় গড়ে তোলা ও তাকে বিকশিত করা।

আমাদের দেশের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে আমাদের গেরিলাযুদ্ধের সংগ্রাম ও গেরিলাযুদ্ধের সংগঠন গড়ে উঠবে, টিকে থাকবে ও বিকশিত হবে।

সেজন্য বিপ্লবীযুদ্ধের পক্ষে ইতিবাচক ও সহায়ক বৈশিষ্ট্যগুলোকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে এবং সে সবের ওপর আমাদের নির্ভর করতে হবে।

এক্ষেত্রে আমাদেরকে অব্যাহতভাবে অধ্যয়ন ও গবেষণা করতে হবে এবং জনগণের সৃজনশীল শক্তির উপর ভিত্তি গাড়তে হবে।

জনগণ বিপ্লবীযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয়, একথা সঠিক নয়। জনগণ প্রস্তুত নয়– এ কথার আসল অর্থ হচ্ছে নেতৃত্ব প্রস্তুত নয়। জনগণ সর্বদাই বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত।

আমাদের দেশের জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতার মান খুবই উন্নত। এবং আমাদের দেশের জনগণের রয়েছে কয়েকশ বছরের নিরস্ত্র ও সশস্ত্র সংগ্রামের বিপুল সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা। জনগণ সর্বদাই শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতই থাকেন, আহ্বান বা ইস্যু পেলেই মরিয়া সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এবং সংগ্রাম কতবার ব্যর্থ হলো তার তোয়াক্কা না করেই পুনরায় সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকেন। যা বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতিকে শত্রু পক্ষের কঠোর নির্মম দমনাভিযানের মধ্যেও টিকে থাকতে ও বিকশিত হতে অনুকূল ভিত্তি যোগায়।

আমাদের দেশে শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা খুবই বেশি, ছোট-বড় ঘটনায় তা বারবার প্রকাশিত হয় এবং জনগণের বিদ্রোহ আকারে ফেটে পড়ে। বিরাজমান শ্রেণীসংগ্রামের এই তীব্রতা, গভীরতা ও পরিপক্কতাই বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতির পক্ষে সবচেয়ে বেশি অনুকূল ভিত্তির সৃষ্টি করে।

আমাদের দেশের বিশাল জনসংখ্যা এবং ঘনবসতি বিপ্লবীযুদ্ধকে টিকিয়ে রাখা ও বিকশিত করার ক্ষেত্রে রক্ষা কবচের কাজ করে। যা বিপ্লবীযুদ্ধ ও বিপ্লবী বাহিনীকে গণবিচ্ছিন্ন করে ধ্বংস করার শত্রুবাহিনীর অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়। এবং গণ অরণ্যের মধ্যে লুকিয়ে রেখে বিপ্লবীযুদ্ধ ও বিপ্লবী বাহিনীকে টিকে থাকতে ও বিকশিত হতে সহায়তা করে।

আমাদের দেশের কৃষক ও গ্রামীণ জনগণের অতিমাত্রায় বৃহৎ জনসংখ্যা বিপ্লবীযুদ্ধ ও বিপ্লবী বাহিনীর বিশাল মজুতের সৃষ্টি করে, যাকে পরিপূর্ণ ধ্বংস করা পৃথিবীর কোনো শক্তির পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। যা বিপ্লবীযুদ্ধের টিকে থাকা, বিকশিত হতে পারা ও বিজয়ী হওয়ার নিশ্চিত গ্যারান্টি দেয়।

আমাদের দেশের শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের শ্রমিকশ্রেণীর বেশিরভাগ সদস্যই কৃষক পরিবার থেকে উদ্ভূত এবং কৃষক জনগণের সাথে রয়েছে তাদের নাড়ির যোগ। যা শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী, গ্রাম ও শহর উভয় ক্ষেত্রেই বিপ্লবী সংগ্রামকে ছড়িয়ে দেয়া এবং সর্বত্র শত্রুপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত, দুর্বল ও পরাজিত করার ও বিপ্লবীযুদ্ধকে বিজয়ী করার বাস্তব ভিত্তি যোগায়।

আমাদের দেশটি ছোট, ঘনবসতি, জনসংখ্যার প্রধান অংশের প্রায় একই ভাষা, দেশের বেশিরভাগ অঞ্চল সংস্কৃতিগতভাবে প্রায় সমবিকশিত, অর্থনৈতিক-বাণিজ্যিক-পারিবারিক বন্ধন প্রভৃতি কারণে বিভিন্ন জেলার লোকদের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে-জড়িয়ে থাকা, জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতার উন্নতমান, সমগ্র দেশের উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি বহুবিধ কারণে আমাদের দেশের বিপ্লবীযুদ্ধের যে কোনো স্ফুলিঙ্গ শত্রুপক্ষের হাজারো প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও দ্রুতই দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে, এবং তা দেশব্যাপী অভ্যুত্থানের পরিস্থিতি সৃষ্টির ভিত্তি যোগায়। ফলে গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবীযুদ্ধের বিকাশের প্রক্রিয়ায় এই ভিত্তিগত অনুকূলতাকে বারবার কাজে লাগিয়ে শত্রুপক্ষকে অধিক থেকে অধিকতর দুর্বল এবং নিজেদেরকে অধিক থেকে অধিকতর সবল করা যায়। এবং তা রণনৈতিক আক্রমণের স্তরে আমাদের কর্তৃক দেশব্যাপী ক্ষমতাদখলকে সহজতর ও দ্রুততর করবে।

আমাদের দেশের নদীমাতৃকতা বিপ্লবীযুদ্ধের গড়ে তোলা, টিকে থাকা ও বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে। এই নদীমাতৃকতার প্রতিকূলতার মুখেই আলেকজান্ডারের বিশ্ববিজয় অভিযান ভারতবর্ষের দক্ষিণ অংশে এসে থেমে গিয়েছিল। নদীমাতৃকতার অনুকূলতাকে কাজে লাগিয়েই বিশাল ও শক্তিশালী মোঘল শক্তির বিরুদ্ধে বাংলার বারো ভূঁইয়াদের দুর্বল শক্তি লড়াই করে টিকে ছিল এবং নিজেদের সুবিধাজনক শর্তে মোঘলদেরকে চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করতে সক্ষম হয়েছিল। নদীমাতৃকতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তির বিপক্ষে তিতুমীরের নেতৃত্বাধীন সংগ্রামসহ অসংখ্য সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল ও বিরাট শত্রু শক্তির বিপরীতে টিকে ছিল ও বিকশিত হয়েছিল। পাকিস্তানী উন্নত আধুনিক বাহিনীও '৭১ সালে এই নদীমাতৃকতার সামনে অসহায় হয়ে পড়েছিল। এবং '৭১ ও '৭৩-'৭৪ সালে শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বেও আমাদের বিপ্লবীযুদ্ধ গড়ে উঠেছিল, টিকে ছিল ও বিকশিত হয়েছিল প্রধানত: এই নদীমাতৃকতার অনুকূলতাকে কাজে লাগিয়ে। আমাদের বর্তমান কেন্দ্রিয় পরিকল্পনাতেও এই নদীমাতৃকতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ও থাকবে। তাই নদী মাতৃকতার বিবিধ অনুকূলতাকে কাজে লাগানোর বিবিধ সামর্থ অর্জনের জন্য স্থানীয় শাখাগুলোকেও বিশেষভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

আমাদের দেশের নিচু ও সমতল ভূমিও বিপ্লবীযুদ্ধের জন্য খুবই

অনুকূল। বিপ্লবীযুদ্ধের কিছু বিকাশ হলেই বিশেষত: চলমান যুদ্ধের স্তরে এই নিচু ও সমতল ভূমি আমাদের জন্য অনুকূল এবং ভারী যানবাহন ও ভারী অস্ত্র-শস্ত্র নির্ভর শত্রু বাহিনীর জন্য প্রতিকূল হয়ে দাঁড়াবে।

আমাদের দেশের বর্তমান আধুনিক ও উন্নত যোগাযোগ (পরিবহন) ব্যবস্থাও বিপ্লবীযুদ্ধের জন্য খুবই অনুকূল। কেননা, এর উপর নির্ভর করেই শত্রু বাহিনীর রণনীতি, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাদি গড়ে উঠেছে। অথচ এই যোগাযোগ ব্যবস্থা মানুষেরই সৃষ্টি, ফলে মানুষের পক্ষেই একে অকেজো করে দেয়া সম্ভব। '৭১ সালে উন্নত পাকবাহিনীর খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়াটা এক্ষেত্রে এক চমৎকার শিক্ষা।

তাই বিপ্লবীযুদ্ধের বিকাশের প্রক্রিয়াতে সারাদেশের পরিবহন ব্যবস্থাকে স্থবির করে দেবার জন্য এখন থেকেই পরিকল্পিতভাবে কাজ করতে হবে। আমাদের দেশে পাহাড়-জঙ্গলের মতো দূর্গম জায়গা কম কিন্তু পরিবহন ব্যবস্থাকে অকেজো করে দেয়ার মধ্য দিয়ে আমরা গ্রাম অঞ্চলগুলোকেই দূর্গম এলাকাতে পরিণত করতে পারবো। এবং শহরাঞ্চলে খাদ্য ও রবিশস্য প্রেরণকে নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজনে স্থগিত করে দিয়ে শত্রুপক্ষের শক্ত নিয়ন্ত্রণাধীন শহরগুলোর ওপর প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে পারবো।

আমরা একেবারে শূন্য থেকে শুরু করছি না। জনগণের শত শত বছরের সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতার সাথে যুক্ত হয়েছে '৭১ সালের আধুনিক পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের নিকট অভিজ্ঞতা এবং পার্টির নেতৃত্বে '৭১, '৭৩-'৭৪ এবং '৮৮-'৮৯-এর বিপ্লবীযুদ্ধের অভিজ্ঞতা। জনগণ এবং তাদের নেতৃত্বকারী পার্টির এই সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা এবং দেশব্যাপী পার্টির পরিচিতি ও প্রভাব আমাদেরকে বিপুল সামর্থগত ভিত্তি যোগায়। যা বিপ্লবীযুদ্ধের পুন:সূচনাকে দেশব্যাপী দ্রুত ছড়িয়ে দেয়া ও উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাবার অনুকূলতা সৃষ্টি করে।

শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর মধ্যে পরস্পর বিরোধী দুই পক্ষের দ্বন্দ্ব খুবই গভীর, তীব্র ও সমাধানের প্রায় অযোগ্য পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। যার রয়েছে সুবিশাল ঐতিহাসিক পটভূমি। যা তাদের অভ্যন্তরীণ অনৈক্য ও দুর্বলতাকেই প্রকাশ ও প্রমাণ করে এবং তা বিপ্লবীযুদ্ধের টিকে থাকা ও বিকাশের ক্ষেত্রে বাড়তি অনুকূলতা সৃষ্টি করে।

আমাদের দেশের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর অবস্থান খুবই দুর্বল। তাদের পক্ষে স্বাধীনভাবে বড় ধরনের কোনো টেকসই সংগ্রাম গড়ে তোলা ও তার পক্ষে নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব নয়। ক্ষুদে বুর্জোয়াশ্রেণীও রাজনৈতিকভাবে খণ্ড-বিখণ্ড এবং তাদের দল-উপদলগুলোও নির্জীব, দুর্বল, জনগণের আস্থাহীন। অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-সংশোধনবাদীরা জনগণের কাছে পরিত্যাক্ত ও গণবিচ্ছিন্ন। এদের কেহ কেহ গণনির্যাতকের পর্যায়ে অধ:পতিত। ফলে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি হিসেবে একমাত্র আমাদের পক্ষেই জনগণের আশা-আকাংখার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতিকে এগিয়ে নেয়া ও বিকাশের চমৎকার অনুকূল পরিস্থিতি রয়েছে। এবং তা অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় এখন সবচেয়ে ভাল অবস্থায় রয়েছে। তাই আমাদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল।

এজন্য এখন আমাদের দরকার হচ্ছে তিন বছরের প্রথম রণনৈতিক পরিকল্পনার যথাসম্ভব সফল বাস্তবায়ন।

বিবিধ কারণে এখন আমাদেরকে প্রধানত: শহর থেকে শুরু করতে হয়েছে। আমাদেরকে প্রথমে গ্রামে পা রাখার জায়গা তৈরি করতে হবে। এজন্য পরিকল্পিত রিজিওনের বিভিন্ন অংশ থেকে আমাদেরকে গ্রামে ঢুকে পড়া ও স্থায়ী হবার চেষ্টা করতে হবে।

পরিকল্পিত রিজিওনটি কয়েকটি জেলার সমন্বয়ে গঠিত। নিকটবর্তী জেলাগুলোও পর্যায়ক্রমে এই রিজিওনের অন্তর্ভূক্ত হবে। রিজিওন থেকে দূরবর্তী শাখাগুলো পৃথক পরিকল্পনার অধীনে কাজ করবে, যা রিজিওন ভিত্তিক মূল ও প্রধান পরিকল্পনার অধীন, অংশ ও সহায়ক হবে।

আমাদের সকল কেন্দ্রিয় প্রতিনিধিকে বর্তমানে গ্রামাঞ্চলের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত হতে হবে এবং তাদের সময় ও শ্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ পরিকল্পিত রিজিওনের কোনো না কোনো অংশে ব্যয় করতে হবে।

বর্তমান বাস্তবতাই এমন যে, গ্রামাঞ্চলে কাজ গড়ে তোলা, টিকে থাকা ও বিকশিত হবার জন্য অস্ত্রের প্রয়োজন। এবং আমাদের বিপ্লবীযুদ্ধের লাইনকে বাস্তবায়নের জন্যও অস্ত্রের প্রয়োজন।

অস্ত্র সংগৃহিত হবে প্রধানত: যুদ্ধের মধ্য দিয়ে; শত্রুর অস্ত্রই আমাদের অস্ত্র —এই নীতির বাস্তবায়ন করে।

নিছক অস্ত্র দখল কোনো রাজনৈতিক লক্ষ্য হতে পারে না। বিপ্লবকে অবদমন করার জন্য শত্রু বাহিনীর রণনৈতিক পরিকল্পনা ভেঙ্গে দেয়ার লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবেই আমাদেরকে অস্ত্র দখল করতে হবে এবং তা দিয়ে জনগণকে সজ্জিত করতে হবে।

বিপ্লবীযুদ্ধ ও বিপ্লবী সংগ্রামের অতীতের পরাজয়গুলোকে চিরস্থায়ী করার লক্ষ্যে শত্রুপক্ষের একটি অন্যতম রণনৈতিক পরিকল্পনা হচ্ছে 2:1 (টু স্টু ওয়ান)। অর্থাৎ দু'টি ইউনিয়নের মধ্যে একটি পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন। যাতে গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবীরা পুনরায় দানা বেঁধে উঠতে না পারে।

নিজেদের আত্মরক্ষা ও বিকাশের জন্য শত্রুপক্ষের এই রণনৈতিক পরিকল্পনা ভেঙ্গে ফেলা বিপ্লবীদের দায়িত্ব।

সারা দেশব্যাপী শত্রুপক্ষ এখনো এই রণনৈতিক পরিকল্পনাকে পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করতে পারেনি। কিন্তু যেসব এলাকায় বিপ্লবীরা অতীতে পরাজিত হয়েছিল সে সব এলাকার অনেক স্থানে এবং যে সব এলাকায় বিপ্লবীরা পুনরায় সংগঠিত হওয়া শুরু করেছে সে সব স্থানের অনেক জায়গায় ইতোমধ্যেই ছোট-বড় অনেক পুলিশ ক্যাম্প স্থাপিত

হয়েছে এবং তা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। ফলে যা ছিল বিপ্লবীদের এবং আমাদের এক সময়কার অন্তর্লাইন, তা এখন হয়ে পড়ছে আমাদের বহির্লাইন।

এ হচ্ছে প্রকৃত অর্থে শত্রুপক্ষের অন্তর্লাইনের সম্প্রসারণ তথা ঘেরাও দমন অভিযানের বলয়ের স্থায়ীকরণ ও সম্প্রসারণ এবং বিপরীতে আমাদের অন্তর্লাইনের সংকোচন। একে উল্টে দিতে হবে।

হাতের কাছে যা আছে তাই দিয়ে শত্রুপক্ষের এ ধরনের ক্যাম্প আক্রমণ করতে হবে এবং অস্ত্র দখল করতে হবে।

এখন প্রথম দিকের আক্রমণ বা আক্রমণগুলোতে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ আমাদের কম থাকবে, অন্তত: শত্রুপক্ষের তুলনায়। তাই অতর্কিত আক্রমণের পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। সযত্নে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। সাহসের ওপর নির্ভর করতে হবে। শত্রুকে প্রস্তুত হবার সুযোগ না দিয়ে অতর্কিতে আক্রমণ করতে হবে। হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই দিয়ে আক্রমণ করতে হবে। আক্রমণ সফল না হওয়া পর্যন্ত তরঙ্গমালার মতো এগিয়ে যেতে হবে এবং বিজয়কে ছিনিয়ে আনতে হবে।

অল্প কয়েকটি সফল আক্রমণের মধ্য দিয়েই আমাদের অস্ত্র ব্যবহারের সামর্থ ও ক্ষমতার নিশ্চিতভাবেই প্রভূত উন্নতি হবে।

একে কাজে লাগাতে হবে গ্রামে নিজেদের পা রাখার জমিন তৈরি ও তাকে বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে।

এটা হচ্ছে বহির্লাইনে আক্রমণ চালিয়ে অস্ত্র সংগ্রহ করে তা দিয়ে অন্তর্লাইনকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করা।

এ হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গেরিলা অঞ্চল গড়ে তোলা ও বিকশিত করা।

এই প্রক্রিয়াতে শত্রুপক্ষ তাদের ছোট ছোট ক্যাম্পগুলোকে ক্রমবর্ধিতভাবে গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য হবে। আমরাও বিকাশের প্রক্রিয়াতে আরো বড় ক্যাম্প আক্রমণ করতে পারবো। তখন শত্রুপক্ষও তুলনামূলক বড় ক্যাম্পগুলোকেও গুটাতে শুরু করতে বাধ্য হবে। আমরা ওদের অবশিষ্ট ক্যাম্পগুলোর যেখানেই প্রয়োজন ও সম্ভব সেখানেই হ্যারাসিং এ্যাটাক করবো এবং বিবিধ ব্যবস্থা নিয়ে ক্যাম্পের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলবো। যা অবশিষ্ট ক্যাম্পগুলোরও বেশ কিছুটাকে গুটিয়ে আনতে বাধ্য করবে শত্রুপক্ষকে। এবং এক পর্যায়ে আপেক্ষিক কেন্দ্রিভবন ছাড়া স্থানীয় থানা-ক্যাম্পের পুলিশদের পক্ষে আমাদের ও জনগণের ওপর আক্রমণে আসাই অসম্ভব হয়ে পড়বে। বরং উল্টো নিজেরাই নিজেদের থানা-ক্যাম্পগুলোতে অন্তরীণ হয়ে পড়বে।

এসব আমাদের অন্তর্লাইনকে বাড়াতে সহায়তা করবে এবং শত্রুপক্ষের অন্তর্লাইনকে তথা ঘেরাও দমন অভিযানের বলয়ের স্থায়ীকরণ ও সম্প্রসারণকে সংকুচিত করে আনবে বা অন্তত তার মধ্যে বড় বড় ফাঁক সৃষ্টি হবে এবং দমন অভিযানের সময়কাল ও বলয়ের গণ্ডিও অস্থায়ী চরিত্রের হবে। যা আমাদের জন্য বিপুল সব সুবিধা বয়ে নিয়ে আসবে। যাকে কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের শক্তি-সামর্থকে আরো বাড়িয়ে তুলতে পারবো এবং আরো বড় আক্রমণে যেতে পারবো।

এভাবে তাদের অন্যতম রণনৈতিক পরিকল্পনা 2:1 কে ব্যর্থ করে দিতে হবে। যা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে সমগ্র দেশের বিপ্লবী জনগণের বিপক্ষে শত্রুপক্ষের ঘেরাও-দমন অভিযানেরই একটি রূপ ও রণনৈতিক পদক্ষেপকে ব্যর্থ করে দেয়া।

কিন্তু আমরা যুদ্ধের এই রূপকে বেশিদিন প্রধান আকারে চালাতে পারবো না। কেননা, তা চালানো সম্ভব নয়। এবং তা চালানো উচিতও নয়।

আমাদেরকে অবশ্যই অন্তর্লাইনে যুদ্ধকে গড়ে তুলতে ও বিকশিত করতে হবে। বহির্লাইনে এখনকার যুদ্ধের প্রধান রূপ হবে যেমন কমান্ডো আক্রমণ, তেমনি অন্তর্লাইনে যুদ্ধের রূপ হবে প্রধানত: এ্যামবুশ আক্রমণ।

যুদ্ধের মধ্য দিয়েই আমাদের বাহিনী গড়ে উঠবে; তা অনিয়মিত থেকে নিয়মিত হবে। এবং ছোট থেকে বড়তে বিকশিত হবে। যুদ্ধের মধ্য দিয়েই যেমন বাহিনী গড়ে উঠবে, তেমনি বাহিনী গড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে যুদ্ধও বিকশিত হবে, উচ্চতর পর্যায়ে উন্নিত হবে।

নিয়মিত গেরিলা বাহিনী ছাড়া যুদ্ধকে চলমান যুদ্ধের পর্যায়ে উল্লম্ফন ঘটানো সম্ভব নয়; সম্ভব নয় শক্তিশালী গেরিলা অঞ্চল গড়ে তোলা এবং ঘাঁটি এলাকার দিকে এগিয়ে যাওয়া।

আমাদেরকে প্রথমে পাশাপাশি বেশকিছু গেরিলা অঞ্চল গড়ে তুলতে হবে; সেগুলোর মধ্যে ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে তুলতে হবে।

আমাদের সকল পরিকল্পনা ও কার্যক্রমকেই ঘাঁটি অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ও তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতে হবে।

তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, স্থায়ী ঘাঁটি অঞ্চল প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি স্থায়ী তথা নিয়মিত বাহিনী গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত এবং তা বিভিন্ন পালাবদলের প্রক্রিয়াতেই কেবলমাত্র সম্ভবপর হতে পারে।

সে লক্ষেই আমাদের যাত্রা শুরু। তার জন্য প্রয়োজন বিন্দু ভেঙ্গে প্রবেশ করা এবং এক বা একাধিক স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি করা।

আসুন আমরা তাই করি। আমাদের নেতৃত্বে বিপ্লবীযুদ্ধের বিকাশ পার্টির মধ্য থেকে উদ্ভূত দুই লাইনের সংগ্রামে আমাদের প্রতিপক্ষ সংশোধনবাদী ও মধ্যপন্থীদেরকে রাজনৈতিকভাবে কবরস্থ করবে। এবং পূর্ববাংলার সর্বহারা বিপ্লবকে বিজয়ী করে তুলবে।

হ্যাঁ, আমরা তাই চাই। এবং তা করারই চেষ্টা করছি। ■

জেলবন্দি কুন্দাসন যুদ্ধের বীর কমরেডদের প্রতি

[নোট: সর্বোচ্চ নেতৃত্বগ্রুপের পক্ষ থেকে লেখা এই পত্রে জেলবন্দি কমরেডদের এবং তাদের প্রতি জেলমুক্ত কমরেডদের মূল বিপ্লবী দায়িত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গির একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা বর্ণিত হয়েছে। একইসাথে এই পত্র ১৯৮৯ সালের কুন্দাসন যুদ্ধ ও তার সাথে জড়িতদের বিশেষত: এর নেতৃত্বকারীদের সম্পর্কে বিরাজমান বিতর্ক সম্পর্কেও MBRM-এর সারসংকলনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির মূল রূপরেখা প্রকাশিত হয়েছে। এ কারণে পত্রটির লাইনগত গুরুত্ব রয়েছে। –সম্পাদনা বোর্ড, লালঝাণ্ডা]

কমরেডগণ,

লাল সালাম।

সারা জীবন জেলে আটক রাখার তথাকথিত যে শাস্তি বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থা কর্তৃক আপনাদের প্রতি সম্প্রতি আরোপিত হয়েছে তা বিদ্যমান শাসকশ্রেণী এবং তাদের রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থার গণবিরোধী নিপীড়ক ফ্যাসিস্ট চরিত্রেরই আরেকটি নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত ও প্রকাশ মাত্র।

যা একদিকে আপনাদের প্রতি আমাদের সমর্থন ও একাত্মতাবোধকে এবং অন্যদিকে তা শত্রুশ্রেণী এবং তাদের রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতি আমাদের শ্রেণীঘৃণা ও শ্রেণীক্রোধকে আরো গভীরতর ও দৃঢ়তর করেছে।

জেল-জুলুম, হত্যা-নিপীড়ন যে সর্বহারা বিপ্লবীদের অবদমিত করতে পারে না তা কিন্তু পুনরায় প্রমাণিত হয়েছে আপনাদের ওপর তথাকথিত শাস্তি আরোপের ঘটনার পরও; আদালতেই একজন কমরেডের জ্বালাময়ী, তীব্র, বিপ্লবী বক্তৃতা প্রদান এবং শাস্তি প্রদানের মধ্য দিয়ে সর্বহারা বিপ্লবীদেরকে হতোদ্দম করার অপচেষ্টার কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের দ্বারা ১ জুলাই পুলিশের দত্তপাড়া থানা-ফাঁড়িকে আক্রমণ ও দখলের ঘটনার মধ্য দিয়ে। যা শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধ্বংস করে নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য জেলবন্দি ও জেলমুক্ত সর্বহারা বিপ্লবীদের সম্মিলিত দৃঢ় মনোবল ও প্রচেষ্টাকেই প্রকাশিত ও প্রমাণিত করেছে।

যা বিপরীতভাবে শাসকশ্রেণী এবং তাদের রাষ্ট্রযন্ত্রকেই হত-বিহ্বল, আতংকিত ও সন্ত্রস্ত করে তুলেছে।

এভাবে শাসকশ্রেণী যা চেয়েছে তার বিপরীতটাই বাস্তবে ঘটেছে।

কমরেডগণ,

আপনারা হচ্ছেন কুন্দাসন যুদ্ধের বীর কমরেড। আপনারা কুন্দাসন যুদ্ধে বিরোচিত লড়াই করেছিলেন। আপনারা বিপ্লবীযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পূর্ববাংলার শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকসহ শ্রমজীবী জনগণের মুক্তি অর্জন করতে চেয়েছিলেন।

এতো কোনো অপরাধ নয়, বরং এ হচ্ছে বিপ্লবী দায়িত্ব পালন। এ কাজ করার জন্য কোনো শাস্তি হতে পারে না বরং উল্টো প্রাপ্য হয় পুরস্কার। তাই আপনাদেরকে তথাকথিত যে শাস্তি দেয়া হয়েছে তা আসলে শাস্তি নয়, এ হচ্ছে পুরস্কার। আপনারা যে প্রকৃত অর্থেই নিপীড়িত জনগণের মুক্তি অর্জনের জন্য লড়াই করেছিলেন, শত্রুশ্রেণী আর তাদের রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থার কলিজায় মোক্ষম আঘাত করতে পেরেছিলেন তারই স্বীকৃতি বা পুরস্কার হচ্ছে তথাকথিত শাস্তি নামক এই প্রাপ্তিটা। এটা বিপ্লবীদের ললাটে কলংক চিহ্ন নয় বরং এ হচ্ছে বিজয়ের তিলক চিহ্ন, যা আপনারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মরিয়া লড়াই এবং বিপুল আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে অর্জন করেছেন। যার কারণে আমরা আপনাদেরকে সশ্রদ্ধ বিপ্লবী অভিবাদন জানাই এবং সকলকেই আপনাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানাই।

কমরেডগণ,

'৮৮-৮৯ সালে আমাদের প্রতি শত্রুশ্রেণী ও রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বাত্মক দমন-অভিযান ও দেশব্যাপী আমাদের পরাজয়, বিপর্যয় ও ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে কুন্দাসন যুদ্ধ ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে কিরণ ছড়ানো একটি উজ্জ্বলতম তারকার মতো।

তাই সংশোধনবাদী দলত্যাগী বিপ্লব বর্জনকারী আনোয়ার কবীর গ্যাং-এর মতো আমরা কুন্দাসন যুদ্ধকে হঠকারী কাজ বলে মনে করি না। এবং মধ্যপন্থী সুবিধাবাদী কমরেড খ ও গ-র মতো, কুন্দাসন যুদ্ধ যে সব প্রক্রিয়া ও প্রচেষ্টার ফসল হিসেবে হয়েছে তাকে বিরোধিতা করার বিলোপবাদীতাকেও সঠিক বলে মনে করি না। আমরা কুন্দাসন যুদ্ধকে একটি বিপ্লবী প্রচেষ্টা ও প্রক্রিয়ার ফসল বলে মনে করি এবং কুন্দাসন যুদ্ধকে একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্তমূলক বিপ্লবী কাজ বলে মনে করি।

একই কারণে ও একইভাবে সংশোধনবাদী ও মধ্যপন্থীদের মতো আমরা কুন্দাসন যুদ্ধের পরাজয় ও বিপর্যয়ের জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কমরেডদেরকেই প্রধানত: দায়ী বলে মনে করি না। এবং কুন্দাসন যুদ্ধের নেতৃত্বকারী কমরেডদেরকে সংশোধনবাদীদের মতো হঠকারী, সমরবাদী, চেবাদী বলেও মনে করি না।

কুন্দাসন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও নেতৃত্বকারীরা ছিলেন সেই সময়কালের সবচেয়ে অগ্রসর সর্বহারা বিপ্লবীদের অংশ ও প্রতিনিধিত্বকারী এবং কুন্দাসন যুদ্ধের পরাজয় ও ব্যর্থতার জন্য প্রধানত: দায়ী ছিল আমাদের তৎকালিন কেন্দ্রিয় লাইন ও পরিকল্পনা– এভাবেই আমরা মনে করি।

তৎকালে আমাদের কেন্দ্রিয় লাইন ছিল প্রথমে তিনস্তর ও পরে দু'স্তর বিশিষ্ট যুদ্ধে উত্তরণের লাইন, যা যুদ্ধকে পরের কর্তব্য করেছিল। আমাদের কেন্দ্রিয় পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি তেমনভাবেই রচিত ও গড়ে উঠেছিল। আমাদের সংগঠন ও সংগ্রাম তারই ভিত্তিতে সজ্জিত হয়েছিল। যা ছিল বস্তুগত বাস্তবতার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। সেই সময়ে শত্রুপক্ষ আমাদেরকে ধ্বংস ও উৎখাতের জন্য মরিয়াভাবে যুদ্ধ চালাচ্ছিল। আমাদের সশস্ত্র তৎপরতা রয়েছে দেশের এমন অংশকে ২৪টি সাব-সেক্টরে বিভক্ত করে শাসকশ্রেণী এবং তাদের রাষ্ট্রযন্ত্র ও

রাষ্ট্রীয় বাহিনী সর্বাত্মক যুদ্ধে নেমে পড়েছিল। বিপ্লবীযুদ্ধের লাইন ও তার ভিত্তিতে নেয়া পরিকল্পনা ছাড়া একে মোকাবেলা করা অসম্ভব ছিল। ফলে পরাজয়, ব্যর্থতা ও বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী ছিল। এবং বাস্তবেও ঘটেছে তাই; সব সংগ্রামী অঞ্চলেই তখন আমরা ব্যর্থ হয়েছিলাম। আপনারা যে অঞ্চলে নিয়োজিত ছিলেন সেখানেও আমরা ব্যর্থ হয়েছিলাম। কিন্তু তার দায় ও দায়িত্ব কেন্দ্রিয় লাইন ও পরিকল্পনার প্রধান নেতৃত্ব আনোয়ার কবীর কখনো স্বীকার করেননি। স্বীকার করেননি তৎকালিন পলিট ব্যুরোর অন্য দুই সদস্য কম. খ ও গ-ও। সর্বদাই ব্যর্থতা ও পরাজয়ের সব দায়িত্ব তারা ফিল্ড পর্যায়ে নিয়োজিত নেতা-কর্মীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। এতে বিপ্লবের কোনো লাভ হয়নি বরং উল্টো বিপুল ক্ষতিই তাতে হয়েছে।

কমরেডগণ,

'৮৮-৮৯ সালে দেশব্যাপী আমাদের সামগ্রিক পরাজয় ও বিপর্যয়ের একটি স্বাভাবিক ও অনিবার্য প্রকাশ ছিল কুন্দাসন যুদ্ধের পরাজয় ও ব্যর্থতা। কমরেড "ক"-র নেতৃত্বে পার্টির বর্তমান ও অতীত সংগ্রামগুলোর কেন্দ্রিয় লাইন ও পরিকল্পনার ভুল ও সঠিকতাগুলোর যে সব সারসংকলন ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে এর মূল দিকগুলো উপলব্ধি করা সম্ভব। এবং এ থেকেই এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বাধীন তৎকালিন ভুল কেন্দ্রিয় লাইন ও ভুল কেন্দ্রিয় পরিকল্পনার বিপক্ষে একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ও পদক্ষেপ হচ্ছে কুন্দাসন যুদ্ধ। যা বিপ্লবের জন্য, যা নিজেদের আত্মরক্ষা ও বিকাশের জন্য কোন পথ বা লাইন ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে তাকেই সামনে নিয়ে এসেছিল। একই বিষয়কে সেই সময়কালে কুন্দাসনের পূর্বেও ময়মনসিংহের কমরেডরাও পুলিশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে সামনে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু এসব থেকে তৎকালিন কেন্দ্রিয় নেতৃত্বরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেননি। নিজেদের কেন্দ্রিয় লাইন ও পরিকল্পনাগত ভুলকে সংশোধন করতে পারেননি। ফলে তা বজায় ছিল। এবং পরবর্তীকালে তা আরো বিকশিত হয়ে তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের নামে যুদ্ধকে বর্জনের মধ্য দিয়ে বিপ্লবকে বর্জনের লাইনে উত্তরণ ঘটেছিল। যা পার্টি ও বিপ্লবের অপূরনীয় ক্ষতিসাধন করেছে। পার্টি-সংগঠনকে বিভক্ত করেছে। পার্টির সামর্থকে বিপুলভাবে ধ্বংস সাধন করেছে। এবং নেতা-কর্মীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশকে দলত্যাগ করাতে পর্যন্ত সক্ষম হয়েছে।

এ সবের জন্য দায়ী লাইন ও নেতৃত্বদেরকে ইতিহাস সহজে ক্ষমা করবে বলে মনে হয় না।

কমরেডগণ,

কোনো বিষয়ই অর্থহীন নয়। কোনো বিপ্লবী প্রচেষ্টাই ফলহীন নয়। আপনাদের এবং আরো অনেক কমরেডদের বিপ্লবী প্রচেষ্টা, পদক্ষেপ ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই শেষ পর্যন্ত আজকে কমরেড "ক"-র নেতৃত্বে কমরেড সিরাজ সিকদার প্রদর্শিত মাওবাদী বিপ্লবীযুদ্ধের লাইনকে পুন:প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত করার অবস্থানটির উদ্ভব ঘটতে পেরেছে এবং ক্রমবর্ধিতভাবে পার্টির ব্যাপক সংখ্যক কর্মী-সহানুভূতিশীল-সমর্থক জনগণ তা গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছেন। এবং তা প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত পার্টি ও বিপ্লবকে পুনরায় জাগরিত, পুনর্গঠিত ও বিকশিত করার কাজকেও এগিয়ে নেয়া শুরু করতে সক্ষম হয়েছে। এবং বাস্তব বিপ্লবীযুদ্ধ ও বাহিনীকে পুনরায় গড়ে তোলা ও বিকশিত করার কাজকেও এগিয়ে নেয়া শুরু করতে সক্ষম হয়েছে। এসব অগ্রগতির ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই কুন্দাসনযুদ্ধ এবং তাতে অংশগ্রহণকারী কমরেডরা অন্যতম পথিকৃত তথা অগ্রজের ভূমিকাই পালন করেছেন।

কমরেডগণ,

পৃথিবীর সবকিছুই লেন ও দেনের বৈপরীত্যের একত্বের নিয়মে গঠিত। কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হয়। বড় কিছু পেতে হলে বড় কিছু দিতে হয়। বিপ্লবের সুফল অর্জন করতে হলে তার বিনিময় মূল্যও দিতে হবে বৈকি। এই বিনিময় মূল্য শ্রম, ঘাম, মেধা, স্বাস্থ্য, বয়স, রক্ত ও জীবন ছাড়া আর অন্য কিছু নয়। আপনাদের বর্তমান কষ্ট ও আত্মত্যাগ হচ্ছে এই বিনিময় মূল্যেরই অংশ।

কমরেডগণ,

বিপ্লবীদের মৃত্যু নেই, তারা অমর ও অবিনশ্বর। একজন বিপ্লবীর প্রতি ফোটা ঘাম ও রক্ত আরো অসংখ্য বিপ্লবীর জন্ম দেয় মাত্র। কিন্তু একজন বিপ্লবী যদি বিপ্লব ত্যাগ করেন তবেই তার মৃত্যু ঘটে। রাজনৈতিক মৃত্যুই হচ্ছে একজন বিপ্লবীর জন্য সত্যিকার মৃত্যু।

বিপ্লবকে আঁকড়ে ধরার অর্থ হচ্ছে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই বিপ্লবকে আঁকড়ে ধরা। একজন বিপ্লবী যে পরিস্থিতিতেই থাকুন না কেন, তার বিপ্লবী দায়িত্ব হচ্ছে সেই পরিস্থিতির মধ্যেই বিপ্লবকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সম্ভবপর সব ধরনের ভূমিকা পালন করে যাওয়া। নিশ্চিতভাবেই এর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নিজের ও নিকটবর্তীদের বিপ্লবী অবস্থানকে বজায় রাখা ও বিকশিত করার জন্য সর্বোচ্চ মনোযোগ দেয়া ও চেষ্টা চালানো। জুলিয়াস ফুচিক তো জেলের মৃত্যু সেলে মৃত্যুসজ্জায় শায়িত অবস্থায়ও বিপ্লবীই ছিলেন; হাজারো বিপ্লবীদের ইতিহাসই তো এমন। জেলের চার দেয়াল কোন বিপ্লবীর বিপ্লবী অবস্থান ও প্রচেষ্টাকে অন্তরীণ রাখতে সক্ষম নয়, পরিসমাপ্তিও ঘটাতে পারে না।

জেলে আটক রেখে যদি বিপ্লবীদেরকে অবিপ্লবী বানিয়ে ফেলা সম্ভবপর হয় তবে তা কেবলমাত্র শাসক শত্রুশ্রেণী ও রাষ্ট্রযন্ত্রের আকাঙ্খাকেই পূরণ করবে এবং তাদের প্রচেষ্টাকেই বিজয়ী করবে।

এসবকে আমাদের অবশ্যই ব্যর্থ করে দিতে হবে এবং সেক্ষেত্রে আপনারাই হচ্ছেন আমাদের তথা বিপ্লবীদের অগ্রণী বাহিনী। এবং অগ্রণী বাহিনীর দায়িত্ব ও গুরুত্ব সম্পর্কে আপনারা নিশ্চিতভাবেই সচেতন আছেন এবং এই দায়িত্ব আপনারা সফলভাবে পালন করতে সক্ষম হবেন বলেও আমরা আশা করি।

কমরেডগণ,

সভাপতি মাও সেতুঙ এবং কমরেড সিরাজ সিকদারের শিক্ষা অনুসারে জেলবন্দি কমরেডরা হচ্ছেন আমাদেরই রক্তের রক্ত, মাংসের মাংস ও অস্থির মজ্জা। তাদেরকে কখনো আমরা ভুলতে পারি না এবং ভুলবো

না। তাদের জন্য যা করা সম্ভব তা অবশ্যই আমাদেরকে করতে হবে এবং করবো।

নিশ্চয়ই আমরা আপনাদের সাথে রাজনৈতিক-মতাদর্শিকভাবে একাত্ম রয়েছি, জেলের চার দেয়াল এর মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। নিশ্চিতভাবেই আমরা আবারো বস্তুগতভাবেও একত্রিত হতে পারবো এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসাথে লড়াই করতে পারবো, সেদিন আর খুব বেশি দূরে নয় সে ব্যাপারে আমরা আশাবাদী।

সভাপতি মাও সেতুঙ বলেছেন যে, কমিউনিস্টরা হচ্ছে বীজের মতো। হ্যাঁ, কথাটা খুবই সত্য। যেখানে যে পরিস্থিতির মধ্যেই আমরা থাকি না কেন আমরা হচ্ছি সর্বহারা বিপ্লবের বীজ। আমাদের কাজ হচ্ছে বীজের। বীজ, বীজ থেকে চারা, চারা থেকে বৃক্ষ এবং বৃক্ষ থেকে অসংখ্য বীজ– এই সাইক্লিক অর্ডারকে অব্যাহতভাবে, ক্রমবর্ধিতভাবে পুনরাবৃত্তি আমাদেরকে ঘটিয়েই চলতে হবে।

জেল হচ্ছে বিপ্লবীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিপুল মজুত শক্তির আধার– সেটাকে পুনরায় প্রমাণ ও পুন:প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব কিন্তু এখন আপনাদেরই। আমাদেরই একটি অংশ বা শাখা বা বিভাগ হিসেবে এই বিপ্লবী দায়িত্ব যে আপনারা কুন্দাসন যুদ্ধের বিপ্লবী দৃঢ়তা নিয়েই পালন করে যেতে পারবেন সে আস্থা ও বিশ্বাস আপনাদের প্রতি আমাদের রয়েছে।

আপনাদের প্রতি আমাদের হৃদয়ের উষ্ণতম শুভেচ্ছা।

সর্বোচ্চ নেতৃত্বগ্রুপ
মাওবাদী বলশেভিক পুনর্গঠন আন্দোলন (MBRM)
পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি।
প্রথমার্ধ, জুলাই, ২০০০

★ গণনিপীড়ক পুলিশ অফিসার ও পুলিশ সদস্যদের নাম, ঠিকানা ও সম্ভব হলে ছবি সংগ্রহ করুন। পার্টিকর্মীদের মাধ্যমে তা পার্টির কেন্দ্রিয় দফতরে পৌঁছে দিন।

★ গণনিপীড়ক পুলিশ অফিসারদের স্ত্রী, সন্তান ও নিকটতম আত্মীয়-স্বজনদের নাম, ঠিকানা ও সম্ভব হলে ছবি সংগ্রহ করুন। প্রয়োজনে তাদের ওপর পাল্টা আক্রমণের জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি নেয়া শুরু করুন।

★ পুলিশের দালালদেরকে চিহ্নিত করুন। হাতের কাছে যা আছে তাই দিয়ে সাহসিকতার সাথে আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে উৎখাত করুন।

★ পুলিশী আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সমূহের ক্ষতির আর্থিক-বৈষয়িক মূল্য নিরুপণ করুন। তার তালিকা কেন্দ্রিয় দফতরে পাঠান। পুলিশী আক্রমণ ও লুটপাটের সাথে জড়িতদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করুন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে তা বন্টন করুন।

★ বরিশাল, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, ঢাকা সহ সারাদেশের জনগণের ওপর চালিত বড় ধনীশ্রেণীর রাষ্ট্রীয় শ্বেত-সন্ত্রাস ও পুলিশী দমনাভিযানকে বিরোধিতা করুন। যেখানেই সম্ভব সেখানেই বিপ্লবীযুদ্ধের স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করুন এবং গণযুদ্ধের দাবানলে শোষক আর অত্যাচারীদেরকে পুড়িয়ে মারুন।

১৯৯৯ সালে প্রচারিত আমাদের লিফলেট সমূহ

[নোট: ১৯৯৯ সালে প্রচারিত আমাদের লিফলেট ও পোস্টারসমূহ প্রচলিত ধারার মতো প্রধানত: চলতি ইস্যুভিত্তিক রচিত ছিল না; বরং উল্টো প্রধানত: লাইনভিত্তিক রচিত; যা দ্বারা আমাদের মূল লাইন ও মূল কারণীয়কে গণবোধ্য ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছিল। এসব বিপুল রাজনৈতিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল এবং আমাদের আজকের রাজনৈতিক-মতাদর্শিক-সংগ্রামিক-সাংগঠনিক সামর্থ অর্জনের ক্ষেত্রে এসবের গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক ভূমিকা রয়েছে। এসবকে বারংবার প্রচার করা এবং এসবকে বারংবার অধ্যয়ন ও আত্মস্ত করা প্রয়োজন। কেননা এসবের মধ্য দিয়ে উত্থাপিত মূল লাইনগত ও করণীয়গত অবস্থানসমূহ এখনো প্রযোজ্য রয়েছে এবং আগামীতেও প্রযোজ্য থাকবে। –সম্পাদনা বোর্ড, লালঝাণ্ডা]

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবসে
পূর্ববাংলার শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের উদ্দেশ্যে

পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির আহ্বান–
রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করুন। নিজেদের ভাগ্যকে পরিবর্তন করুন।

পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির মাওবাদী বলশেভিক পুনর্গঠন আন্দোলন কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। ১ মে, ১৯৯৯

শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণ,

সারা দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের মতো আপনাদের ওপরও যুগ যুগ যাবত যে শোষণ, লুণ্ঠন, নিপীড়ন ও বঞ্চনা চলছে তার কারণ হচ্ছে আপনাদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা না থাকা। যদি আপনাদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা থাকতো তাহলে আপনারা আপনাদের এবং আপনাদের সন্তানদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের অন্ধকারময় জীবন পাল্টে দিতে পারতেন। এবং নিজেদের ও নিজেদের সন্তানদের জন্য এক উজ্জ্বল ও সুখী ভবিষ্যতের সৃষ্টি করতে পারতেন। তাই রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের কাজকেই আপনাদের আঁকড়ে ধরতে হবে। এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য মরিয়া প্রচেষ্টা চালাতে হবে। যারা শ্রমজীবী জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের কাজকে আঁকড়ে ধরে না, তার জন্য মরিয়া প্রচেষ্টা চালায় না তারা শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের বন্ধু নয়, তারা হচ্ছে শত্রু।

বন্ধুগণ,

আমাদের দেশে শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে বাধা হচ্ছে মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ এবং এদেশীয় আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ। এই চার পাহাড়ের শোষণ ও নিপীড়নের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছেন শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত ও জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর জনগণ। এই চার পাহাড়ের পক্ষেই রাষ্ট্রক্ষমতায় বর্তমানে কর্তৃত্ব করছে সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদের দালাল দেশীয় আমলা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামাত প্রভৃতি হচ্ছে এই শ্রেণীরই বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল। রাষ্ট্রক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে এরা এবং এদের বিদেশী প্রভূরা নিজেদের ভাগ্যকে গড়ে নিচ্ছে। নিজেরা আঙ্গুল ফুলে কলাগাছে পরিণত হচ্ছে। মাংসের ভারে তাদের ঘাড় ও গর্দানের পার্থক্য উবে গেছে। আর বিপরীতে গরীব থেকে গরীব, নি:স্ব থেকে নি:স্বতর হচ্ছেন শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণ। তাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গিয়েছে। তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত জীবন হয়ে পড়েছে এক মহা অন্ধকারময় অনিশ্চয়তাপূর্ণ জীবন। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে এবং নিজেদের ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে হলে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ভিন্ন অন্য কোনো উপায় নেই।

বন্ধুগণ,

আমাদের দেশের বর্তমান শাসক ও শোষক সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদের দালাল বড় ধনীশ্রেণীটি টিকে আছে বিদ্যমান আমলাতান্ত্রিক-সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। যার প্রধান উপাদান হচ্ছে মিলিটারী, বিডিআর ও পুলিশ অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় বাহিনী। তাই রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে পরাজিত ও ধ্বংস করেই বিদ্যমান আমলাতান্ত্রিক-সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধ্বংস করা সম্ভব। এবং তার মধ্য দিয়েই কেবলমাত্র উৎখাত করা সম্ভব বড় ধনীশ্রেণীটিকে এবং তার দেশীয় দোসর ও বিদেশী প্রভূদেরকে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বাহিনীর হাতে বন্দুক আছে। তাই খালি হাতে তাদের পরাজিত করা সম্ভব নয়। এ কারণে শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণকেও বন্দুক হাতে তুলে নিতে হবে। এবং বন্দুকের লড়াই অর্থাৎ যুদ্ধের মধ্য দিয়েই তাদেরকে পরাজিত ও ধ্বংস করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে হবে।

এ কারণেই সারা দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের মহান শিক্ষক সভাপতি মাও সেতুঙ বলেছেন, **"বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা বেড়িয়ে আসে"**। তিনি আরো বলেছেন, **"শ্রেণী সমাজে বিপ্লব ও বিপ্লবীযুদ্ধ অপরিহার্য। তাদের বাদ দিয়ে সমাজ বিকাশের দ্রুত অতিক্রমন করা এবং প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীকে উৎখাত করা অসম্ভব, অতএব, জনগণের পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতাদখল করা অসম্ভব"**। এবং দক্ষিণ এশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের মহান নেতা কমরেড চারু মজুমদার বলেছেন, **"অস্ত্র সংগ্রহ করা এবং গ্রামাঞ্চলে সংগ্রামের ঘাঁটি তৈরি করা– এরই নাম শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি, ক্ষমতাদখলের রাজনীতি"**।

এই রাজনীতিকে আঁকড়ে ধরার অর্থই হচ্ছে, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে উগ্রবল প্রয়োগের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের রাজনীতিকে আঁকড়ে ধরা। যার অর্থ হচ্ছে, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে অনুসৃত শ্রেণীসংগ্রামের উচ্চতম রূপ যুদ্ধের রাজনীতিকে আঁকড়ে ধরা। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমজীবী জনগণের পক্ষে চালিত যুদ্ধ হচ্ছে বিপ্লবীযুদ্ধ। এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ হচ্ছে এই বিপ্লবীযুদ্ধেরই মতাদর্শগত তত্ত্বগত হাতিয়ার। তাই শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের কাজকে আঁকড়ে ধরার অর্থ হচ্ছে, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে চালিত বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতিকে এবং তার মতাদর্শগত তত্ত্বগত হাতিয়ার মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদকে আঁকড়ে ধরা। এছাড়া শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা সম্ভব নয়।

বন্ধুগণ,

আমাদের দেশের শ্রমজীবী জনগণের প্রধান অংশ হচ্ছেন কৃষক এবং গ্রামীণ জনগণ। তাই তাদেরকে জাগরিত, সংগঠিত ও সক্রিয় করে তুলতে না পারলে শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা সম্ভব নয়।

অন্যদিকে কৃষক ও গ্রামীণ জনগণ থাকেন গ্রামে। আর গ্রামেই শাসকশ্রেণী এবং তাদের রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে দুর্বল। তাই রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের কাজটি শুরু করতে হবে গ্রাম থেকেই।

আর শাসকশ্রেণী হচ্ছে শক্তিশালী। কেননা, রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থা তার দখলে। বিপরীতে শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণ অসংগঠিত ও দুর্বল। রাষ্ট্রক্ষমতাও তাদের হাতে নেই। এ কারণে শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধটা হবে দীর্ঘস্থায়ী, দুরুহ, নির্মম ও রক্তক্ষয়ী। এক্ষেত্রে এমন যুদ্ধ-কৌশল নিতে হবে যার মধ্য দিয়ে ছোট শক্তি বড় শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে, টিকে থাকতে ও বিকশিত হতে পারে।

এ ধরনের যুদ্ধ-কৌশলের নাম হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধের কৌশল। যার মূল নিয়ম হচ্ছে আক্রমণ করা ও সরে পড়া এবং পুন:আক্রমণের জন্য শক্তি সঞ্চয় করা ও পুনরায় আক্রমণে ফিরে আসা।

এ ধরনের গেরিলাযুদ্ধ শুরু করা যায় শূন্য থেকেই, খুবই ছোট শক্তি নিয়েই। হাতের কাছে যা আছে তাই দিয়ে তার শুরু করা যায়।

এই গেরিলাযুদ্ধের মধ্য দিয়েই শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষক ও গ্রামীণ জনগণকে জাগরিত, সংগঠিত ও সক্রিয় করা সম্ভব। নিজেদের ছোট শক্তিকে বড় করে তোলা সম্ভব। এলাকা ভিত্তিক রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা সম্ভব। এবং তার মধ্য দিয়ে নিজেদের শক্তিকে ক্রমবর্ধিতভাবে এবং ছোট বড় উল্লম্ফনের মধ্য দিয়ে বাড়িয়ে তুলে গ্রাম থেকে শহর ঘেরাও এবং অবশেষে শহরগুলো দখল করে সমগ্র দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা সম্ভব। এছাড়া আমাদের মতো দেশে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমজীবী জনগণের পক্ষে সমগ্র দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের আর কোনো সহজ উপায় নেই। এ কারণেই পূর্ববাংলার শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের মহান নেতা, মহান শিক্ষক ও মুক্তির পথ প্রদর্শক কমরেড সিরাজ সিকদার বলেছেন, **"গ্রাম্য এলাকায় গিয়ে কৃষকদেরকে গেরিলাযুদ্ধের জন্য জাগ্রত করে গেরিলাযুদ্ধের মাধ্যমে গ্রাম্য এলাকা দখল করতে হবে। এবং ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করতে হবে। শহরগুলো দখলকৃত গ্রাম্য এলাকা দ্বারা ঘেরাও করতে হবে এবং শহর দখল করতে হবে"।**

শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণ,

সারা দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের মহান নেতা, মহান শিক্ষক ও মুক্তির পথ প্রদর্শকদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে উৎখাতের জন্য নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচির ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গ্রামনির্ভর কৃষক প্রধান দীর্ঘস্থায়ী গেরিলাযুদ্ধের রাজনীতিকে আঁকড়ে ধরতে হবে। এবং গেরিলাযুদ্ধকে গড়ে তোলে, বিকশিত করে ও বিজয়ী করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে হবে। এবং তার মধ্য দিয়ে নিজেদের ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে হবে। আর তার মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও ভাগ্য পরিবর্তনে সহযোগিতা করতে হবে।

এভাবেই শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের চূড়ান্ত মুক্তির পথ সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া যায়। এবং এভাবেই আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবসের মহান বিপ্লবী শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরা যায়। অন্য কোনভাবে নয়।

সারা বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

- মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদকে আঁকড়ে ধরুন। তার ভিত্তিতে নিজেদেরকে সজ্জিত করুন।
- পেরু ও নেপালের গণযুদ্ধ থেকে শিক্ষা নিন। নিজেদের দেশেও অপরাজেয় মাওবাদী গণযুদ্ধ গড়ে তুলুন। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করুন। নিজেদের ভাগ্যকে পরিবর্তন করুন।
- মাওবাদী আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের পতাকাবাহী বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলন (RIM)-কে সমর্থন করুন। RIM-এর পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হোন।
- পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির মাওবাদী বলশেভিক পুনর্গঠন আন্দোলন-এ যোগ দিন এবং পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টিকে এদেশের বিপ্লবীযুদ্ধের নেতৃত্বকারী পার্টি হিসেবে পুন:প্রতিষ্ঠিত করুন।
- নির্বাচনপন্থাসহ প্রকাশ্য ও গোপন সকল ধরনের ও সকল রূপের সশস্ত্র ও নিরস্ত্র অর্থনীতিবাদ-সংস্কারবাদের অবিপ্লবী, সুবিধাবাদী ও সংশোধনবাদী রাজনীতিকে বর্জন করুন। এবং কমরেড সিরাজ সিকদার প্রদর্শিত মাওবাদী বিপ্লবী যুদ্ধের রাজনীতিকে পুন:প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত করুন।

৩রা জুন '৯৯, পার্টির ২৮-তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে

পূর্ববাংলার শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের উদ্দেশ্যে

পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির আহ্বান—

মাওবাদী গণযুদ্ধের রাজনীতিকে আঁকড়ে ধরুন।
অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্পন্ন করুন।
সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের লক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলুন।

পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির মাওবাদী বলশেভিক পুনর্গঠন আন্দোলন কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত, ৩রা জুন '৯৯

আমাদের দেশটি হচ্ছে একটি আধাসামন্ততান্ত্রিক-আধাউপনিবেশিক দেশ। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থায় চিরায়ত সামন্তবাদের আধাসামন্ততান্ত্রিক রূপান্তর এবং চিরায়ত উপনিবেশের নয়াউপনিবেশিক রূপান্তরের মধ্যদিয়ে এই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। যার মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক লগ্নি পুঁজির রপ্তানির অনিবার্য ফলশ্রুতিতে দেশীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্য থেকে সাম্রাজ্যবাদের দালাল আমলা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীর উদ্ভব, তার বিকাশ, রাষ্ট্রক্ষমতার কর্তৃত্বে আসা ও শাসকশ্রেণীতে পরিণত হওয়া। বিপরীতে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর দুর্বল হয়ে পড়া এবং তার বিকাশ বাধাগ্রস্ত হওয়া। এভাবে সমাজ বিকাশের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়া।

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থায় আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বভুক্ত দেশগুলোতে উদ্ভুত এই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রক্ষমতার কর্তৃত্ব থেকে সামন্তশ্রেণীর বিদায় অনিবার্য হয়ে পড়ে। এবং আমাদের দেশে বৃটিশ সৃষ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অবসানের মধ্য দিয়ে তার পূর্ণতা অর্জিত হয়েছে অনেক আগেই। বৃটিশ উপনিবেশ ভারতবর্ষের দ্বিধা বিভক্তির মধ্য দিয়ে সৃষ্ট পাকিস্তান ও ভারত নামক উভয় দেশেই ক্ষমতাসীন হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের দালাল আমলা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীটাই। এবং উভয় দেশই পরিণত হয়েছিল আধাসামন্ততান্ত্রিক-আধাউপনিবেশিক রাষ্ট্রে। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক চালিত তীব্র জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার জনগণের '৭১ সালের মহান মুক্তিসংগ্রামকে বিপথগামী করে আমাদের দেশে '৭২ সালে ক্ষমতাসীন হয়েছিল এবং এখনো রয়েছে বাঙালী আমলা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী। আওয়ামীলীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামাত প্রভৃতি হচ্ছে এই ক্ষমতাসীন শাসক ও শোষক শ্রেণীটিরই বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল। ফলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হলেও তাতে ক্ষমতাসীন শ্রেণীর কোনো পরিবর্তন হয়নি। ফলে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থারও কোনো গুণগত পরিবর্তন হয়নি। সাম্রাজ্যবাদের দালাল আমলা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী তার নিজ অস্তিত্বের স্বার্থেই সামন্তশ্রেণী ও সামন্তবাদীব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ উৎখাত করে না। নিজ স্বার্থে প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে দুর্বল ও ক্ষয় করে। এবং নিজ স্বার্থেই তাকে রক্ষা করে ও সহযোগী বানায়। এই আমলা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী সামন্তবাদীব্যবস্থার বহু শোষণ ও নিপীড়নমূলক বৈশিষ্ট্যকেই তার আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধমে আত্মীকরণ করে নেয়। ফলে এই নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থা হয়ে পড়ে আমলাতান্ত্রিক-সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থা।

আমলা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীটি নিজ স্বার্থেই কৃষিব্যবস্থা ও ভূমিব্যবস্থার বিভিন্ন ধরনের অর্থনীতিবাদী সংস্কার সাধন করে। কিন্তু তার বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটায় না। বরং তাতে বাধার সৃষ্টি করে। এবং সেক্ষেত্রে কাজে লাগায় রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে, বিশেষত: তার প্রধান উপাদান রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে। ফলে চিরায়ত সামন্তবাদের পরিপূর্ণ অবসানের জন্য এবং জাতীয় পুঁজির বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষক জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লব অসম্পূর্ণ থাকে। বিশেষত: গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল বিষয় কৃষি বিপ্লব এবং তার কেন্দ্রিয় বিষয় ভূমি বিপ্লব অসম্পূর্ণ থাকে। এই ব্যবস্থায় আত্মনির্ভরশীল কৃষিব্যবস্থা গড়ে ওঠা ও বিকশিত হবার পরিবর্তে সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর কৃষিব্যবস্থা গড়ে ওঠে ও বিকশিত হয়। ফলে তার জন্য অপরিহার্য সাম্রাজ্যবাদী প্রযুক্তি যেমন স্যালো, পাওয়ার টিলার, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রভৃতির রপ্তানির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদ এবং সেগুলোর আমদানি ও বিক্রির একচেটিয়া ব্যবসা করে আমলা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী লাভবান হয়। যার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে জমির অপূরণীয় স্থায়ী ক্ষতি সাধিত হয় এবং কৃষিব্যবস্থা অধিক থেকে অধিকহারে সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। একইসাথে বাজার অর্থনীতির নামে শাসক বড় ব্যবসায়ী শ্রেণীর স্বার্থে কৃষি উপকরণ ও কৃষিপণ্যের ইচ্ছামাফিক মূল্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কৃষিব্যবস্থাকেই অলাভজনক করে তোলা হয়। এবং অন্য কোনো ব্যবস্থা গড়ে না তোলার মধ্য দিয়ে ব্যাপক সংখ্যক কৃষক জনগণকে অলাভজনক কৃষিক্ষেত্রেই আঁটকা পড়ে থাকতে বাধ্য করা হয়। এসবের মধ্য দিয়ে কৃষি ব্যবস্থায় একটা চরম নৈরাজ্যিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। যা কৃষিব্যবস্থার বর্তমান ও ভবিষ্যতকে ক্রমবর্ধিতভাবে অনিশ্চয়তাপূর্ণ করে তোলে এবং কৃষক জনগণকে গতানুগতিকতায় অভ্যস্ত করে হালছাড়া মঠের সন্নাসী বানিয়ে ফেলে। কৃষক জনগণের উদ্যম, সৃজনশীলতা ও সক্রিয়তাকে স্থবির করে ফেলে। ফলে কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত বিপুল সংখ্যক উৎপাদিকা শক্তির অর্থাৎ কৃষক জনগণের মুক্তি ও বিকাশের জন্য কৃষিব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

অন্যদিকে, বিদ্যমান ব্যবস্থায় উৎপাদকদের হাতে উৎপাদন উপায়ের মালিকানা তথা জমির প্রধান অংশের ওপর ব্যাপক সংখ্যক গরীব কৃষক জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। যা কৃষিক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টির অন্যতম একটি মূল কারণ হিসেবে কাজ করে। জমির বৃহদাংশের মালিকানা এবং জমি ও উৎপাদনের উপর প্রধান কর্তৃত্ব সামন্ত-জমিদারদের বদলে রাষ্ট্রযন্ত্রের হাতে কুক্ষিগত হয়। এবং জমির একটি নির্ধারক গুরুত্বপূর্ণ অংশই পূর্বের মতো অনুৎপাদনধর্মী খাতে পড়ে থাকে তথাকথিত খাস, অনাবাদী ও অবকাঠামোর উন্নয়নের নামে। ফলে কৃষিক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব

মোচনের জন্য, কৃষিব্যবস্থার বৈপ্লবিক রূপান্তর এবং জমির জন্য ব্যাপক সংখ্যক গরীব কৃষক জনগণের লড়াই সামন্ত-জমিদারশ্রেণীর বদলে আমলাতান্ত্রিক-সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্র ও তার মালিক আমলা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে কেন্দ্রিভূত হয়।

এ কারণে আধাসামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামন্তবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান শত্রু হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের দালাল আমলা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী। এবং একইসাথে এই শ্রেণীর মাধ্যমেই সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদের শোষণ-নিয়ন্ত্রণ-লুণ্ঠন চলে আমাদের দেশের সকল দেশপ্রেমিকশ্রেণীর, যেমন শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত ও জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর জনগণের ওপর। যা আমাদের দেশের ভাগ্য আমাদের দেশের জনগণ কর্তৃক নির্ধারণ করার বদলে তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্পণ করে সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদের হাতে। যা হচ্ছে আমাদের জন্য উপনিবেশিকতার সমস্যা। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থায় লগ্নিপুঁজি ও দালালশ্রেণীর মাধ্যমে এই উপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ ও শোষণ হবার কারণে, তা পুরনো ধরনের উপনিবেশিক প্রকৃতির হয় না। তা হয় নয়া রূপের। যাকে বলা হয় নয়া উপনিবেশিক ধরন। এই ব্যবস্থায় একটি সাম্রাজ্যবাদের একক নিয়ন্ত্রণ ও লুণ্ঠন প্রতিষ্ঠিত হবার বদলে চালু হয় বহু সাম্রাজ্যবাদের ভাগাভাগির নিয়ন্ত্রণ ও লুণ্ঠন। ফলে এর ধরন হয় সারবস্তুতে পুরনো আধাউপনিবেশিক ধরন। যা কার্যকর হয় এবং বজায় থাকে আমলা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী ও তার নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে। ফলে নয়া ধরনের উপনিবেশিকতার তথা সারবস্তুতে চিরায়ত আধাউপনিবেশিকতার সমস্যার সমাধানের জন্যও সকল দেশপ্রেমিকশ্রেণীর জনগণের সংগ্রাম কেন্দ্রিভূত হয় সাম্রাজ্যবাদের দালাল আমলা মুৎসুদ্দী বুজোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধেই।

ফলে জাতীয় ও গণতান্ত্রিক উভয় ক্ষেত্রেই প্রধান শত্রুশ্রেণী হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের দালাল আমলা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী। আমাদের দেশের এই শ্রেণীটি একইসাথে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদেরও স্বার্থরক্ষক। এই ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ হচ্ছে আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক বাধা। তাই আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক বিকাশের জন্য, বুর্জোয়া বিকাশের পথকে উন্মুক্ত করার জন্য, জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্পন্ন করার জন্য জনগণের সংগ্রাম কেন্দ্রিভূত হতে হয় সাম্রাজ্যবাদের দালাল আমলা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীর বিপক্ষেই। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থায় বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বিধাবিভক্তি ও জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর দুর্বল হয়ে পড়ার কারণে এই জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে তার পক্ষে আর নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব হয় না। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থায় এই বিপ্লবের নেতৃত্ব দেয়ার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিপতিশ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বি শ্রমিকশ্রেণীর কাঁধে। ফলে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে চালিত এই বিপ্লব, বুর্জোয়া বিকাশের পথকে উন্মুক্ত করলেও, তার লক্ষ্য পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা নয়। এর লক্ষ্য হচ্ছে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম। ফলে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে চালিত এই জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব, পুরনো ধরনের বুর্জোয়া জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব নয়, তা হচ্ছে নয়া ধরনের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব। যা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিজমের বিপ্লবেরই অংশ।

আমাদের মতো দেশে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার এই পথকেই বলা হয় মাওবাদী নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ। যাকে গ্রহণ ও অনুশীলন করেছিলেন মাও সেতুঙ, চারু মজুমদার ও সিরাজ সিকদার। এই নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্বকারী হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী, প্রধান মিত্র হচ্ছে কৃষকশ্রেণী এবং গুরুত্বপূর্ণ মিত্র হচ্ছে ক্ষুদে বুর্জোয়াশ্রেণী। জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীও হচ্ছে এই বিপ্লবের সহায়ক শক্তি। ফলে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে শ্রমিক-কৃষক-ক্ষুদে বুর্জোয়া-জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর যুক্তফ্রন্ট ব্যতিত এই বিপ্লব সম্পন্ন করা অসম্ভব।

এই বিপ্লবের শত্রু হচ্ছে মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, দেশীয় আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ। এই চার পাহাড়ের পক্ষে রাষ্ট্রক্ষমতায় রয়েছে সাম্রাজ্যবাদের দালাল আমলা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী। সে টিকে আছে তার নিয়ন্ত্রণাধীন আমলাতান্ত্রিক-সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে, যার প্রধান উপাদান হচ্ছে পুলিশ, বিডিআর, মিলিটারী অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় বাহিনী। তাই রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে পরাজিত ও উৎখাত করেই বিদ্যমান নিপীড়ক রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধ্বংস করা যাবে। উৎখাত করা যাবে শাসক শ্রেণীটাকে। এবং তার দেশীয় দোসর ও বিদেশী প্রভুদেরকে। বিপরীতে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত ও জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা, তাদের স্বার্থের পক্ষে নয়াগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্র ও নয়াগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা।

এই কাজ বা বিপ্লব সম্পন্ন করা সম্ভব কেবলমাত্র মাওবাদী গণযুদ্ধের রাজনীতিকে আঁকড়ে ধরেই। আমাদের দেশে যার আজকের পর্যায়ে অনুশীলনযোগ্য রূপ হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গ্রামনির্ভর কৃষক প্রধান দীর্ঘস্থায়ী গেরিলাযুদ্ধের রাজনীতি। তাই তাকে আঁকড়ে ধরেই অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্পন্ন করে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের লক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। এছাড়া আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের উপর যুগ যুগ যাবত চালিত শোষণ, লুণ্ঠন, নিপীড়ন ও বঞ্চনার অবসানের অন্য কোনো উপায় নেই।

- শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের রাজনৈতিক ও মতাদর্শিক তত্ত্বগত হাতিয়ার মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদকে আঁকড়ে ধরুন। তার ভিত্তিতে নিজেদেরকে সজ্জিত করুন।
- পেরু ও নেপালের গণযুদ্ধ থেকে শিক্ষা নিন, মাওবাদী গণযুদ্ধের রাজনীতিকে আঁকড়ে ধরুন। পূর্ববাংলার অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাপ্ত করুন, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের লক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলুন।
- বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলন (RIM)-কে সমর্থন করুন। তার পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হোন।
- কমরেড সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টিতে যোগ দিন। পার্টির মধ্যকার মাওবাদী বলশেভিক পুনর্গঠন আন্দোলন-কে শক্তিশালী করুন। এবং পূর্ববাংলার বিপ্লবের নেতৃত্বকারী পার্টি হিসেবে তাকে পুন:প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত করুন।

পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির আহ্বান

পূর্ববাংলার বীর জনগণ, সংগ্রাম করতে সাহসী হোন ; বিজয় অর্জন করতে সাহসী হোন। সন্ত্রাস দমনের নামে গ্রামীণ জনগণের ওপর চালিত রাষ্ট্রীয় শ্বেত সন্ত্রাসকে প্রতিরোধ করুন। বস্তি-পতিতা-হকার-রিকসা উচ্ছেদের নামে শহরের শ্রমজীবী জনগণকে নিজেদের পেশা ও আবাস থেকে উৎখাতের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে জোরদার করুন। সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদের দালাল শাসক-লুটেরা, আমলা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী এবং তাদের স্বার্থরক্ষক শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাত করুন। শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত-জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করুন।

পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির মাওবাদী বলশেভিক পুনর্গঠন আন্দোলন কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। আগস্ট '৯৯

সভাপতি মাও সেতুঙ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। মনোযোগ দেবার আটটি ধারা মেনে চলুন।

সভাপতি মাও সেতুঙ নির্দেশিত
মনোযোগ দেবার আটটি ধারা হচ্ছেঃ–

১) ভদ্রভাবে কথা বলুন।
২) ন্যায্যমূল্যে কেনা-বেচা করুন।
৩) ধার করা প্রতিটি জিনিস ফেরত দিন।
৪) কোনো জিনিস নষ্ট করলে তার ক্ষতি পূরণ করুন।
৫) লোককে মারবেন না, গাল দেবেন না।
৬) ফসল নষ্ট করবেন না।
৭) নারীদের সঙ্গে অশোভন ব্যবহার করবেন না।
৮) বন্দী সৈন্যদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবেন না।

পার্টির নামে দলত্যাগীদের গণবিরোধী কার্যকলাপের বিপক্ষে পার্টির নীতি সম্পর্কে কর্মী-জনগণকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির মাওবাদী বলশেভিক পুনর্গঠন আন্দোলন-এর শরীয়তপুর শাখা কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত, সেপ্টেম্বর '৯৯।

৯ সেপ্টেম্বর '৯৯, কমরেড মাও সেতুঙ-এর ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকীতে
পূর্ববাংলার জনগণের প্রতি পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির আহ্বান

সভাপতি মাও সেতুঙ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন।
বিপ্লবের কেন্দ্রিয় কর্তব্য ও সর্বোচ্চ রূপকে আঁকড়ে ধরুন।
পূর্ববাংলার নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করুন।
সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের লক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলুন।

পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির মাওবাদী বলশেভিক পুনর্গঠন আন্দোলন কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। প্রথম সপ্তাহ, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯

৯ সেপ্টেম্বর '৯৯ হচ্ছে কমরেড মাও সেতুঙ-এর ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী। কমরেড মাও সেতুঙ হচ্ছেন সারা দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের মহান নেতা, মহান শিক্ষক ও মুক্তির পথ প্রদর্শক। তিনি বিপ্লবের বিজ্ঞান মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে গ্রহণ করেছিলেন। সংশোধনবাদ বিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাকে রক্ষা ও পুন:প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এবং বাস্তব শ্রেণীসংগ্রাম, উৎপাদন সংগ্রাম ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিকশিত করে তাকে এমন এক উচ্চতর পর্যায়ে উন্নিত করেছিলেন যাকে বলা হয় মাও সেতুঙ চিন্তাধারা বা মাওবাদ। আজকের যুগে মাওবাদকে গ্রহণ না করে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে গ্রহণ করা যায় না। এবং আজকের যুগে মাওবাদকে গ্রহণ করার অর্থই হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে গ্রহণ করা। তাই যারা বিপ্লব করতে চান, তাদেরকে অবশ্যই বিপ্লবের বিজ্ঞান হিসেবে, নিজেদের চিন্তার ও কর্মের পথ নির্দেশক তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে, মাওবাদকে গ্রহণ করতে হবে। নতুবা বিপ্লব করা যাবে না।

কমরেড মাও সেতুঙ জন্মগ্রহণ করেছিলেন চীনে একটি নিম্নমধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে। তিনি ছিলেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এবং পরবর্তীকালে তিনি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতির পদে দায়িত্বপালন করেছেন, যা তার মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তিনি সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থায় চিরায়ত সামন্তবাদের আধাসামন্তবাদে রূপান্তরকে উদ্ঘাটন করেছিলেন। যার মধ্য দিয়ে তিনি সাম্রাজ্যবাদী লগ্নিপুঁজির রপ্তানির অনিবার্য ফলশ্রুতিতে চীনসহ আমাদের মতো দেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদের দালাল আমলা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীর উদ্ভব ও রাষ্ট্রক্ষমতায় তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাসহ যেসব নতুন গুণগত পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে তাকে উদ্ঘাটন করেছিলেন। এবং তা থেকে নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন। এবং তাকে চীনের নির্দিষ্ট বিপ্লবে সফলভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। এভাবে তিনি আমাদের মতো সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা নিপীড়িত এবং সাম্রাজ্যবাদের দালাল আমলা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী কর্তৃক শাসিত গ্রামনির্ভর কৃষক প্রধান দেশে কিভাবে বিপ্লব করতে হবে, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে, তার পথ দেখিয়েছিলেন। এই পথ হচ্ছে নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ, যা হচ্ছে আমাদের মতো দেশগুলোতে দুই স্তর বিশিষ্ট সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ। কেবলমাত্র এই নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথকে গ্রহণ করেই আমাদের মতো দেশগুলোতে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের লক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া যায়, অন্য কোনভাবে নয়।

১৯৪৯ সালে চীনের নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে কমরেড মাও সেতুঙ চীনের জনগণকে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদের যাঁতাকল থেকে মুক্ত হতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এবং চীনে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত ও জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এসব তিনি করেছিলেন নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচির ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গ্রামনির্ভর কৃষক প্রধান দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের রাজনীতিকে গ্রহণ ও অনুশীলন করার মধ্য দিয়ে। চীনের নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্পন্ন করে কোনো বিরতি না দিয়েই তিনি চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এবং এভাবে পশ্চাদপদ ও অনুন্নত চীনকে এক নয়া ও উন্নত চীনে পরিণত করেছিলেন। ষাটের দশকে ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বাধীন আধুনিক সংশোধনবাদের বিপক্ষে দুনিয়াব্যাপী সংগ্রামে এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিরাটাকারের পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি আদর্শিক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এবং আজ পর্যন্ত মানব সভ্যতার ইতিহাসে অভূতপূর্ব মহান চীনা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এবং এ সবের মধ্য দিয়ে এবং এসব থেকে ছেকে আনা অমূল্য সব অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা দিয়ে তিনি পুঁজিবাদ ও তার সর্বোচ্চ রূপ সাম্রাজ্যবাদ এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শ্রমিকশ্রেণী ও নিপীড়িত জনগণের মতাদর্শগত তত্ত্বগত হাতিয়ার মার্কসবাদ-লেনিনবাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করেছেন। তাঁর অবদান ও শিক্ষাসমূহ সর্বব্যাপ্ত ; দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং পার্টি ও বিপ্লবের সাথে সম্পর্কিত সকল ক্ষেত্রেই তা ছড়িয়ে ও জড়িয়ে রয়েছে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে তাঁর শিক্ষাসমূহের ঘনীভূত নির্যাসকে একটি মাত্র বাক্যে প্রকাশ করা যায়, তা হচ্ছে, **"শ্রেণীসংগ্রামকে চাবিকাঠি হিসেবে আঁকড়ে ধরুন"**। যদিও মাও সেতুঙ-এর মৃত্যুর পরবর্তীকালে তেং শিয়াও পিং-এর নেতৃত্বে সংশোধনবাদী বুর্জোয়ারা ক্যু-দেতার মাধ্যমে চীনের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নিয়েছে এবং সমাজতান্ত্রিক চীনকে পুঁজিবাদী চীনে পরিণত করেছে, তা সত্ত্বেও অনুশীলনের কষ্টিপাথরে যাচাইকৃত মাও সেতুঙ-এর শিক্ষাসমূহ অনুজ্জ্বল হয়ে যায়নি। বরং চীনের অভিজ্ঞতা এবং সমগ্র বিশ্বের শ্রেণীসংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে "শ্রেণীসংগ্রামকে চাবিকাঠি হিসেবে আঁকড়ে ধরা"-র অমূল্য শিক্ষাটি আরো বেশি করে প্রমাণিত ও উজ্জ্বলতর হয়েছে।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণীসংগ্রামের ঘনীভূত ও কেন্দ্রিভূত রূপ হচ্ছে বিপ্লব। যার মধ্য দিয়ে নিপীড়িত শ্রেণী বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নিপীড়ক শ্রেণীকে উৎখাত করে। নিপীড়ক রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে চূর্ণ করে। এবং নিপীড়িত জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রক্ষমতা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলে। এবং তার মধ্য দিয়ে ও তাকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্ককে পরিবর্তন করে এক নয়া আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে। তাই শ্রেণীসংগ্রামকে চাবিকাঠি হিসেবে আঁকড়ে ধরার অর্থ হচ্ছে বিপ্লবকে আঁকড়ে ধরা। বিপ্লবকে সংগঠিত করা, তাকে এগিয়ে নেয়া, বিজয়ী করা এবং বিজয়কে রক্ষা ও বিকশিত করার জন্য শ্রম, সামর্থ, মনোযোগ ও মেধাকে বিনিয়োগ করা। কমরেড মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সেতুঙ তাই করেছিলেন। তাঁদের শিক্ষা অনুসারে কম. চারু মজুমদার, কম. সিরাজ সিকদারও একই কাজ করেছিলেন। এবং তাঁদের শিক্ষা অনুসারে আমাদেরকেও অর্থাৎ পূর্ববাংলার নিপীড়িত জনগণকেও শ্রেণীসংগ্রামকে তথা বিপ্লবকে আঁকড়ে ধরতে হবে। এছাড়া মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ এবং দেশীয় আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ –এই চারশত্রু দ্বারা নিষ্পেষিত আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের বর্তমান ও ভবিষ্যতের শোষণ-বঞ্চনা-নিপীড়নপূর্ণ জীবনকে পরিবর্তন করা অসম্ভব।

বিপ্লবকে আঁকড়ে ধরার অর্থ হচ্ছে, বিপ্লবের কেন্দ্রিয় কর্তব্য ও সর্বোচ্চ রূপকে আঁকড়ে ধরা। কমরেড মাও সেতুঙ-এর শিক্ষা অনুসারে, **"বিপ্লবের কেন্দ্রিয় কর্তব্য ও সর্বোচ্চ রূপ হচ্ছে সশস্ত্র শক্তির দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল, যুদ্ধের দ্বারা সমস্যার সমাধান। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এই বিপ্লবী নীতি সর্বত্রই প্রযোজ্য, তা চীন দেশেই হোক আর বিদেশেই হোক"**। বিপ্লবের এই কেন্দ্রিয় কর্তব্য ও সর্বোচ্চ রূপকে যারা আঁকড়ে ধরে না, তার সাথে অন্য সবকিছুকে সম্পর্কিত ও অধীন করে না, তারা আসলে বিপ্লবকেই আঁকড়ে ধরে না। এবং বিপ্লবকে আঁকড়ে না ধরার অর্থ হচ্ছে শ্রেণীসংগ্রামকে চাবিকাঠি হিসেবে আঁকড়ে না ধরা, কমরেড মাও সেতুঙ থেকে শিক্ষাগ্রহণ না করা।

আমাদের মতো নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের দেশগুলোতে বিপ্লবের কেন্দ্রিয় কর্তব্য ও সর্বোচ্চ রূপকে আঁকড়ে ধরার অর্থ হচ্ছে, **"যুদ্ধই সবকিছুর সমাধান করে", "বন্দুকের নল থেকেই সবকিছুর সৃষ্টি"** –এই মাওবাদী শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরা। যার অর্থ হচ্ছে, নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচির ভিত্তিতে হাতের কাছে যা আছে তাই নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গ্রামনির্ভর কৃষক প্রধান দীর্ঘস্থায়ী গেরিলাযুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার মধ্য দিয়ে সবকিছুকে অর্জনের চেষ্টা করা। এমনকি বিপ্লবের জন্য অতি প্রয়োজনীয় তিন যাদুকরী অস্ত্র পার্টি, বাহিনী ও ফ্রন্টকেও গড়ে তুলতে ও বিকশিত করতে হয় এই দীর্ঘস্থায়ী গেরিলাযুদ্ধের লাইনকে গ্রহণ ও অনুশীলন করেই। কমরেড মাও সেতুঙ, কমরেড চারু মজুমদার ও কমরেড সিরাজ সিকদার তাই করেছিলেন। আমরা যারা বিপ্লব চাই, তাদেরকেও তাই করতে হবে।

পূর্ববাংলার জনগণ আজ খুবই কষ্টে আছেন। চার শত্রুর বল্গাহীন শোষণ, লুণ্ঠন ও নিপীড়ন লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে। কৃষিব্যবস্থা ও ভূমি মালিকানার বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে বাধাগ্রস্ত করে এবং কৃষি ব্যবস্থাকে স্থবির ও অলাভজনক করে কৃষক জনগণকে সর্বস্বান্ত করা হচ্ছে। তথাকথিত সন্ত্রাস দমনের নামে সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদের দালাল শাসক আমলা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে গ্রামীণ জনগণের ওপর রাষ্ট্রীয় শ্বেত সন্ত্রাস চালাচ্ছে। গ্রামীণ জনগণের বিপ্লবী ও সংস্কারমূলক সংগ্রামকে উৎখাতের জন্য নির্মম দমনাভিযান চালাচ্ছে। সীমাহীন লুটপাট, গণবিরোধী নীতি, আমলাতন্ত্র ও অব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে গ্রাম ও শহরের সকল পেশার ও শ্রেণীর জনগণের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলা হচ্ছে। গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ সংকট এবং প্রতি বছর বন্যায় বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ও অবর্ণনীয় দুর্দশা হচ্ছে এদের সীমাহীন লুটপাট, গণবিরোধী নীতি, আমলাতন্ত্র ও অব্যবস্থাপনারই ফসল। শিল্পাঞ্চলে প্রতারণাপূর্ণ গোল্ডেন হ্যান্ডসেক, লে-অফ, বেতন বন্ধ প্রভৃতির নামে শ্রমিক জনগণকে বিপর্যস্ত ও বেকার করে তোলা হচ্ছে। নারী নির্যাতনকে সর্বাত্মক করে তোলা হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের নিকট দেশের প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদকে উজাড় করে দেয়া হচ্ছে। বৈদেশিক ঋণের জালে দেশকে আষ্টেপিষ্ঠে বেঁধে ফেলা হয়েছে। কোনো স্পষ্ট, সঠিক ও বৈপ্লবিক পুনর্বাসন কর্মসূচি ও পরিকল্পনা ব্যতিরেকেই বস্তি উচ্ছেদ, পতিতা উচ্ছেদ, হকার উচ্ছেদ, রিকসা উচ্ছেদ, ফুটপাত পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতির নামে শহরাঞ্চলের অসহায়, নিপীড়িত শ্রমজীবী জনগণকে নিজেদের পেশা ও আবাসস্থল থেকে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হচ্ছে। এসব বৃদ্ধি পেয়ে আজ এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় পূর্ববাংলার জনগণের নিকট আজ বিপ্লব আরো বেশি প্রয়োজনীয় ও জরুরি হয়ে পড়েছে। বিপ্লব ছাড়া পূর্ববাংলার জনগণের মুক্তি নেই।

তাই আসুন, বিপ্লবের মহান শিক্ষক সভাপতি মাও সেতুঙ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি। বিপ্লবের কেন্দ্রিয় কর্তব্য ও সর্বোচ্চ রূপকে আঁকড়ে ধরি। পূর্ববাংলার নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করি। এবং মানব কর্তৃক মানব শোষণের চির অবসানের লক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের আলোকজ্জ্বোল পথে এগিয়ে চলি।

* মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদকে আঁকড়ে ধরুন। পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির মাওবাদী বলশেভিক পুনর্গঠন আন্দোলন (MBRM)-কে শক্তিশালী করুন।
* সভাপতি মাও সেতুঙ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। শ্রেণী সংগ্রামকে চাবিকাঠি হিসেবে আঁকড়ে ধরুন।
* পেরু ও নেপালের গণযুদ্ধের সমর্থনে সক্রিয় হোন। নিজেদের দেশেও অপরাজেয় মাওবাদী গণযুদ্ধ গড়ে তুলুন।
* মাওবাদী কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের আন্তর্জাতিক সংগঠন বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলন (RIM)-কে সমর্থন করুন।

সিরাজ সিকদারের ২৫-তম শহীদ বার্ষিকী উপলক্ষে বিবৃতি

[নোট: বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলন তথা RIM কমিটি কর্তৃক ইংরেজিতে রচিত ও প্রকাশিত এই বিবৃতির বাংলা অনুবাদ আমরা নিয়েছি MPK কর্তৃক প্রচারিত বিবৃতির বাংলা সংস্করণ থেকে।

সংগ্রাম করতে সাহসী হওয়া ও বিজয় অর্জন করতে সাহসী হওয়াটা হচ্ছে মাওবাদী কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের স্বাভাবিক ও অনিবার্য বৈশিষ্ট্য মাত্র ; আর শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদার ছিলেন একজন মহান মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী নেতা এবং পূর্ববাংলার সর্বহারা বিপ্লবের পথিকৃৎ ও শিক্ষক; এভাবেই সকলের দেখা ও উত্থাপন করা উচিত বলে আমরা মনে করি। —সম্পাদনা বোর্ড, লালঝাণ্ডা।]

২ জানুয়ারী ২০০০ হলো এক কাপুরুষোচিত ঘটনার— তৎকালে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশের গণবিরোধী শাসকগোষ্ঠি কর্তৃক কমরেড সিরাজ সিকদারের হত্যার ২৫-তম বার্ষিকী। বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীসমূহ সিরাজ সিকদারকে ঘৃণা করতো ও ভয় করতো— কারণ, তিনি ছিলেন পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি (পূবাসপা)'র প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা যে পার্টি ১৯৭০-এর দশকের প্রথম দিককার উত্তাল বছরগুলোতে গড়ে উঠেছিল জনগণকে জাগরিত করতে এবং সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ আর আমলা পুঁজিবাদের শাসনকে চ্যালেঞ্জ জানাতে সক্ষম পার্টি রূপে। সিরাজ সিকদার ছিলেন বাংলাদেশ এবং তার কোটি কোটি নির্যাতিত মানুষের ভিন্ন এক ভবিষ্যতের প্রতীক— নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং চূড়ান্তভাবে সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট ব্যবস্থায় এগিয়ে যাবার ভবিষ্যতের প্রতীক। এ কারণে সিরাজ সিকদার এমনকি বন্দী অবস্থায়ও জীবিত থাকুন— নিপীড়কগণ তাও সহ্য করেনি। এ কারণেই বিচারের কোনরূপ ভণিতা না করেই এরা তাঁকে হত্যা করে এবং সে দেশের রাষ্ট্রপতি সংসদে দাঁড়িয়ে এই কাপুরুষোচিত দুষ্কর্মের জন্য প্রকাশ্যে আস্ফালন করে।

কমরেড সিরাজ সিকদার মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঐতিহাসিক গুরুত্বকে উপলব্ধি করেন (Recognised) এবং প্রতিবেশী ভারতের নক্সালবাড়ী আন্দোলন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনে পূর্ব থেকে প্রাধান্যকারী সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র সংগ্রাম পরিচালনা করেন। সিরাজ সিকদার খুবই কম বয়সে নিহত হন, কিন্তু তিনি ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের নির্দিষ্ট বাস্তবতায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদকে সমন্বিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। একমাত্র যে গণযুদ্ধ বাংলাদেশের জনগণকে এগিয়ে নিতে পারে মুক্তির দিগন্তে সেই গণযুদ্ধ সূচনা করা, অব্যাহত রাখা ও বিকশিত করার লক্ষ্যে মাওবাদী অবস্থান থেকে দেশের বিশেষত্বকে বিশ্লেষণ করার কাজে তিনি জোরদার প্রচেষ্টা চালান। বাংলাদেশের কতিপয় প্রতিকূল বৈশিষ্ট্যকে— যেমন মূলত: সমতল ভূমি, তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র ভূখণ্ড (যেগুলো বিপ্লবী শক্তির বিরুদ্ধে ঘেরাও দমনের চেষ্টা চালানোর জন্য শক্তিশালী সৈন্য শক্তির দ্রুত সমাবেশিতকরণে শত্রুকে সুবিধা দেয়) প্রভৃতিকে— অতিক্রম করার (Overcome) জন্য অন্য কিছু বৈশিষ্ট্যকে, যেমন বিশাল ও ঘন জনসংখ্যা এবং এর ভূ-প্রকৃতিতে নদীবাহিত বদ্বীপ চরিত্র, যে ভূমির অধিকাংশ বর্ষাকালে ডুবে থাকে প্রভৃতি কীভাবে কাজে লাগানো যায় সে বিষয়ে তিনি গভীর মনযোগ প্রদান করেন।

সিরাজ সিকদার হলেন সাহসিকতার প্রতীক : এই সাহসিকতা হলো একটা অগ্রগামী পার্টি গড়ে তোলার দায়িত্বকে কাঁধে তুলে নেয়ার সাহসিকতা যে পার্টির লক্ষ্য জনগণের পরিপূর্ণ মুক্তি এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে কমিউজিম প্রতিষ্ঠার চাইতে বিন্দুমাত্র কম কিছু নয়; এ হলো সশস্ত্র সংগ্রাম সূচনার সাহসিকতা, একটা রাজনৈতিক লাইন গড়ে তোলার সাহসিকতা— সে লাইন যদিও এমনকি অপরাপর, অধিকতর অভিজ্ঞ মাওবাদী পার্টিগুলো কর্তৃক অনুসৃত লাইন থেকে ভিন্নতর বলেই মনে হয়েছিল। তৎকালে তখনও শৈশবাবস্থার পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টিকে সিরাজ সিকদার সাহসিকতার সাথে পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠি বিরোধী জনগণের সংগ্রামের একেবারে পুরোভাগে নিয়ে দাঁড় করিয়েছিলেন, যখন কি না আওয়ামী লীগের নেতারাসহ বিরোধী শক্তিসমূহ ভারতে পলায়ন করেছিল আর স্বয়ং শেখ মুজিব আত্মসমর্পণ করেছিল পাকিস্তানের নিকট। এক কথায়, সিরাজ সিকদার হলেন— "সংগ্রাম করতে সাহসী হও, বিজয় অর্জন করতে সাহসী হও"—এই মাওবাদী বাণীর মূর্ত প্রতীক। সিরাজ সিকদারের হত্যাকাণ্ড-পরবর্তী বিগত পঁচিশ বছরে বাংলাদেশের বিপ্লব আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগিয়েছে। এই বিপ্লব

দাঁড়িয়ে আছে সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের পুরো মদদপুষ্ট এক বেপরোয়া ও শক্তিশালী শত্রুর মুখোমুখি। বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থায় গণযুদ্ধকে টিকিয়ে রাখা ও বিকশিত করাটা কঠিন বলে প্রমাণিত হয়েছে। সে দেশে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ও গণযুদ্ধের মৌলিক মাওবাদী রণনীতিকে প্রয়োগ করা সম্ভব কিনা, হলে কীভাবে– এ নিয়ে মাওবাদীদের মধ্যে বার বার লাইনগত সংগ্রাম উদ্ভূত হয়েছে।

বাংলাদেশের বিপ্লবী শক্তিগুলোর মধ্যকার সকল রাজনৈতিক বিতর্কে সিরাজ সিকদার হলেন বাধ্যতামূলক যাত্রাবিন্দু (Obligatory reference)। এতে কোন সন্দেহ নেই যে বাংলাদেশে একটা সঠিক লাইন গড়ে তোলার সংগ্রামে সিরাজ সিকদারের নির্দিষ্ট কিছু লাইন ও কর্মনীতির সঠিকতা বা বেঠিকতা যাচাই করে দেখা প্রয়োজন। আর বাস্তবে এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গী সিরাজ সিকদারের নিজেরই পর্যালোচনামূলক চিন্তার ঐতিহ্যের সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু ইতিহাস দেখিয়েছে যে বাংলাদেশের বিপ্লবের তত্ত্ব ও অনুশীলনে সিরাজ সিকদারের ইতিবাচক অবদানগুলোর ওপর দাঁড়িয়েই অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব।

এই পঁচিশতম মৃত্যুবার্ষিকীতে দাঁড়িয়ে আমরা অতীতকে স্মরণ করছি, কিন্তু আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ সামনের দিকে। যে লক্ষ্য হাসিলের জন্য সিরাজ সিকদার কঠোর সাধনা করেছেন, ঢেলেছেন বুকের রক্ত– তা আজও অর্জিত হয়নি। বাংলাদেশের ব্যাপক শ্রমিক-কৃষক আর বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী জনগণের ঘাড়ের ওপর নতুন-পুরাতন রূপে আজও চেপে বসে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদ আর দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীসমূহের জগদ্দল পাথর। বিপ্লব আর গণযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা বিন্দুমাত্র কমেনি।

বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী পার্টি ও সংগঠন সমূহের পক্ষ থেকে আমরা সিরাজ সিকদারের আজকের অনুসারী পূবাসপা'র প্রতি আমাদের সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদী সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করছি। আমরা দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল– মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদকে বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করার মাধ্যমে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রসর অভিজ্ঞতাগুলোকে পর্যালোচনামূলকভাবে আত্মীকরণের মাধ্যমে এবং সিরাজ সিকদারের উত্তরাধিকারের ওপর ভিত্তি করে, একই সাথে বিগত কয়েক দশকের সংগ্রামের ইতিবাচক ও নেতিবাচক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে তারা সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করবেন এবং বাংলাদেশের সর্বহারা বিপ্লবী সংগ্রামে ও ইতিহাসে গৌরবময় নতুন অধ্যায় রচনা করবেন।

সিরাজ সিকদারের বিপ্লবী উত্তরাধিকার জিন্দাবাদ!!

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ জিন্দাবাদ!!

২ জানুয়ারী, ২০০০
বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলন-এর কমিটি।

★ ২ জানুয়ারি, ২০০১ শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদার-এর ২৬ তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করুন।

★ ৩ জুন, ২০০১ পার্টির ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সর্বোচ্চ মর্যাদায় পালন করুন।

নীচের বিবৃতিটি, *বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলন*-এর অংশগ্রহণকারী পার্টি ও সংগঠনগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেছে।

গণযুদ্ধের এক শতাব্দীর জন্য! সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের বিজয়ের দিকে এগিয়ে চলুন!

[নোট: RIM কর্তৃক ইংরেজিতে প্রকাশিত বিবৃতির বাংলা অনুবাদ করে দিয়ে সহযোগিতা করেছেন একজন মাওবাদী বুদ্ধিজীবী বন্ধু। –সম্পাদনা বোর্ড, লালঝাণ্ডা।]

আচ্ছা, সাম্রাজ্যবাদীরা আর তাদের পা-চাটারা চাচ্ছে নতুন এক মিলেনিয়ামের আগমনকে আমরা উদ্‌যাপন করি। বেশ তো, তবে কাদের? এই সব পরগাছাদের মিলেনিয়াম, না তা জনগণের, যারা সব কিছু সৃষ্টি করেছে? আর কিভাবে আমরা উদযাপন করবো? আমাদের শ্রমের ফসল তারা যখন গব্‌গব্ করে গিলতে থাকবে তখন তাদের ভোজনালয়ের ভেতরে আমরা কি তাদের পেছন পেছন দাঁড়িয়ে থাকবো? তারা যখন নৃত্য-উৎসবে মেতে থাকবে, তখন? যদিও জানি তাদের নাচ যে মেঝের ওপর, সেটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে তাদেরই স্বার্থের বলি দেওয়া নরমুণ্ডুগুলো। এমনকি এখনও তাদের যুদ্ধযন্ত্রটা উপরে দিচ্ছে মৃত্যু আর ধ্বংসযজ্ঞ। আর আমরা কি ভুলে যাবো শত শত বছর ধরে চলা তাদের অমানবিক শোষণ, দখলদারী যুদ্ধ, লুণ্ঠন, অকল্পনীয় দু:খ-দুর্দশায় কোটি কোটি মানুষকে ঠেলে দেয়া, গণহত্যা, অস্‌ভূইজ (Auschwitzes) আর হিরোশিমা? তারা যেমনটি চায় আমরা কি সে রকমভাবে বুদ্ধুর মতো দাঁড়িয়ে থাকবো, তাদের নিত্যনতুন আবিষ্কারে হতবাক্ হয়ে যাবো, নতজানুদের প্রতি তাদের আশ্বাসের সুতীব্র প্রচারণায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়বো?

নিজস্ব নিপীড়নের রাজত্ব থেকেই সকল নিপীড়কের ইতিহাসের সূচনা। কাজেই তারা বৃথাই চেষ্টা চালায় সময়কে ধরে রাখতে, তাদের দ্রুত বিলয়মান অস্তিত্বকে অমর করে রাখার জন্য এবং তার ওপর নিজেদের স্বৈরাচারী ইচ্ছাকে চাপিয়ে দিতে। কিন্তু মানবতার অগ্রযাত্রা হচ্ছে বড়ই নির্মম। শ্রেণীসংগ্রাম অনিবার্যভাবেই ইতিহাসের বাঁক আর ঘূর্ণির মাঝে নিজের ছাপ বসিয়ে দেয়। ইতিহাস আমাদের দেখিয়েছে– কিভাবে শ্রেণীসংগ্রামের প্রয়োজনীয় কর্মসূচী কেমন করে রাজমুকুট আর গোষ্ঠীবিশেষের গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলোকে মুহূর্তেই ছুঁড়ে ফেলে দেয়, কোনো আড়ম্বর ছাড়াই; যতদিন না শোষণ ও নিপীড়ন চিরকালের মতো দূর হয়ে যাবে ততদিন এমনটাই ঘটতে থাকবে, এমনটাই ঘটে আসছে।

কাজেই এই কালপঞ্জী কি দেখাচ্ছে? বীরত্বপূর্ণ কীর্তিগাঁথা, কিন্তু সেগুলো সম্রাট বা সাধুসন্তদের নয়, বরং তা জগতের ভাগ্যাহতদেরই। বিদ্রোহ আর পাল্টা আঘাত, আজ এখানে, কাল ওখানে, অবদমন করা হয়েছে, ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে কিন্তু তবু সবসত্ত্বেও অব্যাহতভাবে ফেটে পড়েছে। ধর্মীয় শান্তিবাদীদের মিথ্যাচারকে গুড়িয়ে দিয়ে। শোষকদের শান্তিতে খান্‌খান্ করে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিপীড়িতেরা স্বপ্ন দেখেছে, আশা করেছে কোনো না কোনভাবে তাদের কষ্ট আর দুর্দশার অবস্থার অবসান হবে। একবারে দুঃসহ অস্তিত্ব আর একঘেয়ে জীবনের ঘানীটানার মাঝেও সেই সুদূর কোনো এক সময়ের শোষণহীন সমাজগুলোর সুখস্মৃতি তারা লালন করে রেখেছে। তাদের শিল্প ও সঙ্গীতে জীবন্ত হয়ে উঠছে নতুন এক অরুণোদয়ের স্বপ্ন। তারা নিপীড়নের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ায়, প্রভূদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং নতুন জীবনের সন্ধানে ব্রতী হয়। আমরা যেন ভুলে না যাই যে এই সংগ্রামই, অমানবিক অবস্থা ও বর্বর শোষণের অবসানের জন্য বিরামহীন এই সংগ্রামই মানবতার অগ্রগতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়েছে। কিন্তু এই সংগ্রামের ফলগুলো কখনও তাদের ভাগ্যে জোটে নি। নতুন শোষকরা তা ভোগ করেছে, মুক্তির খোদ্ প্রাণ জুড়ানো হাওয়া পরিণত হয়েছে দাসত্বের নতুন শৃঙ্খলে।

বহু হাজার হাজার বছরে সংগ্রাম আর সমাজের সহিংস পুনর্গঠনের পরেই চূড়ান্ত সমাধান হিসেবে সামনে এসেছে সর্বহারা শ্রেণী। জন্মেছে পুঁজিবাদেরই গর্ভে আর এই পুঁজিবাদের কবরখোদক হওয়াটাই এ শ্রেণীর নিয়তি। সর্বশেষ শ্রেণী, এক আন্তর্জাতিকতাবাদী শ্রেণী। এমন এক শ্রেণী যে নিজেকে মুক্ত করতে পারে, কেবল সারা দুনিয়াকে মুক্ত করেই। এই শ্রেণীর আবির্ভাব এবং তার সংগ্রাম এই শ্রেণীর মতাদর্শ– মার্কসবাদকেও সামনে নিয়ে এসেছে। এটি সংগ্রাম, ভাবনা আর অভিজ্ঞতার এক সুদক্ষ সংশ্লেষণ। [এই মার্কসবাদের]* সব কিছুই এই শ্রেণীর স্বার্থকে রক্ষা, আর তার ঐতিহাসিক অভিযাত্রার জন্য; সংগ্রাম, ভাবনা আর অভিজ্ঞতার এক প্রতিভাদীপ্ত সংশ্লেষণ। এখন মানব ইতিহাসের আঁকাবাকা পথে নিজে প্রকাশিত হয়েছে যৌক্তিক চমৎকারিত্বে, আর তা হলো শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। শোষকদের স্থায়ীত্বের দাবী উন্মোচিত হয়ে পড়েছে মুমূর্ষু ব্যবস্থার মিথ্যাচার হিসেবে। মানবতার অভিযাত্রাকে এখন হতে পেরেছে প্রতিক্রিয়ার দূর্গের ওপর সচেতন ও দু:সাহসী আক্রমণ। আসুন আমরা এই কালপঞ্জী থেকে উনবিংশ শতকের একবারে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত কিছু লাল দিবসকে স্মরণ করি: *কমিউনিস্ট ইশতেহার* [প্রকাশ]; প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা; *পুঁজি* [গ্রন্থের] প্রকাশনা, যে গ্রন্থ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার গোমড় ফাঁক করে দিয়েছে, দেখিয়েছে এর অনিবার্য পতন; প্যারী কমিউনের বীরত্বপূর্ণ দিনগুলি; দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা– যা পহেলা মে-কে আন্তর্জাতিক শ্রম দিবস এবং আট-ই মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে আর আট-ঘন্টা শ্রমদিবসের লড়াইকে ঘোষণা করেছে। ইতিহাসে কোন্ শ্রেণীটা এত অল্প সময়ে এত বেশী অর্জন করেছে? আর এগুলো হচ্ছে সূচনাকালের কয়েকটা ঘটনা মাত্র।

সাম্রাজ্যবাদী আর তার পাচাটাদের ব্যাপারটা কী, আজো যেমনটি তারা করছে, তেমনি ঔদ্ধত্তপূর্ণভাবে তাদের বিংশ শতাব্দীর সূচনার উদযাপন তারা করছে? [তখন] সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের চারপাশে তাকিয়েছে আর দেখতে পেয়েছে এমন এক দুনিয়া যা তাদের পদতলে ভূলুণ্ঠিত। ফিনান্স পুঁজির লোভাতুর তাগিদের জন্য তাদের বেয়োনেট এফোঁড়-

ওফোঁড় করেছে আফ্রিকা, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকা। ইউরোপের মাটি থেকে যুদ্ধ দূর হয়ে গেছে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মধ্যকার সংশোধনবাদীরা তাদের প্রভুদের সাথে ছিল লেনদেনে ব্যস্ত আর সচেষ্ট ছিল শ্রমজীবী শ্রেণীর ক্রোধকে অবদমিত রাখতে। অতিমুনাফা আর বৃদ্ধির এক অতুলনীয় পর্যায় হিসেবে যা চিহ্নিত। ১৯০০ সালে সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে বিশ্বের চেহারাটা ছিল এমনটিই।

দু' দশকের কম সময়ের ভেতর এ অবস্থাটা তাদের মুখের ওপর আঘাত হানলো। যুদ্ধ ধ্বংস করলো ইউরোপকে। রাজমুকুট রাস্তায় গড়াগড়ি খেতে থাকলো। অক্টোবর বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্ম দিলো আর বিশ্বে নিপীড়িত জনগণের কাছে এর বিজয়ডঙ্কা নিয়ে এলো মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে, যা কিনা মার্কসবাদের দ্বিতীয় স্তর। সংশোধনবাদীদের দ্বারা গড়ে তোলা শ্রেণী-সমঝোতার ধূয়াশা ঝেটিয়ে দূর করে উঠে দাঁড়ালো তৃতীয় আন্তর্জাতিক। সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিক ও কৃষকেরা তাদের হাতে তুলে নেয়া রাজনৈতিক ক্ষমতাবলে একেবারে নতুন ধরনের এক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে শুরু করলো, যা উৎপাদিকা শক্তিগুলোর বন্ধনমুক্তি ঘটিয়ে ব্যাপক উন্নয়নের দুয়ার খুলে দিলো। শ্রমজীবী জনসাধারণের কাছে কারখানা আর ক্ষেতখামারগুলো শৃংখল হয়ে থাকলো না বরং সেগুলো হয়ে উঠলো সমাজকে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে তাদের হাতের হাতিয়ার। সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক বিনির্মাণ উন্মোচনের সূচনা করলো শোষণ থেকে মুক্ত এক সমাজের পথ।

বেশীর ভাগ দেশেই সাম্রাজ্যবাদীরা সক্ষম হলো বিপ্লবের ও জাতীয় মুক্তির অগ্নিশিখা নিভিয়ে ফেলতে। বিপ্লব অবদমনের বড়াই করলো তারা। কিন্তু তারা কোনো দীর্ঘস্থায়ী শান্তি পেল না। পরিবর্তে তারা যা পেলো তা হলো মন্দা, ফ্যাসিবাদ, আরেকটা বিশ্বযুদ্ধ এবং আরো বেশী বিপ্লব। চীন বিপ্লবের বিজয় মানবতার এক চতুর্থাংশকে মুক্ত করলো, নিপীড়িত জাতিগুলোকে পথ দেখালো নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের, আর সারা বিশ্বের সর্বহারার জন্য তাদের বিকশিত সামরিক বিজ্ঞান– গণযুদ্ধ– গড়ে তুললো। বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা নিয়ে উদ্ভব ঘটলো সমাজতান্ত্রিক শিবিরের। নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর মুক্তি সংগ্রামকে ধ্বংস করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী আর তাদের পা-চাটাদের সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আর ঐ দেশগুলোকে "স্বাধীনতা" উপহার দেবার নাটকের মাধ্যমে প্রতারণা সত্ত্বেও নিপীড়িত জাতিগুলো বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবের ঝটিকাকেন্দ্র হিসেবে বিরাজ করতে থাকলো। মাও সেতুঙের নেতৃত্বে এক নজীরবিহীন বিপ্লবী উত্থান ঘটলো, যা হলো মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব, যেখানে কোটি কোটি শ্রমিক, কৃষক, বিপ্লবী তরুণ পুঁজিবাদের পথগামীদের হটিয়ে দিলো এবং সাম্যবাদী ভবিষ্যতের দিকে সমাজকে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে বিরাটাকার অগ্রগতি সাধন করলো, [এমন এক সমাজের দিকে যেখানে] সকল শ্রেণী বৈষম্য আর শ্রেণী শোষণের সকল অবশেষও সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হবে।

"এসব তো পুরোনো কথা"– সাম্রাজ্যবাদ, প্রতিক্রিয়া আর সংশোধনবাদীরা একযোগে চিৎকার করে ওঠে। তারা বলে, আমরা প্রথমে তোমাদের সোভিয়েত ইউনিয়ন দখল করেছি, তারপর লাল চীনকেও। সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের বলে, দুনিয়াটা নিশ্চিতভাবেই তাদের। আর আগামী শতকগুলোও তাদেরই। আচ্ছা, আমরা তাদের এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ বড়াই আগেও শুনেছি। প্যারীতে কমিউনার্ডদের নির্মম হত্যাযজ্ঞের পর তারা কি এই কথাই বলেনি, আর সে কী হৈ চৈ, কেবল কয়েক দশকের মধ্যেই একেবার চুপসে গেল, রাশিয়ার লাল অক্টোবরের যুদ্ধের ময়দানে! তারা কি এই কথাই বলেনি, তখন সংশোধনবাদী নেড়িকুত্তাগুলো সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্ষমতা দখল করলো? আর তারা কি আপাদমস্তক রক্তাক্ত অবস্থায় সন্ত্রস্ত হয়ে দৌড়ায়নি, যখন চীনের সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের শক্তিশালী ঝড়ঝঞ্ঝা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিলো, আর বিপ্লবী উত্থান আর বিদ্রোহের উত্তাল তরঙ্গমালা আঘাত করলো? এই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ হলো সর্বহারা মতাদর্শের নতুন, তৃতীয় ও উচ্চতর স্তর।

এমনকি এখনো যখন সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলরা তাদের বিজয়ের ব্যাপারে ঔদ্ধত্যপূর্ণভাবে বড়াই করে চলেছে, তখন মাওবাদী গণযুদ্ধগুলো তীক্ষ্ণ আঘাত হানছে, আর আঁকাবাঁকা পথে এগিয়ে যাচ্ছে। আরো বেশী বেশী গণযুদ্ধ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদীরা বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবে যে নতুন তরঙ্গের উত্থান ঘটাচ্ছেন সেখানে মাওবাদকে পথ নির্দেশক ও কমান্ডার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। এই মাওবাদকে ধারণ করে কমিউনিস্ট পার্টিগুলো এই নতুন মহান তরঙ্গে পরিচালনা ও নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলন অস্তিত্বশীল রয়েছে বিশ্বের চার প্রান্তে এর অংশগ্রহণকারী পার্টি ও সংগঠনগুলোর মাধ্যমে, এর প্রার্থী সদস্যদের ও সমর্থকদের মাধ্যমে- ইরান থেকে কলম্বিয়ায়, বাংলাদেশ ও শ্রীলংকা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও ইতালিতে, তুরস্ক ও আফগানিস্তান থেকে ভারতে একইসাথে আফ্রিকার বিভিন্ন অংশে, ক্যারাবিয়ানে, মধ্য আমেরিকায় ও ইউরোপে। রিম-এ ঐক্যবদ্ধ মাওবাদী অগ্রণী পার্টিগুলোর নেতৃত্বে পেরু ও নেপালের সর্বহারারা ব্যাপক গ্রামাঞ্চলে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা আবারো প্রতিষ্ঠিত করেছে।

গণ্ডগ্রামে? গুরুত্বহীন? বিশ্বের শ্রেণী সচেতন সর্বহারা এবং শোষিত ও নিপীড়িতদের জন্য নিশ্চয়ই নয়। ইয়েনান যেমন গণ্ডগ্রাম ছিল পেরু ও নেপালের এই উৎসাহব্যঞ্জক বিজয় হচ্ছে তেমনি। এই বিজয় অর্জিত হয়েছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদকে উর্ধে তুলে ধরা, রক্ষা করা ও প্রয়োগ করার ভয়ংকর লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে। এই বিজয় অর্জিত হয়েছে জনগণের স্বার্থের জন্য রক্তদানের মাধ্যমে, আর শত্রুর ঘেরাও দমনের বর্বর প্রচেষ্টাকে পরাজিত করে। যখন প্রতিক্রিয়াশীলরা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে জনগণের লাল রাজনৈতিক ক্ষমতাকে নিশ্চিহ্ন করতে তখন পেরু ও নেপালের "পুন:প্রতিষ্ঠা, পাল্টা পুন:প্রতিষ্ঠা"-র লড়াই একতাবদ্ধ হয়েছে আর গণযুদ্ধ লড়ছে জনগণের শাসন বজায় আছে এমন ঘাঁটিগুলো রক্ষা করতে ও সম্প্রসারিত করার জন্য।

তুরস্কে লাল ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় মাওবাদীদের নেতৃত্বাধীন টিকেপি (এম.এল)-এর কৃষক-গেরিলাদের হাতে বন্দুক গর্জে উঠছে। নিপীড়িত জাতিগুলোর মধ্যে বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ মাওবাদী পার্টিগুলোর গড়ে ওঠা ও শক্তিবৃদ্ধি ঘটছে। ফিলিপিন্স, ভারত, বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশে, রিম-এর ভেতরে ও বাইরে, মাওবাদী ও বিপ্লবী শক্তি বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রাম

চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী দানবদের উদরের ভেতর "বিপ্লবী খোঁদক" খুড়ে চলেছে আর এসব দেশে মাওবাদী পার্টি গড়ে তুলছে ও শক্তিশালী করছে। যারা দেখতে চায় তাদের জন্য সুস্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে এতে।

ভবিষ্যত উজ্জ্বল। তবে, অবশ্যই, পথটা বাঁকে ভরা। এজন্য আমরা মাওবাদীরা ভীত নই। আমরা মাওসেতুঙের শিষ্য; যিনি শিখিয়েছেন, "চূড়োয় উঠতে যে বেপরোয়া তার জন্য এ দুনিয়ার কিছু কষ্টকর নয়।" পেরুতে আমাদের অগ্রণী বাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল অর্জনসমূহ তাঁর এই কথার জোরালো প্রমাণ। ১৯৯২ সালে পেরুর কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতির; গ্রেফতারের পর এই পার্টি কিছু অসুবিধাজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। কিন্তু ১৯৯২ সালের ২৪ শে সেপ্টেম্বর শত্রুদের আনন্দউল্লাস প্রচণ্ড আঘাতের মুখোমুখি হয় যখন সভাপতি গনসালো শত্রুরই কারাগারের ভেতর থেকে জোড়ালো ও উৎসাহব্যঞ্জক ভাষণ দিলেন। বিপ্লবী আশাবাদ ও সাম্যবাদী আত্মবিশ্বাসে বস্তুবাদী শক্তির নজির স্থাপন করে তিনি দেখিয়ে দেন যে, এর ব্যাপারটা [অর্থাৎ গ্রেফতার হলো] "পথের বাঁক" মাত্র, এর বেশী কিছু নয়, আর ঘোষণা করেন, পথটা দীর্ঘ এবং আমরা শেষে পৌঁছুবো। আমরা বিজয়ী হবো।" শত্রুর দমনাভিযানের মুখে পিসিপি [অর্থাৎ পেরুর কমিউনিস্ট পার্টি] গণযুদ্ধের পথে অব্যাহতভাবে সচেষ্ট থেকেছে; পার্টি ধ্বংস করেছে ডান সুবিধাবাদী লাইনের বিষাক্ত ছোবলকে, যে লাইন শত্রুর সাথে আপোষ করেছে এবং "শান্তিচুক্তি"র মাধ্যমে যুদ্ধকে সমাপ্ত করার ডাক দিয়েছিল। পার্টি একই সাথে শত্রুর প্রচারকেও ধ্বংস করে যে প্রচারণা দাবী করে যে তিনি নিজেই এই "শান্তিচুক্তি"র ডাক দিয়েছেন। যে দাবীর কোনো প্রমাণ নেই এবং পিসিপি একে ভূঁয়া বলে প্রত্যাখ্যান করেছে।

সভাপতি গনসালোর পরিপূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকা ও কঠোরতর অবস্থা অব্যাহত থাকার পরিস্থিতিতে, বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলন "পেরুতে উড্ডীন আমাদের লাল পতাকা রক্ষায় সমবেশিত হোন" [– এই শিরোনামের] তার মার্চ ১৯৯৫-এর আহ্বানে ডান সুবিধাবাদী লাইনকে প্রত্যাখ্যান করে দেখিয়েছিল যে– "... কারো পক্ষে অপ্রত্যক্ষ ও যাচাইহীন বক্তব্যকে সভাপতি গনসালোর নিজস্ব চিন্তাধারার প্রতিনিধিত্বশীল হিসেবে মেনে নেয়া সম্ভব নয়... অন্তরীণ করে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাখার বিরুদ্ধে যে লড়াই চলছে তা অব্যাহত থাকা প্রয়োজন।" সারা দুনিয়া জুড়ে বিপ্লবী জনসাধারণ যথেষ্ট ভালভাবেই জানেন যে, পিসিপি দ্বারা চিহ্নিত ফ্যাসিবাদী, গণহত্যাকারী ও দেশবিক্রেতা ফুজিমোরি শাসকগোষ্ঠী গণহত্যার জন্য, সাজানো মিথ্যা ইত্যাদির জন্য কুখ্যাত।

সভাপতি গনসালোর লাল লাইন অনুসরণ করে পিসিপি গণযুদ্ধকে রক্ষা করেছে, তাতে সচেষ্ট থেকেছে এবং তা বিকশিত করেছে আর আজ কমরেড ফেলিসিয়ানোর গ্রেফতারের প্রেক্ষিতে কমরেড খুলিয়ো পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। [এই পার্টি] ঘোষণা করেছে বা রণনৈতিক ভারসাম্যের ভেতর যে "পথের বাঁক" সৃষ্টি হয়েছিল তা এখন পেরিয়ে সাথে আর দেশব্যাপী ক্ষমতাদখলের জন্য তার যে সুদৃঢ় অগ্রযাত্রা তা অব্যাহত থাকছে। পেরুর গণযুদ্ধে সমর্থনে, সভাপতি গনসালোর জীবনরক্ষায় এবং ডান সুবিধাবাদী লাইনকে প্রত্যাখান করতে বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলন বিশ্বজোড়া প্রচারণা চালিয়েছে। সভাপতি গনসালোর জীবনের প্রতি হুমকী বেড়েছে এমন সব তথ্যের প্রেক্ষিতে পিসিপি ও পেরুর জনগণের সাথে সাথে যুক্ত হয়ে বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলন ফুজিমোরী শাসকগোষ্ঠীর কাছে দাবী তুলছে যে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় টিভি সাংবাদিকদের সামনে সভাপতি গনসালোকে সরাসরি বিবৃতি দেবার সুযোগ দেয়া হোক। রিম তার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছে। গণযুদ্ধ সমর্থনের সংগ্রামকে এগিয়ে নেবার আর সভাপতি গনসালোর জীবনরক্ষার আন্দোলনকে এগিপয়ে নেবার, আজ যার সাথে যুক্ত ও সম্পর্কিত হলো কমরেড ফেলিসিয়ানোরও জীবনরক্ষা আন্দোলন।

যদি সাম্রাজ্যবাদীরা আর তাদের পা-চাটারা স্বপ্ন দেখে থাকে যে পেরুর গণযুদ্ধকে রোখা যাবে। এখন তাদের সামনে আগের জুজুর ভয় দানা বেঁধে উঠেছে; হিমালয়ে এখন আগুন জ্বলছে। কমরেড প্রচণ্ডের নেতৃত্বে নেপালের কমিউনিস্ট পার্টির (মাওবাদী) সূচিত এই গণযুদ্ধ শত্রুর মুখোমুখি ভয়ংকর লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। নেপালের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর পতনকে ঠেকানোর জন্য সকল দানব আর তাদের পা-চাটারা মরিয়া হয়ে হাত মিলিয়েছে। নেপালী শাসকগোষ্ঠীর গণহত্যাপূর্ণ দমন নিপীড়নের সহযোগিতা করার সুনির্দিষ্টভাবে জঘণ্য ভূমিকা রাখছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ। ইজরাইল, শ্রীলংকা ও পেরুর প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রগুলোও এর সাথে সামিল হয়েছে। তবু গণযুদ্ধ এগুচ্ছে। এরই মধ্যে ২০ লক্ষ জনগণ শত্রুর হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে ব্যাপক এলাকায় নতুন ভবিষ্যত গড়তে সচেষ্ট হয়েছেন। পার্টির নেতৃত্বে তারা ক্ষমতার নতুন সংগঠন গড়ে তুলছেন। আর শত্রুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া বন্দুক দিয়ে তারা তা রক্ষা করছেন ও বাড়িয়ে তুলছেন। সামনে পথটা যে মসৃণ নয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ইতিহাসের কোনো যুগান্তকারী অগ্রগতিই সরল-সোজা পথে ঘটেনি। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে গণযুদ্ধ অব্যাহত থাকবে এবং বিজয় অর্জন করবে। আর এর মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অন্যান্য দেশের জনগণকে, বিশেষত দক্ষিণ এশিয়ায় প্রেরণা জোগাবে।

কাজেই সাম্রাজ্যবাদীদের ও তাদের পা-চাটাদের আমরা কোথায় ছেড়েছি? হ্যাঁ, তাদের ভবিষ্যত, তাদের অঙ্গীকার। সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে পড়ায় তারা বড়াই করছে মার্কসবাদ, সর্বহারার একনায়কত্ব, সমাজতন্ত্র এবং কমিউনিস্ট পার্টি পরাজিত হয়েছে। তাদের বক্তব্য– পশ্চিমা গণতন্ত্র এবং পুঁজিবাদ সমৃদ্ধির এক নতুন যুগের দিকে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু তারা কি এটা অস্বীকার করতে পারে যে সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদকে যা ভেঙ্গে ফেলেছে তা আর কিছুই না বরং দেউলিয়া সংশোধনবাদ, আর সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা এর আগেই যারা অবদমিত হয়েছে, সেই কোটি কোটি মানুষের জন্য পুঁজিবাদের অঙ্গীকার দুর্ভোগ ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসে নি? শান্তি আসেনি। সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতার জোগানো ইন্ধনে আর প্রতিক্রিয়াশীলদের প্ররোচনায় যুদ্ধ বেধে গেছে। আর যা উত্থিত হচ্ছে তা শান্তি নয় বরং নতুন সাম্রাজ্যবাদী কেন্দ্রগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

বিপ্লব আর বিশ্বযুদ্ধ– এই দুই প্রবণতার মধ্যে আজকের বিশ্বে বিপ্লবই হচ্ছে প্রধান প্রবণতা। প্রধান দ্বন্দ্ব হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ আর নিপীড়িত জনগোষ্ঠী ও জাতিগুলোর মধ্যকার দ্বন্দ্ব। অস্থিতিশীলতা যুদ্ধ আর বিদ্রোহের মাঝে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের জবরদখল আর মুনাফার হিসাব কষছে। কিন্তু আমরা কমিউনিস্টরা সর্বহারা আর জনসাধারণের জন্য নতুন সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি যে, তা তাদের সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে পুনরায় তুলে ধরবেন আর তা করবেন নতুন মাওবাদী পার্টিগুলোকে সংহত করে, যারা গণযুদ্ধের সূচনা করবেন, বিকশিত করবেন এবং নেতৃত্ব দেবেন বিজয়ের দিকে। আর আমরা তা করবো দু'ধরণের দেশেই, সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা অবদমিত দেশগুলোতে এবং খোদ্ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে, প্রতিটি দেশের বিশেষ পরিস্থিতিকে বিবেচনায় রেখে। এটা ঘটবেই।

মুক্তবাজার শান্তি ও সমৃদ্ধির এক নতুন যুগের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে– তাদের এই সৌম্যকান্তি দাবীর ব্যাপারটা তাহলে কী? আসুন তথ্যের দিকে তাকানো যাক। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে দরিদ্র দেশগুলোর তুলনায় বিশ্বের ধনী দেশগুলোর গড় জীবনমান ছিল মাত্র তিনগুণের মতো। ১৯০০ সালে তা ছিল ৬ গুণ বেশি। এখন তা ২০ গুণ বেশি। সাম্রাজ্যবাদের মুখপত্র-ব্যক্তিবর্গ দেখাচ্ছে যে স্বাস্থ্যসেবা ও গড় আয়ুর ক্ষেত্রে নাকি উন্নতি ঘটেছে। যখন ধনীরা পশ্চিমা দেশগুলোতে ভোগ করছে সবচে আধুনিক ও দামী চিকিৎসার সুযোগ তখন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ৪০,০০০ শিশু প্রতিদিন মারা যাচ্ছে প্রতিরোধ করা এমন সব রোগে। এমনকি খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১০ জনের একজন শিশু চরম দারিদ্রের মধ্যে বাস করছে। সাড়ে তিন কোটিরও বেশী লোক বিভিন্ন মাত্রার ক্ষুধায় কষ্ট ভোগ করছে।

আর তাদের হাই-টেক বিপ্লবের ব্যাপারটা? এটা কী কোন ফল দেয়নি। হুঁ, ফল পাওয়া গেছে, বিল গেটস্ নামের একজন ব্যক্তি এতটাই সম্পদ কুক্ষিগত করেছে যে, তা বিশ্বের দরিদ্রতম কয়েক ডজন দেশের জি এন পি একত্র করলেই তার সমতুল্য হতে পারে। ইন্টারনেট-এর ব্যাপারটা বিবেচনা করুন। অনেকেরই এমন ভ্রান্তি ছিল যে এর ফলে বিশ্বজুড়ে জনগণ থেকে-জনগণের গণতন্ত্রের এক নয়াযুগ জন্ম নেবে। কিন্তু আজ এটা দিনকে-দিন পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে ইনটারনেট হলো যোগাযোগের এমন একটা উপায় যা ব্যাপক ব্যাপ্তি নেয়া উচ্চগতিসম্পন্ন পুঁজিবাদী বাজারকে একত্র করে– অসংখ্য প্রজন্ম ধরে মানবতা যে প্রযুক্তি ও জ্ঞান গড়ে তুলেছে, এই ব্যবস্থার অধীনে তা মানবতাকে মুক্ত করার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে না, বরং তা ব্যবহৃত হচ্ছে যারা এই প্রযুক্তি ভোগ করে তাদের সমৃদ্ধি ঘটানোর জন্য। বিশ্বের জনগোষ্ঠী যে সম্পদ ও জ্ঞান উৎপন্ন করেছে তা কখনই জনগণের সেবায় লাগবে না যতদিন না একটা সংখ্যালঘু বিশ্বের সম্পদের মালিক থাকছে এবং তা নিয়ন্ত্রণ করছে, যতদিন এই সংখ্যালঘু শোষকরা রাজনৈতিক ক্ষমতা ধারণ করে থাকছে।

একজন আইরিশ বিপ্লবীর লেখা একটা পুরোনো কবিতা আছে– "আমরা শুধু দুনিয়াটাকে চাই"। ঠিক তা-ই। সকল সর্বহারা আর শ্রমজীবী জনসাধারণের দাবী এটাই। এই দাবী কি অন্যায়? সাম্রাজ্যবাদের অন্ধ শক্তির দিকে তাকান– মানবতাকে টুকরো টুকরো করছে, লোভাতুর মুনাফার জন্য সমস্ত দুনিয়াটাকে বরবাদ করে ফেলছে। নিপীড়িত জাতিগুলোর প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের দিকে তাকান– মাটি ও মানুষকে তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুর কাছে বেঁচে দিচ্ছে যাতে তাদের ব্যাংক একাউন্ট ভরে ওঠে আর তারা ডুবে যেতে পারে ঘিনঘিনে বিলাসিতায়। মানবতার পরিস্থিতির দিকে তাকান– শ্রেণী, জাতি, লিঙ্গ, বর্ণ, গোষ্ঠী, গোত্র নিপীড়ন, আধিপত্যবাদ, ধর্মীয় গোড়ামী, শিশু শ্রম, নরমাংসের ব্যবসা, সামন্ত আধিপত্যের বর্বর ধরন [এ সব কিছু] পরিস্থিতিটাকে অবিশ্বাস্য দুর্ভোগে নিয়ে ফেলেছে। জনগণের সৃজনশীল ক্ষমতার দিকে তাকান– দেখুন, উৎপাদিকা শক্তিগুলোর অপরিসীম ক্ষমতা কীভাবে এক অযৌক্তিক, অমানবিক ব্যবস্থার দ্বারা খর্বিত হচ্ছে, ব্যহত হচ্ছে। যথেষ্ট হয়েছে। আমরা দুনিয়াটাকে চাই। এর সবটুকু, আর এটাই ন্যায়সঙ্গত। সারা দুনিয়া জুড়ে শোষিত নিপীড়িত জনসাধারণের এই ন্যায়সঙ্গত দাবীর কারণে যে দায়িত্ব এসে পড়ে তা গ্রহণ করার জন্য আমরা উন্নীত হবো, আমরা, মাওবাদীরা, বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলন-এর মধ্যে যারা ঐক্যবদ্ধ, দৃঢ়ভাবে আমাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি। হ্যাঁ, জনগণকে সাথে নিয়ে, তাদের ওপর নির্ভর করে আর তাদের স্বার্থে কাজের মধ্য দিয়ে, আমরা একুশ শতককে গণযুদ্ধের শতাব্দী হিসেবে গড়ে তোলায় নেতৃত্ব দেবো, এগিয়ে যাবো কমিউনিজমের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে।

সর্বহারা বিশ্ববিপ্লব জিন্দাবাদ!

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ জিন্দাবাদ!

গণযুদ্ধ জিন্দাবাদ!

চেয়ারম্যান গনসালোর জীবনরক্ষায় স্বর্গ-মর্ত্য কাঁপিয়ে তুলুন!

নিপীড়িতদের হৃদয়ের মাঝে বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করুন।

বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলন।

১লা মে, ২০০০

আফগানিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি

ইরানের কমিউনিস্টদের ইউনিয়ন (সারবেদারান)

কলম্বিয়ার বিপ্লবী কমিউনিস্ট গ্রুপ

তিউনিসিয়ার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কমিউনিস্ট সংগঠন

তুরস্কের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী [টিকেপি এম-এল]

নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)

পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি (পিবিএসপি) [বাংলাদেশ]

পেরুর কমিউনিস্ট পার্টি

বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) [বিএসডি (এম এল)]

বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি, ইউএসএ

রেড ওয়ার্কার কমিউনিস্ট সংগঠন (ইতালী)

সিলোন কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)

[উপরের তালিকায় আর.আই.এম. (রিম)-এ অংশগ্রহণকারী পার্টি ও সংগঠনগুলোর বাইরেও বেশ কিছু দেশে রিম-এর প্রার্থী অংশগ্রহণকারী রয়েছেন যারা সেসব দেশে অগ্রণী মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী পার্টি গঠনের জন্য সংগ্রাম করেছেন।]

* বক্তব্য স্পষ্ট করার জন্য অনুবাদক কর্তৃক কিছু শব্দ তৃতীয় বন্ধনীর ভেতর যুক্ত করা হয়েছে।

পিসিআই (এম) -এর প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এমবিআরএম এবং মাপুকে-এর যৌথ বাণী

প্রতি, প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটি, ইটালীর কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী) [পিসিআই (এম)]।

কমরেডগণ,

ইটালীর কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)-এর প্রতিষ্ঠাকে পূবাসপা'র মাওবাদী বলশেভিক পুনর্গঠন আন্দোলন (এমবিআরএম) এবং পূবাসপা'র মাওবাদী পুনর্গঠন কেন্দ্র (এমপিকে) উষ্ণ বিপ্লবী অভিনন্দন ও লাল সালাম জানাচ্ছে। আমরা মনে করি যে পিসিআই (এম)-এর প্রতিষ্ঠা ইটালীর ও বিশ্বের সর্বহারাশ্রেণীর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি, এবং পিসিআই (এম) ও আমাদের পার্টি পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি (পিবিএসপি) উভয়েই যার সদস্য সেই বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলন (রিম)-এর জন্য একথা বিশেষভাবে সত্য। আমাদের শ্রেণী ও আমাদের আন্দোলন এখন গর্ববোধ করতে পারে যে দুইটি মহাদেশের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সাম্রাজ্যবাদী দেশের পেটের মধ্যে এখন দুইটি মাওবাদী সর্বহারা অগ্রবাহিনী পার্টি রয়েছে, যথা, উত্তর আমেরিকার আরসিপি এবং ইউরোপে পিসিআই (এম)। এই গুরুত্বপূর্ণ অর্জনকে ছিনিয়ে আনার জন্য আপনাদের পার্টির কমরেডগণ প্রায় দুই দশক ধরে যে নিরলস প্রচেষ্টা, কঠোর পরিশ্রম ও লাইনগত সংগ্রাম চালিয়েছেন তাকে আমরা স্বাগত প্রশংসা জানাই।

ইটালী হচ্ছে বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল এবং তা পৃথিবীর এমন একটি অঞ্চলে, বলকান অঞ্চলে অবস্থিত যা কি না পৃথিবীর পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী অংশের মধ্যকার অন্যতম দুর্বলতম গ্রন্থি। আমরা জানতে পেরেছি যে এই দেশটির রয়েছে এক বিশাল সর্বহারাশ্রেণী এবং এই দেশের জনগণের রয়েছে জঙ্গী সংগ্রামের এক দীর্ঘ ও গৌরবময় ঐতিহ্য, যার মধ্যে রয়েছে শক্তিশালী ও দীর্ঘ সময় ধরে টিকে থাকা বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রাম এমনকি বা সমাজতন্ত্র ও মাওপন্থার দ্বারাও প্রভাবিত ছিল। শ্রেণী বিভাজন ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব (এখানে) ক্রমবর্ধিতভাবে তীব্র ; অন্যান্য অনেক পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশের তুলনায় (এখানে) বেশী ঘনঘন সামগ্রিক অথবা আংশিক বিপ্লবী পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতে দেখা যায়। কিন্তু বিশ্ব জুড়ে নিন্দিত ইটালীর কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংশোধনবাদী পালের গোদাদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলশ্রুতিতে এবং তাদের সংশোধনবাদ, সংস্কারবাদ, অর্থনীতিবাদ ও ট্রেড ইউনিয়নবাদের ব্যাপক ও গভীরভাবে প্রোথিত মারাত্মক প্রভাবের ফলশ্রুতিতে ইটালীর সর্বহারাশ্রেণী অনেক বেশী সংখ্যক দশক ধরে একটি বিপ্লবী অগ্রপথিক পার্টির অস্তিত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এই নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে এবং একইসাথে বিশ্ব বিপ্লবের আসন্ন নতুন বিরাটাকার ঢেউ-এর প্রেক্ষাপটে পিসিআই (এম)-এর প্রতিষ্ঠার খবর আমাদেরকে হৃদয়ভরা আনন্দ, বিপ্লবী উদ্দীপনা ও বিপ্লবী আশাবাদে পূর্ণ করছে।

কমরেডগণ,

পেরু, নেপাল ও তুরস্কে মাওবাদী অগ্রপথিক পার্টিগুলো, যাদের সবাই হচ্ছে রিমের সদস্য তাদের নেতৃত্বে চালিত গণযুদ্ধ ও বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রামগুলো গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধনের পথে রয়েছে। মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে আমাদের আন্দোলন এখন আরো বেশী ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী। আমাদের আন্দোলনের আরো বেশী বেশী সংখ্যক পার্টি এখন পার্টি প্রতিষ্ঠা ও /বা গড়ে তোলার কাজকে এবং বিপ্লবের কেন্দ্রীয় কাজ রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য গণযুদ্ধ সূচনা ও গড়ার কাজকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বের সাথে নিয়োজিত রয়েছে। এমতাবস্থায় ইটালীয় সাম্রাজ্যবাদের পেটের মধ্যে গণযুদ্ধ সূচনা করার এবং বিশ্ব বিপ্লবের অংশ হিসাবে ও তার সেবা করার লক্ষ্যে সেখানে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধন করার জন্য আপনাদের দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা অতি অবশ্যই সেই অগ্রগামী বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় বর্ধিত গতি সঞ্চার করছে।

আমাদের দেশ পূর্ববাংলায় (বাংলাদেশে) বিগত সময়কালটাতে আনোয়ার কবীরের সংশোধনবাদী লাইন ও হেডকোয়ার্টার আমাদের পার্টি ও বিপ্লবের গুরুতর ক্ষতিসাধন করেছে। কিন্তু অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মাঝেও পার্টির সত্যিকার মাওবাদী বিপ্লবীরা সর্বহারার নেতৃত্বে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে একটি বিজয়ী গণযুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদানে পার্টিকে পুনরায় সক্ষম করে তোলার জন্য মালেমা, সিরাজ সিকদারের বিপ্লবী উত্তরাধিকার ও মৌলিকভাবে সঠিক মতাদর্শগত-রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে পার্টিকে পুনর্গঠন ও পুন:প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের অজেয় মতাদর্শ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ দ্বারা সজ্জিত হয়ে ও তার ভিত্তিতে বিশ্ব বিপ্লবের অংশ হিসাবে ও তার সেবা করার লক্ষ্যে আমাদের দেশের বিপ্লব সম্পন্ন করার জন্য আমরাও সংকল্প ঘোষণা করছি। এবং আপনাদের সাথে ও বিশ্বের সকল মাওবাদীদের সাথে আমাদের সাধারণ ও চূড়ান্ত লক্ষ্য বিশ্বব্যাপী কমিউনিজম অর্জন পর্যন্ত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করার সংকল্প ঘোষণা করছি।

পিসিআই (এম)-এর প্রতিষ্ঠাকে এবং ইটালীর শ্রেণী সচেতন সর্বহারাদের প্রতি আমরা পুনরায় আমাদের সালাম জানাচ্ছি।

শ্রেষ্ঠ কমিউনিস্ট শুভেচ্ছাসহ,
পূবাসপা'র মাওবাদী বলশেভিক পুনর্গঠন আন্দোলন (এমবিআরএম) এবং
পূবাসপা'র মাওবাদী পুনর্গঠন কেন্দ্র (এমপিকে)
১১ এপ্রিল, ২০০০

আমাদের গত প্রায় একবছরের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক-সামরিক কাজের সংক্ষিপ্ত চিত্র

★ লাইনগত দলিল ও প্রচারপত্র প্রণয়ন ও প্রচার

১) সম্প্রতি বিভক্ত হয়ে পড়া কেন্দ্রিয় কমিটির একটি অংশের প্রতিনিধি কমরেড "খ" এবং কমরেড "গ" ৩১ অক্টোবর '৯৮-এর পত্রের জবাবে। দ্বিতীয় সপ্তাহ, নভেম্বর, ১৯৯৮

কমরেড "ক" লিখিত এবং পরবর্তীকালে এমবিআরএম কর্তৃক গৃহিত এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লাইনগত দলিলটিতে কমরেড খ ও গ-র নেতৃত্বাধীন লাইনের সাথে আমাদের লাইনের মূল পার্থক্যকে বিশদে উথাপন ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই দলিলটি হচ্ছে কমরেড খ ও গ-র নিকট লেখা কমরেড "ক"-র পত্র নং-১ (প্রথম সপ্তাহ, জুলাই '৯৮)-এরই ধারাবাহিকতা ও বিকশিত রূপ।

২) কমরেড আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্যদের প্রতি কমরেড "ক"-র খোলা চিঠি। প্রথমার্ধ, মার্চ, ১৯৯৯

কমরেড "ক" লিখিত এবং পরবর্তীকালে এমবিআরএম কর্তৃক গৃহিত এই অত্যন্ত নির্ধারক দলিলের মধ্য দিয়ে আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বাধীন লাইন, মতাবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আমাদের পার্থক্যের মূল বিষয়কে পুনরায় ঘণীভূত, কেন্দ্রিভূত ও সূত্রায়িতভাবে উথাপন ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যা ছিল তার লাইন বিরোধী পার্টির মধ্যকার সর্বহারা বিপ্লবীদের দীর্ঘ সংগ্রামের ঘণীভূত ও কেন্দ্রিভূত নির্যাস।

৩) ৪৪ নং শাখার কর্মী-সহানুভূতিশীল-সমর্থক জনগণের প্রতি কমরেড "ক"-র খোলা চিঠি। প্রথমার্ধ, এপ্রিল, ১৯৯৯

কমরেড "ক" লিখিত ও এমবিআরএম কর্তৃক গৃহিত এই দলিল আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বাধীন বর্তমান ও দশবছরের (১৯৭৯ থেকে ১৯৮৯) বিপ্লবীযুদ্ধের লাইন ও তার সাথে সম্পর্কিত কর্মনীতিগুলোকে পরিত্যাগের প্রক্রিয়ার পর্যানুক্রমিক ধারাবাহিকতা ও ছোট-বড় উল্লম্ফনকে উন্মোচিত ও খণ্ডন করেছে। এবং বিপরীতে শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদার প্রদর্শিত মাওবাদী বিপ্লবীযুদ্ধের লাইন ও তার সাথে সম্পর্কিত কর্মনীতিগুলোকে পুন:প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত করার ক্ষেত্রে গুণগত অগ্রগতি সাধন করেছে। যা একই সাথে পার্টির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিপ্লবী সারসংকলনের ক্ষেত্রেও বিরাটাকার অগ্রগতি ঘটিয়েছে। এই দলিলে উথাপিত বিপ্লবীযুদ্ধের লাইনের কর্মনীতিগুলোকেই এখন অনুশীলনে নেয়া হচ্ছে।

৪) আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবসে পূর্ববাংলার শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের উদ্দেশ্যে পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির আহ্বান— রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করুন। নিজেদের ভাগ্যকে পরিবর্তন করুন। ১ মে, ১৯৯৯

সর্বোচ্চ নেতৃত্ব গ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত এই লিফলেটের মধ্য দিয়ে আমাদের লাইনগত ও করণীয়গত মূল অবস্থানকে গণবোধ্য ভাষায় জনগণের মধ্যে প্রচার করা হয়েছিল। এতে শহীদ কমরেড চারু মজুমদারের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছিল যে, "অস্ত্র দখল করা এবং গ্রামাঞ্চলে সংগ্রামের ঘাঁটি তৈরি করা—এরই নাম শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি, ক্ষমতাদখলের রাজনীতি"। এক কথায় বললে, একেই আমরা এখন অনুশীলন করছি।

৫) ৩রা জুন, '৯৯, পার্টির ২৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে পূর্ববাংলার শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের উদ্দেশ্যে পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির আহ্বান— মাওবাদী গণযুদ্ধের রাজনীতি আঁকড়ে ধরুন। অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্পন্ন করুন। সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের লক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলুন। ৩রা জুন, ১৯৯৯।

সর্বোচ্চ নেতৃত্বগ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত এই লিফলেটের মধ্য দিয়ে আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ, শত্রু-মিত্র, বিপ্লবের স্তর ও লক্ষ্য, প্রধান দ্বন্দ্ব ও প্রধান শত্রু এবং বিপ্লবের পথ সম্পর্কে আমাদের অবস্থানকে গণবোধ্য ভাষায় জনগণের মধ্যে প্রচার করা হয়েছিল।

৬) রাবেয়া শিখা, সাম্যবাদী তরুণ লীগ-এর নিকট পত্র। তৃতীয় সপ্তাহ, জুন '৯৯

ঢাকা মহানগরী শাখা কর্তৃক লিখিত এই পত্রটি সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে কেন্দ্রিয় দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রতিফলিত করেছে, যা লেখা হয়েছিল আমাদের নিকট পাঠানো তাদের পত্র নং-১ (৪ জুন, ১৯৯৯)-এর জবাবে। এই পত্রের মধ্য দিয়ে সাম্যবাদী তরুণ লীগ তথা STL সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মূল রূপরেখা প্রকাশিত হয়েছে। তবে পত্রটি প্রধানত: যে কারণে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে এই যে, এই পত্রের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন বিশেষত: RIM প্রশ্নে অনুসৃত আমাদের মূল অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি, পিসিপি সম্পর্কে আমাদের সংক্ষিপ্ত মূল মূল্যায়ন এবং RIM-এর মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনে আমাদের মনোভাবকে বিবৃত করা হয়েছে। এই পত্রটির আন্তর্জাতিক গুরুত্বের কারণে তার ইংরেজি অনুবাদ হয়েছে এবং তা RIM কমিটি, PCP-র নেতৃত্বাধীন MPP সহ বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হয়েছে।

৭) পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির আহ্বান। আগস্ট, ১৯৯৯

সর্বোচ্চ নেতৃত্ব গ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত এই লিফলেটের মধ্য দিয়ে চলমান শ্রেণীসংগ্রামের মূল ইস্যুগুলোতে আমাদের অবস্থানকে উথাপন করে তার লাইনগত সমাধান তথা মূল করণীয় বা কর্মসূচিকে তুলে ধরা হয়েছিল।

৮) কমরেড খ ও গ-র নিকট লেখা কমরেড "ক"-র পত্র নং-৩। তৃতীয় সপ্তাহ, আগস্ট, ১৯৯৯

কমরেড "ক" কর্তৃক লিখিত ও সর্বোচ্চ নেতৃত্বগ্রুপ কর্তৃক অনুমোদিত এই

পত্রের মধ্য দিয়ে বিশেষত: আমাদের পার্টির মধ্য থেকে উদ্ভূত দুই লাইনের সংগ্রামের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে নেয়া নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নে কমরেড খ ও গ-দের সাথে আমাদের পার্থক্যকে স্পষ্ট করা হয়েছে।

৯) সভাপতি মাওসেতুঙ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন : মনোযোগ দেবার আটটি ধারা মেনে চলুন। সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯

এটি হচ্ছে শরীয়তপুর শাখা কর্তৃক প্রকাশিত একটি আঞ্চলিক লিফলেট, যা কেন্দ্রিয় উদ্যোগে কেন্দ্রিয় লিফলেটের মতোই সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল। যা দলত্যাগী আনোয়ার কবীরপন্থীদের সশস্ত্র গণবিরোধী রাজনীতি ও কর্মনীতির বিপরীতে আমাদের অবস্থানকে তুলে ধরেছিল। এবং তাদের সশস্ত্র গণবিরোধী তৎপরতা রয়েছে এমন জায়গাগুলোতে, বিশেষত: শরীয়তপুর জেলায় এই লিফলেট আমাদের অনুকূলে বিপুল রাজনৈতিক ফলাফল সৃষ্টি করেছিল।

১০) ৯ সেপ্টেম্বর, '৯৯, কমরেড মাওসেতুঙ-এর ২৩তম মৃত্যু বার্ষিকীতে পূর্ববাংলার জনগণের প্রতি পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির আহ্বান– সভাপতি মাওসেতুঙ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন : বিপ্লবের কেন্দ্রিয় কর্তব্য ও সর্বোচ্চ রূপকে আঁকড়ে ধরুন। পূর্ববাংলার নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করুন। সমাজতন্ত্র এবং কমিউনিজমের লক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলুন। প্রথম সপ্তাহ, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯

সর্বোচ্চ নেতৃত্বগ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত এই লিফলেটের মধ্য দিয়ে জাতীয় রাজনীতির চলমান মূল সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে তার সমাধানের জন্য কমরেড মাওসেতুঙ থেকে শিক্ষা নিয়ে বিপ্লবের কেন্দ্রিয় কর্তব্য ও সর্বোচ্চ রূপকে আঁকড়ে ধরার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

১১) পোস্টার নং-১, পোস্টার নং-২ এবং পোস্টার নং-৩। ২ জানুয়ারি, ২০০০

শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদারের ২৫তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে কেন্দ্রিয়ভাবে প্রচারিত এই তিনটি পোস্টারের মধ্য দিয়ে আমাদের মতাদর্শগত অবস্থান, রাজনৈতিক মূল কর্মসূচি ও বিপ্লবের পথকে তুলে ধরা হয়েছিল।

১২) আনোয়ার কবীরের প্রতি খোলা চিঠি। তৃতীয় সপ্তাহ, মার্চ, ২০০০

সর্বোচ্চ নেতৃত্বগ্রুপের পক্ষে কমরেড মোহাম্মদ শাহীন লিখিত এই পত্রের মধ্য দিয়ে কমরেড আয়নাল ও কমরেড শহীদুলকে হত্যা করা এবং তাদের নিকট থেকে অস্ত্র ও গুলি লুটের ক্ষেত্রে দলত্যাগী বিপ্লব বর্জনকারী আনোয়ার কবীরপন্থীদের ভূমিকাকে উন্মোচন করা হয়েছে। এবং একইসাথে, ক্ষতি করলে ক্ষতিপূরণ করুন– এই মাওবাদী নীতির ভিত্তিতে তাদের নিকট সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবাবলী উত্থাপন করা হয়েছে।

১৩) জেলবন্দী কুন্দাসন যুদ্ধের বীর কমরেডদের প্রতি। প্রথমার্ধ, জুলাই, ২০০০।

সর্বোচ্চ নেতৃত্বগ্রুপের পক্ষ থেকে লেখা এই পত্রে জেলবন্দী কমরেডদের এবং তাদের প্রতি জেলমুক্ত কমরেডদের মূল বিপ্লবী দায়িত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গির একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা বর্ণিত হয়েছে। একই সাথে এই পত্র ১৯৮৯ সালের কুন্দাসন যুদ্ধ ও তার সাথে জড়িতদের, বিশেষত: এর নেতৃত্বকারীদের সম্পর্কে বিরাজমান বিতর্ক সম্পর্কেও আমাদের সারসংকলনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির মূল রূপরেখা প্রচারিত হয়েছে। বিপ্লবীযুদ্ধের পুন:প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের বর্তমান গুরুতর কঠিন ও প্রতিকূল সময়ে যে কোনো পরিস্থিতিতেই সর্বহারা বিপ্লবের লাল পতাকাকে সমুন্নত রাখার জন্য প্রেরণা যোগানোও হচ্ছে এই পত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

১৪। লালঝাণ্ডা, তৃতীয় প্রকাশ। সংখ্যা নং-১, আগস্ট, ২০০০

এর মধ্য দিয়ে পার্টির মতাদর্শগত তত্ত্বগত মুখপত্রের পুন:প্রকাশনা শুরু হয়েছে, যাকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বে। যা পার্টির মধ্য থেকে উত্থিত সংশোধনবাদী ও মধ্যপন্থী সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে আমাদের দুই লাইনের সংগ্রামকে, এবং আমাদের নেতা-কর্মী-সহানুভূতিশীল-সমর্থক জনগণের মাওবাদী মতাদর্শগত পুনর্গঠনের প্রক্রিয়াকে এবং পার্টির নেতৃত্বে সর্বহারা বিপ্লবকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে এক গুণগত নতুন উচ্চতর পর্যায়ের সূচনা করেছে।

★ অন্যদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা বৈঠকসমূহ এবং তার মূল ফলাফল

১) আনোয়ার কবীরপন্থী সংশোধনবাদীদের কর্তৃক পার্টি ও বিপ্লবকে ধ্বংসের ক্রমবর্ধিত অপচেষ্টাকে প্রতিরোধ করে পার্টি ও বিপ্লবকে রক্ষা করা তথা সর্বহারা বিপ্লবের পতাকাকে সমুন্নত রাখার জন্য ১৯৯৭/৯৮ সালে কমরেড খ ও গ পন্থীদের সাথে কমরেড "ক" পন্থীদের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা-বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঐক্যের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত এসব আলোচনা-বৈঠকসমূহ শেষ পর্যন্ত লাইনগত গুরুতর মত-ভিন্নতার কারণে ইস্পিত ফল অর্জন করতে পারেনি; তবে তা উভয়পক্ষের ঐক্য ও অনৈক্যের দিকসমূহকে অধিকতর স্পষ্ট করতে সহায়তা করেছিল। এবং তার ভিত্তিতে কমরেড খ ও গ-রা অক্টোবর '৯৮ তে পৃথক পতাকা উত্তোলন করেছিল MPK-র ব্যানারে।

২) পার্টি ও বিপ্লবকে ক্রমবর্ধিতভাবে ধ্বংসের অপচেষ্টা থেকে নিবৃত্ত করার শেষ চেষ্টা হিসেবে কমরেড "ক" আনোয়ার কবীরের সাথে শেষ আনুষ্ঠানিক বৈঠকে বসেছিলেন ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসের ১৭ তারিখে। কিন্তু অক্টোবর '৯৩ দলিল ও '৯৫ সালের সারসংকলন দলিল প্রত্যাহার করে নিতে আনোয়ার কবীর অস্বীকৃতি জানান। এবং একই সাথে এই দলিলের পূর্ণসমর্থনকারীদের নিয়ে '৯৮ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে গঠিত তার উপদলীয় কেন্দ্র ভেঙ্গে দিতেও অস্বীকৃতি জানান। তার এই অনমনীয় একগুঁয়ে অবস্থান আলোচনাকে অর্থহীন ও ভণ্ডুল করে দেয় এবং তিনি তার সমর্থকদের ও কমরেড "ক"-র লাইন সমর্থকদেরকে দুটি পৃথক সংগঠন হিসেবে উত্থাপন করে এই দুই সংগঠনের মধ্যে তথাকথিত এক চুক্তিনামার খসড়া প্রস্তাব করে তার

ওপরই আলোচনা করতে আগ্রহ দেখান বেশি, যা পার্টি-বিভক্তি প্রতিরোধের শেষ চেষ্টা ও শেষ আশাকেও মলিন করে দেয়। যার ফলাফল হিসেবে "কমরেড আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্যদের প্রতি কমরেড "ক"-র খোলা চিঠি" প্রকাশিত হয় প্রথমার্ধ, মার্চ, '৯৯ তে। এবং তারই ধারাবাহিকতায় "৪৪ নং শাখার কর্মী-সহানুভূতিশীল-সমর্থক জনগণের প্রতি কমরেড "ক"-র খোলা চিঠি" প্রকাশিত হয় প্রথমার্ধ, এপ্রিল, '৯৯ তে। এবং এসবের ভিত্তিতে পার্টির মধ্যে মাওবাদী বলশেভিক পুনর্গঠন আন্দোলন-এর উদ্ভব ঘটে, যার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় এপ্রিল '৯৯ থেকে। এর পক্ষ থেকে জনগণের উদ্দেশ্যে প্রথম আহ্বান প্রকাশিত হয় ১ মে, '৯৯-র আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবসে "রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করুন, নিজেদের ভাগ্যকে পরিবর্তন করুন" শিরোনামের লিফলেটের মধ্য দিয়ে। এবং বিপ্লবীযুদ্ধের পুন:প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের সংগ্রামিক-সাংগঠনিক অনুশীলনের সূচনা হয় ৬ নভেম্বর '৯৯ তে শরীয়তপুর জেলার ডামুড্যা থানা এলাকার একটি লঞ্চের আনসার ক্যাম্প দখলের মধ্য দিয়ে।

৩) MBRM প্রতিষ্ঠার পর তার পক্ষ থেকে প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক হয় RIM কমিটির প্রতিনিধিদের সাথে। যাতে MBRM -এর পক্ষে অংশ গ্রহণ করেন কমরেড "ক"। এই বৈঠক অনুষ্ঠানে সহায়তা করেন এবং দোভাষীর দায়িত্ব পালন করেন MPK-র কমরেড "খ"। RIM কমিটির পক্ষে আলোচনায় অংশ নেন কমিটি প্রধান। আলোচনার মধ্য দিয়ে পারস্পরিক অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে পরস্পরের জানা ও বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটে এবং MBRM-এর সাথে CoRIM-এর সরাসরি সংযোগ-সম্পর্কের ব্যবস্থাদি গড়ে ওঠে। এবং পার্টির মধ্য থেকে উদ্ভূত দুই লাইনের সংগ্রামে MBRM-এর অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রথমবারের মতো বিশ্বপরিসরে সম্প্রসারিত করা সম্ভবপর হয়।

৪) পেরুর কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন MPP-র প্রতিনিধিদলের সাথে MBRM-এর একজন কেন্দ্রিয় প্রতিনিধির আলোচনা-বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। জুলাই,'৯৯।

এই আলোচনা অনুষ্ঠান ও দোভাষীর দায়িত্ব পালনে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা করেছেন STL নেতৃত্ব। একাধিক ভাষায় অনুবাদের জটিলতা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এই আলোচনা আমাদের উপলব্ধির বিকাশে সহায়তা করেছে। এবং PCP-র সাথে আমাদের রাজনৈতিক মতাদর্শিক ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধিতে সহয়ক হয়েছে।

৫) আমাদের পার্টির মধ্য থেকে উদ্ভূত দুই লাইনের সংগ্রাম সম্পর্কে RIM কমিটির নিয়োজিত অনুসন্ধানী প্রতিনিধিদলের সাথে আমাদের আলোচনা হয় আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ তে। এই আলোচনা বৈঠক কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। অনুসন্ধানী প্রতিনিধিদলের প্রধান প্রতিনিধিসহ পূর্ণ প্রতিনিধিদলের সাথে আলোচনায় অংশ নেন কমরেড "ক" এবং MBRM-এর আরেকজন কেন্দ্রিয় প্রতিনিধি। এছাড়াও অনুসন্ধানী প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্য/সদস্যরা MBRM-এর বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মী-সহানুভূতিশীলদের সাথেও আলোচনা করেন। এ সবের মধ্য দিয়ে পরস্পরের অবস্থান ও মূল দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটেছে। এবং MBRM নিজের অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গিকে আরো স্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে বিশ্বপরিসরে জানাতে সক্ষম হয়েছে।

৬) আমাদের পার্টিরই মধ্য থেকে সৃষ্ট একটি ভ্রূণকেন্দ্রের প্রধান, কমরেড শফির সাথে একগুচ্ছ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯৯৯ সালে। এসব আলোচনা ইতিবাচক ফল সৃষ্টি করেছে এবং পরস্পরের লাইনগত নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে।

৭) কমরেড খ ও গ-দের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদেরকে অবগতকরণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে মার্চ, ২০০০-এ। প্রধানত: খ ও গ-দের উদ্যোগে ও ডোনেশনে অনুষ্ঠিত প্রায় ৩ দিন স্থায়ী বৈঠকের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ইস্যুভিত্তিক পারস্পরিক ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ নেয়ার সম্ভাবনা বেড়েছে। যার একটি ইতিবাচক ফলাফল হচ্ছে পিসিআইএম-এর প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে MBRM ও MPK-র যৌথ বাণী। এই আলোচনা বৈঠকেই MPK-র প্রতিনিধিরা, আমাদের প্রতি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে আসা অভিনন্দন বার্তা সমূহকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদেরকে অবগত করেছিলেন, যা আমাদেরকে পৌঁছে দেয়ার জন্য তাদেরকে অনুরোধ করেছিলেন সংশ্লিষ্ট পার্টির প্রতিনিধিগণ। জৌকুঁড়ি পুলিশ ক্যাম্প অপারেশনের প্রেক্ষিতে MBRM-কে অভিনন্দন জানানো পার্টিগুলোর মধ্যে রয়েছে, (১) পেরুর কমিউনিস্ট পার্টি (PCP), ২) তুরস্কের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী (TKPML), ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি (PCIM), ৪) নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী) এবং ৫) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (নক্সালবাড়ী)। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, ডামুড্যার আনসার ক্যাম্প দখলের পর MPK সহ দেশের মধ্যকার বিভিন্ন মহল থেকে আমরা অভিনন্দনবার্তা পেয়েছিলাম এবং দত্তপাড়া পুলিশ ক্যাম্প অপারেশনের পর ভারতের MCC ও স্ট্রাগল, কেরালা (ভারত) সহ বিভিন্ন সংগঠন ও গোষ্ঠীর অভিনন্দন সূচক আলোচনা ও বার্তা ইতোমধ্যেই অনানুষ্ঠানিকভাবে এসে আমাদের নিকট পৌঁছেছে।

৮) STL-এর নেতৃত্বের সাথে MBRM-এর নেতৃত্বের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে এপ্রিল, ২০০০। আলোচনার মধ্য দিয়ে পারস্পরিক আবস্থান সম্পর্কে পারস্পরিক উপলব্ধির সচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যে সব ইস্যুতে ঐক্য রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করার সমঝোতা হয়েছে।

৯) পার্টির মধ্য থেকে উদ্ভূত দুই লাইনের সংগ্রাম সম্পর্কে অনুসন্ধানে নিয়োজিত RIM কমিটির প্রতিনিধিদলের সাথে দ্বিতীয় দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে মে-জুন, ২০০০। এই আলোচনায় উভয় পক্ষে দু'জন করে প্রতিনিধি অংশ নেন। দোভাষীর কাজে সহায়তা করেন MPK-র একজন প্রতিনিধি। আলোচনার মধ্য দিয়ে উভয় পক্ষ উভয় পক্ষকে

আরো স্পষ্টভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছে, পারস্পরিক অবস্থানগুলো নিয়ে মতবিনিময় হয়েছে এবং MBRM নিজের অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গিকে আরো সমুন্নত ও শক্তিশালীভাবে বিশ্বপরিসরে সম্প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছে।

★ চলমান শ্রেণীসংগ্রামে অংশগ্রহণের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক

জনগণের সকল দু:খ-দুর্দশার মূল উৎস মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, দেশীয় আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ– এই চার শত্রু এবং তাদের স্বার্থরক্ষক রাষ্ট্রযন্ত্র, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে উৎখাত করে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত-জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণকে সচেতন, সংগঠিত ও সক্রিয় করার ক্ষেত্রেই আমাদের শ্রম ও সামর্থের প্রধান অংশ বিনিয়োজিত ছিল। এবং এর জন্য অতি প্রয়োজনীয় আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বাধীন সংশোধনবাদী লাইন ও কর্মনীতিকে উন্মোচন, বিরোধিতা ও বর্জন করা এবং বিপরীতে শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদার প্রদর্শিত মাওবাদী বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতি ও কর্মনীতিকে পুন:প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত করার ক্ষেত্রেই আমাদের মনোযোগ ও সামর্থের বেশি অংশ ব্যয়িত হয়েছিল [illegible]

এক কথায় বললে বিপ্লবে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য পার্টি-সংগঠনকে প্রস্তুত করা এবং পার্টির নেতৃত্বে পুনরায় বিপ্লবীযুদ্ধ ও বিপ্লবী বাহিনীকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার সংগ্রামটিই ছিল আমাদের দ্বারা অনুশীলিত শ্রেণীসংগ্রামের মূল ও প্রধান রূপ। এছাড়াও আমরা শ্রেণীসংগ্রামের আরো কিছু রূপের অনুশীলনও গত প্রায় একবছরে করেছি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গুলো হচ্ছে:

১) ঢাকা জুট মিলের শ্রমিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ, আন্দোলনে দৃঢ় ও বলিষ্ঠ ভূমিকার মধ্য দিয়ে এক্ষেত্রে নিয়োজিত আমাদের প্রধান প্রতিনিধি আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্বকারীর আসনে চলে এসেছিলেন এবং জীবন-মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েই তিনি তার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তার দায়িত্ব পালনে গণফ্রন্টে নিয়োজিত অন্যান্য কমরেডরা গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা করেছিলেন। আন্দোলনটি শেষ পর্যন্ত প্রধানত: ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন রাজনীতির ক্ষেত্রে তা আমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করেছে। MBRM-এর সূচনালগ্নে এপ্রিল, '৯৯ তে এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেয়ার মধ্য দিয়ে খুব কম সামর্থেও শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রতি আমাদের একাত্মতা বোধ ও আমাদের সাহসিকতাকে প্রদর্শন করতে আমরা সক্ষম হয়েছিলাম। যা ঢাকা জুট মিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকদের প্রশংসা অর্জন করেছিল। এবং এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ফলাফলও অর্জিত হয়েছিল।

২) ঢাকার বস্তি উচ্ছেদ প্রতিরোধ আন্দোলনে আমাদের নেতা-কর্মীরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং খুবই সাহসিকতাপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। এক্ষেত্রে আমরা আইনী কাজ, আইনী সংগঠন ও আইনী সংগ্রামের সুযোগগুলোকে মূল লাইনের ও অনুশীলনের সহায়ক হিসেবে কাজে লাগানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম এবং বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম। গণফ্রন্টে নিয়োজিত কমরেডদের পক্ষ থেকে বস্তিবাসীদেরকে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের সাংগঠনিক ও প্রচারমূলক তৎপরতা পরিচালিত হয়েছিল। একটি লিফলেটও প্রকাশিত হয়েছিল, যাতে আবাসন সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য একটি সামগ্রিক বিপ্লবী দিক-নির্দেশনা ও বিপ্লবী কর্মসূচি উপস্থাপিত হয়েছিল। আনোয়ার কবীরপন্থীরা ছাড়া অন্যান্য মহলে এই লিফলেটটি ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছিল। বস্তি উচ্ছেদ কার্যক্রমের পাশাপাশি গণবিরোধী সরকার রিকসা, হকার ও পতিতা উচ্ছেদ অভিযানও চালিয়ে ছিল। এসবের বিরুদ্ধেও আমরা আমাদের সাধ্যমত তৎপরতা চালাই। এসব ইস্যুতে আমাদের একটি কেন্দ্রিয় লিফলেটও প্রকাশিত হয়েছিল আগস্ট '৯৯ তে– পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির আহ্বান শিরোনামে।

৩) সংশোধনবাদী দলত্যাগী বিপ্লব বর্জনকারী আনোয়ার কবীরপন্থীদের গণবিরোধী রাজনীতি ও কর্মনীতিকে বিরোধিতা ও প্রতিরোধ করার সংগ্রামটাও ছিল বিশেষ বিশেষ পকেটে খুবই ঘণীভূত ও কেন্দ্রিভূত তীব্র শ্রেণীসংগ্রামেরই একটি অংশ ও রূপ। যা বিশেষত: শরীয়তপুর জেলার ডামুড্যা, গোসাইরহাট, পালং, ভেদরগঞ্জ ও নড়িয়া থানার পাশাপাশি কয়েকটি ইউনিয়নে সর্বোচ্চ রূপ পরিগ্রহ করেছিল। তাদের তথাকথিত অর্থদন্ড-মানদণ্ড-প্রাণদণ্ডের লাইন ও উপ-প্রেমের লাইনের নামে পার্টির নামে জবরদস্তি, অর্থ আদায়, মারপিট, হত্যা ও নারী নির্যাতনের বিপক্ষে নিন্দা, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়তে যেয়ে আমাদের অসংখ্য নেতা-কর্মী-সহানুভূতিশীল-সমর্থক জনগণ এবং তাদের স্ত্রী-কন্যারা গুরুতর আর্থিক-বৈষয়িক-মানসিক-দৈহিক নিপীড়নের শিকার হয়েছেন, অনেকের বাড়ী-ঘর-সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেককে এলাকা ছেড়ে জীবন বাঁচানোর জন্য অন্যত্র আশ্রয় নিতে হয়েছে। অনেকে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার সম্মুখিন হয়েছেন এবং এরই ধারাবাহিকতায় কমরেড আয়নাল ও শহীদুল শহীদও হয়েছেন। এসব অপকর্মের নেতৃত্বকারী আনোয়ার কবীরপন্থীদের অনেকে এখন পুলিশের দালালে পরিণত হয়েছে এবং পুলিশ নিয়ে নিয়ে ঘুরে ঘুরে শরীয়তপুর, ঢাকা ও অন্যান্য জেলা থেকে আমাদের নেতা-কর্মীদেরকে পুলিশের নিকট ধরিয়ে দিচেছ। এসব হচ্ছে পুলিশের নিকট আমাদের ঠিকানা, চেহারা, পাবার উপায় ইত্যাদি প্রকাশ করে দিয়ে পুলিশের সহযোগী যে ভূমিকা তারা অতীতে নিয়েছিল তারই বিকাশ ও উত্তরণ। এসব কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শরীয়তপুর জেলার জনগণের ওপর চালিত আনোয়ার কবীরপন্থীদের গণনিপীড়ন ভূমিকাকে আমরা মূলত: ও প্রধানত: প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছি।

৪) পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির কিছু দলছুটদের নিয়ে গঠিত তথাকথিত সোনার বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি ডাবলুর নেতৃত্বে

রাজবাড়ী-পাবনার সীমান্ত অঞ্চলে জনগণের ওপর যে সীমাহীন গণনির্যাতন চালিয়েছিল তার বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে গিয়ে আমাদের অনেক নেতা-কর্মী নির্যাতিত হয়েছিল এবং পার্টি বিভক্তির পূর্বেই আনোয়ার কবীরপন্থী নেতাদের অসহযোগিতার কারণে মোট তিনজন শহীদ হয়েছিলেন। MBRM প্রতিষ্ঠার পর রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামের প্রক্রিয়াতে ডাবলু গ্রুপকেও প্রধানত: উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়েছে।

৫) পাবনা এবং পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পার্টির নামে যে সব গণবিরোধী সশস্ত্র মাস্তানবাজী ও নারী নির্যাতনের ঢালাও তৎপরতা চলছে, তা চলছে প্রধানত: শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনী বিশেষত: পুলিশের সহায়তায়। এসবের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে গিয়ে আমাদের অনেকেই নির্যাতিত ও নিগৃহীত হয়েছেন। অনেকে মৃত্যুর ঝুঁকির মধ্যে পড়েছেন। তারপরও কমরেডগণ অসীম সাহসিকতার সাথে এসবের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলায় সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন।

★ প্রচার তৎপরতা, প্রচার অভিযান ও প্রচার এ্যাকশনের ক্ষেত্রে অনুসৃত আমাদের পলিসি এবং তার বাস্তবায়নের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক

প্রচার তৎপরতা, প্রচার অভিযান ও প্রচার এ্যাকশন চালানোটা আমাদের জন্য সহজসাধ্য কোনো কাজ নয় বরং তা হচ্ছে প্রায়শ:ই যুদ্ধের এ্যাকশনের মতোই প্রতিকূল ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। কেননা, সবকিছুই একই বিপ্লবীযুদ্ধের লাইনের অংশ ও অধীন বিভিন্ন কর্মনীতি মাত্র। এ বিষয়ে আমরা প্রথম থেকেই সচেতন ছিলাম এবং তারই ভিত্তিতে এই ক্ষেত্রেও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নে আমরা খুবই মনোযোগী ও সতর্ক ছিলাম এবং স্বত:স্ফূর্ততাকে এড়াতে খুবই যত্নবান ছিলাম।

অন্যান্য সব কিছুর মতো এই ক্ষেত্রেও আমরা কমরেডদের এই শিক্ষাতেই সজ্জিত করেছিলাম যে, স্বত:স্ফূর্ততার অর্থ হচ্ছে অর্থনীতিবাদ যার শ্রেণীপ্রকৃতি বুর্জোয়া, তাই তাকে বর্জন করতে হবে; পরিকল্পিতভাবে কাজ করার শ্রেণীপ্রকৃতি হচ্ছে সর্বহারা, তাই তাকেই আমাদেরকে গ্রহণ ও অনুশীলন করতে হবে।

তাই আমাদের নেতৃত্বে চালিত প্রচার তৎপরতা, প্রচার অভিযান ও প্রচার এ্যাকশনগুলো ছিল প্রধানত: পরিকল্পিত; যা ছিল কেন্দ্রিয় ও আঞ্চলিক মূল পরিকল্পনারই অংশ, অধীন ও সহায়ক। একারণে আমরা তার ফলসমূহকে রাজনৈতিক-সাংগঠনিকভাবে যথাসম্ভব ধরতে পেরেছি এবং তাকে সংগ্রামিক ক্ষেত্রেও যথাসম্ভব কাজে লাগাতে পেরেছি।

প্রথমদিকের প্রচার তৎপরতা, প্রচার অভিযান ও প্রচার এ্যাকশনগুলোর ক্ষেত্রে সরকারি বাহিনীর তুলনায় সংশোধনবাদী-দলত্যাগী আনোয়ার কবীরপন্থীরাই আমাদের বিপক্ষে বেশি প্রতিকূলতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল এবং প্রচার কাজে অংশ নেয়ার অভিযোগে ও সন্দেহে আমাদের লোকজনের ওপর নিগ্রহ নিপীড়নও তারাই চালিয়েছিল বেশি। পরে শক্তি-সামর্থের ভারসাম্যের ক্রমবর্ধিত পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের বিপক্ষে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ও আমাদের ওপর নিগ্রহ-নিপীড়ন চালানোর সামর্থ ও ক্ষমতা তাদের কমে এবং এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বাহিনী তথা পুলিশই প্রাধান্যে আসে এবং আনোয়ার কবীরপন্থীদের অনেকে এক্ষেত্রে পুলিশেরই সহযোগির ভূমিকায় রূপান্তরিত হয়।

প্রচার তৎপরতা ও প্রচার অভিযানগুলোর ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই অর্থসংকট ছিল একটি অন্যতম মূল প্রতিবন্ধকতা, যা এখনো তীব্রভাবেই বজায় আছে। এক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতার ভিত্তিতে কঠোর সংগ্রামের নীতিকেই আমাদের অনুশীলন করতে হচ্ছে।

প্রচার তৎপরতা ও প্রচারাভিযানগুলোর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নেতৃত্বগ্রুপ যে সব পলিসি গ্রহণ ও অনুশীলন করেছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ:

– সাধারণভাবে সর্বদাই প্রচার তৎপরতা চলবে এবং কেন্দ্রিয় উদ্যোগে কেন্দ্রীয় প্রচারাভিযানগুলো পরিচালিত হবে। একইভাবে সম্ভবপর শাখাগুলোতেও কেন্দ্রিয় পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে আঞ্চলিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে আঞ্চলিক বিশেষ প্রচারাভিযান চলবে।

– প্রচারাভিযানগুলো পরিচালিত হবে ঢেউয়ের মতো। প্রচারাভিযানের ফলাফলসমূহ যেসব এলাকায় ধরা যাবে প্রচারাভিযানে সেসব এলাকার প্রতি প্রধান মনোযোগ দিতে হবে। ফলে বর্তমান পরিস্থিতিতে জাতীয় ভিত্তিক প্রচার ও পরিকল্পিত রিজিয়ন ভিত্তিক প্রচারাভিযানের মধ্যে যে বৈপরীত্যের একত্ব রয়েছে তার মধ্যে পরিকল্পিত রিজিয়ন ভিত্তিক প্রচারাভিযানটিই হবে এখন প্রধান দিক।

– প্রচারাভিযানগুলোতে সম্ভবপর ক্ষেত্রে ছাপানো লিফলেট ও পোষ্টার ব্যবহার করতে হবে, তবে হাতে লেখা পোস্টার ও দেয়াল লিখনের কার্যক্রমের ওপরই আঞ্চলিকভাবে জোর দিতে হবে বেশি। পরিকল্পিত রিজিয়নভিত্তিক প্রচারাভিযানগুলোতে ফিসফিস প্রচার ও ডোর টু ডোর যাওয়ার কর্মনীতিকে আঁকড়ে ধরতে হবে। ফিসফিস প্রচার সর্বত্র ও সর্বদাই চালাতে হবে এবং ডোর টু ডোর যাওয়ার ক্ষেত্রে উঠোন বৈঠক ও পাড়া বৈঠকের প্রতি জোর দিতে হবে বেশি। বর্তমান সময়ে বড় বড় গ্রাম বৈঠক করার কাজকে এড়াতে হবে বা কম করতে হবে, আমাদের শক্তি-সামর্থের বিকাশের প্রক্রিয়াতে আস্তে আস্তে এগুলো প্রাধান্যে আসবে।

– নিজেদের প্রচার তৎপরতা এবং এক বা একাধিক প্রচারাভিযানের পর তার ফলসমূহ রাজনৈতিক-সাংগঠনিকভাবে ধরতে হবে এবং তাকে সংগ্রামিক ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হবে। এবং পরে আবার প্রচার তৎপরতা ও প্রচার অভিযানের প্রতি জোর দিতে হবে। পরে আবার

তার ফলসমূহকে রাজনৈতিক-সাংগঠনিকভাবে ধরতে হবে এবং তাকে পুনরায় সংগ্রামিক ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হবে। এই চক্রাকার নিয়ম তথা সাইক্লিক অর্ডারকে বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে হবে। ফল ধরা যাবে না এমনভাবে প্রচারাভিযান চালানো বা অনবরতই প্রচার অভিযানকে প্রাধান্যে রাখা বা অনবরতই রাজনৈতিক-সাংগঠনিক কাজকে প্রাধান্যে রাখা বা অনবরতই সংগ্রামিক কাজকে প্রাধান্যে রাখা —এসব হচ্ছে ভুল। এবং তা হচ্ছে অর্থহীন ও আত্মঘাতি।

— বুর্জোয়া প্রচার মিডিয়াকে আমাদের পক্ষে কাজে লাগাতে আমাদেরকে সক্ষম হতে হবে। এমনভাবে আমাদেরকে কাজ করতে হবে যাতে আমাদের নিজস্ব প্রচার অভিযানগুলোর অনুপস্থিতি বা দুর্বলতার সময়গুলোতেও যেন বুর্জোয়া প্রচার মিডিয়াগুলোই আমাদের প্রচার অভিযানের দায়িত্ব পালনে বাধ্য হয়। এবং আমাদের অর্জিত সল্প সামর্থে এটা খুব প্রয়োজনীয় ও উপকারী। বুর্জোয়া পত্রিকাগুলোর লক্ষ লক্ষ কপিকে যদি আমরা আমাদের প্রচার অভিযানের অংশে পরিণত করতে বাধ্য করতে পারি তবে তা আমাদের পক্ষে জাতীয় ভিত্তিক প্রচারের ক্ষেত্রে বিপুল অগ্রগতি ঘটাবে। শুধুমাত্র পার্টির নামকে পুনরায় জাতীয় ভিত্তিক প্রচারে আনতে পারা এবং পার্টির নামকে পুনরায় জাতীয় ভিত্তিক আলোচনা-বিতর্কের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করতে পারাটাই হচ্ছে আজকের পরিস্থিতিতে জাতীয় ভিত্তিক আমাদের অন্যতম গুরত্বপূর্ণ অর্জন ও বিজয়—একে বুঝতে হবে ও মনে রাখতে হবে এবং সেভাবেই কাজ করতে হবে।

— গুরুত্বপূর্ণ প্রচার এ্যাকশনগুলোর পরিকল্পনাগুলোকে যুদ্ধের এ্যাকশনের দৃষ্টিভঙ্গিতে ও যুদ্ধের এ্যাকশনের পরিকল্পনার নিয়মবিধিতে উপযুক্ত গুরুত্ব, মনোযোগ ও সতর্কতার সাথে করতে হবে। এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় ও সম্ভবপর রাজনৈতিক-সাংগঠনিক-সামরিক সামর্থের সমাবেশ ঘটাতে হবে। যেন-তেনভাবে পরিকল্পনা করা ও তাকে বাস্তবায়ন করার চেষ্টাটা হচ্ছে ক্ষতিকর।

— অন্তর্লাইনে প্রচারাভিযান চালানো ও বহির্লাইনে প্রচারাভিযান চালানোর মধ্য এবং গ্রামে প্রচারাভিযান চালানো ও শহরে প্রচারাভিযান চালানোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এসব পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলোকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হবে এবং বহির্লাইন ও শহরে প্রচারাভিযান চালানোর ক্ষেত্রে বাড়তি প্রস্তুতি ও সতর্কতা নিতে হবে।

এসব নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে গত প্রায় একবছরে আমাদের নেতৃত্বে ৬টি কেন্দ্রিয় প্রচারাভিযান চালিত হয়েছিল কেন্দ্রিয় লিফলেট ও পোস্টারকে কেন্দ্র করে। এছাড়াও শরীয়তপুর জেলার হাতে লেখা পোস্টার ভিত্তিক বিশেষ প্রচারাভিযানও চালিত হয়েছিল। বিপুল সংখ্যক উঠোন ও পাড়া বৈঠক, সশস্ত্র প্রচার টিম ও বেশকিছু জনসভা পরিকল্পিত রিজিয়নের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়েছে, ফিসফিস ছিল সর্বদা— গ্রাম ও শহর সর্বত্র, যাতে এমনকি আমাদের সমর্থক জনগণ ও নারীপুরুষ নির্বিশেষে অংশগ্রহণ করেছেন। দিবস ও ইস্যু কেন্দ্রিক প্রচার এবং বিভিন্ন রূপের ও মাপের বৈঠক যেখানে যেটা সম্ভব তেমনটি হয়েছে। এসব প্রচারাভিযানের মধ্যে বেশকিছু প্রচার এ্যাকশন ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ; যা যুদ্ধের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতিতে করা হয়েছে।

★ বর্তমান সময়ে সামরিক এ্যাকশনের ক্ষেত্রে অনুসৃত আমাদের নীতি, দৃষ্টিভঙ্গি ও গুরুত্বপূর্ণ সামরিক এ্যাকশনগুলোর সংক্ষিপ্ত চিত্র

বর্তমান সময়ে আমাদের নেতৃত্বাধীন সামরিক এ্যাকশনগুলো মূলত: তিনটি মূল নীতির ভিত্তিতে পরচালিত হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে:

১) পার্টির মধ্য থেকে উদ্ভূত দুই লাইনের সংগ্রামের অংশ হিসেবেই প্রধানত: বর্তমান সময়কার সামরিক এ্যাকশনগুলো পরিচালিত হচ্ছে। একারণে আমাদের নেতৃত্বাধীন বর্তমান সময়কার সামরিক এ্যাকশনগুলো নিজেই একটি দুই লাইনের সংগ্রাম। যার মধ্য দিয়ে আমরা আনোয়ারকবীরপন্থী সংশোধনবাদী-দলত্যাগী ও কমরেড খ-গ পন্থী মধ্যপন্থী-সুবিধাবাদীদের কর্তৃক আমাদের বিপ্লবীযুদ্ধের লাইনের বিপক্ষে দিস্তা দিস্তা কাগজ খরচ করে লেখা বস্তা বস্তা দলিলপত্রকে অকেজো ও মিথ্যা প্রমাণ করতে চাচ্ছি। এবং একই সাথে আমাদের লাইন ও কর্মনীতিগুলোকে অনুশীলনের কষ্টিপাথরে সঠিক প্রমাণিত করতে চাচ্ছি। যার মধ্য দিয়ে আমরা সর্বহারা বিপ্লবের পথ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট অবস্থান ও দিশাকে জনগণের সামনে তুলে ধরতে চাচ্ছি।

২) বিপ্লবী শক্তিসমূহ ও জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত সরকারি তীব্র দমন-অভিযানের তথা আঘাতের বিপক্ষে জনগণ ও বিপ্লবী শক্তিসমূহের পক্ষ থেকে অগ্রণী শক্তি হিসেবে আমরা সরকারি বাহিনীর ওপর পাল্টা আঘাত করতে চাচ্ছি। এবং একইসাথে সরকারি মদদপুষ্ট ও তাদের সৃষ্ট এবং তাদের দ্বারাই লালন-পালন করা সশস্ত্র গণবিরোধী নির্যাতক গ্যাংসমূহকে তথাকথিত আত্মসমর্পণ করানোর সাজানো নাটকের প্রহসন চালিয়ে বিপ্লবী শক্তিসমূহকে ধ্বংস করে দেবার যে আস্ফালন সরকারি শক্তিসমূহ ও বুর্জোয়া প্রচার মিডিয়াগুলো করছে তার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানানো এবং যথাসম্ভব প্রচণ্ড আঘাত করে তাকে মেকি প্রহসনে পরিণত করতে। এ সবের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের অন্যতম প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বি হিসেবে নিজেদেরকে উপস্থাপিত ও প্রমাণিত করতে চাচ্ছি।

৩) বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য উপায়ের রাজনীতির তথা যুদ্ধের মধ্যে দেশকে নিয়ে আসতে চাচ্ছি। শ্রেণীসংগ্রামের এই উচ্চতম রূপ তথা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে নিজেদের নেতা-কর্মী-সহানুভূতিশীল-সমর্থক জনগণকে পুনর্গঠিত ও প্রশিক্ষিত করে তুলতে এবং নিজেদের শক্তি-সামর্থকে বাড়িয়ে তুলতে চাচ্ছি— যা পরবর্তীতে যুদ্ধকে আরো উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করবে।

বর্তমান সময়ের সামরিক এ্যাকশনগুলো দ্বারা আমরা নিম্নবর্ণিত সত্যগুলোকে পুন:প্রমাণিত ও পুন:প্রতিষ্ঠিত করতে চাই:

— লাইনই হচ্ছে নির্ধারক, লাইন সঠিক হলে কিছু না থাকলেও পর্যায়ক্রমে সবকিছু গড়ে ওঠে এবং লাইন ভুল হলে পূর্বের অর্জিত

ফলসমূহও হাতছাড়া হয়ে যায়।

– বন্দুকের নল থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা বেড়িয়ে আসে বলতে আমাদের মতো দেশে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সবকিছুকে অর্জন করা বুঝায়।

– বিপ্লবীযুদ্ধের অনুপস্থিতি থেকে উপস্থিতি ঘটে এবং তা ছোট থেকে বড়তে বিকশিত হয়।

– হাতের কাছে যা আছে তাই দিয়ে বিপ্লবীযুদ্ধের সূচনা হয় এবং তা করা সম্ভব।

– কোনো পশ্চাদভূমি ছাড়াই গেরিলাযুদ্ধের সূচনা করা যায় এবং গেরিলাযুদ্ধের মধ্য দিয়েই প্রয়োজনীয় সবকিছু অর্জন করা যায়।

– আত্মনির্ভরশীলতার ভিত্তিতে কঠোর সংগ্রামের নীতিকে অনুসরণ করলে প্রতিকূলতাকে অনুকূলতায় রূপান্তরিত করা সম্ভব।

– রণনীতিগতভাবে শত্রুকে বড় করে দেখা ভুল; বরং তাকে কাগুজে বাঘ মনে করাটাই সঠিক। এবং রণকৌশলগতভাবে শত্রুকে ছোট করে দেখা ভুল বরং তাকে সত্যিকার বাঘ হিসেবে দেখা ও সেভাবেই সুনির্দিষ্ট এ্যাকশনের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করা সঠিক।

– সংগ্রাম করতে সাহসী হলে ও বিজয় অর্জন করতে সাহসী হলে সবকিছুই অর্জন করা সম্ভব।

– সামর্থের মধ্যে পরিকল্পনা করা হলে উল্লম্ফন দিয়ে উত্তরণ ঘটানো সম্ভব নয়। উল্লম্ফন দিয়ে উত্তরণ ঘটানোর জন্য বিদ্যমান সামর্থকে ছাড়িয়ে গিয়ে পরিকল্পনা করতে হয় এবং কঠোর প্রয়াসের মধ্য দিয়ে সেই প্রয়োজনীয় সামর্থকে অর্জন করতে হয়। এভাবে সামর্থেরও উল্লম্ফন ঘটে।

– জনগণ বিপ্লবের জন্য তথা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয়, একথার আসল অর্থ হচ্ছে নেতৃত্ব প্রস্তুত নয়। জনগণ সর্বদাই বিপ্লবের জন্য এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত।

– বড় প্রস্তুতি নিয়ে বড় ধরনের যুদ্ধ শুরু করার তত্ত্বের আসল অর্থ হচ্ছে কখনোই বিপ্লবের জন্য বিপ্লবীযুদ্ধ শুরু না করা প্রভৃতি।

আমাদের অনুসৃত নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে চালিত আমাদের নেতৃত্বাধীন গত প্রায় একবছরের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক এ্যাকশনগুলো হচ্ছে:

১) শরীয়তপুর জেলার ডামুড্যা থানা এলাকার একটি লঞ্চের আনসার ক্যাম্প অপারেশন।১০ নভেম্বর '৯৯

এই অপারেশনের মধ্য দিয়ে ৬টি রাইফেল ও ৩০০ রাউন্ড গুলি দখল করা হয়েছিল।

২) রাজবাড়ী জেলার জৌকুঁড়ি পুলিশ ক্যাম্প অপারেশন। ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০০

এই অপারেশনের মধ্য দিয়ে ৬টি রাইফেল, ১টি এস.এম.এল, আর ও ১টি এস.এম.জি এবং বিপুল সংখ্যক গুলি দখল করা হয়েছিল।

৩) শরীয়তপুর জেলার ডামুড্যা থানা এলাকার মঠের হাটকেন্দ্রিক যুদ্ধ।

পুলিশের দালাল মজু গ্যাং এবং তাদের দ্বারা বিভ্রান্ত জনগোষ্ঠী গণনিপীড়ক সংশোধনবাদী আনোয়ার কবীরপন্থী বাহিনী মনে করে আমাদের একটি ইউনিটকে ঘিরে ফেলেছিল। তাদের সহায়তায় বড় একটি পুলিশ বাহিনীও এগিয়ে এসেছিল। বিকাল প্রায় ৫টা থেকে সন্ধ্যা প্রায় ৭টা পর্যন্ত স্থায়ী এই যুদ্ধে বিভ্রান্ত জনগোষ্ঠীকে পক্ষে আনার রাজনৈতিক সংগ্রামই করতে হয়েছে বেশি। জনগণকে দৈহিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না করে নিজেদেরকে রক্ষা করা এবং বিভ্রান্ত জনগণকে পক্ষে আনার এই কঠিন লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত আমরাই বিজয়ী হয়েছি। বিভ্রান্ত জনগোষ্ঠীর বেশির ভাগই আমাদের পক্ষে এসেছেন, মজু গ্যাং পালিয়ে যায় এবং আমাদের বাহিনীও নিরাপদে ফিরে আসে। সেমি অন্তর্লাইনে আচমকা লড়াইতে, জড়িয়ে পড়ার এই ঘটনা থেকে মূল্যবান সব অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা বেরিয়ে এসেছে যা ভবিষ্যতে অন্তর্লাইনে যুদ্ধকে গড়ে তুলতে ও বিকশিত করতে সহায়তা করবে।

৪) মাদারীপুর জেলার শিবচর থানার দত্তপাড়া পুলিশ ক্যাম্প অপারেশন। ১ জুলাই, ২০০০

এই অপারেশনের মধ্য দিয়ে ১৭টি রাইফেল, দুটি এস.এম.জি ও বিপুল সংখ্যক গুলি দখল করা হয়েছিল, যার প্রায় অর্ধেক পরে হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে।

সামরিক এ্যাকশনসমূহের রাজনৈতিক, মতাদর্শিক, সংগ্রামিক ও সাংগঠনিক তৎপর্য ও শিক্ষাসমূহের ওপর বিভিন্ন দলিল প্রকাশের সিদ্ধান্ত রয়েছে সর্বোচ্চ নেতৃত্বগ্রুপের, যা লালঝাণ্ডার পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। ■

★ নির্বাচনের বুর্জোয়া রাজনীতিকে বর্জন করুন।

বিপ্লবীযুদ্ধের সর্বহারা রাজনীতিকে আঁকড়ে ধরুন।

"হাত দিয়ে বলো সূর্যের আলো রুখিতে পারে কি কেউ
আমাদের মেরে ঠেকানো যাবে না গনজোয়ারের ঢেউ"

শহীদ কমরেড আয়নাল ও শহীদুল— লালসালাম।

পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির মাওবাদী বলশেভিক পুনর্গঠন আন্দোলনের প্রথম শহীদ হচ্ছেন কমরেড আয়নাল ও শহীদুল। গত ৬ মার্চে তাদেরকে নির্মম নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করেছে সংশোধনবাদী দলত্যাগী আনোয়ার কবীরপন্থীরা। এবং তাদের নিকট রক্ষিত একটি কাটা রাইফেল ও ৪৩ রাউন্ড গুলিও লুট করেছে তারা।

রাজনৈতিক মতভিন্নতার কারণে এই ধরনের হত্যাকাণ্ড ঘটানোর জন্য দীর্ঘদিন যাবত ক্ষেত্র প্রস্তুত করে আসছিলেন আনোয়ার কবীর। দীর্ঘদিন যাবতই তিনি এই তত্ত্বকে লিখিত ও মৌখিকভাবে প্রচার করে আসছিলেন যে, মতভিন্নতার সংগ্রামকে তথা দুই লাইনের সংগ্রামকে তুঙ্গে না উঠিয়ে আগে সাংগঠনিক-সামরিক পদক্ষেপ নিয়ে তারপরে দুই লাইনের সংগ্রামকে তুঙ্গে ওঠানো যায়। তার এই বক্তব্যকে সূত্রায়িতভাবে উত্থাপিত হয়েছিল তার নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রিয় কমিটির তথাকথিত ৭ম অধিবেশনে (১৯৯৭ সালে) প্রদত্ত তার লিখিত রিপোর্টে, যা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। এই তত্ত্ব ও করণীয় দ্বারাই সজ্জিত হয়েছে তার অনুসারীরা। এবং তারই একটি পরিণতি বা ফলাফল হচ্ছে কমরেড আয়নাল ও শহীদুলের হত্যাকাণ্ড এবং অস্ত্র ও গুলি লুটের ঘটনাটি।

শরীয়তপুর জেলার পালং থানার মল্লিককান্দি গ্রামের নিকট মাঠের মধ্যে পরিত্যাক্ত একটি ভিটায় দিনের বেলায় সংঘঠিত হয়েছে এই নির্মম হত্যাকাণ্ডটি। বহু লোকেই তা প্রত্যক্ষ করেছে, হত্যাকারীদের দেখেছে, চিনেছে, পরিচিতি প্রকাশ করেছে ও স্বাক্ষী হয়ে রয়েছে। হত্যাকারীরাও নিজেদের মেকি বীরত্ব নিয়ে অনেক আস্ফালন করেছে, আত্মপ্রচার করে বেড়িয়েছে। অথচ একেই এখন মুখ মুছে অস্বীকার করার চেষ্টা চালাচ্ছে আনোয়ার কবীরপন্থীরা। এর দ্বারা তারা নিজেরাই পুনরায় প্রমাণিত করছে এই সত্যকে যে, সংশোধনবাদের অর্থই হচ্ছে মিথ্যা ও প্রতারণা।

সংশোধনবাদীরা মিথ্যার ঝড় বইয়ে দিয়ে সকলকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করার চেষ্টা করবে—এটাই স্বাভাবিক। তবে কে কতটা বিভ্রান্ত ও প্রতারিত হবে তা কিন্তু প্রধানত: তার অভ্যন্তরীণ ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল। আমরা বিশ্বাস করি যে, অল্প কিছু লোককে সব সময় এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য বিভ্রান্ত করা যায়, কিন্তু সকলকে কখনো বিভ্রান্ত করা যায় না এবং বেশিরভাগ লোককে কখনো দীর্ঘসময়ের জন্য বিভ্রান্ত করে রাখা যায় না।

ইতোমধ্যেই তা ফলতে শুরু করেছে। আনোয়ার কবীরপন্থীদের সংশোধনবাদী ধাপ্পাবাজীকে ইতোমধ্যেই বহু লোকে বুঝে ফেলেছেন এবং আরো অনেকে বুঝে উঠতে শুরু করেছেন। এদের অনেকেই এই হত্যাকাণ্ডের প্রকাশ্য নিন্দা জানিয়েছেন এবং অনেকে আমাদের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন জ্ঞাপন করে বার্তা পাঠিয়েছেন। যা তাদের সাথে আমাদের রাজনৈতিক-মতাদর্শিক সম্পর্কের নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে এবং রাজনৈতিকভাবে আনোয়ার কবীরপন্থীদের একঘরে ও কোনঠাসা করে ফেলেছে।

এই হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে কমরেড খ ও গ-র নেতৃত্বাধিন লাইনের মধ্যপন্থী-সুবিধাবাদের প্রকৃতি আরো নগ্নভাবে উন্মোচিত হয়েছে। বিভিন্ন মহল থেকে বারংবার অনিরুদ্ধ হয়েও তারা বিভিন্ন অজুহাতে এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানিয়ে কোনো বিবৃতি বা বক্তব্য প্রকাশ থেকে বিরত থেকেছেন। এবং তার মধ্য দিয়ে তারা তাদের সুবিধাবাদের অবস্থানকেই অব্যাহত রেখেছেন। যা এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তাদের নিম্নস্তর ও উচ্চস্তরের মধ্যকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ঐক্য ও পার্থক্যের দ্বন্দ্বটিকে আরো স্পষ্টভাবে সামনে নিয়ে এসেছে, এবং ভবিষ্যতে তা আরো বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনাকে প্রকাশ করেছে।

এই হত্যাকাণ্ড ও অস্ত্র-গুলি লুটের ঘটনার মধ্য দিয়ে সংশোধনবাদী আনোয়ার কবীরপন্থীরা আমাদেরকে ভড়কে দিতে চেয়েছে, সন্ত্রস্ত করতে চেয়েছে এবং পূর্ববাংলার বিপ্লবীযুদ্ধ ও বিপ্লবী বাহিনীকে পুনরায় গড়ে তোলা ও বিকাশের প্রচেষ্টাকে স্থবির করে দিতে চেয়েছে। যার মধ্য দিয়ে তারা পূর্ববাংলার সর্বহারা বিপ্লবের অগ্রগতিকে থামিয়ে দিতে চেয়েছে।

তাদের আশার বিপরীত অগ্রগতিগুলোই বাস্তবে ঘটেছে, হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি আমাদের নিজেদের মধ্যকার ঐক্যকে আরো সংহত, শক্তিশালী ও বিকশিত করেছে। আমাদের শ্রেণীঘৃণা ও শ্রেণীক্রোধকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। সর্বহারা বিপ্লবের প্রতি আমাদের অঙ্গিকারকে আরো শাণিত করে তুলেছে। হত্যাকাণ্ডের পর আমাদের নেতৃত্বাধীন সকল শাখার কর্মী পর্যায়ে ও জনগণের পর্যায়ে অসংখ্য শোকসভার অনুষ্ঠান ও শোক প্রস্তাব গ্রহণ হচ্ছে তারই একটি প্রকাশ মাত্র। যার মধ্য দিয়ে আমরা শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করেছি এবং জীবিত আয়নালের তুলনায় মৃত আয়নাল লক্ষগুণে শক্তিশালী প্রেরণার উৎস হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন।

হত্যাকাণ্ডের পর আমাদের সর্বোচ্চ নেতৃত্বগ্রুপের পক্ষ থেকে কমরেড মোহাম্মদ শাহীন, আনোয়ার কবীরের নিকট একটি খোলা চিঠি (তৃতীয় সপ্তাহ, মার্চ, ২০০০) লিখেছিলেন। তাতে তিনি হত্যাকাণ্ড ও অস্ত্র-গুলি লুটের জন্য দু:খ প্রকাশ করার এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের আহ্বান জানিয়েছিলেন। বহু টালবাহানা করে নির্ধারিত সময়কালেরও প্রায় ১৫দিন পরে আনোয়ার কবীরপন্থীদের কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এই পত্রের একটি জবাব আমাদের কেন্দ্রের নিকট পৌঁছানো হয়েছিল। তাতে তারা সংশোধনবাদী কূট বিতর্কের ধূম্রজাল সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ঘটনার দায় ও দায়িত্বকে অস্বীকার করেছেন। যার অর্থ হচ্ছে তারা ঘটনার জন্য দু:খ প্রকাশ করবে না এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানেও তারা অনিচ্ছুক। ফলে অপরাধের জন্য অপরাধীদেরকে শাস্তি প্রদানের অধিকার আমাদের রয়েছে।

হত্যাকাণ্ডের পর পার্টির বিভিন্ন শাখা এবং পার্টি-বহির্ভূত বিভিন্ন সংগঠন, গোষ্ঠী ও ব্যক্তির পক্ষ থেকে অনেক শোকবার্তা এসেছে। এসেছে শোকসভার অনেক বিবরণও। এবং শহীদ পরিবারের প্রতি প্রদত্ত আর্থিক-বৈষয়িক সাহায্যের অনেক প্রতিশ্রুতি। এসব বিষয়ের ওপর লালঝাণ্ডার আগামী সংখ্যাগুলোতে বিভিন্ন লেখা থাকবে। লালঝাণ্ডার পুন:প্রকাশের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে সম্পাদনা বোর্ডের পক্ষ থেকে শহীদ কমরেড আয়নাল ও শহীদুলকে আমরা জানাই লাল সালাম। এবং দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করছি যে, আমরা হচ্ছি তাদেরই সহযোদ্ধা— যাদেরকে হত্যা করেছে আনোয়ার কবীরপন্থী সংশোধনবাদীরা। —সম্পাদনা বোর্ড, লালঝাণ্ডা। আগস্ট, ২০০০।